অ্যাপোক্রিফা

1st Esdras

প্রথম এসড্রাস

অধ্যায় 1

1 আর জোসিয়াস জেরুজালেমে তাঁর প্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্বের উত্সব পালন করলেন এবং প্রথম মাসের চৌদ্দতম দিনে নিস্তারপর্ব উত্সর্গ করলেন৷
2 যাজকদের তাদের দৈনন্দিন নিয়মানুযায়ী লম্বা পোশাকে সজ্জিত করে প্রভুর মন্দিরে বসিয়েছেন৷
3 আর তিনি ইস্রায়েলের পবিত্র পরিচারকদের লেবীয়দের উদ্দেশ্যে বললেন, দায়ূদের পুত্র শলোমন যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সেখানে সদাপ্রভুর পবিত্র সিন্দুক স্থাপন করার জন্য তারা যেন মাবুদের উদ্দেশে নিজেদের পবিত্র করে।
4আর কহিলেন, তোমরা আর তোমাদের কাঁধে সিন্দুক বহন করিবে না; অতএব এখন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর, এবং তাঁহার লোক ইস্রায়েলের সেবা কর, এবং তোমাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রস্তুত কর।
5 ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের নির্দেশ অনুসারে এবং তাঁর পুত্র শলোমনের মহিমা অনুসারে: এবং মন্দিরে দাঁড়িয়ে আপনার পরিবারের বিভিন্ন মর্যাদা অনুসারে লেবীয়রা, যারা আপনার ভাই ইস্রায়েল-সন্তানদের সামনে সেবা করে। ,
6 নিয়ম অনুসারে নিস্তারপর্ব উত্সর্গ করুন, এবং আপনার ভাইদের জন্য বলি প্রস্তুত করুন এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে নিস্তারপর্ব পালন করুন, যা মোশিকে দেওয়া হয়েছিল৷
7 এবং সেখানে যে লোকদের দেখা গেল তাদের যোসিয়াস ত্রিশ হাজার মেষশাবক, বাচ্চা এবং তিন হাজার বাছুর দিলেন: রাজার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই জিনিসগুলি প্রজাদের, যাজকদের এবং লেবীয়দের কাছে দেওয়া হয়েছিল।
8আর মন্দিরের শাসনকর্তা হেলকিয়া, জাকারিয়া ও সিলাস নিস্তারপর্বের জন্য যাজকদের দুই হাজার ছয়শত ভেড়া ও তিনশত বাছুর দিলেন।
9 আর যিকনিয়া, সামিয়াস, তাঁর ভাই নথনেল, এবং আসাবিয়া, ওখিয়েল ও যোরাম, সহস্রাধিক সেনাপতি, নিস্তারপর্বের জন্য লেবীয়দের পাঁচ হাজার ভেড়া ও সাতশো বাছুর দিলেন।
10 এই সব কাজ শেষ হলে, যাজকরা এবং লেবীয়রা খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আত্মীয়-স্বজন অনুসারে খুব সুন্দরভাবে দাঁড়াল,
11 এবং পিতৃপুরুষদের বিভিন্ন মর্যাদা অনুসারে, লোকেদের সামনে, প্রভুর উদ্দেশে উত্সর্গ করার জন্য, যেমন মোশির বইতে লেখা আছে: এবং তারা সকালে এইভাবে করেছিল৷
12 এবং তারা নিস্তারপর্বকে আগুনে ভাজল, যেমনটি ছিল: বলির জন্য, তারা পিতলের পাত্রে এবং পাত্রে সুগন্ধে ছেঁকেছিল,
13 এবং তাদের সমস্ত লোকদের সামনে দাঁড় করালেন; তারপর তারা নিজেদের জন্য এবং তাদের ভাইদের, যাজকদের জন্য, হারোণের পুত্রদের জন্য প্রস্তুত করলেন৷
14 কারণ পুরোহিতেরা রাত পর্যন্ত চর্বি উৎসর্গ করলেন, আর লেবীয়রা নিজেদের জন্য এবং হারোণের ছেলেদের পুরোহিতেরা নিজেদের জন্য প্রস্তুত করলেন।
15 দায়ূদের নিযুক্তি অনুসারে আসফের পুত্ররা, আসফ, জাকারিয়া এবং যিদুথুন, যারা রাজার নিযুক্ত ছিলেন, তাদের ক্রমানুসারে পবিত্র গায়কগণও ছিলেন।
16 তাছাড়া দারোয়ানরা প্রতিটি দরজায় ছিল; তার সাধারণ সেবা থেকে যাওয়া কারো পক্ষে বৈধ ছিল না: তাদের ভাইদের জন্য লেবীয়রা তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল।
17 এইভাবে প্রভুর উত্সর্গের জিনিসগুলি সেই দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, যাতে তারা নিস্তারপর্ব পালন করতে পারে,
18আর রাজা জোসিয়াসের আজ্ঞা অনুসারে প্রভুর বেদীতে বলি উৎসর্গ কর।
19 সেই সময়ে উপস্থিত ইস্রায়েল-সন্তানরা নিস্তারপর্ব ও মিষ্টি রুটির উৎসব সাত দিন ধরে পালন করেছিল।
20 আর এই ধরনের নিস্তারপর্ব ইস্রায়েলে ভাববাদী শমূয়েলের সময় থেকে পালন করা হয়নি৷
21 হ্যাঁ, ইস্রায়েলের সমস্ত রাজারা যোশিয়, এবং পুরোহিত, লেবীয় এবং ইহুদীদের মতো নিস্তারপর্ব পালন করেননি, যারা জেরুজালেমে বসবাসকারী সমস্ত ইস্রায়েলের সাথে ধারণ করেছিল৷
22 যোশিয়ার রাজত্বের আঠারো বছরে এই নিস্তারপর্ব পালন করা হয়েছিল।
23 এবং কাজগুলি বা জোসিয়াস তাঁর প্রভুর সামনে ধার্মিকতায় পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন৷
24 তাঁর সময়ে যা ঘটেছিল, সেগুলি পূর্ববর্তী সময়ে লেখা হয়েছিল, যারা পাপ করেছিল এবং সমস্ত লোক ও রাজ্যের উপরে প্রভুর বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করেছিল এবং কীভাবে তারা তাঁকে অত্যন্ত দুঃখিত করেছিল, যাতে প্রভুর বাণী প্রভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে উঠলেন।
25 যোশিয়র এই সমস্ত কাজের পরে এমন হল যে, মিসরের রাজা ফরৌণ ইউফ্রেটিসের উপরে কার্চামিসে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন এবং যোশিয় তাঁর বিরুদ্ধে বেরিয়েছিলেন।
26কিন্তু মিশরের বাদশাহ্ তাঁকে বললেন, হে যিহূদিয়ার রাজা, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক?
27 আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত নই; কারণ আমার যুদ্ধ ইউফ্রেটিসের উপর; আর এখন প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, হ্যাঁ, প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন৷
28 যদিও জোসিয়াস তার কাছ থেকে তার রথ ফিরিয়ে দেননি, কিন্তু প্রভুর মুখের দ্বারা বলা ভাববাদী জেরেমির কথার বিষয়ে নয়, তার সাথে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছিলেন:
29কিন্তু মাগিদ্দোর সমভূমিতে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং রাজপুত্ররা রাজা জোসিয়াসের বিরুদ্ধে এলেন।
30 তখন রাজা তাঁর কর্মচারীদের বললেন, 'আমাকে যুদ্ধ থেকে দূরে নিয়ে যাও; কারণ আমি খুবই দুর্বল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাসরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।
31 তারপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় রথে উঠলেন; এবং জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনার পর তিনি মারা যান এবং তাঁর পিতার সমাধিতে সমাহিত হন।
32 এবং সমস্ত ইহুদিতে তারা জোসিয়াসের জন্য শোক করেছিল, হ্যাঁ, জেরেমি ভাববাদী জোসিয়াসের জন্য বিলাপ করেছিলেন, এবং মহিলারা সহ প্রধান পুরুষরা আজ অবধি তাঁর জন্য বিলাপ করেছেন: এবং এটি একটি অধ্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে সমস্ত জাতিতে ক্রমাগতভাবে করা হয়। ইসরায়েলের।
33 এগুলি যিহূদার রাজাদের গল্পের পুস্তকে লেখা আছে, এবং যোশিয় যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, তাঁর গৌরব, প্রভুর নিয়মে তাঁর বোধগম্যতা এবং তিনি আগে যা করেছিলেন, তার প্রত্যেকটিই লেখা আছে৷ এবং এখন যে বিষয়গুলি পাঠ করা হয়েছে, তা ইস্রায়েল ও জুডিয়ার রাজাদের বইয়ে বর্ণিত হয়েছে৷
34 আর লোকেরা যোশিয়ের ছেলে যোয়াচাসকে ধরে নিয়ে গেল এবং 23 বছর বয়সে তাঁর পিতা যোশিয়ের পরিবর্তে তাঁকে রাজা করল।
35 আর তিনি যিহূদিয়া ও জেরুজালেমে তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন, তারপর মিশরের রাজা তাঁকে জেরুজালেমে রাজত্ব করা থেকে সরিয়ে দিলেন।
36 আর তিনি একশো তালন্ত রূপা ও এক তালন্ত সোনার জমির উপর কর ধার্য করলেন।
37 মিশরের রাজাও রাজা যোয়াকিমকে তাঁর ভাই যিহূদিয়া ও জেরুজালেমের রাজা করলেন।

38 এবং তিনি যোয়াকিম এবং রাজন্যবর্গকে বেঁধে রাখলেন, কিন্তু তাঁর ভাই জারাসেসকে তিনি ধরে ফেললেন এবং মিশর থেকে বের করে আনলেন।
39 যোয়াকিম যখন যিহূদিয়া ও জেরুজালেমের রাজা হন তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। সে প্রভুর সামনে খারাপ কাজ করেছিল|
40 সেইজন্য তার বিরুদ্ধে ব্যাবিলনের রাজা নবুচদোনোসর এসে তাকে পিতলের শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন।
41 নবুচোদোনোসরও প্রভুর পবিত্র পাত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেগুলো নিয়ে গিয়ে ব্যাবিলনের নিজের মন্দিরে রেখেছিলেন।
42 কিন্তু তাঁর সম্পর্কে, তাঁর অশুচিতা ও অপবিত্রতার যে সব কথা লিপিবদ্ধ আছে তা রাজাদের ইতিহাসে লেখা আছে৷
43 আর তাঁহার পুত্র যোয়াকিম রাজা হইলেন;
44 জেরুজালেমে মাত্র তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেছিলেন৷ এবং প্রভুর সামনে মন্দ কাজ করেছিল|
45 তাই এক বছর পর নবুচোডোনোসর তাঁকে প্রভুর পবিত্র পাত্রসহ ব্যাবিলনে নিয়ে গেলেন।
46 এবং সিদিখিয়াকে একুশ বছর বয়সে যিহূদিয়া ও জেরুজালেমের রাজা করেছিলেন৷ এবং তিনি এগারো বছর রাজত্ব করেছিলেন:
47 এবং তিনি প্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ কাজও করেছিলেন, এবং প্রভুর মুখ থেকে ভাববাদী জেরেমি তাকে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার প্রতি তিনি পরোয়া করেননি৷
48 এবং রাজা নবুচোদোনোসর তাকে প্রভুর নামে শপথ করাতে বাধ্য করার পর, তিনি নিজেকে ছেড়ে দিলেন এবং বিদ্রোহ করলেন; এবং তার ঘাড় শক্ত করে, তার হৃদয়, তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আইন লঙ্ঘন করেছিলেন।
49 জনগণের গভর্নররা এবং যাজকরাও আইনের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছিলেন, এবং সমস্ত জাতির সমস্ত দূষণকে অতিক্রম করেছিলেন এবং জেরুজালেমে পবিত্র করা প্রভুর মন্দিরকে অপবিত্র করেছিলেন৷
50তবুও তাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাদের ফেরত ডাকার জন্য তাঁর দূতের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাদের এবং তাঁর তাঁবুকেও রক্ষা করেছিলেন।
51 কিন্তু তারা তাঁর দূতদের উপহাস করেছিল; এবং, দেখ, প্রভু যখন তাদের সাথে কথা বললেন, তখন তারা তাঁর ভাববাদীদের খেলায় পরিণত করল৷
52 এতদূর পর্যন্ত যে, তিনি তাঁর লোকেদের মহান অধার্মিকতার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ক্যালদীয়দের রাজাদের তাদের বিরুদ্ধে উঠতে আদেশ করেছিলেন;
53 যারা তাদের যুবকদেরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করেছিল, হ্যাঁ, এমনকি তাদের পবিত্র মন্দিরের কম্পাসের মধ্যেও, এবং তাদের মধ্যে যুবক বা দাসী, বৃদ্ধ বা শিশু কাউকেই রেহাই দেয়নি; কারণ তিনি সব তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
54 আর তারা সদাপ্রভুর পবিত্র সিন্দুক ও রাজার ধন-সম্পদসহ ছোট বড় মাবুদের সমস্ত পবিত্র পাত্রগুলো নিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে গেল।
55 সদাপ্রভুর ঘরের কথা, তারা তা পুড়িয়ে ফেলল, জেরুজালেমের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলল এবং তার বুরুজগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল।
56 এবং তার গৌরবময় জিনিসগুলির জন্য, তারা কখনই থেমে থাকেনি যতক্ষণ না তারা সেগুলিকে গ্রাস করে নিল এবং সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল; এবং যে সমস্ত লোককে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়নি তাদের তিনি ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন:
57 যিনি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের দাস হয়েছিলেন, যতক্ষণ না পারসিয়ানরা রাজত্ব করেছিল, জেরেমির মুখে বলা প্রভুর বাক্য পূর্ণ করার জন্য:
58 যতক্ষণ না দেশটি তার বিশ্রামের দিনগুলি উপভোগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্জনতার পুরো সময়টা সে বিশ্রাম পাবে, সত্তর বছরের পুরো মেয়াদ পর্যন্ত।

অধ্যায় 2

1 পারস্যের রাজা সাইরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে, যাতে প্রভুর বাক্য পূর্ণ হয়, তিনি জেরেমির মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন;
2 প্রভু পারস্যের রাজা সাইরাসের আত্মাকে উত্থাপন করেছিলেন, এবং তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্যের মাধ্যমে এবং লেখার মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন,
3 বললেন, পারস্যের রাজা সাইরাস এই কথা বলেছেন; ইস্রায়েলের প্রভু, সর্বোচ্চ প্রভু, আমাকে সমগ্র বিশ্বের রাজা করেছেন,
4 আর আমাকে আদেশ দিলেন যেন তিনি ইহুদীর জেরুজালেমে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেন।
5 তাই যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রজা হয়ে থাকেন, তবে প্রভু, তাঁর প্রভু, তাঁর সঙ্গে থাকুন, এবং তিনি যিহূদিয়ার জেরুজালেমে যান এবং ইস্রায়েলের প্রভুর ঘর নির্মাণ করুন৷ যিরূশালেমে বসবাসকারী প্রভু৷
6তখন যে কেউ আশেপাশের জায়গায় বাস করে, তারা তাকে সাহায্য করুক, আমি বলছি, তারাই তার প্রতিবেশী, সোনা ও রৌপ্য দিয়ে,
7 জেরুজালেমে প্রভুর মন্দিরের জন্য উপহার, ঘোড়া, গবাদি পশু এবং অন্যান্য জিনিস যা মানত করে দেওয়া হয়েছিল।
8 তখন যিহূদিয়া এবং বিন্যামীন-গোষ্ঠীর প্রধানরা উঠে দাঁড়ালেন; যাজকেরা, লেবীয়রা এবং যাদের মন মাবুদ জেরুজালেমে প্রভুর জন্য একটি ঘর তৈরি করতে চেয়েছিলেন তারাও
9 এবং যারা তাদের চারপাশে বাস করত, এবং রূপা ও সোনা, ঘোড়া ও গবাদি পশু দিয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে বিনামূল্যের উপহার দিয়ে তাদের সাহায্য করত, যাদের মন তাতে আলোড়িত হয়েছিল।
10 রাজা সাইরাসও পবিত্র পাত্রগুলি নিয়ে এসেছিলেন, যেগুলি নবুচোডোনোসর জেরুজালেম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন।
11 এখন যখন পারস্যের রাজা সাইরাস তাদের বের করে আনলেন, তখন তিনি তাদের তার কোষাধ্যক্ষ মিথ্রিডেটসের হাতে তুলে দিলেন:
12 আর তাঁর দ্বারা তারা যিহূদিয়ার গভর্নর সানাবাসারের হাতে তুলে দেওয়া হল।
13 এবং এই ছিল তাদের সংখ্যা; এক হাজার সোনার পেয়ালা, এক হাজার রূপার, ঊনিশটি রূপার ধূপনা, তিরিশটি সোনার শিশি, এবং রৌপ্যের দুই হাজার চারশো দশটি এবং আরও এক হাজার পাত্র।
14তখন সোনা ও রূপার সমস্ত পাত্র যা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা ছিল পাঁচ হাজার চারশত ষাটটি।
15 বন্দীদশা থেকে তাদের সঙ্গে সানাবাসার তাদের ব্যাবিলন থেকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনলেন।
16 কিন্তু পারস্যের রাজা আর্টেক্সার্ক্সেসের সময়ে বেলেমাস, মিথ্রিডেটস, এবং ট্যাবেলিয়াস, রাথুমাস, বেলটেথমাস এবং সেমেলিয়াস সেক্রেটারি এবং সেমেলিয়াস এবং সেক্রেটারি তাদের সাথে যারা শমরিয়া ও অন্যান্য জায়গায় বাস করতেন, তারা তাঁর বিরুদ্ধে লিখলেন। যারা যিহূদিয়া ও জেরুজালেমে বাস করত তারা এই চিঠিগুলি অনুসরণ করেছিল৷

17 আমাদের প্রভু রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস, আপনার দাস, গল্পকার রাথুমাস, লেখক সেমেলিয়াস এবং তাদের পরিষদের বাকি সদস্যদের এবং সেলোসিরিয়া ও ফেনিসের বিচারকদের কাছে।
18 এখন প্রভু মহারাজের কাছে জেনে রাখুন যে, আপনার থেকে আমাদের কাছে যে ইহুদীরা জেরুজালেমে এসেছে, সেই বিদ্রোহী ও দুষ্ট নগরী, তারা বাজার তৈরি করে, এর দেয়াল মেরামত করে এবং মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে। মন্দির
19 এখন যদি এই শহর এবং এর প্রাচীরগুলি আবার তৈরি করা হয়, তবে তারা কেবল চাঁদা দিতে অস্বীকার করবে না, রাজাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করবে।
20 আর যেহেতু মন্দির সংক্রান্ত বিষয়গুলি এখন হাতে রয়েছে, আমরা মনে করি যে এই ধরনের বিষয়ে অবহেলা করা উচিত নয়,
21 কিন্তু আমাদের প্রভু মহারাজের সাথে কথা বলতে, এই উদ্দেশ্যে যে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার পূর্বপুরুষদের বইয়ে তা খুঁজে বের করা যেতে পারে:
22 এবং আপনি ইতিহাসে এই বিষয়গুলির বিষয়ে যা লেখা আছে তা খুঁজে পাবেন এবং বুঝতে পারবেন যে সেই শহরটি বিদ্রোহী ছিল, রাজা এবং শহর উভয়কেই বিরক্ত করেছিল:
23 এবং যে ইহুদীরা বিদ্রোহী ছিল এবং সেখানে সর্বদা যুদ্ধ উত্থাপন করেছিল; যে কারণে এই শহরটিও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল৷
24 তাই এখন আমরা আপনাকে ঘোষণা করছি, হে প্রভু রাজা, যদি এই শহরটি আবার তৈরি করা হয় এবং এর প্রাচীরগুলি নতুনভাবে স্থাপন করা হয়, তাহলে এখন থেকে আপনার সেলোসিরিয়া এবং ফেনিসে যাওয়ার কোন পথ থাকবে না৷
25 তারপর রাজা গল্পকার রাথুমাস, বেলটেথমাস, লেখক সেমেলিয়াস এবং বাকিদের কাছে এবং সামেরিয়া, সিরিয়া এবং ফিনিসের বাসিন্দাদের কাছে এই পদ্ধতির পরে আবার লিখলেন;
26 তোমরা আমার কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছ তা আমি পড়েছি৷ তাই আমি কঠোরভাবে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছিলাম, এবং দেখা গেছে যে সেই শহরটি শুরু থেকেই রাজাদের বিরুদ্ধে অনুশীলন করছিল৷
27 এবং সেখানকার পুরুষদেরকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের জন্য দেওয়া হয়েছিল: এবং সেই পরাক্রমশালী রাজারা এবং হিংস্র জেরুজালেমে ছিলেন, যারা রাজত্ব করেছিলেন এবং সেলোসিরিয়া এবং ফিনিসে কৃতজ্ঞতা আদায় করেছিলেন।
28 তাই এখন আমি সেই লোকদের শহর তৈরি করতে বাধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি, এবং যাতে আর কোনো কাজ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে;
29 আর সেই দুষ্ট কর্মীরা যেন আর রাজাদের বিরক্তির দিকে না যায়,
30 তারপর রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস তাঁর চিঠিগুলি পাঠ করা হচ্ছে, রাথুমাস এবং লেখক সেমেলিয়াস এবং বাকিরা যারা তাদের সাথে দায়িত্বে ছিলেন, তারা ঘোড়সওয়ারদের একটি সৈন্য এবং যুদ্ধের সারিতে থাকা বহু লোকের সাথে জেরুজালেমের দিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গিয়ে নির্মাতাদের বাধা দিতে শুরু করলেন। ; এবং জেরুজালেমে মন্দির নির্মাণ পারস্যের রাজা দারিয়ুসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

অধ্যায় 3

1 দারিয়াস যখন রাজত্ব করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাদের জন্য, তাঁর সমস্ত পরিবারের জন্য এবং মিডিয়া ও পারস্যের সমস্ত রাজপুত্রদের জন্য একটি মহান ভোজের আয়োজন করেছিলেন,
2 এবং ভারত থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশত সাতাশটি প্রদেশের সমস্ত গভর্নর, ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্টদের যাঁরা তাঁর অধীনে ছিলেন৷
3 আর যখন তারা খাওয়া-দাওয়া করে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি চলে গেল, তখন দারিয়ুস রাজা তার শয্যাশালায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, আর কিছুক্ষণ পরেই জেগে উঠলেন।
4তখন তিনজন যুবক, যারা রাজার দেহ রক্ষাকারী পাহারাদার ছিল, তারা একে অপরের সাথে কথা বলল;
5 আমাদের প্রত্যেককে একটি বাক্য বলতে দিন: যে পরাজিত হবে, এবং যার বাক্য অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান বলে মনে হবে, তাকে রাজা দারিয়াস বিজয়ের চিহ্ন হিসাবে মহান উপহার এবং মহান জিনিস দেবেন:
6যেমন বেগুনি পোশাক পরতে হবে, সোনায় পান করতে হবে এবং সোনার উপরে ঘুমাতে হবে, এবং সোনার লাগামযুক্ত রথ, সূক্ষ্ম মসীনার একটি শিরোনাম এবং তার গলায় শিকল।
7 এবং সে তার বুদ্ধির জন্য দারিয়ুসের পাশে বসবে এবং তাকে দারিয়াস তার চাচাতো ভাই বলা হবে।
8 তারপর প্রত্যেকে তার বাক্য লিখে সিলমোহর করে রাজা দারিয়ুসকে তার বালিশের নীচে রাখল৷
9 আর বললেন, রাজা যখন পুনরুত্থিত হবেন, তখন কেউ কেউ তাকে লেখাগুলো দেবেন; এবং যার পক্ষে রাজা এবং পারস্যের তিনজন রাজপুত্র বিচার করবেন যে তার শাস্তি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তাকে বিজয় দেওয়া হবে, যেমনটি নির্ধারিত হয়েছিল।
10 প্রথম লিখেছেন, ওয়াইন সবচেয়ে শক্তিশালী।
11 দ্বিতীয়জন লিখেছেন, রাজা সবচেয়ে শক্তিশালী।
12 তৃতীয়টি লিখেছেন, মহিলারা সবচেয়ে শক্তিশালী: কিন্তু সর্বোপরি সত্যই বিজয়কে বহন করে।
13 রাজা যখন উঠলেন, তখন তারা তাদের লেখাগুলো নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন, আর তিনি সেগুলি পড়লেন:
14 তারপর তিনি পারস্য ও মিডিয়ার সমস্ত শাসনকর্তাদের, রাজ্যপালদের, সেনাপতিদের, লেফটেন্যান্টদের এবং প্রধান অফিসারদের ডেকে পাঠালেন৷
15 এবং তাকে বিচারের রাজকীয় আসনে বসিয়েছিলেন; এবং লেখাগুলি তাদের সামনে পড়া হয়েছিল।
16তখন তিনি বললেন, যুবকদের ডেকে আন, তারা তাদের নিজেদের বাক্য ঘোষণা করবে। তাই তাদের ডাকা হল, এবং ভিতরে এল৷
17 তিনি তাদের বললেন, 'লেখার বিষয়ে তোমাদের মনের কথা আমাদের বলুন৷' তারপর শুরু হল প্রথম, যিনি মদের শক্তির কথা বলেছিলেন৷
18 আর তিনি এইভাবে বললেন, হে পুরুষরা, দ্রাক্ষারস কতই না শক্তিশালী! এটি সমস্ত মানুষকে ভুল করে যারা এটি পান করে:
19 এটা রাজা ও পিতৃহীন সন্তানের মনকে এক হতে বাধ্য করে; দাস এবং স্বাধীনের, গরীব এবং ধনীর:
20 এটি প্রতিটি চিন্তাকে আনন্দ ও আনন্দে পরিণত করে, যাতে একজন মানুষ দুঃখ বা ঋণ মনে রাখে না।
21 এবং এটি প্রত্যেক হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে তোলে, যাতে একজন ব্যক্তি রাজা বা রাজ্যপালকে মনে রাখে না; এবং এটি প্রতিভা দ্বারা সব কিছু বলতে বাধ্য করে:
22 এবং যখন তারা তাদের পেয়ালায় থাকে, তারা বন্ধু এবং ভাই উভয়ের প্রতি তাদের ভালবাসা ভুলে যায় এবং একটু পরে তলোয়ার বের করে।
23 কিন্তু যখন তারা দ্রাক্ষারস পান করে, তখন তারা কি করেছিল তা মনে রাখে না৷
24 ওহে পুরুষরা, ওয়াইন কি সবচেয়ে শক্তিশালী নয়, যে এটি করতে বাধ্য করে? এই কথা বলার পর তিনি শান্ত হলেন।

অধ্যায় 4

1 তারপর দ্বিতীয় যে রাজার শক্তির কথা বলেছিল, সে বলতে শুরু করল,
2 হে লোকেরা, লোকেরা কি সেই শক্তিতে উৎকৃষ্ট নয় যারা সমুদ্র ও স্থল এবং তাদের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুর উপর শাসন করে?
3 কিন্তু তবুও রাজা আরও পরাক্রমশালী, কারণ তিনি এই সমস্ত কিছুর প্রভু, এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব করেন৷ এবং তিনি তাদের যা আদেশ করেন তারা তাই করে।
4 যদি সে তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে, তবে তারা তা করবে: যদি সে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাঠায়, তারা গিয়ে পাহাড়ের প্রাচীর ও বুরুজ ভেঙ্গে ফেলবে।
5 তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়, এবং রাজার আদেশ লঙ্ঘন করে না: তারা বিজয়ী হলে, তারা সমস্ত কিছু রাজার কাছে নিয়ে আসে, সেইসাথে অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্রও নিয়ে আসে।
6 একইভাবে যারা সৈন্য নয়, এবং যুদ্ধের সাথে জড়িত নয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করে, তারা যা বপন করেছিল তা আবার কাটলে তারা রাজার কাছে নিয়ে আসে এবং একে অপরকে রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করে।
7 এবং তবুও সে কেবল একজন মানুষ: যদি সে হত্যা করতে আদেশ করে, তারা হত্যা করে; যদি সে রেহাই দিতে আদেশ করে, তারা রেহাই দেয়;
8 সে আঘাত করতে আদেশ করলে তারা আঘাত করে; তিনি যদি জনশূন্য করার আদেশ দেন, তবে তারা জনশূন্য করে দেয়; তিনি নির্মাণের আদেশ দিলে তারা নির্মাণ করে।
9তিনি কাটার আদেশ দিলে তারা কেটে ফেলবে; তিনি গাছ লাগাতে আদেশ করলে তারা রোপণ করে।
10 তাই তাঁর সমস্ত প্রজা ও তাঁর সৈন্যবাহিনী তাঁকে মান্য করে; তাছাড়া সে শুয়ে থাকে, সে খায়, পান করে এবং বিশ্রাম নেয়।
11 আর এরা তাঁর চারপাশে পাহারা দেয়, কেউ চলে না যেতে পারে এবং নিজের ব্যবসা করতে পারে না, কোন বিষয়েই তাঁহার অবাধ্য হয় না।
12 ওহে লোকরা, রাজার কি করে সর্বশক্তিমান হওয়া উচিত নয়, যখন তাকে এমনভাবে মান্য করা হয়? আর জিভ চেপে ধরল।
13 তারপর তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি মহিলাদের এবং সত্যের কথা বলেছিলেন, (ইনি ছিলেন জোরবাবেল) কথা বলতে শুরু করলেন৷
14 হে পুরুষেরা, এটা মহান রাজা নয়, মানুষের ভিড়ও নয়, মদও নয় যে উৎকৃষ্ট; তাহলে কে তাদের শাসন করে বা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে? তারা কি নারী নয়?
15 নারীরা রাজা এবং সমুদ্র ও স্থলপথে শাসনকারী সমস্ত লোককে জন্ম দিয়েছে।
16 এমনকি তাদের মধ্যেও তারা এসেছিল: এবং যারা দ্রাক্ষা ক্ষেত রোপণ করেছিল, যেখান থেকে দ্রাক্ষারস আসে তারা তাদের লালনপালন করেছিল৷
17 এগুলি পুরুষদের জন্যও পোশাক তৈরি করে; এগুলো মানুষের কাছে গৌরব নিয়ে আসে; এবং নারী ছাড়া পুরুষ হতে পারে না।
18 হ্যাঁ, এবং যদি পুরুষরা স্বর্ণ ও রৌপ্য বা অন্য কোন ভাল জিনিস একত্রিত করে, তবে তারা কি এমন একটি মহিলাকে ভালবাসে না যা অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যে সুন্দর?
19 এবং সেই সমস্ত জিনিসগুলিকে যেতে দিয়ে, তারা কি ফাঁক করে না, এমনকি খোলা মুখ দিয়েও তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; এবং সমস্ত মানুষ কি তার কাছে রূপা বা সোনা বা অন্য কোন ভাল জিনিসের চেয়ে বেশি কামনা করে না?
20 একজন ব্যক্তি তার নিজের পিতাকে, যিনি তাকে লালন-পালন করেছেন এবং তার নিজের দেশ ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে আবদ্ধ হন৷
21 সে তার স্ত্রীর সাথে তার জীবন কাটাতে না লেগে থাকে। এবং পিতা, মাতা বা দেশকে স্মরণ করে না।
22 এর দ্বারাও তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে তোমাদের উপর নারীদের কর্তৃত্ব রয়েছে: তোমরা কি পরিশ্রম ও পরিশ্রম কর না এবং নারীকে সবই দান কর না?
23 হ্যাঁ, একজন মানুষ তার তলোয়ার নিয়ে ডাকাতি করতে এবং চুরি করতে, সমুদ্রে এবং নদীতে যাত্রা করতে যায়৷
24 এবং একটি সিংহের দিকে তাকায় এবং অন্ধকারে চলে যায়; এবং যখন সে চুরি করে, লুটপাট করে এবং লুট করে, তখন সে তার ভালবাসার কাছে নিয়ে আসে।
25 সেইজন্য একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে পিতা বা মাতার চেয়ে বেশি ভালবাসে৷
26 হ্যাঁ, অনেক আছে যারা নারীদের জন্য তাদের বুদ্ধি ফুরিয়ে গেছে, এবং তাদের জন্য দাস হয়ে গেছে।
27 নারীদের জন্যও অনেকে ধ্বংস হয়েছে, ভুল করেছে এবং পাপ করেছে।
28 আর এখন কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না? রাজা কি তার ক্ষমতায় মহান নয়? সব অঞ্চল কি তাকে স্পর্শ করতে ভয় পায় না?
29তবুও আমি তাকে এবং রাজার উপপত্নী আপামকে, প্রশংসনীয় বার্টাকাসের কন্যা, রাজার ডানদিকে বসে থাকতে দেখেছি,
30 রাজার মাথা থেকে মুকুটটা নিয়ে নিজের মাথায় রাখলেন; সেও তার বাম হাতে রাজাকে আঘাত করেছিল।
31 এবং তবুও এই সমস্ত কিছুর জন্য রাজা মুখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন: যদি তিনি তাকে নিয়ে হাসেন তবে তিনিও হাসতেন: কিন্তু যদি সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তবে রাজা তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তোষামোদ করতে ব্যর্থ হন। আবার
32 হে পুরুষেরা, এটা কি করে হতে পারে কিন্তু নারীরা শক্তিশালী হওয়া উচিত, তারা এমন করে দেখে?
33 তখন রাজা ও শাসনকর্তারা একে অপরের দিকে তাকালেন, তাই তিনি সত্য কথা বলতে শুরু করলেন।
34 হে পুরুষরা, মহিলারা কি শক্তিশালী নয়? পৃথিবী মহান, স্বর্গ উচ্চ, সূর্য তার গতিপথে দ্রুত, কারণ তিনি স্বর্গকে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং একদিনে তার নিজের জায়গায় ফিরে আসেন।
35 তিনি কি মহান নন যিনি এইসব করেন? তাই সত্য মহান এবং সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী৷
36 সমস্ত পৃথিবী সত্যের উপর ক্রন্দন করে, এবং স্বর্গ এটিকে আশীর্বাদ করে: সমস্ত কাজ এতে কাঁপছে এবং কাঁপছে, এবং এর সাথে কোন অন্যায় জিনিস নেই।
37 মদ দুষ্ট, রাজা দুষ্ট, মহিলারা দুষ্ট, পুরুষের সমস্ত সন্তান দুষ্ট এবং তাদের সমস্ত দুষ্ট কাজ; এবং তাদের মধ্যে কোন সত্য নেই; তাদের অধার্মিকতায় তারা ধ্বংস হবে।
38 সত্যের জন্য, এটি স্থায়ী এবং সর্বদা শক্তিশালী; এটা চিরকাল বেঁচে থাকে এবং জয় করে।
39 তার সাথে কোন ব্যক্তি বা পুরস্কার গ্রহণ করা হয় না; কিন্তু সে সেইসব কাজ করে যা ন্যায়পরায়ণ, এবং সমস্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; এবং সমস্ত পুরুষ তার কাজ ভালো করে.
40 তার বিচারে কোন অধার্মিকতা নেই; এবং তিনি সমস্ত যুগের শক্তি, রাজ্য, শক্তি এবং মহিমা। ধন্য হোক সত্যের ঈশ্বর।
41 আর তাতেই তিনি শান্ত হলেন। তখন সমস্ত লোক চিৎকার করে বলে উঠল, সত্য মহান এবং সর্বোপরি সর্বোত্তম।

42 তখন রাজা তাকে বললেন, "লেখায় যা লেখা আছে তার চেয়ে তুমি যা চাও তা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে দেব, কারণ তোমাকে সবচেয়ে জ্ঞানী বলে মনে করা হয়েছে৷ এবং আপনি আমার পাশে বসবেন, এবং আমার চাচাত ভাই বলা হবে।
43তখন তিনি রাজাকে বললেন, যেদিন আপনি আপনার রাজ্যে এসেছিলেন, সেই দিন জেরুজালেম নির্মাণের জন্য আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা মনে রাখবেন।
44 এবং সাইরাস যখন ব্যাবিলনকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং সেগুলিকে আবার সেখানে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেগুলি জেরুজালেম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্ত পাত্রগুলিকে পাঠানোর জন্য।
45 তুমিও সেই মন্দির তৈরী করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে, যেটা ইদোমীয়রা পুড়িয়ে দিয়েছিল যখন কল্‌দীরা যিহূদিয়াকে জনশূন্য করেছিল।
46 এবং এখন, হে প্রভু মহারাজ, এটাই আমার চাওয়া, এবং আমি আপনার কাছে যা চাই, এবং এটিই রাজকীয় উদারতা যা আপনার কাছ থেকে আসে: তাই আমি চাই যে আপনি আপনার নিজের মুখে যে ব্রত, তা সম্পাদন করুন। তুমি স্বর্গের রাজার কাছে মানত করেছ।
47 তখন রাজা দারিয়ুস উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন এবং তাঁর জন্য সমস্ত কোষাধ্যক্ষ, লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন ও গভর্নরদের কাছে চিঠি লিখলেন, যাতে তারা নিরাপদে তাঁকে এবং যারা জেরুজালেম নির্মাণের জন্য তাঁর সঙ্গে যায় তাদের সবাইকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে। .
48 তিনি সেলোসিরিয়া এবং ফিনিসে এবং লিবানাসের লেফটেন্যান্টদের কাছেও চিঠি লিখেছিলেন যে তারা লিবানাস থেকে জেরুজালেমে এরস কাঠ আনুক এবং তাকে দিয়ে শহরটি গড়ে তুলুক।
49 তাছাড়া তিনি সমস্ত ইহুদীদের জন্য যারা তাঁর রাজ্য থেকে বেরিয়ে ইহুদীতে গিয়েছিলেন, তাদের স্বাধীনতার বিষয়ে লিখেছিলেন যে কোনও অফিসার, কোনও শাসক, কোনও লেফটেন্যান্ট বা কোষাধ্যক্ষ যেন জোর করে তাদের দরজায় প্রবেশ করতে না পারে;
50 এবং যে সমস্ত দেশ তাদের দখলে আছে তা যেন কোনো মূল্য ছাড়াই স্বাধীন হয়; এবং ইদোমীয়রা ইহুদীদের গ্রামগুলো তাদের দখলে নিয়ে যাক।
51 হ্যাঁ, মন্দির নির্মাণের জন্য বাৎসরিক বিশ তালেন্ট দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না এটি নির্মিত হয়েছিল;
52আর বাৎসরিক আরও দশ তালন্ত, প্রতিদিন বেদীর উপরে পোড়ানো-উৎসর্গ রাখার জন্য, যেমন সতেরটি উৎসর্গ করার আদেশ ছিল।
53 আর যে ব্যাবিলন থেকে যাঁরা নগর গড়তে গিয়েছিলেন তাদের সকলের, সেইসাথে তাদের বংশধরদের এবং যে সমস্ত পুরোহিতরা চলে গেছে তাদেরও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।
54 তিনি এ বিষয়েও লিখেছেন। চার্জ, এবং পুরোহিতদের পোশাক যেখানে তারা পরিচর্যা করে;
55 এবং একইভাবে লেবীয়দের অভিযোগের জন্য, গৃহ নির্মাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং জেরুজালেম নির্মাণের দিন পর্যন্ত তাদের দেওয়া হবে।
56 এবং তিনি শহরের পেনশন এবং মজুরি যারা রাখে তাদের দিতে আদেশ দেন।
57 সাইরাস যে সমস্ত পাত্রগুলিকে আলাদা করে রেখেছিলেন সেগুলিও তিনি ব্যাবিলন থেকে পাঠিয়ে দিলেন৷ এবং সাইরাস যা আদেশ দিয়েছিলেন, তিনিও তাই করতে বলেছিলেন এবং জেরুজালেমে পাঠিয়েছিলেন৷
58 যখন এই যুবকটি চলে গেল, তখন সে স্বর্গের দিকে জেরুজালেমের দিকে মুখ তুলে স্বর্গের রাজার প্রশংসা করল,
59 এবং বললেন, তোমার কাছ থেকে বিজয় আসে, তোমার কাছ থেকে প্রজ্ঞা আসে, এবং তোমার গৌরব, এবং আমি তোমার দাস।
60 ধন্য তুমি, যিনি আমাকে জ্ঞান দান করেছেন; হে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।
61 এইভাবে তিনি চিঠিগুলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং ব্যাবিলনে এসে তাঁর সমস্ত ভাইদের জানালেন৷
62 তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের প্রশংসা করল, কারণ তিনি তাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন
63 উপরে যাবার জন্য, জেরুজালেম এবং তাঁর নামে ডাকা মন্দির নির্মাণের জন্য; এবং তারা সাত দিন বাদ্যযন্ত্র ও আনন্দের সাথে ভোজন করেছিল।

অনুচ্ছেদ 5

1 এর পরে পরিবারের প্রধান পুরুষরা তাদের গোষ্ঠী অনুসারে বেছে নেওয়া হয়েছিল, তারা তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাদের দাস-দাসী এবং তাদের গবাদি পশুদের নিয়ে যেতে হয়েছিল।
2 আর দারিয়ুস তাদের সাথে এক হাজার ঘোড়সওয়ার পাঠালেন, যতক্ষণ না তারা তাদের নিরাপদে জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনল, এবং বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি সহ।
3 আর তাদের সব ভাইয়েরা খেলতে লাগল, আর তিনি তাদের তাদের সঙ্গে একত্রে যেতে বাধ্য করলেন৷
4 এবং এই সমস্ত পুরুষদের নাম হল, যারা তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের পরিবার অনুসারে, তাদের একাধিক মাথার উপরে উঠেছিল।
5 পুরোহিতরা, হারোণের পুত্র ফিনিসের পুত্র: যীশু, যোসেদেকের পুত্র, সারায়সের পুত্র, এবং জোরোবাবেলের পুত্র জোরোবাবেলের পুত্র, যোয়াকিম, যিনি সালথিয়েলের পুত্র, দায়ূদের বংশের, ফরেসের বংশের। যিহূদা উপজাতি;
6 তিনি পারস্যের রাজা দারিয়ুসের সামনে তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে, নিশান মাসে, অর্থাৎ প্রথম মাসে বিজ্ঞ বাক্যগুলি বলেছিলেন।
7 আর ইহারা ইহুদিদের মধ্যে যারা বন্দীদশা থেকে উঠে এসেছিল, যেখানে তারা বিদেশী হিসাবে বাস করত, যাদের ব্যাবিলনের রাজা নবুচদোনোসর ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন।
8 এবং তারা জেরুজালেমে এবং ইহুদীর অন্যান্য অঞ্চলে ফিরে গেল, প্রত্যেকে তার নিজের শহরে ফিরে গেল, যারা জোরোবাবেল, যীশু, নেহেমিয়া, জাকারিয়া এবং রিসায়াস, এনিনিয়াস, মারদোকিয়াসের সাথে এসেছিল৷ বিলসারাস, অ্যাসফারাসাস, রিলিয়াস, রোইমাস এবং বানা, তাদের গাইড।
9 জাতির ও তাদের গভর্নরদের সংখ্যা, ফোরোসের পুত্র, দুই হাজার একশত বাহাত্তর; সাফটের পুত্র, চারশত বাহাত্তর:
10 আরেসের ছেলে সাতশ পঞ্চাশ ছয়জন।
11ফাত মোয়াবের পুত্র, দুই হাজার আটশো বারোজন:
12 এলমের পুত্র, এক হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ: জাথুলের পুত্র, নয়শত পঁয়তাল্লিশ: কর্বের পুত্র, সাতশত পাঁচ: বানির পুত্র, ছয় শত আটচল্লিশ:
13 বেবাইয়ের ছেলে ছয়শত তেইশজন: সাদাসের ছেলে তিন হাজার দুইশত বাইশ জন।
14আদোনিকামের পুত্র, ছয়শত সাতাশ: বাগোইর পুত্র, দুই হাজার ছিয়াত্তর: আদিনের পুত্র, চারশত চুয়ান্ন:
15 আতেরেজিয়াসের ছেলে নিরানব্বই: সিলান ও আজেটাসের ছেলে সত্তরঃ আজুরানের ছেলে, চারশত বত্রিশ।
16 অননিয়ার ছেলে একশো এক: অরোমের ছেলে বত্রিশ; বাসার ছেলে তিনশো তেইশ; আজেফুরিতের ছেলে একশো দুই।

17 মেটেরাসের পুত্র, তিন হাজার পাঁচজন: বেথলোমনের পুত্র, একশত তেইশজন:
18 তারা নটোফার, পঞ্চান্নজন: তারা অনাথোতের, একশত আটানব্বইজন: তারা বেথসামোসের, 42;
19 তারা কিরিয়াথিয়ারের পঁচিশজন: তারা কাফিরা ও বেরোথের, সাতশত তেতাল্লিশজন: তারা পিরার, সাতশো:
20 তারা চাদিয়া ও আম্মিদোই, চারশত বাইশ জন: তারা সিরামা ও গাবদেস, ছয়শত একুশ জন।
21 তারা ম্যাকালোনের, একশত বাইশজন: তারা বেটোলিয়াসের, বায়ান্নজন: নেফিসের পুত্র, একশত 66:
22 ক্যালামলালাস ও ওনুসের পুত্র, সাতশত পঁচিশজন: জেরেকাসের পুত্র, দুইশত পঁয়তাল্লিশ:
23 আন্নার ছেলে তিন হাজার তিনশো ত্রিশ জন।
24 পুরোহিতরা: জেদ্দুর পুত্র, সানসিবের পুত্রদের মধ্যে যীশুর পুত্র, নয়শত বাহাত্তর: মেরুতের পুত্র, এক হাজার বায়ান্ন:
25 ফাসারোণের পুত্র, এক হাজার সাতচল্লিশ: কার্মের পুত্র, এক হাজার সতেরোজন।
26 লেবীয়রা: যিশু, কাদমিয়েল, বানুয়াস ও সুদিয়ার ছেলে, চুয়াত্তর।
27 পবিত্র গায়ক: আসফের পুত্র, একশো আটাশ জন।
28 দারোয়ানরা: সালুমের ছেলে, যাটলের ছেলে, তালমোনের ছেলে, দাকোবির ছেলে, তেতার ছেলে, সামির ছেলে, সব মিলিয়ে একশত ঊনত্রিশ জন।
29 মন্দিরের ভৃত্যরা: এষৌর পুত্র, অসিফার পুত্র, তাবোথের পুত্র, সেরাসের পুত্র, সুদের পুত্র, ফালিয়াসের পুত্র, লাবনার পুত্র, গ্রাবের পুত্র,
30 আকুয়ার ছেলে, উতার ছেলে, সেতাবের ছেলে, আগাবার ছেলে, সুবাইর ছেলে, আনানের ছেলে, কাথুয়ার ছেলে, গেদ্দুরের ছেলে।
31 এরুসের ছেলেরা, দায়সানের ছেলে, নোইবার ছেলেরা, ছাসেবার ছেলেদের, গাজেরার ছেলেদের, গাজেরার ছেলেদের, আজিয়ার ছেলেদের, ফিনিসের ছেলেদের, আজরেরের ছেলেদের, বাস্তায়ের ছেলেদের, আসানার ছেলেদের। , মানেনীর ছেলেরা, নাফিসির ছেলেরা, আকুবের ছেলেরা, আকিফার ছেলেদের, অসুরের ছেলেদের, ফরাসীর ছেলেদের, বাসালোতের ছেলেদের।
32 মীদার ছেলেরা, কৌথার ছেলে, চরেয়ার ছেলে, চারকসের ছেলে, আসেরেরের ছেলে, থোমোয়ের ছেলে, নাসিথের ছেলে, অটিফার ছেলে।
33 শলোমনের দাসদের ছেলেরা: আজফিয়োনের ছেলে, ফরিরার ছেলে, যিলির ছেলে, লোজোনের ছেলে, ইস্রায়েলের ছেলে, সফেতের ছেলে।
34 হাগিয়ার ছেলেরা, ফারাকারেথের ছেলে, সাবির ছেলে, সারোথির ছেলে, মাসিয়াসের ছেলে, গারের ছেলে, আদ্দুসের ছেলে, সুবার ছেলে, অপেরার ছেলে, বারোদিসের ছেলে। , সাবতের ছেলেরা, অলোমের ছেলেরা।
35 বায়তুল-মোকাদ্দসের সমস্ত পরিচারক ও শলোমনের দাসদের ছেলেরা ছিল তিনশো বাহাত্তর।
36 এরা থারমেলেথ এবং থেলারসাস থেকে এসেছিল, তাদের নেতৃত্বে চারথালার এবং আলার;
37 তারা তাদের পরিবার এবং তাদের মজুত দেখাতে পারেনি যে তারা কীভাবে ইস্রায়েলের ছিল: লাদনের ছেলে, বানের ছেলে, নেকোদনের ছেলে, ছয়শত বায়ান্ন জন।
38 এবং যে সমস্ত যাজকদের যাজকত্বের পদ দখল করা হয়েছিল, এবং তাদের পাওয়া যায়নি: ওবদিয়ার ছেলেরা, আক্কোজের ছেলে, আদ্দসের ছেলে, যারা বরজেলুসের কন্যাদের মধ্যে একটি আউগিয়াকে বিয়ে করেছিল এবং তার নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছিল।
39 এবং যখন এই লোকদের আত্মীয়তার বিবরণ রেজিস্টারে চাওয়া হয়েছিল, এবং পাওয়া যায়নি, তখন তাদের যাজকত্বের কার্য সম্পাদন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল:
40 কেননা তাদের কাছে নেহেমিয়া এবং আথারিয়াস বলেছিলেন, যতক্ষণ না মতবাদ ও সত্যের পোশাক পরিহিত একজন মহাযাজক উদিত হন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র জিনিসের অংশীদার হবেন না।
41তখন ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বারো বছর বা তার বেশি বয়স্ক, তারা সকলেই সংখ্যায় চল্লিশ হাজার, পুরুষদাসী ও স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে দুই হাজার তিনশত ষাট জন।
42 তাদের মেনসার্ভেন্টস এবং হ্যান্ডমেয়েডগুলি সাত হাজার তিনশো চল্লিশ এবং সাতটি ছিল: গাওয়া পুরুষ এবং গাওয়া মহিলা, দুই শত চল্লিশ এবং পাঁচ:
43 চারশত পঁয়ত্রিশ উট, সাত হাজার ছত্রিশ ঘোড়া, দুইশত পঁয়তাল্লিশ খচ্চর, পাঁচ হাজার পাঁচশত পঁচিশটি জন্তু জোয়ালের কাজ করত।
44আর তাদের পরিবারের কয়েকজন নেতা জেরুজালেমে ঈশ্বরের মন্দিরে এসে তাদের সামর্থ্য অনুসারে আবার নিজের জায়গায় গৃহ স্থাপন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,
45 এবং কাজের পবিত্র ভাণ্ডারে এক হাজার পাউন্ড সোনা, পাঁচ হাজার রূপা এবং একশো পুরোহিতের পোশাক দেওয়ার জন্য।
46 জেরুজালেমে ও দেশের মধ্যে যাজকরা, লেবীয়রা এবং লোকেরা বাস করত, গায়ক ও দারোয়ানরা। এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাদের গ্রামে।
47 কিন্তু যখন সপ্তম মাস আসিতেছিল, এবং যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে উপস্থিত হইল, তখন সকলে এক সম্মতিতে পূর্ব দিকের প্রথম ফটকের খোলা স্থানে উপস্থিত হইল।
48 তারপর যোসেদেকের পুত্র যীশু, তাঁর ভাই যাজকরা এবং সালথিয়েলের পুত্র জোরবাবেল ও তাঁর ভাইয়েরা উঠে দাঁড়ালেন এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বেদী প্রস্তুত করলেন,
49 ঈশ্বরের লোক মূসার পুস্তকে যেমন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেই অনুসারে তার উপরে হোমবলি উৎসর্গ করা।
50 এবং দেশের অন্যান্য জাতিদের থেকে তাদের কাছে জড়ো হয়েছিল, এবং তারা তার নিজের জায়গায় বেদীটি স্থাপন করেছিল, কারণ দেশের সমস্ত জাতি তাদের সাথে শত্রুতা করেছিল এবং তাদের অত্যাচার করেছিল; তারা সকাল ও সন্ধ্যায় প্রভুর উদ্দেশে সময়মতো বলি এবং হোমবলি উত্সর্গ করল৷
51 এছাড়াও তারা বিধি-ব্যবস্থায় যেমন আদেশ করা হয়েছে, তাঁবুর উত্সব পালন করত এবং প্রতিদিনের মতন বলিদান করত:
52 এবং তার পরে, ক্রমাগত উত্সর্গ, বিশ্রামবার, অমাবস্যার এবং সমস্ত পবিত্র উত্সবগুলির বলিদান৷
53 আর যারা ঈশ্বরের কাছে মানত করেছিল তারা সবাই সপ্তম মাসের প্রথম দিন থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে শুরু করেছিল, যদিও মাবুদের মন্দির তখনও নির্মিত হয়নি।
54 তারা রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরদের টাকা, মাংস ও পানীয় দিল আনন্দের সাথে।
55 সিদোন ও সোয়ারের লোকদেরকেও তারা গাড়ি দিয়েছিল, যাতে তারা লিবানাস থেকে এরস গাছ আনতে পারে, যা পারস্যের রাজা সাইরাসের আদেশ অনুসারে ভাসতে ভাসতে নিয়ে আসা উচিত।
56 আর জেরুজালেমে ঈশ্বরের মন্দিরে আসার পর দ্বিতীয় বছরে ও দ্বিতীয় মাসে সালথিয়েলের ছেলে জোরবাবেল, যোসেদেকের ছেলে যীশু এবং তাদের ভাই, পুরোহিত, লেবীয়রা

এবং যারা ছিলেন তারা সবাই শুরু করলেন। বন্দীদশা থেকে জেরুজালেমে এসো:
57 তারা ইহুদী ও জেরুজালেমে আসার পর দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে ঈশ্বরের ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল৷
58 তারা বিশ বছর বয়সী লেবীয়দের প্রভুর কাজের জন্য নিযুক্ত করল। তারপর যীশু, তাঁর ছেলেরা ও ভাইয়েরা, তাঁর ভাই কাদমিয়েল ও মাদিয়াবুনের ছেলেরা, ইলিয়াদুনের ছেলে যোদার ছেলেদের সঙ্গে, তাদের ছেলেদের ও ভাইদের নিয়ে, সমস্ত লেবীয়রা একমত হয়ে ব্যবসায় এগিয়ে গেলেন। ঈশ্বরের ঘরের কাজ এগিয়ে নিতে শ্রম। কাজেই শ্রমিকেরা প্রভুর মন্দির তৈরী করলেন।
59 আর পুরোহিতেরা তাদের পোশাক পরে বাদ্যযন্ত্র ও তূরী নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; আসফের পুত্রদের লেবীয়দের করতাল ছিল,
60 ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের আদেশ অনুসারে ধন্যবাদের গান গাইতে এবং সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
61আর তারা উচ্চস্বরে সদাপ্রভুর প্রশংসার জন্য গান গাইল, কারণ সমস্ত ইস্রায়েলে তাঁর করুণা ও মহিমা চিরকালের জন্য।
62 এবং সমস্ত লোক তূরী বাজিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে প্রভুর গৃহের প্রতিপালনের জন্য প্রভুর কাছে ধন্যবাদের গান গাইতে লাগল৷
63 যাজক ও লেবীয়দের মধ্যে এবং তাদের পরিবারের প্রধানদের মধ্যে যারা পূর্ববর্তী গৃহটি দেখেছিল তারা কাঁদতে কাঁদতে এই ভবনের কাছে এলো।
64কিন্তু অনেকেই তূরী ও আনন্দে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল,
65 এতটাই যে লোকেদের কান্নার জন্য তূরী বাজানো শোনা গেল না, তবুও ভিড় এমনভাবে আশ্চর্যজনকভাবে বাজছিল যে তা দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।
66 সেইজন্য যখন যিহূদা ও বিন্যামীন-গোষ্ঠীর শত্রুরা তা শুনল, তখন তারা জানতে পেরেছিল যে সেই শিঙার শব্দের অর্থ কী।
67 আর তারা বুঝতে পারলেন যে বন্দীদশা থেকে আসা তারাই ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করেছে।
68 তাই তারা জোরাবেল ও যীশু এবং পরিবারের প্রধানের কাছে গেল এবং তাদের বলল, আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলব৷
69 কারণ আমরাও তোমাদের মতোই তোমাদের প্রভুর আনুগত্য করি এবং আসিরীয়দের রাজা আজবজারেথের দিন থেকে তাঁর কাছে বলিদান করি, যিনি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিলেন৷
70 তখন জোরাবেল, যীশু এবং ইস্রায়েলের পরিবারের প্রধান তাদের বললেন, আমাদের এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করা আমাদের কাজ নয়।
71 পারস্যের রাজা সাইরাস আমাদের আজ্ঞা অনুসারে আমরা একাই ইস্রায়েলের প্রভুর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করব।
72 কিন্তু দেশটির জাতিগণ জুডিয়ার বাসিন্দাদের উপর ভারী শুয়ে এবং তাদের আটকে রেখে তাদের বিল্ডিংকে বাধা দেয়;
73 এবং তাদের গোপন ষড়যন্ত্র, এবং জনপ্রিয় প্ররোচনা এবং হট্টগোল দ্বারা, তারা রাজা সাইরাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ভবনটির সমাপ্তিতে বাধা দিয়েছিল: তাই তারা দারিয়াসের রাজত্ব পর্যন্ত দুই বছরের জন্য নির্মাণে বাধা ছিল।

অধ্যায় 6

1 দারিয়াস অ্যাগেউসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে এবং আদ্দোর পুত্র জাকারিয়া, ভাববাদীরা ইহুদীদের কাছে ইহুদীদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা তাদের উপর ছিল৷
2 তারপর সলাতিয়েলের ছেলে জোরবাবেল ও যোসেদেকের ছেলে যীশু উঠে দাঁড়ালেন এবং জেরুজালেমে প্রভুর ঘর তৈরি করতে লাগলেন, প্রভুর ভাববাদীরা তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের সাহায্য করেছিলেন।
3 একই সময়ে সিরিয়ার গভর্নর সিসিনেস এবং ফিনিস, সাতরাবুজানেস ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের কাছে এসে বললেন,
4 কার নিযুক্তির দ্বারা আপনি এই বাড়ি এবং এই ছাদ তৈরি করেন এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ সম্পাদন করেন? এবং যারা এই কাজগুলো করে তারা কারা?
5 তবুও ইহুদীদের প্রবীণরা অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, কারণ প্রভু বন্দীদশাকে দেখতে গিয়েছিলেন;
6 এবং তাদের নির্মাণে বাধা দেওয়া হয়নি, যতক্ষণ না দারিয়ুসকে তাদের বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং একটি উত্তর পাওয়া গিয়েছিল।
7 চিঠির অনুলিপি যা সিরিয়া ও ফেনিসের গভর্নর সিসিনেস এবং সত্রাবুজানেস, তাদের সঙ্গী, সিরিয়া ও ফেনিসের শাসকদের সাথে লিখেছিলেন এবং দারিয়াসের কাছে পাঠিয়েছিলেন; রাজা দারিয়াসকে, শুভেচ্ছা:
8 আমাদের প্রভু মহারাজের কাছে সমস্ত কিছু জানা যাক যে, যিহূদিয়া দেশে এসে জেরুজালেম শহরে প্রবেশ করার সময় আমরা জেরুজালেম শহরে ইহুদীদের প্রাচীনদের দেখতে পেলাম যারা বন্দী ছিল।
9 প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণ, মহান এবং নতুন, খোদাই করা এবং দামী পাথর, এবং কাঠ ইতিমধ্যে দেয়ালের উপর বিছানো।
10 এবং সেই কাজগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়, এবং কাজটি তাদের হাতে সফলভাবে চলে এবং সমস্ত গৌরব ও পরিশ্রমের সাথে এটি তৈরি হয়৷
11 তারপর আমরা এই প্রাচীনদের জিজ্ঞেস করলাম, কার আদেশে তোমরা এই গৃহ নির্মাণ করছ এবং এই কাজের ভিত্তি স্থাপন করছ?
12 তাই আমরা লিখিতভাবে আপনাকে জ্ঞান দিতে পারি এই উদ্দেশ্যে, আমরা তাদের কাছে যারা প্রধান কাজকারী ছিল তাদের কাছে দাবি করেছিলাম এবং আমরা তাদের প্রধান লোকদের নাম লিখতে চেয়েছিলাম।
13 তাই তারা আমাদের এই উত্তর দিল, আমরা সেই প্রভুর দাস, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন৷
14 এবং এই বাড়িটির জন্য, এটি বহু বছর আগে ইস্রায়েলের একজন মহান এবং শক্তিশালী রাজা তৈরি করেছিলেন এবং শেষ হয়েছিল৷
15 কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষরা যখন ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করেছিলেন, এবং স্বর্গে অবস্থিত ইস্রায়েলের প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন, তখন তিনি তাদের ব্যাবিলনের রাজা নবুচদোনোসরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যা ক্যালদীদের;
16যিনি বাড়িটি টেনে টেনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং লোকদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে গেলেন।
17 কিন্তু বাদশাহ্ সাইরাস যে বছর ব্যাবিলনের উপরে রাজত্ব করেছিলেন সেই প্রথম বছরে কোরস এই গৃহ নির্মাণের জন্য লিখেছিলেন।
18 আর নবুচোদোনোসর জেরুজালেমের গৃহ থেকে সোনা ও রূপার পবিত্র পাত্রগুলিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেইগুলিকে নিজের মন্দিরে রেখেছিলেন, যাদেরকে সাইরাস রাজা ব্যাবিলনের মন্দির থেকে আবার বের করে এনেছিলেন এবং সেগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। জোরোবেল এবং শাসক সানাবাসারাসের কাছে,
19 হুকুম দিয়ে তিনি যেন সেই একই পাত্রগুলো নিয়ে গিয়ে জেরুজালেমের মন্দিরে রেখে দেন; এবং তার জায়গায় প্রভুর মন্দির তৈরি করা উচিত।

20 তারপর সেই সানাবাসারাস এখানে এসে জেরুজালেমে প্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন৷ এবং সেই সময় থেকে এটি এখনও একটি বিল্ডিং, এটি এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।
21 তাই এখন, যদি রাজার কাছে ভাল মনে হয়, রাজা সাইরাসের রেকর্ডগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করা হোক:
22 আর যদি দেখা যায় যে জেরুজালেমে সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের কাজ রাজা সাইরাসের সম্মতিতে করা হয়েছে এবং আমাদের প্রভু রাজা যদি এমন মনে করেন, তবে তিনি আমাদেরকে তা নির্দেশ করুন।
23 তারপর রাজা দারিয়ুসকে ব্যাবিলনের নথিপত্রের মধ্যে খোঁজ করার আদেশ দিলেন, আর তাই মিডিয়া দেশে অবস্থিত একবাতানে রাজপ্রাসাদে একটি রোল পাওয়া গেল যেখানে এই জিনিসগুলি লিপিবদ্ধ ছিল।
24 সাইরাসের রাজত্বের প্রথম বছরে রাজা সাইরাস আদেশ দিয়েছিলেন যে জেরুজালেমে সদাপ্রভুর ঘর আবার তৈরি করতে হবে, যেখানে তারা ক্রমাগত আগুনে বলিদান করে:
25 যার উচ্চতা হবে ষাট হাত এবং চওড়া হবে ষাট হাত, তিন সারি কাটা পাথরের সারি এবং সেই দেশের নতুন কাঠের এক সারি। এবং রাজা সাইরাসের বাড়ি থেকে এর ব্যয়গুলি দেওয়া হবে:
26আর সদাপ্রভুর ঘরের পবিত্র পাত্রগুলি, সোনা ও রৌপ্য উভয়ই, যেগুলি নবুচোদোনোসর জেরুজালেমের গৃহ থেকে বের করে ব্যাবিলনে নিয়ে এসেছিলেন, তা জেরুজালেমের গৃহে পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং সেই স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে। তারা আগে ছিল।
27 এবং তিনি এই আদেশও দিলেন যে সিরিয়া ও ফিনিসের রাজ্যপাল সিসিনেস, সত্রাবুজানেস এবং তাদের সঙ্গীরা এবং যারা সিরিয়া ও ফিনিসের শাসক নিযুক্ত ছিলেন, তারা যেন এই জায়গার সাথে হস্তক্ষেপ না করে, তবে জোরোবাবেলকে কষ্ট দেয়, যাঁর দাস। প্রভু, এবং জুডিয়ার গভর্নর, এবং ইহুদীদের প্রবীণরা, সেই জায়গায় প্রভুর ঘর তৈরি করার জন্য।
28 আমিও আদেশ দিয়েছি যে, এটাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে; এবং প্রভুর ঘরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ইহুদীদের বন্দিদশা থেকে সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবে তাকিয়ে আছে:
29 এবং সেলোসিরিয়া ও ফিনিসের দান থেকে সাবধানে এই লোকদের প্রভুর বলিদানের জন্য, অর্থাৎ রাজ্যপাল জোরবাবেলকে, ষাঁড়, মেষ এবং মেষশাবকের জন্য দেওয়া হবে;
30 এছাড়াও ভুট্টা, লবণ, দ্রাক্ষারস, তেল, এবং প্রতি বছর কোন প্রশ্ন ছাড়াই, জেরুজালেমের যাজকরা প্রতিদিনের খরচের ইঙ্গিত দেবে:
31 বাদশাহ্‌ ও তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা যেতে পারে এবং তারা যেন তাদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।
32 এবং তিনি আদেশ দিলেন যে, যে কেউ লঙঘন করবে, হ্যাঁ, আগে বলা বা লিখিত কোন কিছুর আলোকপাত করবে, তার নিজের ঘর থেকে একটি গাছ তুলে নেওয়া উচিত, এবং তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এবং রাজার জন্য তার সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে৷
33 সেইজন্য প্রভু, যাঁর নাম সেখানে ডাকা হয়, সেই সমস্ত রাজা ও জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করুন, যারা জেরুজালেমে প্রভুর সেই ঘরকে বাধা বা ধ্বংস করার জন্য হাত বাড়িয়েছে৷
34 আমি দারিয়ুস রাজাকে আদেশ দিয়েছি যে এই সমস্ত কাজগুলি অধ্যবসায়ের সাথে করা উচিত৷

অধ্যায় 7

1 তারপর সেলোসিরিয়া ও ফেনিসের গভর্নর সিসিনেস এবং সত্রাবুজানেস তাদের সঙ্গীদের নিয়ে রাজা দারিয়ুসের আদেশ পালন করলেন,
2 খুব সাবধানে পবিত্র কাজ তদারকি করতেন, ইহুদিদের প্রাচীনদের এবং মন্দিরের গভর্নরদের সাহায্য করতেন।
3 আর তাই পবিত্র কাজগুলি সফল হয়েছিল, যখন আগিউস এবং জাকারিয়া ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন৷
4 এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদেশে এবং পারস্যের রাজা সাইরাস, দারিয়ুস এবং আর্টেক্সার্ক্সেসের সম্মতিতে তারা এই সব কাজ শেষ করেছিল।
5আর এইভাবে পারস্যের রাজা দারিয়ুসের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে আদর মাসের ত্রিশতম দিনে পবিত্র গৃহের কাজ শেষ হল।
6আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ, যাজকগণ, লেবীয়গণ এবং অন্যান্য যারা বন্দীদশা থেকে তাদের সংগে সংযোজিত হয়েছিল, তারা মোশির পুস্তকে লেখা বিষয় অনুসারে কাজ করেছিল।
7 আর সদাপ্রভুর মন্দিরের উৎসর্গের জন্য তারা একশো ষাঁড় দুশো মেষ, চারশো মেষশাবক উৎসর্গ করল।
8 এবং ইস্রায়েলের গোষ্ঠীর প্রধানদের সংখ্যা অনুসারে সমস্ত ইস্রায়েলের পাপের জন্য বারোটি ছাগল৷
9 যাজকরা ও লেবীয়রা তাদের পোশাক পরে, তাদের পরিবার অনুসারে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবায় মোশির বই অনুসারে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রতিটি দরজায় দারোয়ানরা।
10 এবং বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েলের লোকরা প্রথম মাসের চৌদ্দতম দিনে নিস্তারপর্ব পালন করেছিল, তার পরে যাজকরা এবং লেবীয়রা পবিত্র হয়েছিলেন৷
11 যারা বন্দী ছিল তারা সবাই একত্রে পবিত্র হয় নি, কিন্তু লেবীয়রা সবাই একসাথে পবিত্র হয়েছিল।
12 তাই তারা বন্দীদশা থেকে তাদের সকলের জন্য, তাদের ভাইদের যাজকদের জন্য এবং নিজেদের জন্য নিস্তারপর্বের উত্সর্গ করল৷
13 এবং বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েলের লোকরা যারা বেরিয়ে এসেছিল, তারাও যারা দেশের লোকদের ঘৃণ্য কাজ থেকে নিজেদের আলাদা করেছিল এবং মাবুদের অন্বেষণ করেছিল তারাও খেয়েছিল।
14আর তারা সাত দিন খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করল, প্রভুর সামনে আনন্দ করল।
15 কারণ তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাজে তাদের হাত শক্তিশালী করার জন্য আসিরিয়ার রাজার পরামর্শ তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

অধ্যায় 8

1আর এই ঘটনার পরে যখন পারস্যের রাজা অর্তেক্সার্ক্সেস রাজত্ব করিতেন, তখন এস্‌দ্রাস আসিয়াছিলেন সারায়ের পুত্র, ইজেরিয়ার পুত্র, ইজেরিয়ার পুত্র, তিনি হেল্কিয়ের পুত্র, সালুমের পুত্র,
2 সাদ্দূকের ছেলে, আখিতোবের ছেলে, অমারিয়াসের ছেলে, ইজিয়াসের ছেলে, ইজিয়াসের ছেলে, মেরেমোথের ছেলে, জারায়সের ছেলে, সেভিয়াসের ছেলে, বোক্কাসের ছেলে, আবিসুমের ছেলে, ফিনিসের ছেলে। , ইলিয়াসরের পুত্র, প্রধান যাজক হারুনের পুত্র।
3 এই এসড্রাস ইস্রায়েলের ঈশ্বরের দেওয়া মোশির আইনে খুব প্রস্তুত হয়ে একজন লেখক হিসাবে ব্যাবিলন থেকে উঠে এসেছিলেন।
4 এবং রাজা তাকে সম্মান করলেন, কারণ তিনি তাঁর সমস্ত অনুরোধে তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ খুঁজে পেয়েছেন৷

5তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলের কিছু লোক, লেবীয়দের যাজক, পবিত্র গায়ক, দারোয়ান ও মন্দিরের পরিচারকরা জেরুজালেমে গেলেন,
6 অর্তেক্সার্ক্সেসের রাজত্বের সপ্তম বছরে, পঞ্চম মাসে, এটি ছিল রাজার সপ্তম বছর; কেননা প্রথম মাসের প্রথম দিনে তারা ব্যাবিলন থেকে বের হয়ে জেরুজালেমে এসেছিল, প্রভু তাদের যে সুখী যাত্রা দিয়েছিলেন সেই অনুসারে।
7 কারণ এসড্রাসের খুব দক্ষতা ছিল, তাই তিনি প্রভুর আইন ও আদেশের কিছুই বাদ দেননি, বরং সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের বিধি ও বিচার শিখিয়েছিলেন।
8 এখন সেই আদেশের অনুলিপি, যা রাজা অর্তেক্সার্ক্সেসের কাছ থেকে লেখা হয়েছিল এবং প্রভুর আইনের পাঠক ও যাজক এসদ্রাসের কাছে এসেছিল, এই যে অনুসরণ করে৷
9 রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস যাজক ও প্রভুর আইন পাঠক এসড্রাসকে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
10 সদয় আচরণ করার সংকল্প করে, আমি আদেশ দিয়েছি যে, ইহুদী জাতির মধ্যে যারা, এবং আমাদের রাজ্যের মধ্যে থাকা যাজক ও লেবীয়দের মধ্যে যারা ইচ্ছুক ও আকাঙ্ক্ষিত তারা যেন আপনার সাথে জেরুজালেমে যায়।
11 তাই যাদের মনে আছে তারা আপনার সাথে চলে যাক, যেমনটা আমার এবং আমার সাতজন বন্ধু পরামর্শদাতাদের কাছে ভাল মনে হয়েছে;
12 যাতে তারা যিহূদিয়া এবং জেরুজালেমের বিষয়গুলি দেখতে পারে, প্রভুর আইনে যা আছে তা ভালভাবে দেখতে পারে৷
13 এবং ইস্রায়েলের প্রভুর কাছে উপহারগুলি নিয়ে যাও জেরুজালেমে, যেটি আমি এবং আমার বন্ধুরা মানত করেছিলাম এবং ব্যাবিলনের দেশে যে সমস্ত সোনা ও রূপা পাওয়া যায়, জেরুজালেমে প্রভুর কাছে
14 জেরুজালেমে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মন্দিরের জন্য লোকেদের কাছ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তার সাথে: এবং ষাঁড়, মেষ, মেষশাবক এবং তার সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলির জন্য রূপা এবং সোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে;
15 শেষ পর্যন্ত তারা যেন জেরুজালেমে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বেদীতে মাবুদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে পারে।
16 আর তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা সোনা ও রূপা দিয়ে যা করবে তা তোমার ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে করবে।
17 আর প্রভুর পবিত্র পাত্রগুলি, যা জেরুজালেমে তোমার ঈশ্বরের মন্দির ব্যবহারের জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে, জেরুজালেমে তোমার ঈশ্বরের সামনে রাখবে৷
18আর তোমার ঈশ্বরের মন্দিরের ব্যবহারের জন্য আর যা কিছু মনে রাখবে, তা রাজার ভাণ্ডার থেকে দেবে।
19আর আমি রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস সিরিয়া ও ফিনিসের ভান্ডারের রক্ষকদেরও আদেশ দিয়েছি যে, এসড্রাস যাজক এবং পরমেশ্বর ঈশ্বরের আইন পাঠক যা কিছু পাঠাবেন, তারা যেন তা দ্রুত তাকে দিয়ে দেন।
20 100 তালন্ত রূপা, একইভাবে গম এমনকি একশো কর, এবং একশো টুকরো দ্রাক্ষারস এবং প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য জিনিস৷
21 ঈশ্বরের আইন অনুসারে সর্বোত্তম ঈশ্বরের কাছে সমস্ত কিছু করা হোক, যাতে রাজা ও তাঁর পুত্রদের রাজ্যের ওপর ক্রোধ না আসে৷
22 আমি তোমাদেরও এই আদেশ দিচ্ছি যে, যাজক, লেবীয়, পবিত্র গায়ক, বা দারোয়ান বা মন্দিরের পরিচারকদের বা এই মন্দিরে যাঁরা কাজ করে তাদের থেকে তোমাদের কোন কর বা অন্য কোন আরোপ লাগবে না। তাদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।
23 আর তুমি, এসড্রাস, ঈশ্বরের জ্ঞান অনুসারে বিচারক ও বিচারকদের নিযুক্ত কর, যাতে তারা সমস্ত সিরিয়া এবং ফিনিসে যারা তোমার ঈশ্বরের আইন জানে তাদের বিচার করতে পারে; আর যারা এটা জানে না তাদের তুমি শেখাবে না।
24 আর যে কেউ তোমার ঈশ্বরের এবং রাজার আইন লঙ্ঘন করবে, তাকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হবে, তা মৃত্যু বা অন্য শাস্তি, অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডের দ্বারাই হোক না কেন।
25 তখন লেখক এসদ্রাস বললেন, ধন্য আমার পিতৃপুরুষদের একমাত্র প্রভু ঈশ্বর, যিনি জেরুজালেমে তাঁর গৃহকে মহিমান্বিত করার জন্য রাজার হৃদয়ে এইসব স্থাপন করেছেন৷
26 এবং রাজা, তাঁর পরামর্শদাতাদের এবং তাঁর সমস্ত বন্ধু ও অভিজাতদের সামনে আমাকে সম্মান করেছেন৷
27 সেইজন্য আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাহায্যে আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম এবং ইস্রায়েলের লোকদের একত্রিত করে আমার সঙ্গে উঠতেছিলাম।
28 আর এরা হলেন তাদের পরিবারবর্গ অনুসারে প্রধান এবং বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিরা, যারা রাজা আর্টেক্সার্ক্সেসের রাজত্বকালে ব্যাবিলন থেকে আমার সাথে গিয়েছিলেন:
29 ফিনিসের ছেলেদের মধ্যে গের্সন: ইথামারের ছেলেদের মধ্যে গামায়েল, ডেভিডের ছেলেদের মধ্যে সেখেনিয়ার ছেলে লেটাস।
30ফরেসের ছেলেদের মধ্যে সখরিয়; এবং তার সাথে একশ পঞ্চাশ জন লোক গণনা করা হয়েছিল:
31পাহাৎ মোয়াবের ছেলেদের মধ্যে জারায়ের ছেলে ইলিয়াওনিয়া ও তাঁর সঙ্গে দুইশত লোক।
32 জাথোয়ের ছেলেদের মধ্যে জেজেলুসের ছেলে সেখেনিয় ও তাঁর সঙ্গে তিনশো লোক: আদীনের ছেলেদের মধ্যে যোনাথনের ছেলে ওবেত এবং তাঁর সঙ্গে আড়াইশো লোক।
33 এলমের পুত্রদের মধ্যে গোথলিয়ার পুত্র যোশিয় এবং তার সঙ্গে সত্তর জন লোক:
34 সাফাতিয়ার পুত্রদের মধ্যে মাইকেলের পুত্র জারাইয়াস এবং তার সঙ্গে সত্তরজন লোক৷
35 যোয়াবের পুত্রদের মধ্যে যিজেলুসের পুত্র আবাদিয় এবং তার সঙ্গে দুইশো বারো জন লোক৷
36বনিদের পুত্রদের মধ্যে যোসাফিয়ার পুত্র আসসালিমোত এবং তার সঙ্গে একশত ষাট জন লোক৷
37 বাবির ছেলেদের মধ্যে বেবাইয়ের ছেলে জাকারিয়া এবং তাঁর সঙ্গে আঠাশজন লোক।
38 অস্তাথের পুত্রদের মধ্যে আকতানের পুত্র যোহানেস এবং তার সঙ্গে একশো দশজন লোক৷
39 আদোনিকামের শেষ পুত্রদের মধ্যে এরা হল, এলিফালেট, জুয়েল ও সামিয়াস এবং তাদের সঙ্গে সত্তর জন লোক৷
40 বাগোর ছেলেদের মধ্যে ইস্তালকুরাসের ছেলে উথি ও তাঁর সঙ্গে সত্তর জন।
41 এবং আমি এগুলিকে থেরাস নামক নদীর কাছে একত্রিত করেছিলাম, যেখানে আমরা তিন দিন আমাদের তাঁবু স্থাপন করেছি: এবং তারপর আমি তাদের জরিপ করলাম।
42 কিন্তু আমি সেখানে যাজক ও লেবীয়দের কাউকেই পেলাম না,
43 তারপর আমি ইলিয়াজার, ইদুয়েল ও মাসমানের কাছে পাঠালাম।
44 আর আলনাথন, মামাইয়াস, জোরিবাস, নাথান, ইউনাতান, জাকারিয়াস এবং মোসোল্লামন, প্রধান পুরুষ ও জ্ঞানী।
45 এবং আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তারা সেনাপতি সাদ্দিয়াসের কাছে যেতে হবে, যিনি কোষাগারের জায়গায় ছিলেন৷
46 এবং তাদের আদেশ দিলেন যে তারা দাদিউসের সাথে, তার ভাইদের সাথে এবং সেই জায়গায় কোষাধ্যক্ষদের সাথে কথা বলুন, আমাদের কাছে এমন লোক পাঠান যারা প্রভুর গৃহে যাজকদের দায়িত্ব পালন করতে পারে৷

47 এবং আমাদের প্রভুর পরাক্রমশালী হস্ত দ্বারা তারা আমাদের কাছে মোলির পুত্র লেবির পুত্র, ইস্রায়েলের পুত্র, আসবেবিয়া এবং তার পুত্রদের এবং আঠারোজন ভাইদের আমাদের কাছে এনেছিল৷
48 আর আসবিয়া, আন্নুস ও তাঁর ভাই ওসাইয়া, চন্নুনিউসের ছেলেদের মধ্যে বিশজন লোক।
49 আর দায়ূদ যে মন্দিরের দাসদের নিযুক্ত করেছিলেন এবং লেবীয়দের বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রধান লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন, মন্দিরের দাসদের মধ্যে দুইশত বিশ জন, যাদের নামের তালিকা দেখানো হয়েছিল।
50 এবং সেখানে আমি আমাদের প্রভুর সামনে যুবকদের কাছে একটি উপবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাঁর কাছে আমাদের এবং আমাদের সাথে যারা ছিল তাদের জন্য, আমাদের সন্তানদের জন্য এবং গবাদি পশুদের জন্য একটি সমৃদ্ধ যাত্রা কামনা করছি:
51 কারণ আমি রাজার পদাতিক, ঘোড়সওয়ারদের কাছে এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য আচার-ব্যবহার করতে লজ্জা পেতাম৷
52 কারণ আমরা রাজাকে বলেছিলাম যে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর শক্তি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা তাঁর অন্বেষণ করে এবং তাদের সব রকম সাহায্য করবে।
53 এবং আমরা আবার আমাদের প্রভুকে এই জিনিসগুলি স্পর্শ করার জন্য অনুরোধ করেছি, এবং তাকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহযোগ্য বলে মনে করেছি৷
54 তারপর আমি যাজকদের প্রধান বারোজন, এসেব্রিয়া এবং আসানিয়াকে এবং তাদের সাথে তাদের দশজন ভাইকে আলাদা করলাম:
55 এবং আমি তাদের সোনা, রূপা এবং আমাদের প্রভুর মন্দিরের পবিত্র পাত্রগুলি ওজন করেছিলাম, যা রাজা, তাঁর সভাসদ, শাসনকর্তারা এবং সমস্ত ইস্রায়েল দিয়েছিলেন৷
56 এবং যখন আমি তা ওজন করেছিলাম, তখন আমি তাদের হাতে ছ'শো পঞ্চাশ তালন্ত রূপা, একশো তালন্ত রূপার পাত্র এবং একশো টন সোনা দিয়েছিলাম৷
57 আর বিশটি সোনার পাত্র এবং পিতলের বারোটি পাত্র, এমনকি সূক্ষ্ম পিতলের, সোনার মত চকচকে।
58 আমি তাদের বললাম, তোমরা উভয়েই প্রভুর কাছে পবিত্র, এবং পাত্রগুলি পবিত্র, এবং সোনা ও রূপা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভুর কাছে একটি মানত৷
59 জেরুজালেমে, আমাদের ঈশ্বরের ঘরের ঘরে যাজক ও লেবীয়দের এবং ইস্রায়েলের পরিবারের প্রধান লোকদের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সাবধানে থেকো।
60 তাই যাজকরা এবং লেবীয়রা, যারা রূপা, সোনা এবং পাত্রগুলি পেয়েছিল, তারা তাদের জেরুজালেমে প্রভুর মন্দিরে নিয়ে এল৷
61 এবং থেরাস নদী থেকে আমরা প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে রওনা হলাম, এবং আমাদের প্রভুর পরাক্রমশালী হাত দ্বারা জেরুজালেমে এলাম, যিনি আমাদের সাথে ছিলেন: এবং আমাদের যাত্রার শুরু থেকেই প্রভু আমাদের প্রতিটি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাই আমরা জেরুজালেমে এসেছি।
62 এবং আমরা তিন দিন সেখানে থাকার পর, আমাদের প্রভুর বাড়িতে ওজন করা সোনা ও রূপা চতুর্থ দিনে ইরির পুত্র যাজক মারমোথের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল৷
63 তার সঙ্গে ফিনিসের পুত্র ইলিয়াসর এবং তাদের সঙ্গে ছিলেন যীশুর পুত্র যোসাবদ এবং সাব্বানের পুত্র মোয়েত, লেবীয়রা, তাদের সংখ্যা ও ওজন অনুসারে তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল৷
64 এবং তাদের সমস্ত ওজন একই সময়ে লেখা হয়েছিল৷
65আর যারা বন্দিদশা থেকে বের হয়ে এসেছিল, তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছিল, এমনকি সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য বারোটি ষাঁড়, চল্লিশটি মেষ,
66 তিরিশটি বারোটি মেষশাবক, মঙ্গল নৈবেদ্যর জন্য ছাগল, বারোটি; সকলেই প্রভুর উদ্দেশে বলিদান।
67 এবং তারা রাজার আদেশগুলি রাজার কর্মচারীদের কাছে এবং সেলোসিরিয়া এবং ফেনিসের গভর্নরদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল; এবং তারা লোকেদের এবং ঈশ্বরের মন্দিরকে সম্মান করেছিল৷
68 এই সব হয়ে গেলে, শাসকরা আমার কাছে এসে বললেন,
69 ইস্রায়েল জাতি, রাজপুত্র, যাজক ও লেবীয়রা তাদের কাছ থেকে দেশের বিদেশী লোকদের এবং অইহুদীদের বুদ্ধির দূষণকে, কেনানীয়, হিত্তীয়, ফেরেশীয়, জেবুসীয় এবং মোয়াবীয়দের থেকে দূরে রাখে নি, মিশরীয় এবং ইদোমীয়রা।
70 কারণ তারা এবং তাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করেছে এবং পবিত্র বীজ দেশের বিচিত্র লোকদের সাথে মিশে গেছে; আর এই ঘটনার শুরু থেকেই শাসক ও মহাপুরুষরা এই অন্যায়ের অংশীদার।
71 এবং আমি এই সব শোনার সাথে সাথে, আমি আমার জামাকাপড়, এবং পবিত্র জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললাম, এবং আমার মাথার চুল এবং দাড়ি থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললাম এবং আমাকে দুঃখিত এবং খুব ভারী হয়ে বসলাম।
72 তখন যারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তারা সবাই আমার কাছে জড়ো হয়েছিল, যখন আমি অন্যায়ের জন্য শোক করছিলাম; কিন্তু সন্ধ্যার কোরবানী পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম।
73 তারপর আমার জামাকাপড় এবং পবিত্র পোশাক ছিঁড়ে উপবাস থেকে উঠে, এবং আমার হাঁটু নত করে এবং প্রভুর কাছে আমার হাত প্রসারিত করে,
74 আমি বললাম, হে মাবুদ, তোমার সামনে আমি লজ্জিত ও লজ্জিত।
75 কারণ আমাদের পাপ আমাদের মাথার উপরে বহুগুণ বেড়েছে, এবং আমাদের অজ্ঞতা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে।
76 কারণ আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মহাপাপে ছিলাম এবং রয়েছি৷
77 এবং আমাদের পাপের জন্য এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা আমাদের ভাইদের সাথে, আমাদের রাজাদের এবং আমাদের পুরোহিতদেরকে পৃথিবীর রাজাদের কাছে, তলোয়ার এবং বন্দিত্বের কাছে এবং আজ অবধি লজ্জিত শিকারের জন্য সমর্পণ করেছি৷
78 এবং এখন কিছু পরিমাণে আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রতি করুণা দেখানো হয়েছে, হে প্রভু, আপনার পবিত্র স্থানের জায়গায় আমাদের একটি মূল এবং একটি নাম রেখে যাওয়া উচিত;
79 এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বরের গৃহে আমাদের জন্য একটি আলো আবিষ্কার করার জন্য এবং আমাদের দাসত্বের সময় আমাদের খাদ্য দিতে।
80 হ্যাঁ, আমরা যখন দাসত্বে ছিলাম, তখন আমাদের প্রভুকে ত্যাগ করা হয়নি; কিন্তু তিনি পারস্যের রাজাদের সামনে আমাদের অনুগ্রহ করেছেন, যাতে তারা আমাদের খাবার দেয়৷
81 হ্যাঁ, এবং আমাদের প্রভুর মন্দিরকে সম্মানিত করেছেন, এবং জনশূন্য সিয়নকে উত্থাপন করেছেন, যে তারা আমাদেরকে ইহুদি ও জেরুজালেমে নিশ্চিতভাবে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে৷
82 এবং এখন, হে প্রভু, আমরা কি বলব, এই সব আছে? কেননা আমরা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, যা তুমি তোমার দাস ভাববাদীদের হাতে দিয়ে বলেছ,

83 তোমরা যে দেশটি উত্তরাধিকার হিসাবে অধিকার করতে প্রবেশ করছ, সেই দেশটি সেই দেশটির বিদেশীদের দূষণে কলুষিত এবং তারা তাদের অশুচিতায় পূর্ণ করেছে।
84 অতএব এখন তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে তাদের পুত্রদের সাথে যুক্ত করবে না এবং তাদের কন্যাদেরকে তোমাদের পুত্রদের সাথে গ্রহণ করবে না৷
85 তাছাড়া তোমরা কখনই তাদের সাথে শান্তি কামনা করবে না, যাতে তোমরা শক্তিশালী হতে পার এবং দেশের উত্তম জিনিস খেতে এবং চিরকালের জন্য তোমাদের সন্তানদের কাছে দেশের উত্তরাধিকার রেখে যেতে পার।
86 এবং যা কিছু ঘটেছে তা আমাদের দুষ্ট কাজ এবং মহান পাপের জন্য করা হয়েছে; হে প্রভু, তুমি আমাদের পাপকে হালকা করেছ,
87 এবং আমাদের কাছে এমন একটি শিকড় দিয়েছেন: কিন্তু আমরা আপনার আইন লঙ্ঘন করতে এবং দেশের জাতিগুলির অশুচিতার সাথে নিজেদেরকে মিশে যেতে আবার ফিরে এসেছি৷
88 আপনি কি আমাদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমাদের মূল, বীজ বা নাম রেখে যাননি?
89 হে ইস্রায়েলের প্রভু, আপনি সত্য, কেননা আজ আমরা শিকড়ের মতোই পড়ে আছি।
90দেখুন, এখন আমরা আমাদের পাপাচারে আপনার সামনে আছি, কারণ এইসব কারণে আমরা আর আপনার সামনে দাঁড়াতে পারি না৷
91 এবং যখন এসড্রাস তাঁর প্রার্থনায় তাঁর স্বীকারোক্তি, কাঁদতে কাঁদতে এবং মন্দিরের সামনে মাটিতে শুয়েছিলেন, তখন জেরুজালেম থেকে তাঁর কাছে এক বিশাল সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা এবং শিশু জড়ো হয়েছিল: কারণ ভীড়ের মধ্যে প্রচুর কাঁদছিল৷
92তখন ইস্রায়েলের পুত্রদের মধ্যে একজন যিলূসের পুত্র যিকোনিয়া ডেকে বললেন, হে এসড্রাস, আমরা প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমরা দেশের বিভিন্ন জাতির বিচিত্র নারীদের বিয়ে করেছি, আর এখন সমস্ত ইস্রায়েল উঁচু হয়ে উঠেছে। .
93 আসুন আমরা প্রভুর কাছে শপথ করি যে, আমরা আমাদের সমস্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করব, যাদের আমরা জাতিদের কাছ থেকে নিয়েছি, তাদের সন্তানদের সহ,
94 তুমি যেমন হুকুম দিয়েছ, আর যত লোক প্রভুর আইন মেনে চলে।
95 উঠুন এবং মৃত্যুদণ্ড দিন, কারণ এই বিষয়টি আপনার কাছেই প্রযোজ্য, এবং আমরা আপনার সাথে থাকব: বীরত্বের সাথে কাজ করুন।
96তখন এসদ্রাস উঠিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের যাজকগণের প্রধান ও লেবীয়দের নিকট এই সমস্ত কাজ করিবার জন্য শপথ করিলেন; এবং তাই তারা শপথ.

অধ্যায় 9

1পরে ইদ্রাস মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে উঠে ইলিয়াসিবের পুত্র যোহানের ঘরে গেলেন,
2 আর সেখানেই রইলেন, এবং লোকেদের বড় অন্যায়ের জন্য শোক করে মাংস খাননি বা জল পান করেননি৷
3 এবং সমস্ত ইহুদী ও জেরুজালেমে যারা বন্দী ছিল তাদের সকলের কাছে ঘোষণা ছিল যে তারা জেরুজালেমে একত্র হবে:
4 আর যে গুরুজন নিযুক্ত শাসনকর্তাদের মত করে দু-তিন দিনের মধ্যে সেখানে দেখা না হয়, তাদের গবাদি পশু মন্দিরের ব্যবহারের জন্য বাজেয়াপ্ত করা উচিত এবং যারা বন্দী ছিল তাদের থেকে নিজেকে বের করে দেওয়া উচিত।
5আর তিন দিনের মধ্যে যিহূদা ও বিন্যামীন বংশের সকলে নবম মাসের বিংশতম দিনে জেরুজালেমে একত্রিত হইল।
6 এবং বর্তমান খারাপ আবহাওয়ার জন্য সমস্ত জনতা মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে কাঁপতে বসেছিল৷
7তখন এসড্রাস উঠিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েলের পাপ বৃদ্ধির জন্য বিদেশী স্ত্রীদের বিবাহ করিয়া আইন লঙ্ঘন করিয়াছ।
8এবং এখন স্বীকার করে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব কর,
9 এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করুন এবং দেশের জাতি এবং বিদেশী মহিলাদের থেকে নিজেদের আলাদা করুন৷
10 তখন সমস্ত জনতা চিৎকার করে উচ্চস্বরে বলল, তুমি যেমন বলেছ, আমরাও তাই করব।
11কিন্তু যেহেতু মানুষ অনেক, এবং আবহাওয়া খারাপ, তাই আমরা ছাড়া দাঁড়াতে পারি না, এবং এটি এক বা দুই দিনের কাজ নয়, এই জিনিসগুলির মধ্যে আমাদের পাপ অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছে:
12অতএব জনতার শাসনকর্তারা থাকুক, এবং আমাদের বাসস্থানের মধ্যে যাদের বিচিত্র স্ত্রী আছে তারা নির্ধারিত সময়ে আসুক।
13 এবং তাদের সঙ্গে সব জায়গার শাসক ও বিচারকরা, যতক্ষণ না আমরা এই বিষয়ে আমাদের থেকে প্রভুর ক্রোধ দূর না করি৷
14 তারপর আজয়েলের ছেলে যোনাথন এবং থিওকানাসের ছেলে ইজেকিয়াস এই বিষয়টা তাদের উপর নিলেন এবং মোসললাম, লেভিস এবং সাব্বাথিউস তাদের সাহায্য করলেন।
15 আর যারা বন্দীদশা থেকে ছিল তারা এই সমস্ত কাজ করেছিল৷
16 আর ইস্‌দ্রাস যাজক তাঁর কাছে তাদের পরিবারের প্রধান পুরুষদের বেছে নিলেন, নাম অনুসারে; এবং দশম মাসের প্রথম দিনে তারা বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য একত্রে বসলেন।
17 তাই প্রথম মাসের প্রথম দিনেই তাদের বিদেশী স্ত্রীদের নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটল৷
18 এবং যাজকদের মধ্যে যারা একত্র হয়েছিল এবং তাদের বিচিত্র স্ত্রী ছিল, সেখানে পাওয়া গেল:
19 যীশুর পুত্রদের মধ্যে যোসেদেকের পুত্র এবং তার ভাইদের মধ্যে; ম্যাথেলাস এবং ইলিয়াজার এবং জোরিবাস এবং জোয়াডানাস।
20 এবং তারা তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করার জন্য এবং তাদের ভুলের জন্য পুনর্মিলন করার জন্য মেষ উৎসর্গ করার জন্য তাদের হাত দিয়েছিল।
21 আর এমরের পুত্রদের মধ্যে; অ্যানানিয়া, এবং জাবদিউস, এবং এনেস, এবং সামিয়াস, এবং হিয়ারেল এবং আজরিয়াস।
22 এবং ফৈসুরের পুত্রদের মধ্যে; এলিওনাস, ম্যাসিয়াস ইজরায়েল, এবং নাথানেল এবং ওসিডেলাস এবং তালসাস।
23 এবং লেবীয়দের মধ্যে; জোজাবাদ, সেমিস এবং কোলিয়াস, যাকে বলা হত ক্যালিটাস, এবং প্যাথিউস, এবং জুডাস এবং জোনাস।
24 পবিত্র গায়কদের; ইলিয়াজুরাস, বাচ্চুরাস।
25 কুলি; সাল্লুমাস এবং টোলবনেস।
26 তাদের মধ্যে ইস্রায়েলের, ফোরোসের ছেলেদের; হিয়ারমাস, এবং এদিয়াস, এবং মেলচিয়াস, এবং মেলুস, এবং ইলিয়াজার, এবং অ্যাসিবিয়াস এবং বানিয়াস।
27 এলার পুত্রদের মধ্যে; ম্যাথানিয়াস, জাকারিয়াস এবং হিয়ারিয়েলাস, এবং হিয়ারেমোথ এবং এডিয়াস।

28 এবং জামোতের পুত্রদের মধ্যে; ইলিয়াডাস, এলিসিমাস, ওথনিয়াস, জারিমোথ এবং সাবাটাস এবং সার্ডিউস।

29 বাবাইয়ের ছেলেদের মধ্যে; জোহানেস, অ্যানানিয়াস এবং জোসাবাদ এবং অ্যামাথিস।

30 মণির পুত্রদের মধ্যে; ওলামাস, মামুকাস, জেডিউস, জাসুবুস, জাসায়েল এবং হিরেমোথ।

31 এবং অদ্দির পুত্রদের মধ্যে; নাথুস, এবং মুসিয়াস, ল্যাকুনাস, এবং নাইডাস, এবং মাথানিয়াস, এবং সেস্টেল, ব্যালনুউস এবং মানাসিয়াস।

32 আর আন্নার পুত্রদের মধ্যে; এলিওনাস এবং আসিয়াস, এবং মেলচিয়াস, এবং সাব্বিয়াস এবং সাইমন চোসামিউস।

33 এবং আসামের পুত্রদের মধ্যে; অল্টানিয়াস, এবং ম্যাথিয়াস, এবং বানাইয়া, এলিফালেট, এবং মানসেস এবং সেমেই।

34 মানির ছেলেদের মধ্যে; জেরেমিয়াস, মোমডিস, ওমায়েরুস, জুয়েল, মাবদাই এবং পেলিয়াস, এবং আনোস, ক্যারাব্যাসিয়ন, এবং এনাসিবুস, এবং মামনিটানাইমাস, ইলিয়াসিস, বান্নুস, ইলিয়ালি, সামিস, সেলেমিয়াস, নাথানিয়াস: এবং ওজোরার পুত্রদের মধ্যে; Sesis, Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josephus.

35এথমার পুত্রদের মধ্যে; মাজিটিয়াস, জাবাদিয়াস, এডস, জুয়েল, বানাইয়াস।

36 এরা সকলেই বিচিত্র স্ত্রী গ্রহণ করেছিল, এবং তারা তাদের সন্তানদের সাথে তাদের বিতাড়িত করেছিল৷

37 সপ্তম মাসের প্রথম দিনে যাজকরা ও লেবীয়রা এবং ইস্রায়েলীয়রা জেরুজালেমে ও দেশে বাস করতে লাগল৷

38 এবং সমস্ত জনতা পূর্ব দিকে পবিত্র বারান্দার প্রশস্ত স্থানে একত্রে একত্রিত হল৷

39 এবং তারা যাজক ও পাঠক এসদ্রাসকে বললেন, তিনি মোশির আইন আনবেন, যা ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর দেওয়া হয়েছিল৷

40 তাই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে বিধি-ব্যবস্থা শোনার জন্য প্রধান যাজক এসদ্রাস পুরুষ থেকে স্ত্রীলোক এবং সমস্ত যাজকদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা আনলেন৷

41 এবং তিনি পবিত্র বারান্দার সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের সামনে পাঠ করলেন; এবং লোকেরা আইনের প্রতি মনোযোগ দিল।

42 আর ইস্‌দ্রাস যাজক এবং আইন পাঠক কাঠের একটি মিম্বারের উপর দাঁড়ালেন, যা সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

43 আর মত্তথিয়াস, সাম্মুস, আনানিয়া, আজরিয়াস, উরিয়াস, ইজেসিয়াস, বালাসামুস তাঁর ডানদিকে দাঁড়ালেন৷

44 আর তাঁর বাম দিকে ফালদাইয়ুস, মিসায়েল, মেলচিয়াস, লোথাসুবাস ও নাবারিয়াস দাঁড়িয়ে ছিলেন।

45 তারপর ইস্‌দ্রাস লোকদের সামনে বিধি-ব্যবস্থার পুস্তকটি নিয়ে গেলেন, কারণ তিনি তাদের সবার সামনে সম্মানের সাথে বসেছিলেন৷

46 তিনি যখন বিধি-ব্যবস্থা খুললেন, তখন তারা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল৷ তাই এসড্রাস মহান প্রভু ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করলেন, যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

47 তখন সমস্ত লোক উত্তর দিল, আমেন; তারা হাত তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রভুর উপাসনা করল৷

48 এছাড়াও যীশু, আনুস, সারাবিয়াস, অডিনাস, জ্যাকুবুস, সাবাটিয়াস, আউটিয়াস, মায়ানিয়াস, এবং ক্যালিটাস, অ্যাসরিয়াস, জোয়াজাবদুস এবং আনানিয়া, বিয়াটাস, লেবীয়রা প্রভুর আইন শিখিয়েছিলেন, তাদের বোঝার জন্য তৈরি করেছিলেন।

49 তারপর আথারতেস প্রধান যাজক এসদ্রাসকে বললেন৷ এবং পাঠক, এবং লেবীয়দের কাছে যারা জনসমাগমকে শিক্ষা দিয়েছিল, এমনকি সকলকে বলেছিল,

50 এই দিনটি প্রভুর কাছে পবিত্র; (কারণ তারা সবাই আইন শুনে কেঁদেছিল :)

51 তাহলে যাও, চর্বি খাও, মিষ্টি পান কর এবং যাদের কিছুই নেই তাদের কাছে কিছু পাঠাও৷

52 কারণ এই দিনটি প্রভুর কাছে পবিত্র৷ দুঃখিত হবেন না৷ কারণ প্রভু তোমাকে সম্মানিত করবেন।

53 তাই লেবীয়রা লোকদের কাছে সমস্ত কিছু প্রকাশ করে বলল, আজ প্রভুর কাছে পবিত্র দিন৷ দুঃখিত হবেন না

54 তারপর তারা চলে গেল, প্রত্যেকে খাওয়া-দাওয়া করতে, আমোদ-প্রমোদ করতে এবং যাদের কিছুই ছিল না তাদের অংশ দান করতে এবং আনন্দ করতে করতে৷

55 কারণ তারা সেই কথা বুঝতে পেরেছিল যেখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং যার জন্য তারা একত্রিত হয়েছিল৷

2nd Esdras

দ্বিতীয় এসড্রাস

অধ্যায় 1

1 ভাববাদী এসদ্রাসের দ্বিতীয় পুস্তক, যিনি সারাইয়াসের ছেলে, আজরিয়ার ছেলে, আজরিয়ার ছেলে, হেলচিয়ার ছেলে, সদামিয়ের ছেলে, সদমিয়ার ছেলে, আখিতোবের ছেলে।
2 আখিয়াসের ছেলে, ফিনিসের ছেলে, হেলির ছেলে, হেলির ছেলে, অমরিয়সের ছেলে, অজিয়ের ছেলে, আজিয়েয়ের ছেলে, মারিমোথের ছেলে, অর্নার ছেলে, অরনার ছেলে, ওসিয়াসের ছেলে, বোরিথের ছেলে, অবিসিয়ের ছেলে। , ফিনিসের পুত্র, ইলিয়াসরের পুত্র,
3 হারোণের পুত্র, লেবি গোষ্ঠীর; যা মেডিস দেশে বন্দী ছিল, পারস্যের রাজা আর্টেক্সেরক্সেসের রাজত্বকালে।
4 আর প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল,
5 তোমার পথে যাও এবং আমার লোকদের তাদের পাপ কাজ এবং তাদের সন্তানদের তাদের দুষ্টতা দেখাও যা তারা আমার বিরুদ্ধে করেছে। যাতে তারা তাদের সন্তানদের সন্তানদের বলতে পারে:
6 কারণ তাদের মধ্যে তাদের পিতৃপুরুষদের পাপ বেড়েছে, কারণ তারা আমাকে ভুলে গেছে এবং বিচিত্র দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে।
7 আমি কি সেই ব্যক্তি নই যে মিসর দেশ থেকে, দাসত্বের ঘর থেকে তাদের বের করে এনেছি? কিন্তু তারা আমাকে ক্রোধে প্ররোচিত করেছে এবং আমার পরামর্শকে অবজ্ঞা করেছে।
8তাহলে তোমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেল এবং তাদের উপর সমস্ত মন্দ নিক্ষেপ কর, কারণ তারা আমার আইনের প্রতি আনুগত্য করেনি, কিন্তু তারা বিদ্রোহী জাতি।
9 আর কতকাল আমি তাদের সহ্য করব, যাদের প্রতি আমি এত ভাল কাজ করেছি?
10 আমি তাদের জন্য অনেক রাজাকে ধ্বংস করেছি; আমি ফেরাউনকে তার দাসদের সাথে এবং তার সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করেছি।
11 আমি তাদের সম্মুখে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং পূর্ব দিকে আমি টাইরস ও সিডন প্রদেশের লোকদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি এবং তাদের সমস্ত শত্রুদের হত্যা করেছি।
12অতএব তুমি তাদের কাছে বল, প্রভু এই কথা বলেন,
13 আমি তোমাকে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং শুরুতে তোমাকে একটা বড় ও নিরাপদ পথ দিয়েছিলাম; আমি তোমাকে মূসাকে একজন নেতার জন্য এবং হারুনকে একজন যাজক হিসেবে দিয়েছি।
14 আমি তোমাদের মধ্যে আগুনের স্তম্ভে আলো দিয়েছি, এবং আমি তোমাদের মধ্যে মহান আশ্চর্য কাজ করেছি; তবুও তোমরা আমাকে ভুলে গেছ, প্রভু বলেন।
15 সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, কোয়েলগুলি তোমার জন্য একটি চিহ্নস্বরূপ ছিল; আমি তোমাদের রক্ষার জন্য তাঁবু দিয়েছিলাম, তবুও তোমরা সেখানে বিড়বিড় করলে,
16 আর তোমাদের শত্রুদের ধ্বংসের জন্য আমার নামে জয়লাভ করি নি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমরা বচসা কর।
17 আমি আপনার জন্য যে উপকার করেছি তা কোথায়? মরুভূমিতে যখন তোমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলে, তখন কি তোমরা আমার কাছে কাঁদলে না?
18 তুমি আমাদের হত্যা করবার জন্য এই প্রান্তরে নিয়ে এসেছ কেন? এই মরুভূমিতে মারা যাওয়ার চেয়ে মিশরীয়দের সেবা করা আমাদের পক্ষে ভাল ছিল৷
19তখন আমি তোমার শোকের প্রতি করুণা পেতাম এবং তোমাকে খেতে মান্না দিতাম; তাই তোমরা ফেরেশতাদের রুটি খেয়েছ।
20 যখন তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে, তখন আমি কি সেই পাথরকে ছিঁড়ে ফেলিনি এবং তোমাদের তৃপ্তির জন্য জল প্রবাহিত হয়েছিল? তাপের জন্য আমি তোমাকে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম।
21 আমি তোমাদের মধ্যে একটি ফলদায়ক দেশ ভাগ করে দিয়েছি, আমি তোমাদের সামনে থেকে কেনানীয়, ফেরেজীয় ও পলেষ্টীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছি; আমি তোমাদের জন্য আর কি করব? প্রভু বলেন.
22 সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, যখন তোমরা মরুভূমিতে, ইমোরীয়দের নদীতে, তৃষ্ণার্ত হয়ে আমার নামের নিন্দা করছিলে,
23 তোমার নিন্দার জন্য আমি তোমাকে আগুন দেইনি, কিন্তু জলে একটি গাছ নিক্ষেপ করে নদীকে মিষ্টি করেছি।
24 হে যাকোব, আমি তোমাকে কি করব? হে যিহূদা, তুমি আমার কথা মানবে না।
25 তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছ, আমিও তোমাদের ত্যাগ করব; যখন তোমরা আমাকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাও, তখন আমি তোমাদের প্রতি দয়া করব না৷
26 তোমরা যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তোমাদের কথা শুনব না, কারণ তোমরা তোমাদের হাত রক্তে অপবিত্র করেছ, এবং তোমাদের পা হত্যা করতে দ্রুত৷
27 আমাকে যেমন পরিত্যাগ করা হয়েছিল তোমরা তা নয়, কিন্তু তোমাদের নিজেদেরই, প্রভু বলেছেন৷
28 সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি কি তোমাকে পিতা হিসাবে তার পুত্রদের, মা তার কন্যাদের এবং একজন তার ছোট বাচ্চাদের সেবিকা হিসাবে প্রার্থনা করিনি?
29 যে তোমরা আমার প্রজা হবে এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হব৷ যে তোমরা আমার সন্তান হবে আর আমি তোমাদের পিতা হবো?
30 আমি তোমাদের একত্র করেছি, যেমন একটি মুরগি তার মুরগিকে তার ডানার নিচে জড়ো করে, কিন্তু এখন আমি তোমাদের কি করব? আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে তাড়িয়ে দেব।
31 যখন তোমরা আমাকে উৎসর্গ করবে, তখন আমি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব, কারণ তোমাদের পবিত্র উৎসবের দিন, অমাবস্যা এবং তোমাদের সুন্নত আমি ত্যাগ করেছি৷
32 আমি তোমাদের কাছে আমার দাস ভাববাদীদের পাঠিয়েছি, যাদের তোমরা ধরে নিয়েছিলে এবং হত্যা করেছিলে এবং তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলে, যাদের রক্ত আমি তোমাদের হাত থেকে চাইব, প্রভু বলছেন৷
33 সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমার ঘর উজাড়, বাতাস যেমন খড়কুটো করে তেমনি আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব।
34 তোমার সন্তানেরা ফলবান হবে না; কারণ তারা আমার আদেশকে অবজ্ঞা করেছে এবং আমার সামনে মন্দ কাজ করেছে৷
35 আমি তোমাদের বাড়িঘর সেই লোকদের দেব৷ যারা এখনও আমার কথা শুনেনি সে আমাকে বিশ্বাস করবে৷ যাদের কাছে আমি কোন চিহ্ন দেখাই নি, তবুও আমি তাদের যা বলেছি তারা তাই করবে।
36 তারা কোন ভাববাদীদের দেখেনি, তবুও তারা তাদের পাপের কথা স্মরণ করবে এবং তাদের স্বীকার করবে।
37 আমি সেই লোকেদের অনুগ্রহের সাক্ষ্য দিচ্ছি, যাঁদের ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে উল্লসিত হয়; এবং যদিও তারা আমাকে দৈহিক চোখে দেখেনি, তবুও আত্মায় তারা আমার কথা বিশ্বাস করে৷
38 আর এখন ভাই, দেখ কি মহিমা; এবং পূর্ব থেকে আসা লোকদের দেখুন:
39 আমি যাদের নেতাদের জন্য দেব, অব্রাহাম, ইসহাক এবং জ্যাকব, ওসিয়াস, আমোস এবং মিশিয়াস, জোয়েল, আবদিয়াস এবং যোনাস,
40 নাহুম, অ্যাবাকুক, সোফোনিয়াস, অ্যাগেউস, জাচারি এবং মালাখি, যাকে প্রভুর দূতও বলা হয়৷

অধ্যায় 2

1 সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি এই লোকদের দাসত্ব থেকে বের করে এনেছি এবং আমি তাদের ভৃত্য ভাববাদীদের মাধ্যমে আমার আদেশ দিয়েছি। যাকে তারা শুনবে না, কিন্তু আমার পরামর্শকে অবজ্ঞা করেছে৷
2 যে মা তাদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন তিনি তাদের বললেন, 'বাচ্চারা, যাও! কারণ আমি একজন বিধবা এবং পরিত্যক্ত।

3 আমি তোমাকে আনন্দের সাথে লালনপালন করেছি; কিন্তু আমি দুঃখে ও দুঃখে তোমাদের হারিয়েছি, কারণ তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামনে পাপ করেছ এবং তাঁর সামনে মন্দ কাজ করেছ।

4 কিন্তু এখন আমি তোমাদের কি করব? আমি একজন বিধবা এবং পরিত্যক্ত: হে আমার সন্তানরা, তোমার পথে যাও এবং প্রভুর কাছে করুণা প্রার্থনা কর।

5 আমার জন্য, হে পিতা, আমি আপনাকে এই সন্তানদের মায়ের জন্য একজন সাক্ষীর জন্য আহ্বান করছি, যে আমার চুক্তি রক্ষা করবে না।

6 তুমি তাদের বিভ্রান্তিতে নিয়ে আসবে এবং তাদের মাকে লুটপাট করবে, যাতে তাদের কোন সন্তান না হয়।

7 তারা জাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হোক, কারণ তারা আমার চুক্তিকে অবজ্ঞা করেছে।

8 ধিক্ তোমাকে, অসুর, তুমি যে তোমার মধ্যে অধার্মিকদের লুকিয়ে রাখ! হে দুষ্ট লোকেরা, মনে রেখো আমি সদোম ও গমোরার প্রতি কি করেছি;

9 যাদের দেশ মাটির ঢেলে এবং ছাইয়ের স্তূপে পড়ে আছে, যারা আমার কথা শোনে না তাদের প্রতিও আমি তাই করব, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেছেন।

10 প্রভু এসড্রাসকে এই কথা বলেন, আমার লোকদের বল যে আমি তাদের জেরুজালেমের রাজ্য দেব, যা আমি ইস্রায়েলকে দিতাম।

11 আমি তাদের গৌরবও আমার কাছে নিয়ে যাব এবং তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রাখা চিরস্থায়ী তাঁবুগুলো দেব।

12 সুগন্ধের আতরের জন্য তাদের জীবন গাছ হবে; তারা পরিশ্রম করবে না, ক্লান্ত হবে না।

13 যাও, এবং তোমরা গ্রহণ করবে: তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য প্রার্থনা কর, যাতে সেগুলি সংক্ষিপ্ত হয়: রাজ্য ইতিমধ্যেই তোমার জন্য প্রস্তুত: জেগে থাক৷

14 স্বর্গ ও পৃথিবীকে সাক্ষী কর; কারণ আমি মন্দকে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো করে দিয়েছি এবং ভাল সৃষ্টি করেছি, কারণ আমি বেঁচে আছি, প্রভু বলেছেন৷

15 মা, তোমার সন্তানদের আলিঙ্গন কর এবং আনন্দের সাথে তাদের বড় কর, তাদের পা স্তম্ভের মতো দ্রুত কর, কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, প্রভু বলেছেন।

16 আর যারা মৃত তাদের আমি তাদের স্থান থেকে পুনরুত্থিত করব এবং কবর থেকে তাদের বের করব, কারণ আমি ইস্রায়েলে আমার নাম জানি।

17 হে সন্তানদের মা, ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, প্রভু বলছেন।

18 তোমার সাহায্যের জন্য আমি আমার দাস এসাই এবং জেরেমিকে পাঠাব, যাদের পরামর্শ অনুসারে আমি পবিত্র করেছি এবং তোমার জন্য বিভিন্ন ফল দিয়ে বোঝাই বারোটি গাছ প্রস্তুত করেছি,

19 এবং দুধ ও মধুর প্রবাহিত অনেক ঝর্ণা, এবং সাতটি শক্তিশালী পর্বত, সেখানে গোলাপ এবং লিলি জন্মে, যাতে আমি আপনার সন্তানদের আনন্দে পূর্ণ করব।

20 বিধবার ন্যায় কর, অনাথদের বিচার কর, গরীবকে দান কর, এতিমকে রক্ষা কর, উলঙ্গকে বস্ত্র পরাও,

21 ভাঙা ও দুর্বলদের সুস্থ কর, খোঁড়া লোককে উপহাস করার জন্য উপহাস করো না, পঙ্গুদের রক্ষা কর, এবং অন্ধকে আমার স্পষ্টতার দৃষ্টিতে আসুক।

22 তোমার প্রাচীরের মধ্যে বৃদ্ধ ও যুবককে রাখো।

23 যেখানেই তুমি মৃতদের দেখতে পাও, তাদের নিয়ে যাও এবং কবর দাও, এবং আমি তোমাকে আমার পুনরুত্থানে প্রথম স্থান দেব।

24 হে আমার প্রজাগণ, স্থির থাকো, বিশ্রাম নাও, কেননা তোমার নিস্তব্ধতা এখনো আছে।

25 হে ভাল সেবিকা, তোমার সন্তানদের লালনপালন কর; তাদের পা স্থির করুন।

26 আমি তোমাকে যে দাস দিয়েছি, তাদের একজনও ধ্বংস হবে না; কারণ আমি তোমার সংখ্যার মধ্য থেকে তাদের চাইব।

27 ক্লান্ত হবেন না: কারণ যখন কষ্ট ও ভারাক্রান্ত দিন আসবে, তখন অন্যরা কাঁদবে এবং দুঃখিত হবে, কিন্তু আপনি আনন্দিত হবেন এবং প্রাচুর্য পাবেন৷

28 জাতিরা তোমাকে ঈর্ষা করবে, কিন্তু তারা তোমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, সদাপ্রভু বলছেন।

29 আমার হাত তোমাকে ঢেকে রাখবে, যাতে তোমার সন্তানেরা নরক দেখতে না পায়।

30 হে মা, তোমার সন্তানদের নিয়ে আনন্দ কর; কারণ আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মাবুদ বলছেন।

31 তোমার সন্তানদের মনে রেখো যারা ঘুমিয়ে আছে, কারণ আমি তাদের পৃথিবীর প্রান্ত থেকে বের করে আনব এবং তাদের প্রতি করুণা দেখাব, কারণ আমি করুণাময়, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন।

32 তোমার সন্তানদের আলিঙ্গন করো যতক্ষণ না আমি না আসি এবং তাদের প্রতি করুণা না করি, কারণ আমার কূপগুলো ভেসে গেছে এবং আমার অনুগ্রহ ব্যর্থ হবে না।

33 ওরেব পর্বতে আমি এসড্রাস প্রভুর কাছ থেকে ইস্রায়েলে যাওয়ার জন্য একটি দায়িত্ব পেয়েছি; কিন্তু আমি যখন তাদের কাছে আসি, তখন তারা আমাকে অসম্মান করেছিল এবং প্রভুর আদেশকে অবজ্ঞা করেছিল৷

34 আর সেইজন্য আমি তোমাদের বলছি, হে জাতিগণ, যারা শোনে ও বোঝে, তোমাদের মেষপালকের খোঁজ কর, তিনি তোমাদের অনন্ত বিশ্রাম দেবেন৷ কারণ তিনি খুব কাছেই আছেন, যা জগতের শেষের দিকে আসবে৷

35 রাজ্যের পুরষ্কারের জন্য প্রস্তুত হও, কেননা অনন্ত আলো চিরকাল তোমার উপরে জ্বলবে।

36 এই পৃথিবীর ছায়া থেকে পালাও, তোমার গৌরবের আনন্দ গ্রহণ কর: আমি আমার পরিত্রাতাকে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

37 হে তোমাকে যে উপহার দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ কর এবং খুশি হও, তাকে ধন্যবাদ জানাও যিনি তোমাকে স্বর্গীয় রাজ্যে নিয়ে গেছেন।

38 উঠে দাঁড়াও, দেখ, প্রভুর উৎসবে সীলমোহর করা লোকদের সংখ্যা কত;

39যারা পৃথিবীর ছায়া থেকে সরে গেছে, এবং প্রভুর মহিমান্বিত পোশাক পেয়েছেন৷

40 হে সায়ন, তোমার নম্বর নাও এবং তোমার মধ্যে যারা সাদা পোশাক পরেছে, যারা প্রভুর আইন পূর্ণ করেছে তাদের বন্ধ কর।

41 তোমার যে সন্তানদের জন্য তুমি আকাঙ্খা করেছিলে, তাদের সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে: প্রভুর শক্তির কাছে প্রার্থনা কর, যেন তোমার লোকদের, যাকে শুরু থেকে ডাকা হয়েছে, পবিত্র করা হয়৷

42 আমি এসড্রাস সিয়োন পর্বতে এক মহান লোককে দেখেছিলাম, যাদের আমি গণনা করতে পারিনি, এবং তারা সবাই গান গেয়ে প্রভুর প্রশংসা করেছিল।

43 আর তাদের মাঝখানে একজন উঁচু মাপের যুবক ছিলেন, তিনি অন্য সকলের চেয়ে লম্বা ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকের মাথায় তিনি মুকুট পরিয়েছিলেন এবং আরও উঁচুতে ছিলেন৷ যা আমি অত্যন্ত বিস্মিত.

44 তাই আমি স্বর্গদূতকে জিজ্ঞাসা করে বললাম, মহাশয়, এগুলো কি?

45 তিনি উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন, এরা তারাই যারা মরণশীল পোশাক খুলে ফেলেছে, অমর পোশাক পরেছে, এবং ঈশ্বরের নাম স্বীকার করেছে; এখন তারা মুকুট পরেছে এবং খেজুর পায়।

46 তারপর আমি ফেরেশতাকে বললাম, কোন যুবক তাদের মুকুট পরিয়েছে এবং তাদের হাতে হাতের তালু দিয়েছে?

47 তাই তিনি উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন, 'ইনি ঈশ্বরের পুত্র, যাকে তারা জগতে স্বীকার করেছে৷ তারপর আমি তাদের প্রশংসা করতে শুরু করলাম যারা প্রভুর নামের জন্য এত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

48 তখন ফেরেশতা আমাকে বললেন, "তুমি যাও, আমার লোকদের বল এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কত বড় আশ্চর্য কাজ দেখেছ।

অধ্যায় 3

1 শহরের ধ্বংসের ত্রিশতম বছরে আমি ব্যাবিলনে ছিলাম, এবং আমার বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এবং আমার চিন্তা আমার হৃদয়ে উঠল:
2কারণ আমি সিয়োনের জনশূন্যতা এবং ব্যাবিলনে যারা বাস করত তাদের সম্পদ দেখেছি।
3 আর আমার আত্মা এমনভাবে উদ্বেলিত হল যে, আমি পরমেশ্বরের কাছে ভয়ে ভরা কথা বলতে শুরু করলাম এবং বললাম,
4 হে প্রভু, যিনি শাসন করেন, আপনি শুরুতে বলেছিলেন, যখন আপনি পৃথিবী রোপণ করেছিলেন, এবং আপনি একা ছিলেন এবং লোকদের আদেশ দিয়েছিলেন,
5 এবং আদমকে আত্মাবিহীন একটি দেহ দিয়েছেন, যেটি ছিল আপনার হাতের কারিগর, এবং তার মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস ফুঁকেছেন এবং আপনার সামনে তাকে জীবিত করা হয়েছে৷
6 এবং আপনি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, যা আপনার ডান হাত রোপণ করেছিল, পৃথিবী সামনে আসার আগে।
7 এবং আপনি তাকে আপনার পথকে ভালবাসার আদেশ দিয়েছিলেন: যা সে লঙ্ঘন করেছিল, এবং অবিলম্বে আপনি তার এবং তার বংশধরদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে জাতি, উপজাতি, মানুষ এবং আত্মীয়স্বজন সংখ্যায় এসেছিল।
8 আর প্রত্যেক জাতি তাদের নিজের ইচ্ছামত চলত, এবং তোমার সামনে আশ্চর্যজনক কাজ করত এবং তোমার আদেশগুলিকে অবজ্ঞা করত।
9 এবং আবার সময়ের প্রক্রিয়ায় আপনি পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের উপর বন্যা এনেছেন এবং তাদের ধ্বংস করেছেন।
10 এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন ঘটল যে, আদমের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তাদের জন্য বন্যাও হয়েছিল৷
11 তবুও তুমি তাদের একজনকে রেখেছ, অর্থাৎ নোহকে তার পরিবারের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে সমস্ত ধার্মিক লোক এসেছিল৷
12 আর এমন হল যে, পৃথিবীতে যারা বাস করত তারা যখন বহুগুণে বেড়ে উঠতে শুরু করল, এবং তাদের অনেক সন্তানের জন্ম দিল এবং তারা অনেক বড় লোক হল, তখন তারা আবার প্রথম জনের থেকে আরও বেশি অধার্মিক হতে শুরু করল।
13 এখন যখন তারা তোমার সামনে এত খারাপভাবে বাস করত, তখন তুমি তাদের মধ্য থেকে একজন লোককে বেছে নিয়েছ, যার নাম ছিল অব্রাহাম।
14 তুমি তাকেই ভালোবেসেছিলে, এবং শুধুমাত্র তার কাছেই তুমি তোমার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে:
15 এবং তাঁর সাথে একটি চিরস্থায়ী চুক্তি করেছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আপনি কখনই তাঁর বংশকে পরিত্যাগ করবেন না।
16 আর তুমি তাকে ইসহাককে দিয়েছ এবং ইসহাককেও তুমি যাকোব ও এষৌকে দিয়েছ। যাকোবের জন্য, তুমি তাকে তোমার জন্য মনোনীত করেছিলে এবং এষৌ দ্বারা স্থাপন করেছিলে, আর তাই যাকোব একটি বিরাট জনতা হয়ে ওঠে।
17 আর এমন হল যে, তুমি যখন তার বংশকে মিশর থেকে বের করে আনলে, তখন তুমি তাদের সীনয় পর্বতে নিয়ে এসেছ।
18 এবং স্বর্গকে প্রণাম করে, আপনি পৃথিবীকে দ্রুত স্থাপন করেছিলেন, সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিলেন, এবং গভীরতাকে কাঁপিয়েছিলেন এবং সেই যুগের লোকদের বিরক্ত করেছিলেন।
19 আর তোমার মহিমা চারটি দরজা দিয়ে গেল, আগুন, ভূমিকম্প, বাতাস ও ঠান্ডা। য়েন তুমি যাকোবের বংশের কাছে বিধি এবং ইস্রায়েলের প্রজন্মের কাছে অধ্যবসায় দিতে পার৷
20 তবুও তুমি কি তাদের কাছ থেকে দুষ্ট হৃদয়কে দূরে সরিয়ে দাও নি, যাতে তোমার আইন তাদের মধ্যে ফল আনতে পারে।
21 কারণ প্রথম আদম দুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তিনি সীমালঙ্ঘন করেছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন; এবং তার থেকে যারা জন্মেছে তারা সবাই তাই হোক।
22 এইভাবে দুর্বলতা স্থায়ী হয়েছিল; এবং আইন (এছাড়াও) মানুষের হৃদয়ে মূলের বদনাম নিয়ে; যাতে ভাল চলে যায়, আর মন্দ স্থির থাকে।
23 এইভাবে সময় চলে গেল এবং বছরগুলি শেষ হল, তারপর আপনি দায়ূদ নামে একজন দাস তৈরি করলেন৷
24 যাকে তুমি তোমার নামে একটি নগর গড়তে এবং সেখানে তোমার উদ্দেশে ধূপ ও নৈবেদ্য উত্সর্গ করার আদেশ দিয়েছিলে৷
25 অনেক বছর ধরে যখন এই কাজ করা হয়েছিল, তখন যারা শহরে বাস করেছিল তারা তোমাকে ত্যাগ করেছিল,
26 এবং সমস্ত কিছুতে আদম এবং তার সমস্ত প্রজন্মের মতোই করেছিল, কারণ তাদেরও দুষ্ট হৃদয় ছিল৷
27 আর তাই তুমি তোমার শহর তোমার শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছ।
28তাহলে কি ব্যাবিলনে বসবাসকারীরা তাদের কর্মকাণ্ডের চেয়ে উত্তম?
29 কারণ আমি যখন সেখানে এসেছিলাম, এবং সংখ্যাহীন অনাচার দেখেছিলাম, তখন আমার আত্মা এই ত্রিশতম বছরে অনেক অন্যায়কারীকে দেখেছিল। কান, যাতে আমার হৃদয় আমাকে ব্যর্থ করে।
30 কেননা আমি দেখেছি যে তুমি তাদের পাপ করতে কষ্ট দিয়েছ, এবং দুষ্টদেরকে রেহাই দিয়েছ; এবং তোমার লোকদের ধ্বংস করেছ, তোমার শত্রুদের রক্ষা করেছ, এবং তা বোঝাও নি।
31 আমি মনে করি না কিভাবে এই পথ ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে: তাহলে কি ব্যাবিলনের তারা সিয়োনের চেয়ে ভাল?
32 ইস্রায়েল ছাড়া আর কেউ কি তোমাকে চেনে? বা কোন প্রজন্ম তোমার চুক্তিকে ইয়াকুবের মত বিশ্বাস করেছে?
33 এবং তবুও তাদের পুরস্কার দেখা যায় না, এবং তাদের পরিশ্রমের কোন ফল হয় না: কারণ আমি জাতিদের মধ্যে এখানে এবং সেখানে গিয়েছি, এবং আমি দেখেছি যে তারা সম্পদে প্রবাহিত হয়, এবং আপনার আদেশগুলি মনে করে না।
34 তাই তুমি এখন আমাদের পাপাচারের ভারসাম্যে ওজন কর, এবং তাদেরও যারা এই জগতে বাস করে; ইস্রায়েল ছাড়া আর কোথাও তোমার নাম পাওয়া যাবে না।
35 বা পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা কখন আপনার দৃষ্টিতে পাপ করেনি? বা কি লোকেরা তোমার আদেশ পালন করেছে?
36 তুমি দেখতে পাবে যে ইস্রায়েলের নাম অনুসারে তোমার আদেশ পালন করেছে; কিন্তু বিধর্মীদের নয়।

অধ্যায় 4

1 আর আমার কাছে যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল, যার নাম ছিল উরিয়েল, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন,
2 এবং বললেন, তোমার হৃদয় এই পৃথিবীতে অনেক দূরে চলে গেছে, এবং তুমি কি পরমেশ্বরের পথ বুঝতে পারছ?
3 তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার প্রভু। এবং তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে তিনটি পথ দেখাতে এবং তোমার সামনে তিনটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে প্রেরিত হয়েছি:
4 যদি আপনি আমাকে একটি ঘোষণা করতে পারেন, তবে আমি আপনাকে সেই পথ দেখাব যা আপনি দেখতে চান এবং আমি আপনাকে দেখাব যে দুষ্ট হৃদয় কোথা থেকে আসে৷
5আর আমি বললাম, হুজুর বলুন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তোমার পথে যাও, আমাকে আগুনের ওজন মাপ, বা বাতাসের বিস্ফোরণ মাপ, অথবা অতীতের দিনটিকে আবার ডাক।
6তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, কে এমন করতে পারে যে, তুমি আমার কাছে এমন প্রশ্ন কর?
7 এবং তিনি আমাকে বললেন, আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সমুদ্রের মাঝে কত বড় বাসস্থান আছে, বা গভীরের শুরুতে কতটি ঝরনা আছে, বা আকাশের উপরে কতটি ঝর্ণা রয়েছে, বা কোনটি প্রবাহিত? জান্নাত:
8হয়তো তুমি আমাকে বল, আমি কখনও গভীরে যাই নি, নরকেও যাই নি, কখনও স্বর্গে উঠি নি।
9তবুও এখন আমি তোমাকে শুধু আগুন ও বাতাসের কথাই জিজ্ঞাসা করেছি, এবং যে দিনের মধ্য দিয়ে তুমি পার হয়েছ, এবং যা থেকে

তুমি আলাদা হতে পারবে না, এবং তবুও তুমি আমাকে সেগুলির কোন উত্তর দিতে পারবে না।
10 তিনি আমাকে আরও বললেন, তোমার নিজের জিনিস, এবং যা তোমার কাছে বড় হয়েছে, তুমি কি জানতে পারবে না;
11 তাহলে তোমার পাত্র কীভাবে সর্বোত্তম ঈশ্বরের পথ বুঝতে সক্ষম হবে, এবং আমার দৃষ্টিতে যে দুর্নীতি স্পষ্ট তা বোঝার জন্য জগত এখন বাহ্যিকভাবে কলুষিত হচ্ছে?
12 তখন আমি তাকে বললাম, আমাদের না থাকাই ভালো, এর চেয়ে আমরা দুষ্টতায় বেঁচে থাকতাম, দুঃখভোগ করতাম এবং কেন জানি না৷
13তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমি এক জঙ্গলে সমভূমিতে গিয়েছিলাম, আর গাছগুলো পরামর্শ করল।
14আর বললেন, এসো, আমরা গিয়ে সাগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, যেন সমুদ্র আমাদের সামনে থেকে চলে যায়, আর আমরা আমাদের আরও কাঠ তৈরি করতে পারি।
15 সমুদ্রের বন্যাও একইভাবে পরামর্শ করল, এবং বলল, এসো, আমরা উপরে গিয়ে সমতলের জঙ্গলকে বশীভূত করি, যাতে সেখানেও আমরা আমাদের অন্য দেশ করতে পারি।
16 কাঠের চিন্তা বৃথা ছিল, কারণ আগুন এসে তা পুড়িয়ে ফেলল৷
17 সমুদ্রের বন্যার চিন্তাও একইভাবে নিষ্ফল হল, কারণ বালি দাঁড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিল।
18 আপনি যদি এখন এই দুজনের মধ্যে বিচারক হন, তাহলে আপনি কাকে ন্যায়সঙ্গত করতে শুরু করবেন? তুমি কাকে দোষারোপ করবে?
19 আমি উত্তর দিয়ে বললাম, সত্যিই এটা একটা মূর্খ চিন্তা যে তারা দুজনেই পরিকল্পনা করেছে, কারণ মাটি কাঠকে দেওয়া হয়েছে, আর সমুদ্রেরও তার বন্যা বহন করার জায়গা আছে।
20 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বিচার করেছ, কিন্তু নিজেরও বিচার করছ না কেন?
21 কারণ যেমন ভূমি কাঠকে দেওয়া হয়, এবং সমুদ্রকে তার বন্যার জন্য দেওয়া হয়, তেমনি যারা পৃথিবীতে বাস করে তারা পৃথিবীতে যা আছে তা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারে না এবং যে স্বর্গের উপরে থাকে সে কেবল জিনিসগুলি বুঝতে পারে। যা আকাশের উচ্চতার উপরে।
22তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, হে প্রভু, আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, আমাকে বুঝতে দাও।
23 কেননা উচ্চ জিনিসের প্রতি আমার কৌতূহল ছিল না, বরং প্রতিদিন আমাদের পাশ দিয়ে যাবার কথা, অর্থাৎ, ইস্রায়েলকে জাতিদের কাছে তিরস্কারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কি কারণে আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের দেওয়া হয়েছে। অধার্মিক জাতিগুলির কাছে, এবং কেন আমাদের পূর্বপুরুষদের আইন বাতিল করা হয়, এবং লিখিত চুক্তিগুলি কার্যকর হয় না,
24 আর আমরা জগৎ থেকে ফড়িং হয়ে চলে যাই, এবং আমাদের জীবন বিস্ময় ও ভয়ের, এবং আমরা করুণা পাওয়ার যোগ্য নই।
25 তাহলে তিনি তাঁর নামের প্রতি কি করবেন, যার দ্বারা আমাদের ডাকা হয়? এই জিনিস আমি জিজ্ঞাসা করেছি.
26 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি যত বেশি অনুসন্ধান করবে ততই আশ্চর্য হবে৷ কারণ পৃথিবী দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য,
27 এবং ভবিষ্যৎ সময়ে ধার্মিকদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে পারে না: কারণ এই জগৎ অধার্মিকতা ও দুর্বলতায় পূর্ণ।
28 কিন্তু থি সম্পর্কে তুমি আমাকে যা জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাকে বলব; কারণ মন্দ বপন করা হয়েছে, কিন্তু তার ধ্বংস এখনও আসেনি৷
29 তাই যা বপন করা হয় তা যদি উল্টে না যায়, এবং যেখানে মন্দ বপন করা হয় তা যদি দূর না হয়, তবে যা ভাল বোনা হয় তা আসতে পারে না৷
30 কারণ আদি থেকেই আদমের হৃদয়ে মন্দ বীজের বীজ বপন করা হয়েছে এবং এই সময় পর্যন্ত তা কতটা অধার্মিকতা নিয়ে এসেছে? এবং মাড়াইয়ের সময় না আসা পর্যন্ত তা কতটা উৎপন্ন করবে?
31 এখন নিজেই চিন্তা কর, মন্দ বীজের শস্য কতটা দুষ্টতার ফল এনেছে৷
32 আর যখন সংখ্যাহীন কান কেটে ফেলা হবে, তখন তারা কত বড় মেঝে পূর্ণ করবে?
33 তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, কিভাবে এবং কখন এসব ঘটবে? কেন আমাদের বছর অল্প এবং খারাপ?
34 এবং তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি পরমেশ্বরের উপরে তাড়াহুড়ো করো না, কারণ তোমার তাড়াহুড়ো তাঁর উপরে হতে বৃথা, কারণ তুমি অনেক বেশি করে ফেলেছ৷'
35 ধার্মিকদের আত্মারাও কি তাদের কক্ষে এই বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করেনি, এই বলে আমি আর কতকাল এই রূপের আশা করব? আমাদের পুরস্কার মেঝে ফল কখন আসে?
36 আর এই বিষয়গুলির প্রতি প্রধান স্বর্গদূত উরিয়েল তাদের উত্তর দিয়েছিলেন এবং বললেন, এমনকি যখন তোমাদের মধ্যে বীজের সংখ্যা পূর্ণ হবে, কারণ তিনি বিশ্বকে পাল্লায় ওজন করেছেন৷
37 পরিমাপে তিনি সময় পরিমাপ করেছেন; এবং সংখ্যা দ্বারা তিনি সময় গণনা করেছেন; এবং তিনি তাদের নড়াচড়া বা নাড়াবেন না, যতক্ষণ না উল্লিখিত পরিমাপ পূর্ণ হয়।
38তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, হে প্রভু যিনি সর্বময় শাসন করেন, আমরা সকলেই অসভ্যতায় পরিপূর্ণ।
39 এবং আমাদের জন্য সম্ভবত এটা হল যে ধার্মিকদের মেঝে পূর্ণ হয় না, কারণ পৃথিবীতে বাস করে তাদের পাপের কারণে৷
40 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'একজন গর্ভবতী মহিলার কাছে যাও এবং তার নয় মাস পূর্ণ হলে তাকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তার গর্ভ তার মধ্যে আর জন্ম রাখতে পারে৷'
41 তখন আমি বললাম, না, প্রভু, সে পারবে না৷ এবং তিনি আমাকে বললেন, কবরে আত্মার কক্ষগুলি একজন মহিলার গর্ভের মতো৷
42 একজন মহিলার মতো যে প্রসব বেদনার প্রয়োজন থেকে বাঁচতে তাড়াহুড়ো করে, তেমনি এই জায়গাগুলি তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জিনিসগুলি সরবরাহ করতে তাড়াহুড়ো করে।
43 প্রথম থেকে, দেখ, তুমি যা দেখতে চাও, তা তোমাকে দেখানো হবে৷
44তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, এবং যদি সম্ভব হয়, এবং যদি আমার সাক্ষাত হয়,
45তাহলে আমাকে দেখাও যে অতীতের চেয়ে আরও বেশি কিছু আছে, নাকি আসার চেয়েও অতীত আছে৷
46 অতীত কি আমি জানি, কিন্তু কি হবে তা আমি জানি না।
47 এবং তিনি আমাকে বললেন, ডান দিকে দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে উপমাটি ব্যাখ্যা করব৷
48 তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম এবং দেখলাম, একটি উত্তপ্ত জ্বলন্ত চুলা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল; আর এমন হল যে, শিখা নিভে গেলে আমি তাকালাম, আর দেখ, ধোঁয়া রয়ে গেছে।
49 এর পরে আমার সামনে দিয়ে একটি জলের মেঘ চলে গেল এবং ঝড়ের সাথে প্রচুর বৃষ্টি নামল৷ ঝড়বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলেও ফোঁটাগুলো স্থির ছিল।
50 তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'নিজের সাথে চিন্তা কর; বৃষ্টি যেমন ফোঁটার চেয়ে বেশি, এবং আগুন যেমন ধোঁয়ার চেয়ে বড়; কিন্তু ফোঁটা এবং ধোঁয়া পিছনে থেকে যায়: তাই অতীতের পরিমাণ আরো অতিক্রম করেছে.
51 তারপর আমি প্রার্থনা করে বললাম, আমি কি বেঁচে থাকতে পারি? সেই দিনগুলোতে কি হবে?
52 তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে যে চিহ্নগুলি চেয়েছ, আমি সেগুলির কিছু অংশ তোমাকে বলতে পারি৷ কারণ আমি এটা জানি না।

অনুচ্ছেদ 5

1 তথাপি টোকেন আসছে, দেখ, দিন আসবে, যে পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের প্রচুর সংখ্যায় নিয়ে যাওয়া হবে, এবং সত্যের পথ লুকানো হবে, এবং দেশ বিশ্বাসের বন্ধ্যা হয়ে যাবে।

2 কিন্তু এখন যা দেখছ বা যা অনেক আগেই শুনেছ তার থেকে অন্যায় বেড়ে যাবে৷
3 আর যে জমিতে তুমি এখন শিকড় দেখতে পাচ্ছ, সেই জমি হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে যেতে দেখবে।
4 কিন্তু পরমেশ্বর যদি তোমাকে বাঁচতে দেন, তবে তুমি দেখতে পাবে যে তৃতীয় তূরী বাজানোর পর হঠাৎ করে রাতে আবার সূর্য ও দিনে তিনবার চন্দ্র আলোকিত হবে:
5 এবং কাঠ থেকে রক্ত ঝরবে, এবং পাথর তার আওয়াজ দেবে, এবং লোকেরা বিরক্ত হবে:
6 এবং এমনকি তিনি শাসন করবেন, যাকে তারা পৃথিবীতে বাস করার জন্য তাকাবে না, এবং পাখিরা একসাথে তাদের উড়ে যাবে:
7 এবং সডোমিটিশ সমুদ্র মাছগুলিকে ছুঁড়ে ফেলবে এবং রাতে একটি শব্দ করবে, যা অনেকেই জানে না, কিন্তু তারা সবাই তার আওয়াজ শুনতে পাবে৷
8এছাড়াও অনেক জায়গায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে, এবং বারবার আগুন আবার নিভিয়ে দেওয়া হবে, এবং বন্য জন্তুরা তাদের স্থান পরিবর্তন করবে, এবং ঋতুমতী মহিলারা দানবদের জন্ম দেবে:
9 এবং নোনা জলের মধ্যে মিষ্টি পাওয়া যাবে, এবং সমস্ত বন্ধু একে অপরকে ধ্বংস করবে; তারপর নিজেকে লুকিয়ে রাখবে, এবং বুঝতে পারবে তার গোপন চেম্বারে নিজেকে প্রত্যাহার করবে,
10 এবং অনেকের কাছে তালাশ করা হবে, কিন্তু পাওয়া যাবে না: তখন পৃথিবীতে অধার্মিকতা এবং অসংযম বৃদ্ধি পাবে৷
11 এক দেশ অন্য দেশকে জিজ্ঞাসা করবে এবং বলবে, ধার্মিকতা কি একজন মানুষকে ধার্মিক করে তোলে? তোমার মাধ্যমে? এবং এটা বলবে, না.
12 একই সময়ে মানুষ আশা করবে, কিন্তু কিছুই পাবে না; তারা পরিশ্রম করবে, কিন্তু তাদের পথ সফল হবে না।
13 তোমাকে এই ধরনের নিদর্শন দেখানোর জন্য আমি ছুটি দিলাম; আর যদি তুমি আবার প্রার্থনা করো, এখনকার মতো কাঁদো এবং রোজা রাখো, তাহলে তুমি আরও বড় কথা শুনতে পাবে৷
14 তারপর আমি জেগে উঠলাম, এবং আমার সমস্ত শরীর জুড়ে একটি চরম ভীতি বয়ে গেল, এবং আমার মন এমনভাবে উদ্বিগ্ন হল যে এটি অজ্ঞান হয়ে গেল।
15তখন যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন, তিনি আমাকে ধরেছিলেন, আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং আমাকে আমার পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন৷
16 দ্বিতীয় রাত্রে লোকদের সেনাপতি সালথিয়েল আমার কাছে এসে বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? আর তোমার মুখ এত ভারি কেন?
17 তুমি কি জানো না যে ইস্রায়েল তাদের বন্দিত্বের দেশে তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?
18তাহলে, উঠে রুটি খাও, আর আমাদের পরিত্যাগ করো না, যে রাখাল তার মেষপালকে নিষ্ঠুর নেকড়েদের হাতে ছেড়ে দেয়৷
19 তখন আমি তাকে বললাম, আমার কাছ থেকে চলে যাও, আমার কাছে এসো না৷ আর সে আমার কথা শুনে আমার কাছ থেকে চলে গেল।
20 আর সেইজন্য আমি সাত দিন উপবাস করলাম, শোক ও কাঁদতে থাকলাম, যেমন উরিয়েল আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।
21 সাত দিন পর আবার এমন হল যে, আমার মনের চিন্তাগুলো আবার আমার কাছে খুব খারাপ হল,
22 এবং আমার আত্মা বোঝার আত্মা পুনরুদ্ধার করে, এবং আমি আবার পরমেশ্বরের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম,
23 এবং বললেন, হে প্রভু যিনি শাসন করেন, পৃথিবীর প্রতিটি কাঠ এবং তার সমস্ত গাছ থেকে, আপনি শুধুমাত্র একটি দ্রাক্ষালতা বেছে নিয়েছেন৷
24 এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে আপনি একটি গর্ত চয়ন করেছেন: এবং তার সমস্ত ফুলের একটি লিলি:
25 এবং সমুদ্রের সমস্ত গভীরতার মধ্যে আপনি একটি নদী পূর্ণ করেছেন এবং সমস্ত নির্মিত শহরগুলির মধ্যে আপনি নিজের জন্য সিয়োনকে পবিত্র করেছেন:
26 এবং যে সমস্ত পাখী তৈরি করা হয়েছে তাদের মধ্যে আপনি একটি ঘুঘুর নাম রেখেছেন: এবং যে সমস্ত গবাদি পশু তৈরি করা হয়েছে তাদের মধ্যে আপনি একটি ভেড়া দিয়েছেন:
27 এবং সমস্ত সংখ্যক লোকের মধ্যে আপনি আপনাকে একটি লোক পেয়েছেন: এবং এই লোকেদের কাছে, যাদের আপনি ভালোবাসতেন, আপনি একটি আইন দিয়েছেন যা সকলের কাছে অনুমোদিত৷
28 আর এখন, হে প্রভু, কেন তুমি এই এক লোককে অনেকের হাতে তুলে দিলে? এবং এক শিকড়ের উপর আপনি অন্যদের প্রস্তুত করেছেন, এবং কেন আপনি অনেকের মধ্যে আপনার একমাত্র লোককে ছড়িয়ে দিয়েছেন?
29 আর যারা তোমার প্রতিশ্রুতি অমান্য করেছিল এবং তোমার চুক্তিতে বিশ্বাস করেনি, তারা তাদের পদদলিত করেছে।
30 তুমি যদি তোমার লোকদের এত ঘৃণা কর, তবুও তোমার নিজের হাতে তাদের শাস্তি দিতে হবে?
31 এখন আমি যখন এই কথাগুলো বললাম, আগের রাতে যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন, তাকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল,
32 এবং আমাকে বললেন, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে নির্দেশ দেব; আমি যা বলি তা শোন, আমি তোমাকে আরও বলব।
33 এবং আমি বললাম, আমার প্রভু, কথা বলুন। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি ইস্রায়েলের জন্য মন খারাপ করেছ।
34 এবং আমি বললাম, না, প্রভু, কিন্তু আমি খুব দুঃখের কথা বলেছি: আমার লাগাম প্রতি ঘন্টায় আমাকে কষ্ট দেয়, যখন আমি পরমেশ্বরের পথ বোঝার জন্য এবং তাঁর বিচারের অংশ খুঁজতে পরিশ্রম করি৷
35 সে আমাকে বলল, তুমি পারবে না৷ আমি বললাম, কেন প্রভু? তখন আমার জন্ম কোথায়? বা কেন আমার মায়ের গর্ভ আমার কবর ছিল না, যাতে আমি যাকোবের কষ্ট এবং ইস্রায়েলের ভাণ্ডারের ক্লান্তিকর পরিশ্রম দেখতে পেতাম না?
36 এবং তিনি আমাকে বললেন, যেগুলি এখনও আসেনি সেগুলি আমাকে গণনা করুন, আমার কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নোংরাগুলিকে একত্রিত করুন, আমাকে শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলিকে আবার সবুজ করুন৷
37 যে জায়গাগুলো বন্ধ আছে সেগুলো আমাকে খুলে দাও, এবং সেগুলোর মধ্যে যে বাতাসগুলো বন্ধ আছে সেগুলো আমাকে বের করে আন, আমাকে একটা কণ্ঠের প্রতিমূর্তি দেখাও; তারপর আমি তোমাকে জানাব যেটা তুমি জানতে পরিশ্রম করেছ।
38 আর আমি বললাম, হে প্রভু যিনি সর্বময় শাসন করেন, এই সব কথা কে জানে, কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে বাস করে না?
39 আমার জন্য, আমি বুদ্ধিমান না, তাহলে আমি কি করে এইসব কথা বলবো যেগুলো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ?
40 তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমি যে কথা বলেছি তার মধ্যে তুমি যেমন কিছুই করতে পারো না, তেমনি তুমি আমার বিচার বা শেষ পর্যন্ত আমার লোকেদের কাছে যে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাও খুঁজে পাবে না।
41 এবং আমি বললাম, দেখুন, হে প্রভু, আপনি কি তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছেন: এবং তারা কি করবে যা আমার আগে ছিল, বা আমরা যারা এখন আছি বা যারা আমাদের পরে আসবে?
42 এবং তিনি আমাকে বললেন, আমি আমার বিচারকে একটি বলয়ের সাথে তুলনা করব: যেমন শেষের কোন শিথিলতা নেই, তেমনি প্রথমটির কোন দ্রুততা নেই৷
43 তাই আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'যারা তৈরি হয়েছে, এবং এখন হতে পারে এবং যা আসতে চলেছে, আপনি কি তা করতে পারেন না? যাতে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার বিচার দেখাতে পারেন?
44 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, সৃষ্টিকর্তার উপরে প্রাণীটি তাড়াহুড়ো করতে পারে না; না পৃথিবী তাদের একযোগে ধরে রাখতে পারে যে সেখানে সৃষ্টি হবে।
45 এবং আমি বললাম, আপনি যেমন আপনার দাসকে বলেছিলেন যে, আপনি, যিনি সকলকে জীবন দান করেন, আপনি যে প্রাণীকে

সৃষ্ট করেছেন তাকে একবারে জীবন দিয়েছেন, এবং সেই প্রাণীটি এটিকে জন্ম দিয়েছে: ঠিক তাই এটি এখন তাদের বহন করতে পারে। এখন একবার উপস্থিত হও।
46 এবং তিনি আমাকে বললেন, একজন মহিলার গর্ভকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তাকে বলুন, আপনি যদি সন্তান প্রসব করেন তবে কেন আপনি একের পর এক একসাথে করেন না? তাই তাকে দশ সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন একবারে n.
47 এবং আমি বললাম, সে পারবে না, তবে সময়ের দূরত্বে তা করতে হবে।
48 তারপর তিনি আমাকে বললেন, "যারা তাদের সময়ে বপন করা হবে তাদের আমিও পৃথিবীর গর্ভ দিয়েছি৷
49 কারণ একটি ছোট শিশু যেমন বয়স্কদের জিনিসগুলিকে সামনে আনতে পারে না, তেমনি আমি যে জগৎ সৃষ্টি করেছি তার নিষ্পত্তি করেছি৷
50 এবং আমি জিজ্ঞাসা করে বললাম, আপনি এখন আমাকে পথ দিয়েছেন দেখে আমি আপনার সামনে কথা বলতে যাচ্ছি: কারণ আমাদের মা, যার সম্পর্কে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি যুবক, এখন বয়সের কাছাকাছি এসেছেন৷
51 তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা কর যে সন্তান জন্ম দেয়, সে তোমাকে বলবে৷'
52 তাকে বলো, কেন তুমি এখন যাদেরকে আগে জন্ম দিয়েছ তাদের কাছে আগের মতন, কিন্তু উচ্চতা কম?
53 এবং সে তোমাকে উত্তর দেবে, যারা যৌবনের শক্তিতে জন্মগ্রহণ করে তারা এক ধাঁচের হয় এবং যারা বয়সের সময় জন্ম নেয়, যখন গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, তারা অন্যরকম।
54 তাই তুমিও ভেবে দেখো, তোমার আগেকার লোকদের চেয়ে তুমি কতো কম।
55 এবং তাই তারা যারা আপনার চেয়ে কম পরে আসে, সেই প্রাণীদের মতো যারা এখন বৃদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং যৌবনের শক্তি অতিক্রম করেছে৷
56 তারপর আমি বললাম, প্রভু, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আপনার দাসকে দেখান যার দ্বারা আপনি আপনার প্রাণীকে দেখতে যাচ্ছেন৷

অধ্যায় 6

1 এবং তিনি আমাকে বললেন, শুরুতে, যখন পৃথিবী তৈরি হয়েছিল, পৃথিবীর সীমানা দাঁড়ানোর আগে বা কখনও বাতাস বয়ে যাওয়ার আগে,
2 এটা বজ্রপাত ও আলোকিত হওয়ার আগে, অথবা স্বর্গের ভিত্তি স্থাপনের আগে,
3 ন্যায্য ফুলগুলি দেখা যাওয়ার আগে, বা চলমান শক্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, অসংখ্য ফেরেশতাদের একত্রিত হওয়ার আগে,
4 অথবা কখনও আকাশের পরিমাপ নামকরণের আগে, বা কখনও সিয়নের চিমনিগুলি গরম হওয়ার আগে, বাতাসের উচ্চতাগুলি উপরে তোলা হয়েছিল,
5 এবং বর্তমান বছরগুলি সন্ধান করার আগে, এবং বা কখনও সেগুলির উদ্ভাবনগুলি যা এখন পাপ পরিণত হয়েছে, সেগুলি সিলমোহর করার আগে যা একটি গুপ্তধনের জন্য বিশ্বাস সংগ্রহ করেছে:
6 তারপর আমি এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিলাম, এবং সেগুলি সমস্ত আমার একা দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং অন্য কারো দ্বারা নয়: আমার দ্বারা সেগুলিও শেষ হবে এবং অন্য কারো দ্বারা নয়৷
7 তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, সময়ের বিচ্ছেদ কি হবে? অথবা প্রথমের শেষ কখন হবে এবং এর পরের শুরু কখন হবে?
8 আর তিনি আমাকে বললেন, অব্রাহাম থেকে ইসহাক পর্যন্ত, যখন ইয়াকুব ও এষৌর জন্ম হয়েছিল, তখন ইয়াকুবের হাত প্রথমে এষৌর গোড়ালি ধরেছিল।
9কারণ এষৌ হল জগতের শেষ, আর যাকোব হল এর শুরু যা অনুসরণ করে৷
10 মানুষের হাত গোড়ালি এবং হাতের মাঝখানে: অন্য প্রশ্ন, এসদ্রাস, তুমি জিজ্ঞেস করো না।
11 আমি তখন উত্তর দিয়ে বললাম, হে প্রভু যিনি সর্বময় শাসন করেন, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই,
12 আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, তোমার দাসকে তোমার চিহ্নের শেষ দেখাও, যেখান থেকে তুমি আমাকে গত রাতে কিছু অংশ দেখিয়েছিলে।
13 তাই তিনি উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন, তোমার পায়ের উপর উঠে দাঁড়াও এবং একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর শোন৷
14 এবং এটি একটি মহান গতির মত হবে; কিন্তু তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেই জায়গাটা সরানো হবে না।
15 আর তাই যখন কথা বলবে ভয় পেয়ো না, কারণ শব্দ শেষের, আর পৃথিবীর ভিত্তি বোঝা যায়৷
16 আর কেন? কারণ এই সব কথার কথা কাঁপতে থাকে এবং কম্পিত হয়, কারণ সে জানে যে এইসবের শেষ পরিবর্তন হবে৷
17 আর এমন হল যে, যখন আমি তা শুনলাম, তখন আমি আমার পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালাম, এবং শুনলাম, আর দেখ, সেখানে একটি রব শোনা গেল, যা অনেক জলের শব্দের মতো ছিল৷
18আর কহিল, দেখ, এমন দিন আসিতেছে যে, আমি নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিব, এবং যাহারা পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে,
19 এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করবে, তারা কি হবে যারা তাদের অন্যায়ভাবে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে, এবং কখন সায়নের দুঃখ পূর্ণ হবে;
20 এবং যখন পৃথিবী, যা অদৃশ্য হতে শুরু করবে, শেষ হবে, তখন আমি এই টোকেনগুলি দেখাব: মহাকাশের সামনে বইগুলি খোলা হবে এবং তারা একসাথে দেখতে পাবে:
21 এবং এক বছরের শিশুরা তাদের কণ্ঠে কথা বলবে, শিশু সহ মহিলারা তিন বা চার মাস বয়সী অকাল শিশুদের জন্ম দেবে এবং তারা বেঁচে থাকবে এবং বেড়ে উঠবে।
22 এবং হঠাৎ করে বীজ বপন করা জায়গাগুলি অপরিবর্তিত দেখা যাবে, পূর্ণ ভাণ্ডারগুলি হঠাৎ খালি পাওয়া যাবে:
23 আর তূরী একটা আওয়াজ দেবে, যেটা শুনলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে।
24 সেই সময়ে বন্ধুরা শত্রুদের মতো একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এবং পৃথিবী সেখানে বসবাসকারীদের সাথে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, ঝর্ণার ঝর্ণাগুলি স্থির থাকবে এবং তিন ঘন্টার মধ্যে তারা ছুটে যাবে না।
25 আমি তোমাকে যা বলেছি এই সব থেকে যে কেউ বেঁচে থাকবে সে পালিয়ে যাবে এবং আমার পরিত্রাণ এবং তোমার জগতের শেষ দেখতে পাবে।
26 এবং যারা গ্রহণ করা হয়েছে তারা তা দেখতে পাবে, যারা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেনি: এবং বাসিন্দাদের হৃদয় পরিবর্তিত হবে এবং অন্য অর্থে পরিণত হবে।
27 কারণ মন্দ দূর করা হবে, এবং ছলনা নিভে যাবে৷
28 বিশ্বাসের জন্য, এটি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি পরাস্ত হবে এবং সত্য, যা এতদিন ফলবিহীন ছিল তা ঘোষণা করা হবে৷
29 এবং যখন সে আমার সাথে কথা বলত৷, দেখ, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার দিকে একটু একটু করে তাকালাম৷
30 এই কথাগুলো তিনি আমাকে বললেন; আমি তোমাকে রাতের সময় দেখাতে এসেছি।
31 তুমি যদি আরও বেশি প্রার্থনা কর এবং সাত দিন উপবাস কর, তবে আমি যা শুনেছি তার চেয়েও বড় কথা তোমাকে দিনে দিনে বলব৷

32 কারণ পরমেশ্বরের সামনে তোমার কণ্ঠস্বর শোনা যায়: কারণ পরাক্রমশালী তোমার সৎ আচরণ দেখেছেন, তিনি তোমার পবিত্রতাও দেখেছেন, যা তোমার যৌবনকাল থেকেই ছিল৷

33 আর সেইজন্য তিনি আমাকে এই সব কথা তোমাকে দেখানোর জন্য এবং তোমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, 'সান্ত্বনা থেকো এবং ভয় পেয়ো না'

34 এবং অতীতের সময়গুলি নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না, নিরর্থক কথা চিন্তা করবেন না, যাতে আপনি পরবর্তী সময়ের থেকে তাড়াহুড়ো করতে না পারেন৷

35 তারপর এমন হল যে, আমি আবার কাঁদলাম এবং একইভাবে সাত দিন উপবাস করলাম, যেন তিনি আমাকে যে তিন সপ্তাহ বলেছিলেন তা পূর্ণ করতে পারি৷

36 আর অষ্টম রাত্রে আমার অন্তরে আবার মন খারাপ হয়ে গেল এবং আমি পরমেশ্বরের সামনে কথা বলতে শুরু করলাম।

37কারণ আমার আত্মা প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠল, এবং আমার প্রাণ খুব কষ্টে ছিল৷

38 এবং আমি বললাম, হে প্রভু, আপনি সৃষ্টির শুরু থেকে, এমনকি প্রথম দিন থেকে কথা বলেছেন, এবং এইভাবে বলেছেন; স্বর্গ ও পৃথিবী তৈরি হোক; আর তোমার কথা ছিল নিখুঁত কাজ।

39 এবং তখন আত্মা ছিল, এবং অন্ধকার এবং নীরবতা চারদিকে ছিল; মানুষের কণ্ঠস্বরের শব্দ তখনো তৈরি হয়নি।

40 তারপর আপনি আপনার ধন থেকে একটি ন্যায্য আলো আসতে আদেশ, আপনার কাজ প্রদর্শিত হতে পারে.

41 দ্বিতীয় দিনে তুমি মহাকাশের আত্মাকে তৈরি করে দিয়েছিলে এবং একে আলাদা করতে এবং জলের মধ্যে একটি বিভাজন করতে আদেশ দিয়েছিলে, যাতে একটি অংশ উপরে যায় এবং অন্যটি নীচে থাকে।

42 তৃতীয় দিনে আপনি আদেশ দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর সপ্তম অংশে জল জড়ো করা উচিত: ছয় ভাগ আপনি শুকিয়েছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন, এই উদ্দেশ্যে যে এর মধ্যে কিছু ঈশ্বরের রোপণ করা হয় এবং চাষ করা হয় আপনার সেবা করতে পারে।

43 কেননা তোমার কথা বলার সাথে সাথেই কাজ হয়ে গেল।

44 কারণ সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মহান এবং অগণিত ফল, এবং স্বাদ জন্য অনেক এবং বিভিন্ন আনন্দ, এবং অপরিবর্তনীয় রঙের ফুল, এবং বিস্ময়কর গন্ধের গন্ধ ছিল: এবং এটি তৃতীয় দিনে করা হয়.

45 চতুর্থ দিনে তুমি আদেশ দিয়েছিলে যে সূর্য আলো দেবে, চাঁদ তার আলো দেবে এবং তারাগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে:

46 এবং তাদেরকে মানুষের সেবা করার দায়িত্ব দিলেন, যেটা করা হবে৷

47 পঞ্চম দিনে আপনি সপ্তম অংশকে বলেছিলেন, যেখানে জল জড়ো হয়েছিল যে এটি জীবন্ত প্রাণী, পাখী ও মাছকে বের করে আনবে: এবং তাই ঘটল৷

48 কারণ মূক জল এবং জীবনহীন জীবন্ত জিনিসগুলি ঈশ্বরের আদেশে উদ্ভূত করেছিল, যাতে সমস্ত লোক আপনার আশ্চর্য কাজের প্রশংসা করতে পারে৷

49 তখন তুমি দুটি জীবন্ত প্রাণীকে নিযুক্ত করেছিলে, একটিকে তুমি বলেছিলে হনোক এবং অন্যটিকে লেবিয়াথান৷

50 এবং একটিকে অন্যটির থেকে আলাদা করেছেন: সপ্তম অংশের জন্য, অর্থাৎ, যেখানে জল একত্রিত হয়েছিল, তাদের উভয়কে ধরে রাখতে পারে না৷

51 তুমি হনোককে এক অংশ দিয়েছিলে, যা তৃতীয় দিনে শুকিয়ে গিয়েছিল, যাতে সে একই অংশে বাস করতে পারে, যেখানে এক হাজার পাহাড় রয়েছে৷

52 কিন্তু লেবিয়াথানকে তুমি সপ্তম অংশ দিয়েছিলে, অর্থাৎ আর্দ্র; এবং আপনি তাকে গ্রাস করার জন্য রেখেছেন যাকে আপনি চান, এবং কখন।

53 ষষ্ঠ দিনে তুমি পৃথিবীকে আদেশ দিয়েছিলে যে, এটি তোমার সামনে জন্তু, গবাদি পশু এবং লতানো জিনিস নিয়ে আসবে:

54 এবং তাদের পরে, আদমও, যাকে আপনি আপনার সমস্ত সৃষ্টির প্রভু বানিয়েছেন: আমরা সকলে এবং আপনি যাদের মনোনীত করেছেন তারাও তাঁর কাছ থেকে এসেছি৷

55হে প্রভু, আমি তোমার সামনে এই সব কথা বলেছি, কারণ তুমি আমাদের জন্য জগত সৃষ্টি করেছ।

56 অন্য লোকেদের জন্য, যারা আদম থেকেও এসেছে, আপনি বলেছেন যে তারা কিছুই নয়, কিন্তু থুতুর মতো হও: এবং তাদের প্রাচুর্যকে একটি পাত্র থেকে পড়ে যাওয়া ফোঁটার সাথে তুলনা করেছেন৷

57 আর এখন, হে প্রভু, দেখ, এই জাতিগুলো, যারা কখনও কিছুই বলে পরিচিত ছিল না, তারা আমাদের প্রভু হতে শুরু করেছে এবং আমাদের গ্রাস করতে শুরু করেছে৷

58 কিন্তু আমরা তোমার প্রজা, যাদের তুমি তোমার প্রথমজাত, তোমার একমাত্র পুত্র এবং তোমার প্রগাঢ় প্রেমিক বলে ডেকেছ, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল৷

59 এখন যদি আমাদের জন্য জগৎ তৈরি করা হয়, তবে কেন আমরা জগতের সাথে উত্তরাধিকারের অধিকারী হব না? এটা কতদিন সহ্য করবে?

অধ্যায় 7

1 এবং যখন আমি এই কথাগুলি বলা শেষ করেছি, তখন আমার কাছে সেই ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল যা আগের রাতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল:

2 আর তিনি আমাকে বললেন, এসড্রাস, ওঠ, আমি তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা শোন।

3 আর আমি বললাম, হে ঈশ্বর, কথা বল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'সমুদ্র একটি প্রশস্ত জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তা গভীর ও বড় হয়৷'

4 কিন্তু প্রবেশদ্বারটি সরু এবং নদীর মতো ছিল;

5তাহলে কে সমুদ্রে যেতে পারে তার দিকে তাকাতে এবং শাসন করতে? যদি সে সরু দিয়ে না যায়, তাহলে সে প্রশস্তে কিভাবে আসবে?

6 এছাড়াও আরেকটি বিষয় আছে; একটি শহর নির্মিত হয়েছে, এবং একটি বিস্তৃত মাঠে স্থাপন করা হয়েছে, এবং সমস্ত ভাল জিনিসে পূর্ণ:

7 এর প্রবেশদ্বারটি সংকীর্ণ, এবং এটি পড়ে যাওয়ার জন্য একটি বিপজ্জনক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে, যেন ডানদিকে আগুন এবং বাম দিকে একটি গভীর জল রয়েছে:

8 এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র পথ, এমনকি আগুন এবং জলের মধ্যেও, এত ছোট যে সেখানে ও হতে পারে কোন মানুষ একবার সেখানে যান.

9 যদি এই শহরটি এখন একজন লোককে উত্তরাধিকারের জন্য দেওয়া হয়, যদি সে আগে নির্ধারিত বিপদ অতিক্রম না করে, তবে সে এই উত্তরাধিকার পাবে কিভাবে?

10 আমি বললাম, হে প্রভু! তখন তিনি আমাকে বললেন, 'ইস্রায়েলের অংশও তাই৷'

11 কারণ তাদের জন্যই আমি জগৎ সৃষ্টি করেছি৷ আদম যখন আমার বিধি লঙ্ঘন করেছিল, তখন আদেশ হয়েছিল যে এখন হয়ে গেছে৷

12 তখন এই জগতের প্রবেশদ্বারগুলি সংকীর্ণ, দুঃখ এবং কষ্টে পরিপূর্ণ ছিল: সেগুলি কেবল অল্প এবং মন্দ, বিপদে পূর্ণ, এবং খুব বেদনাদায়ক।

13 কারণ প্রাচীন জগতের প্রবেশদ্বারগুলি প্রশস্ত এবং নিশ্চিত ছিল এবং অমর ফল নিয়ে এসেছিল৷

14 তাহলে যারা জীবিত শ্রম করে তারা যদি এই স্ট্রেইট ও নিরর্থক জিনিসগুলিতে প্রবেশ না করে, তবে তাদের জন্য যেগুলি রাখা হয়েছে তা তারা কখনই গ্রহণ করতে পারবে না৷

15তাহলে এখন কেন তুমি নিজেকে অস্থির করছ? আর কেন তুমি নড়লে, অথচ তুমি নশ্বর?

16 বর্তমান যা আছে তার চেয়ে সামনের কথা চিন্তা করনি কেন?

17তখন আমি উত্তর দিলাম এবং বললাম, হে প্রভু, যিনি শাসন করেন, আপনি আপনার আইনে এই আদেশ দিয়েছেন যে, ধার্মিকরা এই জিনিসগুলির উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু অধার্মিকদের বিনাশ হোক।
18তবুও ধার্মিকেরা ক্ষীণ কষ্ট ভোগ করবে এবং প্রশস্তের জন্য আশা করবে: কারণ যারা দুষ্টতা করেছে তারা সঙ্কুচিত কষ্ট ভোগ করেছে, তবুও প্রশস্ততা দেখতে পাবে না।
19 সে আমাকে বলল৷ ঈশ্বরের উপরে কোন বিচারক নেই, এবং উচ্চতমের উপরে বুদ্ধিমান কেউ নেই।
20 কারণ এই জীবনে অনেক লোক ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ তারা তাদের সামনে রাখা ঈশ্বরের আইনকে তুচ্ছ করে৷
21 যারা এসেছেন তাদের জন্য ঈশ্বর কঠোর আদেশ দিয়েছেন, তাদের জীবনযাপনের জন্য কী করা উচিত, যেমন তারা এসেছেন, এবং শাস্তি এড়াতে তাদের কী পালন করা উচিত।
22 তবুও তারা তাঁর প্রতি বাধ্য ছিল না; কিন্তু তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং অসার কথা কল্পনা করেছিল৷
23 এবং তাদের মন্দ কাজের দ্বারা নিজেদেরকে প্রতারিত করেছিল; এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি নন; এবং তার উপায় জানত না:
24 কিন্তু তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা তুচ্ছ করিয়াছে, ও তাহার চুক্তি অস্বীকার করিয়াছে; তারা কি তাঁর বিধিতে বিশ্বস্ত ছিল না এবং তাঁর কাজ করেনি।
25 আর তাই, এসড্রাস, শূন্যের জন্য খালি জিনিস, আর পূর্ণের জন্য পূর্ণ জিনিস৷
26 দেখ, সময় আসবে, এই চিহ্নগুলি যা আমি তোমাকে বলেছি তা ঘটবে, এবং কনে আবির্ভূত হবে, এবং সে বেরিয়ে আসছে দেখা যাবে, যা এখন পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে৷
27 আর যে কেউ পূর্বোক্ত মন্দতা থেকে উদ্ধার পাবে সে আমার আশ্চর্য কাজ দেখতে পাবে।
28 কারণ আমার পুত্র যীশু তাঁর সাথে যারা থাকবে তাদের সাথে প্রকাশ পাবে এবং যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা চারশো বছরের মধ্যে আনন্দ করবে৷
29 এই বছর পরে আমার পুত্র খ্রীষ্ট মারা যাবে, এবং যারা জীবন আছে সব মানুষ.
30 এবং জগত সাত দিন পুরানো নীরবতায় পরিণত হবে, যেমন পূর্বের বিচারে ছিল: যাতে কোন মানুষ অবশিষ্ট না থাকে৷
31 আর সাত দিন পর সেই জগৎ, যে এখনও জাগেনি, উঠে দাঁড়াবে এবং যারা কলুষিত তাদের মৃত্যু হবে।
32 এবং পৃথিবী তার মধ্যে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের পুনরুদ্ধার করবে, এবং সেইভাবে যারা নীরবতায় বাস করে তাদের ধূলিকণা পুনরুদ্ধার করবে, এবং গোপন স্থানগুলি সেই আত্মাদের উদ্ধার করবে যারা তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।
33 এবং পরমেশ্বর বিচারের আসনে উপস্থিত হবেন, এবং দুঃখ দূর হবে, এবং দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হবে:
34 কিন্তু শুধু বিচার থাকবে, সত্য দাঁড়াবে এবং বিশ্বাস দৃঢ় হবে:
35 এবং কাজ অনুসরণ করা হবে, এবং পুরষ্কার প্রদর্শিত হবে, এবং ভাল কাজ জোরদার হবে, এবং মন্দ কাজ কোন নিয়ম বহন করবে না.
36 তারপর আমি বললাম, আব্রাহাম প্রথমে সদোমীয়দের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং মরুভূমিতে পাপ করা পিতাদের জন্য মোশি:
37 এবং আখনের সময়ে ইস্রায়েলের জন্য তাঁর পরে যীশু:
38 এবং শমূয়েল ও দায়ূদ ধ্বংসের জন্য এবং শলোমন তাদের জন্য যারা পবিত্র স্থানে আসবেন:
39 এবং যারা বৃষ্টি পেয়েছে তাদের জন্য হেলিয়াস; এবং মৃতদের জন্য, যাতে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন:
40 এবং সন্হেরীবের সময়ে লোকদের জন্য ইজিখিয়া এবং অনেকের জন্য অনেক।
41 তাই এখন দেখছি, দুর্নীতি বেড়েছে, দুষ্টতা বেড়েছে, এবং ধার্মিকরা অধার্মিকদের জন্য প্রার্থনা করেছে: এখন কেন তা হবে না?
42 তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, এই বর্তমান জীবন শেষ নয় যেখানে অনেক গৌরব থাকে৷ তাই তারা দুর্বলদের জন্য প্রার্থনা করেছে।
43 কিন্তু সর্বনাশের দিনটি হবে এই সময়ের শেষ, এবং ভবিষ্যতের জন্য অমরত্বের শুরু, যেখানে দুর্নীতি অতীত,
44 সংযম শেষ হয়েছে, অবিশ্বাস বন্ধ হয়েছে, ধার্মিকতা বেড়েছে এবং সত্য ফুটে উঠেছে।
45 তখন যে ধ্বংস হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, যে বিজয়ী হয়েছে তাকে অত্যাচার করতে পারবে না।
46 তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম এবং বললাম, এটাই আমার প্রথম এবং শেষ কথা, যে আদমকে পৃথিবী না দেওয়াই ভালো ছিল, নইলে যখন তাকে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাকে পাপ করা থেকে বিরত রাখতে হবে৷
47 এই বর্তমান সময়ে পুরুষের জন্য কি লাভ হল কষ্টের মধ্যে বসবাস করে এবং মৃত্যুর পরে শাস্তির অপেক্ষায়?
48 হে আদম, তুমি কি করলে? কারণ তুমি পাপ করলেও তুমি একা নও, কিন্তু আমরা সবাই তোমার কাছ থেকে এসেছি৷
49 এর জন্য আমাদের কি লাভ, যদি আমাদেরকে একটি অমর সময়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আমরা কি এমন কাজ করেছি যা মৃত্যু নিয়ে আসে?
50 এবং আমাদেরকে চিরস্থায়ী আশার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা সবচেয়ে দুষ্ট হয়ে বৃথা হয়েছি?
51 এবং আমাদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে, অথচ আমরা দুষ্টভাবে বাস করেছি?
52 এবং যারা সতর্ক জীবন যাপন করেছে তাদের রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বরের মহিমা রাখা হয়েছে, অথচ আমরা সবচেয়ে খারাপ পথে চলেছি?
53 এবং সেখানে একটি স্বর্গ দেখানো হবে, যার ফল চিরকাল স্থায়ী, যেখানে নিরাপত্তা ও ওষুধ রয়েছে, যেহেতু আমরা তাতে প্রবেশ করব না?
54 (কারণ আমরা অপ্রীতিকর জায়গায় হেঁটেছি।)
55 আর যারা বর্জন করেছে তাদের মুখ তারার উপরে উজ্জ্বল হবে, অথচ আমাদের মুখ অন্ধকারের চেয়ে কালো হবে?
56 কারণ আমরা যতদিন বেঁচে ছিলাম এবং অন্যায় করেছি, আমরা ভাবিনি যে মৃত্যুর পরে আমাদের এর জন্য কষ্ট পেতে হবে৷
57 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধের অবস্থা, যে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে সে যুদ্ধ করবে৷
58 যে, যদি সে পরাজিত হয়, তবে তুমি যেমন বলেছ সেরকমই সে কষ্ট পাবে, কিন্তু যদি সে বিজয়ী হয়, তবে আমি যা বলছি তা সে পাবে৷
59 কারণ এই সেই জীবন যা মোশি জীবিত অবস্থায় লোকদের কাছে বলেছিলেন, 'তোমাদের জীবন বেছে নাও, যাতে তুমি বাঁচতে পার৷'
60তবুও তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি, তাঁর পরেও নবীদেরকেও বিশ্বাস করেনি, না আমাকে যারা তাদের সাথে কথা বলেছে।
61 যাতে তাদের ধ্বংসের মধ্যে এমন ভারীতা না থাকে, যেমন তাদের জন্য আনন্দ হবে যারা পরিত্রাণের জন্য প্ররোচিত হয়।
62 আমি তখন উত্তর দিয়েছিলাম, এবং বললাম, আমি জানি, প্রভু, পরমেশ্বরকে করুণাময় বলা হয়, কারণ তিনি তাদের প্রতি করুণা করেন যাঁরা এখনও পৃথিবীতে আসেননি৷
63 এবং যারা তাঁর আইনের দিকে ফিরে তাদের উপর;
64 এবং যে তিনি ধৈর্যশীল, এবং যারা পাপ করেছে তাদের দীর্ঘকাল ধরে কষ্টভোগ করেন, যেমন তাঁর সৃষ্টি;
65 এবং তিনি অনুগ্রহশীল, কারণ তিনি যেখানে প্রয়োজন সেখানে দিতে প্রস্তুত;
66 এবং যে তিনি মহান করুণার অধিকারী, কারণ যাঁরা বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতে তাঁদের প্রতি আরও বেশি করে করুণা করেন৷
67 কারণ যদি তিনি তাঁর করুণাকে বহুগুণ না বাড়িয়ে দেন, তবে দুনিয়া তাদের সাথে থাকবে না যারা এর উত্তরাধিকারী।
68 এবং তিনি ক্ষমা করেন; কারণ যাঁরা পাপাচার করেছে তাদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যদি সে তার ভাল কাজ না করে, তবে মানুষের দশ হাজার ভাগ বেঁচে থাকবে না৷
69 এবং বিচারক হয়েও, তিনি যদি তাঁর বাক্য দ্বারা সুস্থ হওয়া লোকদের ক্ষমা না করেন এবং বিবাদের ভিড় দূর করেন,

70 অগণিত জনতার মধ্যে খুব কম বাম সাহসিকতা থাকা উচিত।

অধ্যায় 8

1 তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, পরমেশ্বর অনেকের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু জগত অল্পের জন্য।
2 আমি তোমাকে একটি উপমা বলব, এসড্রাস; আপনি যখন পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন এটি আপনাকে বলবে, এটি অনেক ছাঁচ দেয় যা দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি হয়, কিন্তু অল্প ধূলিকণা যে সোনা থেকে আসে: এই বর্তমান বিশ্বের গতিপথও তাই।
3 অনেক সৃষ্ট হবে, কিন্তু অল্প সংখ্যকই পরিত্রাণ পাবে৷
4তখন আমি উত্তর দিলাম এবং বললাম, হে আমার প্রাণ, বুঝ, জ্ঞান গ্রাস কর।
5 কেননা তুমি কান দিতে রাজি হয়েছ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে ইচ্ছুক, কারণ তোমার আর থাকার জায়গা নেই।
6 হে প্রভু, যদি আপনি আপনার দাসকে কষ্ট না দেন, যাতে আমরা আপনার সামনে প্রার্থনা করতে পারি, এবং আপনি আমাদের হৃদয়ে বীজ এবং আমাদের বোধগম্যতার জন্য সংস্কৃতি দেন, যাতে তার ফল আসে; প্রত্যেক মানুষ কেমন করে বাঁচবে যে কলুষিত, যে একজন মানুষের স্থান বহন করে?
7 কেননা তুমি একা, আর আমরা সবাই তোমার হাতের কারিগর, যেমন তুমি বলেছ।
8 কারণ এখন যখন মাতৃগর্ভে দেহ গঠন করা হয়, এবং আপনি এটির অঙ্গগুলি প্রদান করেন, তখন আপনার প্রাণীটি আগুন ও জলে সংরক্ষিত হয় এবং আপনার কারিগরি আপনার সৃষ্ট প্রাণীটিকে নয় মাস ধরে সহ্য করে।
9 কিন্তু যা রাখা হয় এবং রাখা হয় তা উভয়ই সংরক্ষিত হবে এবং যখন সময় আসে, সংরক্ষিত গর্ভ তার মধ্যে বেড়ে ওঠা জিনিসগুলিকে তুলে দেয়৷
10 কেননা তুমি আদেশ দিয়েছ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে, অর্থাৎ স্তন থেকে দুধ দিতে হবে, যা বুকের ফল।
11 যে জিনিসটি তৈরি করা হয়েছে তা কিছু সময়ের জন্য পুষ্ট হতে পারে, যতক্ষণ না তুমি তা তোমার করুণার কাছে তুলে দাও।
12 তুমি এটাকে তোমার ধার্মিকতা দিয়ে তুলে এনেছ, এবং তোমার আইনে তা লালন-পালন করেছ, এবং তোমার বিচার দিয়ে তা সংস্কার করেছ।
13 এবং আপনি এটিকে আপনার প্রাণী হিসাবে ক্ষয় করবেন এবং আপনার কাজ হিসাবে এটিকে ত্বরান্বিত করবেন।
14 সেইজন্য যাকে এত বড় পরিশ্রমে তৈরি করা হয়েছিল, তাকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও, তবে তোমার আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হওয়া সহজ, যাতে যা তৈরি হয়েছিল তা রক্ষা করা যায়৷
15 তাই এখন প্রভু, আমি কথা বলব; সাধারণভাবে মানুষের স্পর্শ, আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন; কিন্তু তোমার লোকদের স্পর্শ করছি, যাদের জন্য আমি দুঃখিত;
16 এবং তোমার উত্তরাধিকারের জন্য, যার জন্য আমি শোক করি; এবং ইস্রায়েলের জন্য, যাদের জন্য আমি ভারী; এবং জ্যাকবের জন্য, যার জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি;
17 তাই আমি আমার নিজের জন্য এবং তাদের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করব: কারণ আমি দেশে বাসকারী আমাদের পতন দেখতে পাচ্ছি।
18 কিন্তু আমি বিচারকের দ্রুততার কথা শুনেছি যা আসছে৷
19 তাই আমার রব শোন, আমার কথা বুঝ, এবং আমি তোমার সামনে কথা বলব। এটি এসড্রাসের কথার শুরু, তাকে তোলার আগে: এবং আমি সাহায্য,
20 হে সদাপ্রভু, তুমি যে অনন্তকালের মধ্যে বাস কর, যা আকাশে ও আকাশে উপরের জিনিসগুলি থেকে দেখা যায়;
21 যার সিংহাসন অমূল্য; যার মহিমা বোঝা যায় না; যার সামনে ফেরেশতাদের দল কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকে,
22 যাঁর সেবা বাতাস ও আগুনে জ্ঞাত; যার কথা সত্য, এবং কথা স্থির; যার হুকুম শক্তিশালী, আর আদেশ ভয়ঙ্কর৷
23 যাঁর দৃষ্টি গভীরতা শুকিয়ে যায়, এবং ক্রোধ পর্বতগুলিকে গলিয়ে দেয়; যা সত্য সাক্ষ্য দেয়:
24 হে তোমার দাসের প্রার্থনা শোন, তোমার সৃষ্টের আবেদনে কান দাও।
25কারণ যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন আমি কথা বলব এবং যতদিন আমার বোধশক্তি আছে ততদিন আমি উত্তর দেব।
26 তোমার লোকদের পাপের দিকে তাকাও না; কিন্তু যারা সত্যে তোমার সেবা করে তাদের উপর।
27 জাতিদের দুষ্ট উদ্ভাবন সম্পর্কে নয়, কিন্তু যারা দুঃখের মধ্যে তোমার সাক্ষ্য রক্ষা করে তাদের ইচ্ছা।
28 যারা তোমার আগে ছলনামূলকভাবে হেঁটেছে তাদের কথা ভাবো না; কিন্তু তাদের মনে রেখো, যারা তোমার ইচ্ছা অনুসারে তোমার ভয়কে জানে।
29 যাঁরা পশুর মত বাস করে তাদের ধ্বংস করতে তোমার ইচ্ছা না হোক; কিন্তু যাঁরা স্পষ্টভাবে তোমার বিধি-ব্যবস্থা শিখিয়েছে তাদের দিকে তাকাও৷
30 যাদেরকে পশুর চেয়েও খারাপ বলে মনে করা হয় তাদের প্রতি কোন রাগ করো না; কিন্তু তাদের ভালবাসুন যারা সর্বদা আপনার ধার্মিকতা এবং মহিমার উপর নির্ভর করে।
31 কারণ আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই ধরনের রোগে নিঃস্ব হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের পাপীদের জন্য আপনাকে করুণাময় বলা হবে৷
32 কারণ আপনার যদি আমাদের প্রতি করুণা করার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনাকে দয়াময় বলা হবে, আমাদের জন্য, যার ধার্মিকতার কোন কাজ নেই৷
33 কারণ ধার্মিকরা, যাদের অনেক ভাল কাজ তোমার কাছে রাখা আছে, তারা তাদের নিজের কাজ থেকে পুরস্কার পাবে৷
34কারণ মানুষ কি, যে তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হও? অথবা একটি ধ্বংসশীল প্রজন্ম কি, যার প্রতি আপনি এত তিক্ত হবেন?
35 কারণ প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কেউ নেই, কিন্তু সে খারাপ আচরণ করেছে; এবং বিশ্বস্তদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ভুল করেনি।
36 কেননা, হে প্রভু, এতেই তোমার ধার্মিকতা এবং তোমার মঙ্গলময়তা ঘোষণা করা হবে, যদি তুমি তাদের প্রতি করুণা কর যাদের ভালো কাজের আস্থা নেই৷
37 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, কিছু কথা তুমি ঠিক বলেছ এবং তোমার কথা অনুসারেই হবে৷
38 কারণ যারা মৃত্যুর আগে, বিচারের আগে, ধ্বংসের আগে পাপ করেছে আমি তাদের স্বভাব নিয়ে ভাবব না৷
39 কিন্তু আমি ধার্মিকদের স্বভাব নিয়ে আনন্দ করব এবং তাদের তীর্থযাত্রা, পরিত্রাণ ও পুরস্কারের কথাও মনে রাখব, যা তারা পাবে৷
40 আমি এখন যেমন বলেছি, তেমনই ঘটবে।
41 কারণ চাষী যেমন জমিতে অনেক বীজ বপন করে এবং অনেক গাছ রোপণ করে, তবুও তার মৌসুমে যা ভাল বপন করা হয় তা উঠে আসে না, যা রোপণ করা হয় তার সবই শিকড় ধরে না; যারা বপন করা হয় তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। এ পৃথিবীতে; তারা সব রক্ষা করা হবে না.
42 তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম, আমি যদি অনুগ্রহ পেয়ে থাকি তবে আমাকে কথা বলতে দিন।
43 যেমন কৃষকের বীজ বিনষ্ট হয়, যদি তা না উঠে এবং যথাসময়ে বৃষ্টি না পায়; অথবা যদি খুব বেশি বৃষ্টি আসে এবং তা নষ্ট করে দেয়:
44 এমনিভাবে মানুষও ধ্বংস হয়ে যায়, যা তোমার হাতে গড়া, এবং তাকে তোমার নিজের মূর্তি বলা হয়, কারণ তুমি তার মতো, যার জন্য তুমি সব কিছু তৈরি করেছ এবং তাকে চাষীর বীজের সাথে তুলনা করেছ৷

45 আমাদের উপর রাগ করো না, কিন্তু তোমার লোকদের রক্ষা করো, এবং তোমার নিজের উত্তরাধিকারের প্রতি করুণা করো, কারণ তুমি তোমার সৃষ্টির প্রতি করুণাময়।
46 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'বর্তমান যা কিছু আছে তা বর্তমানের জন্য, আর যা আসছে তার জন্য যা আসছে তার জন্য।'
47 কারণ তুমি আমার চেয়ে আমার প্রাণীকে বেশি ভালবাসতে সক্ষম হওয়ার জন্য খুব কম এসেছ: কিন্তু আমি প্রায়ই তোমার কাছে এবং তার কাছে এসেছি, কিন্তু কখনও অধার্মিকদের কাছে আসিনি।
48 এতেও তুমি পরমেশ্বরের সামনে বিস্ময়কর:
49 যেভাবে তুমি নিজেকে নত করেছ, যেমনটা তোমার হয়েছ, এবং ধার্মিকদের মধ্যে নিজেকে অনেক মহিমান্বিত হওয়ার যোগ্য বিচার করোনি।
50 কারণ তাদের অনেক বড় দুর্দশা ঘটবে যে পরবর্তী সময়ে তারা পৃথিবীতে বাস করবে, কারণ তারা বড় অহংকারে চলেছিল।
51 কিন্তু আপনি নিজের জন্য বুঝতে, এবং আপনার মত হতে যারা জন্য গৌরব অন্বেষণ.
52 আপনার জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত করা হয়েছে, জীবনের বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, আগামী সময় প্রস্তুত করা হয়েছে, প্রচুরতা প্রস্তুত করা হয়েছে, একটি শহর তৈরি করা হয়েছে এবং বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, নিখুঁত ধার্মিকতা এবং প্রজ্ঞা।
53 মন্দের মূল আপনার কাছ থেকে বন্ধ করা হয়েছে, দুর্বলতা এবং পতঙ্গ আপনার কাছ থেকে লুকানো হয়েছে, এবং দুর্নীতি ভুলে যাওয়ার জন্য নরকে পলায়ন করা হয়েছে:
54 দুঃখ কেটে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত অমরত্বের ধন দেখানো হয়।
55 আর সেইজন্য ধ্বংস হওয়া লোকদের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।
56 কারণ যখন তারা স্বাধীনতা নিয়েছিল, তখন তারা পরমেশ্বরকে তুচ্ছ করেছিল, তাঁর আইনকে অবজ্ঞা করেছিল এবং তাঁর পথ ত্যাগ করেছিল।
57 তাছাড়া তারা তাঁর ধার্মিকদের পদদলিত করেছে,
58 তারা মনে মনে বলল, ঈশ্বর নেই। হ্যাঁ, এবং জেনেও তাদের মরতে হবে।
59 কারণ পূর্বোক্ত বিষয়গুলি যেমন আপনাকে গ্রহণ করবে, তেমনি তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে: কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে মানুষ ব্যর্থ হবে।
60 কিন্তু যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের আছে। যিনি তাদের তৈরি করেছেন তার নাম অপবিত্র করেছেন এবং যিনি তাদের জন্য জীবন প্রস্তুত করেছেন তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।
61 আর তাই আমার বিচার এখন হাতে।
62 এই বিষয়গুলো আমি সব মানুষকে দেখাইনি, কিন্তু তোমাকে এবং তোমার মত কয়েকজনকে দেখাইনি। তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম,
63 দেখ, হে মাবুদ, এখন তুমি আমাকে অনেক আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছ, যা তুমি শেষ সময়ে করতে শুরু করবে; কিন্তু কোন সময়ে, তুমি আমাকে দেখাও নি।

অধ্যায় 9

1 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আপনি নিজের মধ্যেই পরিশ্রমের সাথে সময়টি পরিমাপ করুন: এবং আপনি যখন অতীতের লক্ষণগুলির কিছু অংশ দেখতে পাবেন, যা আমি আপনাকে আগেই বলেছি,
2 তাহলে তুমি বুঝবে যে, এটাই সেই একই সময়, যেখানে পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা জগৎকে পরিদর্শন করতে শুরু করবেন।
3 তাই যখন পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও মানুষের কোলাহল দেখা যাবে:
4তখন তুমি ভাল করেই বুঝবে যে, পরমেশ্বর সেই সব কথা বলেছেন যেগুলো তোমার আগে থেকে, এমনকি শুরু থেকেও।
5 কারণ জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তারই শুরু ও শেষ আছে এবং শেষও প্রকাশ্য।
6 এমনিভাবে পরমেশ্বরের সময়েরও আশ্চর্য ও শক্তিশালী কাজের সূচনা হয় এবং প্রভাব ও চিহ্নের মধ্যে শেষ হয়।
7 আর প্রত্যেকে যে পরিত্রাণ পাবে, এবং পালাতে সক্ষম হবে তার কর্মের দ্বারা এবং বিশ্বাসের দ্বারা, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বাস করেছ।
8 উল্লিখিত বিপদগুলি থেকে রক্ষা করা হবে, এবং আমার দেশে এবং আমার সীমানার মধ্যে আমার পরিত্রাণ দেখতে পাবে: কারণ আমি শুরু থেকেই আমার জন্য তাদের পবিত্র করে রেখেছি।
9 তখন তারা করুণাময় অবস্থায় থাকবে, যারা এখন আমার পথের অপব্যবহার করেছে; এবং যারা তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে তারা যন্ত্রণার মধ্যে বাস করবে।
10 যারা তাদের জীবনে উপকার পেয়েছে, কিন্তু আমাকে জানে না;
11 আর যারা আমার আইনকে ঘৃণা করেছে, যখন তারা স্বাধীনতা পেয়েছিল, এবং যখন তাদের জন্য অনুতাপের স্থান খোলা ছিল, তারা বুঝতে পারেনি, কিন্তু তা অবজ্ঞা করেছিল;
12 বেদনা দ্বারা মৃত্যুর পরে একই জানতে হবে.
13 আর তাই অধার্মিকদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং কখন হবে তা নিয়ে আপনি কৌতূহলী হবেন না: তবে ধার্মিকরা কীভাবে রক্ষা পাবে, এই জগৎ কার এবং যাদের জন্য জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা অনুসন্ধান করুন।
14 তখন আমি উত্তর দিয়ে বললাম,
15 আমি আগেও বলেছি, এবং এখন বলছি, এবং পরেও বলবো যে, যারা পরিত্রাণ পাবে তাদের চেয়ে তাদের মধ্যে আরও অনেক ধ্বংস হবে।
16 ঢেউ যেমন ফোঁটার চেয়ে বড়।
17 তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ক্ষেত যেমন, বীজও তেমনই; ফুল যেমন হয়, রংও তেমনি হয়; যেমন কর্মী যেমন, তেমনি কাজ; এবং চাষী যেমন নিজে, তেমনি তার চাষও হয়: কারণ এটি ছিল জগতের সময়।
18 আর এখন যখন আমি সেই জগৎকে প্রস্তুত করলাম, যা তখনও তৈরি হয়নি, এমনকি তাদের বাস করার জন্যও, তখন কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বলে নি।
19 কারণ তখন প্রত্যেকেই আনুগত্য করত: কিন্তু এখন এই পৃথিবীতে যা তৈরি করা হয়েছে তাদের আচার-ব্যবহার চিরস্থায়ী বীজের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, এবং এমন একটি আইন দ্বারা যা খুঁজে পাওয়া যায় না।
20 তাই আমি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করলাম, এবং দেখ, এতে যে যন্ত্রগুলি এসেছিল তার কারণে সেখানে বিপদ ছিল।
21 এবং আমি দেখেছি, এবং এটি খুব রক্ষা করেছি, এবং আমাকে গুচ্ছের একটি আঙ্গুর এবং একটি মহান লোকের একটি উদ্ভিদ রেখেছি।
22 তাহলে সেই জনতা বিনষ্ট হোক, যা বৃথা জন্মেছিল; এবং আমার আঙ্গুর এবং আমার গাছ রাখা যাক; আমি অনেক পরিশ্রম করে এটাকে নিখুঁত করেছি।
23তবুও, যদি তুমি আরও সাত দিন থেমে থাকো, (তবে তুমি তাদের মধ্যে উপবাস করবে না,
24কিন্তু ফুলের ক্ষেতে যাও, যেখানে কোন ঘর বাঁধে না, আর কেবল ক্ষেতের ফুল খাও; মাংসের স্বাদ গ্রহণ করবেন না, ওয়াইন পান করবেন না, তবে কেবল ফুল খান;)
25 এবং সর্বোচ্চের কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা কর, তাহলে আমি আসব এবং তোমার সাথে কথা বলব।
26 তাই তিনি আমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, আমি সেই ক্ষেতে গিয়েছিলাম যাকে বলা হয় আর্দাথ; সেখানে আমি ফুলের মধ্যে বসে ক্ষেতের শাক-সবজি খেয়েছিলাম এবং সেই মাংসই আমাকে তৃপ্ত করেছিল।
27 সাত দিন পর আমি ঘাসের উপর বসলাম, এবং আমার হৃদয় আগের মত আমার মধ্যে বিরক্ত হল:
28 আর আমি মুখ খুললাম, পরমেশ্বরের সামনে কথা বলতে লাগলাম এবং বললাম,

29 হে সদাপ্রভু, তুমি যে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করছ, তুমি মরুভূমিতে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেখালে, এমন জায়গায় যেখানে কেউ পায়ে হেঁটে না, মিশর থেকে বের হয়ে আসার সময় একটি অনুর্বর জায়গায়।
30 আর তুমি বলিয়াছিলে, হে ইস্রায়েল, আমার কথা শুন; হে ইয়াকুবের বংশধর, আমার কথা চিহ্নিত কর।
31 কেননা, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আমার বিধি বপন করি, এবং তা তোমাদের মধ্যে ফল বয়ে আনবে এবং তাতে তোমরা চিরকাল সম্মানিত হবে।
32 কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা, যাঁরা বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, তাঁরা তা পালন করেননি এবং আপনার বিধি-বিধান পালন করেননি৷
33তবুও যাঁরা তা গ্রহণ করেছিল তারা ধ্বংস হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে যা বপন করা হয়েছিল তা তারা রাখে নি৷
34এবং, দেখ, এটা একটা প্রথা, যখন জমিতে বীজ, বা সমুদ্র জাহাজ, বা কোন পাত্রের মাংস বা পানীয় পায়, যেটা যেখানে বপন করা হয়েছিল বা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেটাই ধ্বংস হয়ে গেছে,
35 যা বপন করা হয়েছিল, বা তাতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বা গৃহীত হয়েছিল, তাও বিনষ্ট হয় এবং আমাদের সাথে থাকে না, কিন্তু আমাদের সাথে তা ঘটেনি৷
36 কারণ আমরা যাঁরা বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তারা পাপের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমাদের হৃদয় যা তা গ্রহণ করেছিল৷
37 তথাপি আইন বিনষ্ট হয় না, কিন্তু রয়ে যায় তার বল।
38 এবং যখন আমি আমার মনের মধ্যে এই সব কথা বললাম, আমি আমার চোখ দিয়ে ফিরে তাকালাম, এবং আমি ডান দিকে একজন মহিলাকে দেখলাম, এবং দেখ, সে শোক করছে এবং উচ্চস্বরে কাঁদছে, এবং হৃদয়ে খুব দুঃখিত ছিল, এবং তার জামাকাপড় ভাড়া ছিল, এবং তার মাথায় ছাই ছিল.
39তখন আমি যে চিন্তায় ছিলাম সেই চিন্তাগুলোকে যেতে দাও এবং আমাকে তার দিকে ফিরিয়ে দিলাম,
40 তিনি তাকে বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার মনে এত দুঃখ কেন?
41 এবং সে আমাকে বলল, 'মহাশয়, আমাকে একা থাকতে দিন, যাতে আমি নিজে বিলাপ করতে পারি এবং আমার দুঃখে যোগ করতে পারি, কারণ আমি আমার মনে খুব বিরক্ত এবং খুব নীচু হয়ে গেছি৷'
42 আমি তাকে বললাম, তোমার কি হয়েছে? আমাকে বলুন.
43 সে আমাকে বলল, আমি তোমার দাসী বন্ধ্যা, আমার ত্রিশ বছর স্বামী থাকা সত্ত্বেও আমার কোন সন্তান নেই।
44 এবং সেই ত্রিশ বছর আমি দিনরাত্রি এবং প্রতি ঘণ্টায় আর কিছুই করিনি, কিন্তু সর্বোচ্চের কাছে আমার প্রার্থনা করি।
45 ত্রিশ বছর পর ঈশ্বর আপনার দাসী আমার কথা শুনলেন, আমার দুঃখের দিকে নজর দিলেন, আমার কষ্টের কথা বিবেচনা করলেন এবং আমাকে একটি পুত্র দান করলেন: এবং আমি তাকে নিয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম, আমার স্বামী এবং আমার সমস্ত প্রতিবেশীও ছিল: এবং আমরা তাকে খুব সম্মান দিয়েছিলাম। সর্বশক্তিমান
46 আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়ে লালন-পালন করেছি৷
47 তাই যখন সে বড় হল এবং তার স্ত্রী হওয়ার সময় এল, তখন আমি একটা ভোজের আয়োজন করলাম৷

অধ্যায় 10

1এবং এমনটি ঘটল যে, যখন আমার ছেলে তার বিয়ের আসরে প্রবেশ করল, তখন সে পড়ে গেল এবং মারা গেল৷
2 তারপর আমরা সবাই আলো নিভিয়ে দিলাম, এবং আমার প্রতিবেশীরা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো: তাই আমি রাতের দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম।
3 এবং এটা ঘটল, যখন তারা সবাই আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য চলে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আমি শান্ত থাকতে পারি; অতঃপর আমি রাত্রিবেলা উঠিয়া পলাইয়া যাই, এবং এই ক্ষেতে আসলাম, যেমন তুমি দেখছ।
4এবং এখন আমি নগরে ফিরে না গিয়ে এখানেই থাকতে চাই, এবং খাওয়া-দাওয়াও করব না, কিন্তু আমার মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগত শোক ও উপবাস করব৷
5তখন আমি যে ধ্যানে ছিলাম সেই স্থান ছেড়ে দিলাম এবং রাগে তার সাথে কথা বললাম,
6 হে মূর্খ নারী, তুমি কি আমাদের শোক দেখছ না, আর আমাদের কি হল?
7 সেই সায়ন কেমন করে আমাদের মা সমস্ত ভারাক্রান্ততায় পূর্ণ, এবং অনেক নম্র, খুব যন্ত্রণাদায়ক শোকে?
8এবং এখন, আমরা সকলেই শোকাহত ও দুঃখিত, কারণ আমরা সকলেই ভারাক্রান্ত, আপনি কি একটি পুত্রের জন্য দুঃখিত?
9 কারণ পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করুন, এবং সে আপনাকে বলবে, যে তার উপর বেড়ে ওঠা অনেকের পতনের জন্য তাকেই শোক করা উচিত।
10 কেননা তার মধ্য থেকে প্রথমেই সব এসেছিল, এবং তার থেকে অন্যরা আসবে, এবং দেখ, তারা প্রায় সকলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের একটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে উপড়ে গেছে৷
11 তাহলে তার চেয়ে আর কে বেশি শোক করবে, যে এত বিপুল সংখ্যক লোককে হারিয়েছে? এবং আপনি না, কোন একটি জন্য দুঃখিত কিন্তু?
12 কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন, আমার বিলাপ পৃথিবীর মতো নয়, কারণ আমি আমার গর্ভের ফল হারিয়ে ফেলেছি, যা আমি যন্ত্রণা সহকারে এবং দুঃখে খালি হয়েছি;
13 কিন্তু পৃথিবী তেমন নয়: কারণ পৃথিবীর গতিপথ অনুসারে এতে উপস্থিত জনতা চলে গেছে, যেমন এসেছিল৷
14 তারপর আমি তোমাকে বলছি, তুমি যেমন শ্রম দিয়ে জন্ম দিয়েছ; ঠিক সেইভাবে পৃথিবীও তার ফল দিয়েছে, অর্থাৎ মানুষ, আদি থেকে তাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে৷
15 তাই এখন তোমার দুঃখ নিজের কাছেই রাখো এবং তোমার যা ঘটেছে তা সাহসের সাথে সহ্য কর।
16 কারণ আপনি যদি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সংকল্পকে স্বীকার করেন তবে আপনি উভয়ই সময়মতো আপনার পুত্রকে গ্রহণ করবেন এবং মহিলাদের মধ্যে প্রশংসিত হবেন৷
17তাহলে নগরে তোমার স্বামীর কাছে যাও।
18 সে আমাকে বলল, আমি তা করব না: আমি শহরে যাব না, কিন্তু এখানেই মরব৷
19 তাই আমি তার সাথে আরও কথা বলতে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম,
20 এমন করো না, কিন্তু পরামর্শ দাও৷ আমার দ্বারা: সায়নের প্রতিকূলতা কতজন? জেরুজালেমের দুঃখের বিষয়ে সান্ত্বনা পান।
21 কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের পবিত্র স্থান ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদের বেদী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস হয়েছে;
22আমাদের স্তব মাটিতে রাখা হয়েছে, আমাদের গান স্তব্ধ করা হয়েছে, আমাদের আনন্দ শেষ হয়েছে, আমাদের দীপাধারের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের চুক্তির সিন্দুক নষ্ট করা হয়েছে, আমাদের পবিত্র জিনিসগুলি অপবিত্র করা হয়েছে এবং সেই নাম আমাদের কাছে ডাকা হয় প্রায় অপবিত্র: আমাদের সন্তানদের লজ্জায় ফেলে দেওয়া হয়, আমাদের পুরোহিতদের পুড়িয়ে ফেলা হয়, আমাদের লেবীয়রা বন্দী হয়ে যায়, আমাদের কুমারীরা অপবিত্র হয়, এবং আমাদের স্ত্রীরা অসম্মানিত হয়; আমাদের ধার্মিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমাদের ছোটদের ধ্বংস করা হয়েছে, আমাদের যুবকদের দাসত্বে আনা হয়েছে, এবং আমাদের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়েছে;
23 এবং, যা সর্বশ্রেষ্ঠ, সিয়নের সীল এখন তার সম্মান হারিয়েছে; কারণ যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে৷
24 আর সেইজন্য তোমার মহান ভারাক্রান্ততা ঝেড়ে ফেলো, এবং বহু দুঃখের ভিড় দূর করে দাও, যাতে পরাক্রমশালী আবার তোমার প্রতি

করুণাময় হন, এবং পরমেশ্বর তোমাকে আপনার পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।
25 এবং আমি যখন তার সাথে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ করেই তার মুখটি খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তার মুখটা এমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমি তাকে ভয় পেয়েছিলাম এবং এটি কী হতে পারে তা নিয়ে ভাবছিলাম।
26 আর দেখ, হঠাৎ সে খুব ভয়ে চিৎকার করে উঠল, যাতে সেই মহিলার শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল।
27 আর আমি তাকালাম, আর দেখ, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে আর দেখা দিল না, কিন্তু সেখানে একটা শহর তৈরি হল, ভিত থেকে বড় জায়গা নিজেকে প্রকাশ করল: তখন আমি ভয় পেয়েছিলাম এবং জোরে চিৎকার করে বললাম,
28 উরিয়েল কোথায়, যিনি প্রথমে আমার কাছে এসেছিলেন? কারণ তিনি আমাকে অনেক ট্রান্সেসে ফেলেছেন, এবং আমার পরিণতি কলুষতায় পরিণত হয়েছে, এবং আমার তিরস্কারের প্রার্থনা।
29 আমি যখন এই কথাগুলো বলছি, তখন তিনি আমার কাছে এসে আমার দিকে তাকালেন।
30 এবং, দেখ, আমি মৃত ব্যক্তির মত শুয়ে ছিলাম, এবং আমার বুদ্ধি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল: এবং তিনি আমাকে ডান হাত ধরে সান্ত্বনা দিলেন এবং আমাকে আমার পায়ে বসিয়ে বললেন,
31 তোমার কি হয়েছে? আর তুমি এত অস্থির কেন? আর কেন তোমার বোধগম্যতা এবং তোমার হৃদয়ের চিন্তা বিপর্যস্ত?
32 আমি বললাম, 'তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, তবুও আমি তোমার কথামতো কাজ করেছি, এবং আমি মাঠে গিয়েছিলাম, এবং দেখ, আমি দেখেছি, তবুও আমি যা প্রকাশ করতে পারি না।
33 তিনি আমাকে বললেন, 'মানুষ হয়ে দাঁড়াও, আমি তোমাকে উপদেশ দেব।'
34 তখন আমি বললাম, আমার প্রভু, কথা বলুন; শুধু আমাকে পরিত্যাগ করো না, পাছে আমি আমার আশা হতাশ হয়ে মারা যাব।
35 কারণ আমি দেখেছি যে আমি জানি না, এবং শুনেছি যে আমি জানি না।
36 নাকি আমার ইন্দ্রিয় প্রতারিত হয়েছে, নাকি আমার আত্মা স্বপ্নে আছে?
37 তাই এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি এই দর্শনটি আপনার দাসকে দেখাবেন।
38 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে জানাব এবং তোমাকে বলবো তুমি কেন ভয় পাচ্ছ, কারণ পরমেশ্বর তোমাকে অনেক গোপন বিষয় প্রকাশ করবেন।
39 তিনি দেখেছেন যে তোমার পথ সঠিক, কারণ তুমি তোমার লোকদের জন্য সর্বদা দুঃখ পাও এবং সিয়োনের জন্য বড় বিলাপ করছ।
40 তাই এই হল সেই দর্শনের অর্থ যা আপনি সম্প্রতি দেখেছেন:
41 তুমি একজন মহিলাকে শোক করতে দেখেছ এবং তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করলে।
42 কিন্তু এখন তুমি সেই নারীর মত আর দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তোমার সামনে একটা শহর গড়ে উঠল।
43 আর যেখানে সে তোমাকে তার ছেলের মৃত্যুর কথা বলেছিল, এই হল সমাধান:
44 এই স্ত্রীলোকটি যাকে তুমি দেখেছ সে হল সিয়ন; আর সে তোমাকে বলেছিল, এমনকী তুমি যাকে একটি শহর গড়ে উঠতে দেখছ,
45 কিন্তু, আমি বলি, সে তোমাকে বলেছিল যে, সে ত্রিশ বছর বন্ধ্যা ছিল: সেই ত্রিশ বছর তার মধ্যে কোন নৈবেদ্য ছিল না।
46 কিন্তু ত্রিশ বছর পর শলোমন শহরটা তৈরী করলেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন করলেন, তারপর বন্ধ্যাকে একটি পুত্রের জন্ম দিলেন।
47 এবং যখন সে তোমাকে বলেছিল যে সে তাকে পরিশ্রম করে লালন-পালন করেছে, সেটাই ছিল জেরুজালেমের বাসস্থান।
48 কিন্তু যখন সে তোমাকে বলেছিল, আমার ছেলে তার বিয়ের আসরে আসছিল, সে ব্যর্থ হয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল: জেরুজালেমে এই ধ্বংস হয়েছিল।
49 এবং, দেখ, তুমি তার সদৃশ দেখেছ, এবং সে তার ছেলের জন্য শোক করেছিল বলে তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলে: এবং এই ঘটনাগুলির মধ্যে যা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি তোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে।
50 কারণ এখন পরমেশ্বর দেখছেন যে আপনি নির্বোধভাবে শোকাহত, এবং তার জন্য আপনার সমস্ত হৃদয় থেকে কষ্ট পাচ্ছেন, তাই তিনি আপনাকে তার মহিমার উজ্জ্বলতা এবং তার সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা দেখিয়েছেন:
51 আর সেইজন্য আমি তোমাকে সেই মাঠে থাকতে বলেছি যেখানে কোনও বাড়ি তৈরি হয়নি।
52 কারণ আমি জানতাম যে, পরমেশ্বর তোমাকে এটা জানাবেন।
53 তাই আমি তোমাকে সেই মাঠে যেতে বলেছিলাম, যেখানে কোনও দালানের ভিত্তি ছিল না।
54 কারণ পরমেশ্বর যে জায়গায় তাঁর শহর দেখাতে শুরু করেন, সেখানে কোনো মানুষের দালান দাঁড়াতে পারে না।
55 আর তাই ভয় কোরো না, আপনার হৃদয় ভীত হবেন না, কিন্তু আপনার পথে যান, এবং বিল্ডিংটির সৌন্দর্য এবং মহত্ত্ব দেখুন, যতটা আপনার চোখ দেখতে পাবে:
56 এবং তারপরে আপনার কান যতটা বুঝতে পারে ততটা শুনতে পাবে।
57 কেননা তুমি অন্য অনেকের উপরে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, এবং সর্বোচ্চের কাছে ডাকা হয়; এবং তাই কিন্তু কম.
58 কিন্তু আগামীকাল রাতে তুমি এখানেই থাকবে;
59 আর তাই পরমেশ্বর তোমাকে সেই উচ্চ জিনিসের দর্শন দেখাবেন, যা পরমেশ্বর শেষ দিনে পৃথিবীতে বসবাসকারী তাদের প্রতি করবেন। তাই আমি সেই রাতে ঘুমিয়েছিলাম এবং অন্য একজন, যেমন তিনি আমাকে আদেশ করেছিলেন।

অধ্যায় 11

1 তারপর আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, এবং দেখ, সমুদ্র থেকে একটি ঈগল উঠে এল, যার বারোটি পাখাওয়ালা ডানা ও তিনটি মাথা ছিল।
2 এবং আমি দেখলাম, এবং দেখ, সে সমস্ত পৃথিবীতে তার ডানা বিছিয়েছে, এবং সমস্ত বাতাস তার উপর উড়ে গেল এবং একত্রিত হল।
3 এবং আমি দেখলাম, এবং তার পালক থেকে অন্যান্য বিপরীত পালক গজিয়েছে; এবং তারা ছোট পালক এবং ছোট হয়ে গেল।
4 কিন্তু তার মাথা বিশ্রামে ছিল: মাঝখানের মাথাটি অন্যটির চেয়ে বড় ছিল, তবুও অবশিষ্টাংশ দিয়ে বিশ্রাম নিল।
5 তাছাড়া আমি দেখলাম, এবং, দেখ, ঈগল তার পালক নিয়ে উড়ে গেল, এবং পৃথিবীতে এবং সেখানে যারা বাস করে তাদের উপরে রাজত্ব করছিল।
6 এবং আমি দেখলাম যে স্বর্গের নীচে সমস্ত কিছুই তার অধীন ছিল এবং কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলে নি, না, পৃথিবীর একটি প্রাণীও নয়।
7 এবং আমি দেখলাম, এবং দেখ, ঈগলটি তার ট্যালনের উপর উঠে তার পালকের সাথে কথা বলেছিল,
8 একযোগে সকলকে দেখুন না: প্রত্যেকে তার নিজের জায়গায় ঘুমাও এবং অবশ্যই দেখো।
9 কিন্তু মস্তকগুলো শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকুক।
10 আর আমি দেখলাম, আর দেখ, আওয়াজটা ওর মাথা থেকে বের হয়ে যায়নি, কিন্তু ওর শরীরের মাঝখান থেকে।
11 এবং আমি তার বিপরীত পালকগুলি গণনা করেছিলাম, এবং দেখ, তাদের মধ্যে আটটি ছিল।
12 এবং আমি তাকালাম, এবং দেখ, ডান দিকে একটি পালক উঠেছিল এবং রাজত্ব করছে d সমস্ত পৃথিবী জুড়ে;
13 এবং তাই হল, যখন এটি রাজত্ব করেছিল, তখন এর শেষ এসে গিয়েছিল, এবং তার স্থানটি আর দেখা যায় নি: তাই পরবর্তী অনুসরণকারীরা উঠে দাঁড়াল। এবং রাজত্ব করেছেন, এবং একটি মহান সময় ছিল;

14 আর এমন হল যে, যখন রাজত্ব করল, তখন প্রথমের মতই শেষও হল, যাতে আর দেখা না যায়৷
15 তখন সেখানে একজন রব এসে বলল,
16 তুমি শোন যে এতদিন পৃথিবীতে রাজত্ব করেছ: আমি তোমাকে একথা বলছি, তুমি আর দেখা না শুরু করার আগে,
17 তোমার পরে কেউ তোমার সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তার অর্ধেকও হবে না৷
18 তারপর তৃতীয়টি উঠলেন এবং আগের মত রাজত্ব করলেন এবং আর দেখা দিলেন না৷
19 এভাবেই একের পর এক সমস্ত অবশিষ্টাংশ নিয়ে চলে গেল, যেন প্রত্যেকে রাজত্ব করেছিল, তারপর আর দেখা দেয়নি৷
20 তারপর আমি দেখলাম, এবং দেখলাম, সময়ের সাথে সাথে যে পালকগুলি অনুসরণ করেছিল তা ডানদিকে দাঁড়িয়েছে, যাতে তারাও শাসন করতে পারে; এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাসন করেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আর দেখা দেয়নি:
21 কারণ তাদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু শাসন করা হয়নি৷
22 এর পরে আমি তাকালাম, এবং দেখ, বারোটি পালক আর দেখা গেল না, দুটি ছোট পালকও দেখা গেল না৷
23 আর ঈগলের শরীরে আর কিছু ছিল না, কিন্তু তিনটি মাথা ছিল যা বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং ছয়টি ছোট ডানা ছিল৷
24 তারপর আমি আরও দেখলাম যে দুটি ছোট পালক ছয়টি থেকে নিজেদেরকে বিভক্ত করে ডানদিকের মাথার নীচে রয়ে গেছে, কারণ চারটি তাদের জায়গায় রয়ে গেছে৷
25 এবং আমি দেখলাম, এবং, দেখ, ডানার নীচে থাকা পালকগুলি নিজেদেরকে সেট করতে এবং শাসন করার কথা ভাবছিল৷
26 এবং আমি দেখলাম, এবং, দেখ, সেখানে একজন স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু শীঘ্রই তা আর দেখা গেল না।
27 এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে দ্রুত দূরে ছিল৷
28 এবং আমি দেখলাম, এবং দেখ, যে দুজন রয়ে গেছে তারাও নিজেদের মধ্যে রাজত্ব করার কথা ভাবছিল৷
29 এবং যখন তারা এমন ভাবল, দেখ, যে মাথা নিশ্চিন্ত ছিল তাদের মধ্যে একজনকে জাগিয়ে তুলল, অর্থাৎ মাঝখানে ছিল; কারণ এটি অন্য দুটি মাথার চেয়ে বড় ছিল৷
30 এবং তারপর আমি দেখলাম যে তার সাথে অন্য দুটি মাথা যুক্ত হয়েছে৷
31 এবং, দেখ, মাথাটি তাদের সাথে যারা ছিল তাদের সাথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ডানার নীচের দুটি পালক খেয়ে ফেলেছিল যা রাজত্ব করত৷
32 কিন্তু এই মস্তক সমগ্র পৃথিবীকে ভয়ের মধ্যে ফেলেছে, এবং পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের উপর খুব অত্যাচার সহকারে শাসন করেছে; এবং এটি বিশ্বের শাসন ছিল যে সমস্ত ডানা ছিল বেশী.
33 এর পরে আমি দেখলাম, এবং দেখ, মাঝখানে থাকা মাথাটি হঠাৎ ডানার মতো আর দেখা যাচ্ছে না।
34 কিন্তু সেখানে দুটি মাথাই রয়ে গেল, যা একইভাবে পৃথিবীতে এবং যারা সেখানে বাস করত তাদের উপরেও রাজত্ব করত৷
35 আর আমি দেখলাম, আর দেখলাম, ডান দিকের মাথাটা বাম দিকের মাথাটা খেয়ে ফেলছে।
36 তারপর আমি একটি কন্ঠের দিকে এগিয়ে গেলাম, যেটি আমাকে বলল, তোমার সামনে তাকাও এবং তুমি যা দেখছ তা ভেবে দেখ৷
37 এবং আমি দেখলাম, এবং দেখলাম, একটি গর্জনকারী সিংহের মতো কাঠ থেকে তাড়া করছে; এবং আমি দেখলাম যে সে ঈগলের কাছে একজন মানুষের কণ্ঠ পাঠিয়ে বলল,
38 তুমি শোন, আমি তোমার সাথে কথা বলব, এবং পরমেশ্বর তোমাকে বলবেন,
39 তুমি কি সেই চারটি প্রাণীর মধ্যে অবশিষ্ট নও, যাদেরকে আমি আমার জগতে রাজত্ব করেছিলাম, যাতে তাদের সময়ের শেষ হয়?
40 এবং চতুর্থ এসেছিলেন, এবং অতীতের সমস্ত জন্তুদের পরাস্ত করেছিলেন, এবং বিশ্বকে খুব ভয়ের সাথে এবং পৃথিবীর সমস্ত কম্পাসের উপর অনেক দুষ্ট অত্যাচারের সাথে ক্ষমতা ছিল; এবং এতদিন তিনি প্রতারণার সাথে পৃথিবীতে বাস করেছিলেন।
41 কারণ তুমি সত্যের সাথে পৃথিবীর বিচার করো নি৷
42 কেননা তুমি নম্রদের কষ্ট দিয়েছ, শান্তিপ্রিয়দের কষ্ট দিয়েছ, মিথ্যাবাদীদের ভালবাসে, আর যারা ফল দিয়েছিল তাদের বাসস্থান ধ্বংস করেছ এবং যাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছ।
43 তাই তোমার অন্যায় আচরণ পরাক্রমশালীর কাছে এবং তোমার অহংকার পরাক্রমশালীর কাছে পৌঁছেছে।
44 পরমেশ্বরও গর্বিত সময়ের দিকে তাকিয়েছেন, এবং দেখ, সেগুলি শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর ঘৃণ্য কাজগুলি পূর্ণ হয়েছে৷
45 আর তাই দেখা যাবে না, তুমি ঈগল, না তোমার ভয়ঙ্কর ডানা, না তোমার দুষ্ট পালক, না তোমার দূষিত মাথা, না তোমার ক্ষতিকর নখর, না তোমার সমস্ত নিরর্থক শরীর:
46 যাতে সমস্ত পৃথিবী সতেজ হয়, এবং আপনার হিংস্রতা থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসে এবং যে তাকে তৈরি করেছে তার বিচার ও করুণার জন্য সে আশা করতে পারে।

অধ্যায় 12

1 আর এমন হল, সিংহ যখন ঈগলকে এই কথাগুলো বলছিল, আমি দেখলাম,
2 এবং, দেখ, যে মাথাটি রয়ে গেল এবং চারটি ডানা আর দেখা গেল না, এবং দু'জন তার কাছে গেল এবং রাজত্ব করার জন্য নিজেদের স্থাপন করল, এবং তাদের রাজ্য ছিল ছোট এবং হৈচৈপূর্ণ।
3 এবং আমি দেখলাম, এবং, দেখ, তারা আর দেখা গেল না, এবং ঈগলের সমস্ত শরীর পুড়ে গেছে যাতে পৃথিবী প্রচণ্ড ভয়ে ছিল: তারপর আমি আমার মনের কষ্ট এবং ট্রান্স থেকে জাগিয়েছিলাম, এবং বড় ভয় থেকে, এবং আমার আত্মাকে বললেন,
4 দেখ, তুমি আমার প্রতি এই কাজ করেছ, যে তুমি পরমেশ্বরের পথ অন্বেষণ করছ।
5 দেখ, তবুও আমি আমার মনে ক্লান্ত, আমার আত্মায় খুব দুর্বল; এবং এই রাতে আমি যে মহা ভয়ে ভুগছিলাম তার জন্য আমার মধ্যে সামান্য শক্তি নেই।
6 তাই এখন আমি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন আমাকে শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা দেন৷
7 এবং আমি বললাম, প্রভু যে bearest শাসন, যদি আমি আগে অনুগ্রহ পেয়েছি hy দৃষ্টি, এবং যদি আমি আপনার সাথে অন্য অনেকের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হই, এবং যদি আমার প্রার্থনা আপনার মুখের সামনে উপস্থিত হয়;
8তাহলে আমাকে সান্ত্বনা দিন এবং আপনার দাসকে এই ভয়ঙ্কর দর্শনের ব্যাখ্যা এবং স্পষ্ট পার্থক্য দেখান, যাতে আপনি আমার আত্মাকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দিতে পারেন।
9 তুমি আমাকে শেষ সময়ে দেখাবার যোগ্য বলে বিচার করেছ।
10 এবং তিনি আমাকে বললেন, এই দর্শনের ব্যাখ্যা:
11 ঈগল, যাকে তুমি সমুদ্র থেকে উঠে আসতে দেখেছ, সেই রাজ্যই তোমার ভাই দানিয়েলের দর্শনে দেখা গিয়েছিল৷
12 কিন্তু এটা তাকে ব্যাখ্যা করা হয় নি, তাই এখন আমি আপনার কাছে এটি ঘোষণা করছি৷
13 দেখো, এমন দিন আসবে যে, পৃথিবীতে একটি রাজ্যের উত্থান ঘটবে, এবং তার পূর্ববর্তী সমস্ত রাজ্যগুলির চেয়ে তা ভয় পাবে৷
14 একের পর এক বারোজন রাজা রাজত্ব করবেন।
15 যার মধ্যে দ্বিতীয়টি রাজত্ব করতে শুরু করবে, এবং বারোজনের যে কোনোটির চেয়ে বেশি সময় পাবে৷
16 আর এই বারোটি ডানা ইঙ্গিত করে, যা তুমি দেখেছ৷
17 আপনি যে কন্ঠস্বর বলতে শুনেছেন এবং যে আপনি মাথা থেকে বের হতে দেখেছেন না কিন্তু শরীরের মাঝখান থেকে বের হতে দেখেছেন, তার ব্যাখ্যা হল:

18 যে রাজ্যের সময় পরে সেখানে মহান সংগ্রাম দেখা দেবে, এবং এটি ব্যর্থতার বিপদে দাঁড়াবে: তবুও এটি তখন পতন হবে না, তবে আবার তার শুরুতে পুনরুদ্ধার করা হবে।
19 এবং যেখানে আপনি পালকের নীচে আটটি ছোটকে তার ডানার সাথে লেগে থাকতে দেখেছেন, এই হল ব্যাখ্যা:
20 তাঁর মধ্যে আটজন রাজার জন্ম হবে, যাদের সময় ছোট হবে এবং তাদের বছর দ্রুত হবে।
21 এবং তাদের মধ্যে দু'জন মারা যাবে, মধ্যবর্তী সময়টি এগিয়ে আসছে: চারটি রাখা হবে যতক্ষণ না তাদের শেষটি কাছে আসতে শুরু করে: তবে দুটিকে শেষ পর্যন্ত রাখা হবে।
22 এবং যেখানে আপনি তিনটি মাথা বিশ্রামরত দেখেছেন, এই হল ব্যাখ্যা:
23তাঁর শেষ দিনে পরমেশ্বর তিনটি রাজ্য উত্থাপন করবেন এবং তাতে অনেক কিছু নতুন করে দেবেন এবং তারা পৃথিবীর রাজত্ব পাবে,
24 এবং যারা সেখানে বাস করে, তাদের মধ্যে অনেক নিপীড়নের সাথে, তাদের আগে যারা ছিল তাদের চেয়ে বেশি: তাই তাদের ঈগলের মাথা বলা হয়।
25 কারণ তারাই তার দুষ্টতা সম্পন্ন করবে এবং তার শেষ পরিণতি শেষ করবে৷
26 এবং যেখানে আপনি দেখেছেন যে মহান মস্তকটি আর দেখা যাচ্ছে না, এটি বোঝায় যে তাদের মধ্যে একজন তার বিছানায় এবং এখনও ব্যথা সহ মারা যাবে৷
27 কারণ যে দু'জন অবশিষ্ট থাকবে তাদের তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে৷
28কারণ একজনের তলোয়ার অন্যকে গ্রাস করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তরবারির আঘাতে পড়ে যাবে৷
29 এবং যেখানে আপনি ডান দিকের মাথার উপর দিয়ে যাওয়া ডানার নীচে দুটি পালক দেখেছেন;
30 এটা বোঝায় যে এরাই তারা, যাঁদের পরমেশ্বর তাদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন: আপনি যেমন দেখেছেন এটি ছোট রাজ্য এবং সমস্যায় পূর্ণ।
31 আর সেই সিংহ, যাকে তুমি কাঠ থেকে উঠে গর্জন করতে এবং ঈগলের সাথে কথা বলতে দেখেছিলে এবং তুমি যা শুনেছ তার সব কথা দিয়ে তাকে তার অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করতেছিল;
32 ইনি সেই অভিষিক্ত, যাকে পরমেশ্বর তাদের জন্য এবং তাদের দুষ্টতার জন্য শেষ পর্যন্ত রেখেছেন; তিনি তাদের তিরস্কার করবেন এবং তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য তাদের তিরস্কার করবেন।
33 কেননা তিনি তাদের বিচারে জীবিত তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেবেন এবং তাদের তিরস্কার করবেন ও সংশোধন করবেন।
34 আমার বাকী লোকদের জন্য তিনি করুণা সহকারে উদ্ধার করবেন, যারা আমার সীমানায় চাপা পড়েছিল এবং বিচারের দিন আসা পর্যন্ত তিনি তাদের আনন্দিত করবেন, যার বিষয়ে আমি শুরু থেকে তোমাকে বলেছি।
35 এই সেই স্বপ্ন যা তুমি দেখেছ এবং এরই ব্যাখ্যা৷
36 আপনি শুধুমাত্র এই সর্বোচ্চ রহস্য জানতে দেখা হয়েছে.
37অতএব এই সমস্ত জিনিস যা আপনি একটি বইয়ে দেখেছেন তা লিখুন এবং লুকিয়ে রাখুন:
38 এবং লোকেদের জ্ঞানী লোকদের কাছে সেগুলি শিখিয়ে দিন, যাদের হৃদয় আপনি জানেন এবং এই গোপনীয়তাগুলি বুঝতে পারেন৷
39 কিন্তু আপনি এখানে আরও সাত দিন অপেক্ষা করুন, যাতে সর্বোত্তম ঈশ্বর যা চান তা আপনাকে দেখাতে পারে৷ আর সেই সাথে সে তার পথে চলে গেল।
40 আর এমন হল, যখন সমস্ত লোক দেখল যে সাত দিন পেরিয়ে গেছে, এবং আমি আর শহরে আসিনি, তখন তারা ছোট থেকে বড় সকলকে একত্র করে আমার কাছে এসে বলল,
41 আমরা কি তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছি? আর আমরা তোমার বিরুদ্ধে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাদের ত্যাগ করে এখানে বসে আছ?
42 কারণ সমস্ত ভাববাদীদের মধ্যে আপনি কেবলমাত্র আমাদের রেখে গেছেন, মদের গুচ্ছের মতো, এবং অন্ধকার জায়গায় একটি মোমবাতির মতো এবং ঝড় থেকে রক্ষা করা একটি আশ্রয় বা জাহাজের মতো৷
43 মন্দ যা আমাদের কাছে এসেছে তা কি যথেষ্ট নয়?
44 তুমি যদি আমাদের ত্যাগ কর, তাহলে আমাদের জন্য কতই না ভালো হতো, যদি আমরাও সিয়োনের মধ্যে পুড়িয়ে মারা যেতাম?
45 কারণ যারা সেখানে মারা গিয়েছিল তাদের চেয়ে আমরা ভাল নই৷ এবং তারা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। তখন আমি তাদের উত্তর দিয়ে বললাম,
46 হে ইস্রায়েল, ভাল হও; হে ইয়াকুবের বংশ, ভারী হয়ো না।
47 কারণ পরমেশ্বর আপনাকে স্মরণে রেখেছেন, এবং পরাক্রমশালী প্রলোভনে আপনাকে ভুলে যাননি৷
48 আমার জন্য, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি, আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নও হইনি; কিন্তু আমি এই জায়গায় এসেছি, সায়নের জনশূন্যতার জন্য প্রার্থনা করতে এবং তোমার নিম্ন সম্পত্তির জন্য করুণা চাইতে পারি। তোমার অভয়ারণ্য।
49 আর এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে যাও, আর এই দিন পরে আমি তোমাদের কাছে আসব৷
50 আমি যেমন আদেশ দিয়েছিলাম সেই অনুসারে লোকেরা শহরে চলে গেল।
51 কিন্তু দেবদূতের আদেশ অনুসারে আমি সাত দিন মাঠে ছিলাম৷ এবং আমি কেবল সেই দিনগুলিতে মাঠের ফুল খেয়েছিলাম এবং আমার ভেষজ মাংস খেয়েছিলাম।

অধ্যায় 13

1 সাত দিন পর আমি রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম:
2আর দেখ, সমুদ্র হইতে এমন এক বায়ু উঠিল যে, তাহা তাহার সমস্ত ঢেউকে সরিয়ে দিল।
3 এবং আমি দেখলাম, এবং, দেখ, সেই লোকটি হাজার হাজার স্বর্গের সাথে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে: এবং যখন সে তার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো, তখন তার নীচে যা দেখা যাচ্ছিল তার সমস্ত কিছু কাঁপছিল৷
4 আর যখনই তাঁর মুখ থেকে কণ্ঠস্বর বেরিয়েছিল, তখন যারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছিল তারা সকলকে পুড়িয়ে ফেলল, যেমন আগুন অনুভব করলে পৃথিবী ব্যর্থ হয়।
5 এর পরে আমি দেখলাম, এবং দেখলাম, সমুদ্র থেকে যে লোকটি বেরিয়ে এসেছিল তাকে বশীভূত করার জন্য আকাশের চার বায়ু থেকে অসংখ্য লোক জড়ো হয়েছে।
6কিন্তু আমি দেখলাম, আর দেখ, সে একটা বড় পর্বত তৈরি করে তার উপরে উড়ে গেছে।
7 কিন্তু আমি সেই অঞ্চল বা জায়গা দেখতে পেতাম যেখানে পাহাড়টি খোদাই করা হয়েছিল, কিন্তু আমি পারতাম না।
8 আর এর পরে আমি দেখলাম, এবং দেখ, যাঁরা তাঁকে বশীভূত করার জন্য একত্রিত হয়েছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভীত, তবুও সাহসী লড়াই করছিল৷
9আর দেখ, তিনি যে জনতার হিংস্রতা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহার হাত তুললেন না, তলোয়ারও ধরলেন না, যুদ্ধের কোনো যন্ত্রও ধরলেন না।
10কিন্তু শুধু আমি দেখলাম যে, তিনি তাঁর মুখ থেকে আগুনের বিস্ফোরণের মতো, এবং তাঁর ঠোঁট থেকে একটি জ্বলন্ত নিঃশ্বাস, এবং তাঁর জিভ থেকে স্ফুলিঙ্গ ও ঝড় ছুঁড়েছেন৷
11 আর তারা সবাই মিলে মিশে গেল; আগুনের বিস্ফোরণ, জ্বলন্ত নিঃশ্বাস এবং প্রবল ঝড়; এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জনতার উপর সহিংসতার সাথে পতিত হয়েছিল, এবং তাদের প্রত্যেককে পুড়িয়ে মেরেছিল, যাতে অগণিত ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ধুলো এবং ধোঁয়ার গন্ধ ছিল: যখন আমি এটি দেখলাম তখন আমি ভয় পেয়েছিলাম। .

12 পরে আমি সেই একই লোকটিকে পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেখলাম, এবং তার কাছে আরেকটি শান্তিপ্রিয় জনতাকে ডাকছে৷
13 এবং তাঁর কাছে অনেক লোক এসেছিল, যাদের মধ্যে কেউ আনন্দিত, কেউ দুঃখিত, এবং তাদের মধ্যে কেউ বাঁধা ছিল, এবং কেউ কেউ তাদের নিয়ে এসেছিলেন যাঁদের নিবেদন করা হয়েছিল: তখন আমি প্রচণ্ড ভয়ে অসুস্থ ছিলাম, এবং আমি জাগ্রত হয়ে বললাম,
14 তুমি শুরু থেকেই তোমার দাসকে এই সব আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছ এবং আমার প্রার্থনা গ্রহণ করার জন্য আমাকে যোগ্য বলে গণ্য করেছ।
15 এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে এখনই দেখাও৷
16 কারণ আমার বোধগম্যতায় আমি যেমন ধারনা করি, সেই দিনগুলিতে যাঁরা রেখে যাবেন তাদের জন্য ধিক্ এবং যারা পিছনে থাকবে না তাদের জন্য আরও অনেক ধিক!
17কারণ যাঁরা অবশিষ্ট ছিল না, তারা ভারাক্রান্ত ছিল৷
18 এখন আমি বুঝতে পারছি যে শেষের দিনে যা রাখা হয়েছে, যা তাদের প্রতি ঘটবে এবং যারা পিছনে থাকবে।
19 তাই তারা বড় বিপদ এবং অনেক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ে, যেমন এই স্বপ্নগুলি ঘোষণা করে।
20তবুও যে বিপদগ্রস্ত তার পক্ষে এই সবের মধ্যে আসা সহজ, জগৎ থেকে মেঘের মতো চলে যাওয়া এবং শেষ দিনে যা ঘটে তা না দেখার চেয়ে৷ এবং তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন,
21 আমি তোমাকে সেই দর্শনের ব্যাখ্যা দেখাব এবং তোমার কাছে যা চাইছিল তা আমি খুলে দেব।
22 যদিও আপনি পিছনে পড়ে থাকা লোকদের কথা বলেছেন, এই হল ব্যাখ্যা:
23 সেই সময়ে যে বিপদ সহ্য করবে সে নিজেকে সংযত রেখেছে: যারা বিপদে পড়েছে তারা এমন, যাদের কাজ আছে এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।
24 এইজন্য জেনে রেখো, যাঁরা পিছনে পড়ে থাকবে, তারা মৃতদের চেয়ে বেশি ধন্য৷
25 এই দর্শনের অর্থ হল: যেখানে তুমি একজন মানুষকে সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠে আসতে দেখেছ৷
26 তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে পরমেশ্বর ঈশ্বর একটি মহান ঋতু রেখেছেন, যেটি তাঁর নিজের দ্বারা তাঁর প্রাণীদের উদ্ধার করবেন, এবং তিনি তাদের আদেশ দেবেন যারা পিছনে পড়ে আছে৷
27 আর যেখানে তুমি দেখেছ, তার মুখ থেকে ঝড়, আগুন ও ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল৷
28 আর তিনি তলোয়ার বা যুদ্ধের কোন যন্ত্রও ধরতেন না, কিন্তু তার মধ্যে ছুটে আসা সমস্ত লোককে ধ্বংস করেছিল যে তাকে বশীভূত করতে এসেছিল; এই ব্যাখ্যা:
29 দেখ, এমন দিন আসছে যখন পরমেশ্বর পৃথিবীতে যারা আছে তাদের উদ্ধার করতে শুরু করবেন।
30 আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের বিস্ময়ে তিনি আসবেন।
31 আর একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে, এক শহরের বিরুদ্ধে আরেক শহরের বিরুদ্ধে, এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গায়, এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করবে৷
32 আর সেই সময় ঘটবে যখন এই সব ঘটবে, এবং চিহ্নগুলি ঘটবে যা আমি তোমাকে আগে দেখিয়েছিলাম, এবং তারপর আমার পুত্রকে ঘোষণা করা হবে, যাকে তুমি একজন মানুষ হিসাবে উপরে উঠতে দেখেছ৷
33 এবং যখন সমস্ত লোক তার কণ্ঠস্বর শুনবে, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছেড়ে দেবে।
34 এবং অসংখ্য লোক জড়ো হবে, যেমন তুমি তাদের দেখেছ, আসতে ইচ্ছুক এবং যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করতে।
35 কিন্তু সে সিয়োন পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াবে।
36 আর সিয়ন আসবে, এবং প্রস্তুত ও নির্মিত হয়ে সমস্ত মানুষের কাছে দেখানো হবে, যেমন তুমি হাত ছাড়া খোদাই করা পাহাড় দেখেছ।
37 এবং এই আমার পুত্র সেই জাতির দুষ্ট উদ্ভাবনকে তিরস্কার করবে, যারা তাদের দুষ্ট জীবনের জন্য ঝড়ের মধ্যে পড়েছে;
38 এবং তাদের সামনে তাদের মন্দ চিন্তাভাবনা রাখবে, এবং যে যন্ত্রণা দিয়ে তারা যন্ত্রণা পেতে শুরু করবে, তা আগুনের মত; এবং আমার মত আইন দ্বারা তিনি তাদের পরিশ্রম ছাড়াই ধ্বংস করবেন।
39 আর আপনি যখন দেখেছেন যে তিনি তার কাছে আরেকটি শান্তিপ্রিয় জনতাকে জড়ো করেছেন;
40 সেই দশটি গোত্র হল, ওশিয়া রাজার সময়ে তাদের নিজেদের দেশ থেকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাদেরকে আসিরিয়ার রাজা সালমানসার বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তিনি তাদের জলের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা অন্য দেশে চলে এসেছিল। .
41কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে এই পরামর্শ নিল যে, তারা জাতিদের ভিড় ত্যাগ করে অন্য এক দেশে চলে যাবে, যেখানে মানুষ কখনও বাস করেনি।
42 যাতে তারা সেখানে তাদের বিধিগুলি পালন করতে পারে, যা তারা নিজেদের দেশে কখনও পালন করেনি।
43 আর তারা নদীর সরু জায়গা দিয়ে ইউফ্রেটিসে প্রবেশ করল।
44 কারণ পরমেশ্বর তখন তাদের জন্য চিহ্ন দেখালেন, এবং বন্যাকে আটকে রাখলেন, যতক্ষণ না তারা পার হয়ে গেল।
45 কেননা সেই দেশের মধ্য দিয়ে যাবার একটা বড় পথ ছিল, অর্থাৎ দেড় বছরের পথ; আর সেই অঞ্চলের নাম আরসারেথ।
46 তারপর শেষ সময় পর্যন্ত তারা সেখানে বাস করেছিল; এবং এখন যখন তারা আসতে শুরু করবে,
47 পরমেশ্বর আবার স্রোতের ঝর্ণাগুলোকে থাকবেন, যাতে তারা যেতে পারে; তাই তুমি শান্তির সাথে জনতাকে দেখেছ।
48কিন্তু তোমার লোকদের মধ্যে যারা রেখে যাবে তারাই আমার সীমানার মধ্যে পাওয়া যাবে।
49 এখন তিনি যখন একত্রিত জাতিদের গোষ্ঠীকে ধ্বংস করবেন, তখন তিনি তাঁর অবশিষ্ট লোকদের রক্ষা করবেন।
50 এবং তারপর তিনি তাদের মহান আশ্চর্য দেখাবেন.
51তখন আমি বললাম, হে সর্বময় শাসনকর্তা, আমাকে এই কথা দেখাও: কেন আমি সেই লোকটিকে সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠতে দেখেছি?
52 এবং তিনি আমাকে বললেন, আপনি যেমন সমুদ্রের গভীরে থাকা জিনিসগুলি সন্ধান করতে বা জানতে পারেন না, তেমনি পৃথিবীর কেউ আমার পুত্রকে বা তাঁর সাথে যাঁরা আছে তাদের দেখতে পাবে না, কিন্তু দিনের বেলায়৷ .
53 এটা হল সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা তুমি দেখেছ, আর যার দ্বারা তুমি এখানে কেবল আলোকিত হয়েছ৷
54 কেননা তুমি তোমার নিজের পথ ত্যাগ করেছ, এবং আমার আইনের প্রতি তোমার অধ্যবসায় প্রয়োগ করেছ এবং তা অন্বেষণ করেছ।
55 তুমি তোমার জীবনকে জ্ঞানে আদেশ দিয়েছ, এবং বুদ্ধিকে তোমার মা বলেছ।
56 আর সেইজন্য আমি তোমাকে সর্বোচ্চের ধন দেখিয়েছি: আরও তিন দিন পরে আমি তোমাকে আরও কিছু কথা বলব এবং তোমাকে শক্তিশালী ও আশ্চর্যজনক কথা বলব।
57 তারপর আমি মাঠে গিয়েছিলাম, পরমেশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম কারণ তিনি সময়মতো তাঁর আশ্চর্য কাজ করেছিলেন৷
58 এবং কারণ তিনি একই শাসন করেন, এবং তাদের ঋতুতে পড়ে যাওয়া জিনিসগুলি: এবং আমি সেখানে তিন দিন বসেছিলাম৷

অধ্যায় 14

1 তৃতীয় দিনে আমি একটি ওক গাছের নীচে বসেছিলাম, এবং দেখ, আমার বিরুদ্ধে একটি ঝোপ থেকে একটি রব এসে বলল, এসড্রাস, এসড্রাস৷
2 এবং আমি বললাম, এই আমি, প্রভু এবং আমি আমার পায়ে দাঁড়ালাম।

3 তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমার লোকেরা যখন মিশরে সেবা করত তখন আমি ঝোপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ্যে মোশির কাছে প্রকাশ করেছিলাম এবং তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম৷
4আর আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম এবং আমার লোকদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলাম এবং তাকে সেই পাহাড়ে নিয়ে এসেছি যেখানে আমি তাকে দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রেখেছিলাম।
5 এবং তাকে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বললেন, এবং তাকে সময়ের এবং শেষের গোপন কথা জানালেন৷ এবং তাকে আদেশ দিয়ে বললেন,
6 এই কথাগুলো তুমি ঘোষণা করবে, আর এগুলো লুকিয়ে রাখবে।
7 আর এখন আমি তোমাকে বলছি,
8 আমি যে চিহ্নগুলি দেখিয়েছি এবং যে স্বপ্নগুলি আপনি দেখেছেন এবং যে ব্যাখ্যাগুলি আপনি শুনেছেন তা আপনি আপনার হৃদয়ে রাখবেন:
9 কারণ তোমাকে সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে, এবং এখন থেকে তুমি আমার পুত্রের সাথে থাকবে এবং সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মতো তাদের সাথে থাকবে৷
10 কারণ জগৎ তার যৌবন হারিয়েছে, এবং সময় বৃদ্ধ হতে শুরু করেছে৷
11 কারণ জগৎ বারোটি ভাগে বিভক্ত, এবং এর দশ ভাগ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে, এবং দশম ভাগের অর্ধেক:
12 এবং দশম অংশের অর্ধেক পরে যা অবশিষ্ট আছে.
13অতএব এখন তোমার ঘর ঠিক কর, তোমার লোকদের তিরস্কার কর, যাদের কষ্টে আছে তাদের সান্ত্বনা দাও, আর এখন দুর্নীতি ত্যাগ কর,
14 তোমার কাছ থেকে নশ্বর ভাবনা দূর কর, মানুষের ভার দূর কর, এখন দুর্বল স্বভাব ত্যাগ কর,
15 এবং আপনার কাছে সবচেয়ে ভারী চিন্তাভাবনাগুলিকে দূরে সরিয়ে দিন এবং এই সময়গুলি থেকে পালাতে তাড়াতাড়ি করুন৷
16 কারণ আপনি যা দেখেছেন তার চেয়েও বড় মন্দ ঘটনা পরবর্তীকালে ঘটবে৷
17 দেখো, যুগে যুগে জগৎ কতটা দুর্বল হবে, তাতে যারা বাস করে তাদের উপর মন্দতা ততই বাড়বে।
18 কারণ সময় অনেক দূরে চলে গেছে, এবং ইজারা দেওয়া কঠিন, কারণ এখন সেই দর্শন আসতে ত্বরান্বিত হয়েছে, যা আপনি দেখেছেন৷
19তখন আমি তোমার আগে উত্তর দিয়ে বললাম,
20 দেখ, প্রভু, আপনি যেমন আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যাব এবং উপস্থিত লোকদের তিরস্কার করব; কিন্তু যারা পরে জন্মগ্রহণ করবে, তাদের কে উপদেশ দেবে? এইভাবে পৃথিবী অন্ধকারে স্থির, এবং যারা সেখানে বাস করে তারা আলোহীন।
21 তাই তোমার আইন পুড়ে গেছে কেউ জানে না তোমার কি করা হয়েছে বা যে কাজ শুরু হবে।
22কিন্তু আমি যদি তোমার আগে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমার মধ্যে পবিত্র আত্মা পাঠান, এবং আমি শুরু থেকে জগতে যা কিছু হয়েছে, তা সবই লিখব, যা তোমার ব্যবস্থায় লেখা আছে, যাতে লোকেরা তোমার পথ খুঁজে পায় এবং তারা যা শেষের দিনে বেঁচে থাকতে পারে।
23 তখন তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি যাও, লোকদের একত্র কর এবং তাদের বল, তারা চল্লিশ দিন ধরে তোমাকে খুঁজবে না৷
24 কিন্তু দেখ তুমি তোমার জন্য অনেক বাক্স গাছ প্রস্তুত কর, এবং তোমার সাথে সারিয়া, ডাবরিয়া, সেলেমিয়া, একানাস এবং অ্যাসিয়েল নিয়ে যাও, এই পাঁচটি দ্রুত লিখতে প্রস্তুত;
25 এবং এখানে এসো, এবং আমি তোমার হৃদয়ে বোঝার একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেব, যেটি নিভবে না, যতক্ষণ না তুমি যা লিখতে শুরু করবে তা সম্পাদন করা হবে৷
26 এবং যখন আপনি সম্পন্ন করেছেন, কিছু জিনিস আপনি প্রকাশ করবেন এবং কিছু জিনিস আপনি জ্ঞানীদের কাছে গোপনে দেখাবেন: আগামীকাল এই সময় থেকে আপনি লিখতে শুরু করবেন৷
27 তারপর আমি তাঁর আদেশ মত বেরিয়ে গিয়ে সমস্ত লোককে একত্র করে বললাম,
28হে ইস্রায়েল, এই কথা শোন।
29আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুরুতে মিশরে বিদেশী ছিলেন, যেখান থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল৷
30 এবং জীবনের আইন পেয়েছিল, যা তারা পালন করেনি, যা তোমরাও তাদের পরে লঙ্ঘন করেছ৷
31তখন দেশটি, এমনকি সিয়োনের দেশটিও তোমাদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা এবং তোমরা নিজেরাই অন্যায় কাজ করেছ এবং পরমেশ্বর তোমাদেরকে যে পথ দিয়েছিলেন তা পালন করেননি।
32 এবং যেহেতু তিনি একজন ধার্মিক বিচারক, তাই তিনি আপনাকে যে জিনিস দিয়েছিলেন তা সময়মতো আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন৷
33 আর এখন তোমরা এখানে এবং তোমাদের মধ্যে তোমাদের ভাইয়েরা৷
34অতএব যদি এমন হয় যে, তোমরা নিজেদের বুদ্ধিকে বশীভূত কর এবং তোমাদের হৃদয়কে সংস্কার কর, তবে তোমরা জীবিত থাকবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদের করুণা করা হবে৷
35 কারণ মৃত্যুর পরে বিচার আসবে, যখন আমরা আবার জীবিত হব: এবং তখন ধার্মিকদের নাম প্রকাশিত হবে এবং অধার্মিকদের কাজ ঘোষণা করা হবে৷
36 তাই এই চল্লিশ দিন কেউ যেন আমার কাছে না আসে বা আমার খোঁজ না করে৷
37 তাই আমি সেই পাঁচজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম, যেমন তিনি আমাকে আদেশ করেছিলেন, এবং আমরা মাঠে গিয়ে সেখানেই রইলাম।
38 আর পরের দিন, দেখ, একটা রব আমাকে ডেকে বলল, 'এসড্রাস, তোমার মুখ খুল, আমি তোমাকে যে পান করতে দিচ্ছি তা পান কর৷'
39 তারপর আমি আমার মুখ খুললাম, আর দেখ, সে আমার কাছে একটি পূর্ণ পেয়ালা পেল, যা জলে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তার রঙ ছিল আগুনের মতো৷
40 এবং আমি তা গ্রহণ করলাম এবং পান করলাম: এবং যখন আমি তা পান করলাম, তখন আমার হৃদয় বোধগম্যতা প্রকাশ করল এবং আমার বুকে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পেল, কারণ আমার আত্মা আমার স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করেছে৷
41 আর আমার মুখ খুলে গেল, আর বন্ধ হল না৷
42 পরমেশ্বর সেই পাঁচজন লোককে বোধগম্যতা দিলেন, এবং তারা রাতের বিস্ময়কর দর্শন লিখেছিলেন যা বলা হয়েছিল, যা তারা জানত না; এবং তারা চল্লিশ দিন বসেছিল, তারা দিনে লিখেছিল এবং রাতে তারা রুটি খেত।
43 আমার জন্য. আমি দিনে কথা বলতাম, আর রাতে জিভ ধরে রাখতাম না।
44 চল্লিশ দিনে তারা দুইশো চারটি বই লিখেছিল।
45 আর এমন হল, যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর বললেন, প্রথম যা তুমি লিখেছ তা প্রকাশ্যে প্রকাশ কর, যাতে যোগ্য ও অযোগ্যরা তা পড়তে পারে৷
46 কিন্তু শেষ সত্তরটি রাখো, যাতে তুমি তাদের লোকদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদের হাতে তুলে দিতে পার৷
47 কেননা তাদের মধ্যেই রয়েছে বোঝার ঝর্ণা, প্রজ্ঞার ঝর্ণা ও জ্ঞানের স্রোত৷
48 আর আমি তাই করলাম।

অধ্যায় 15

1 দেখ, তুমি আমার লোকদের কানে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বল, যা আমি তোমার মুখে দেব, প্রভু বলছেন:
2 আর সেগুলো কাগজে লিখতে দাও, কারণ তারা বিশ্বস্ত ও সত্য।

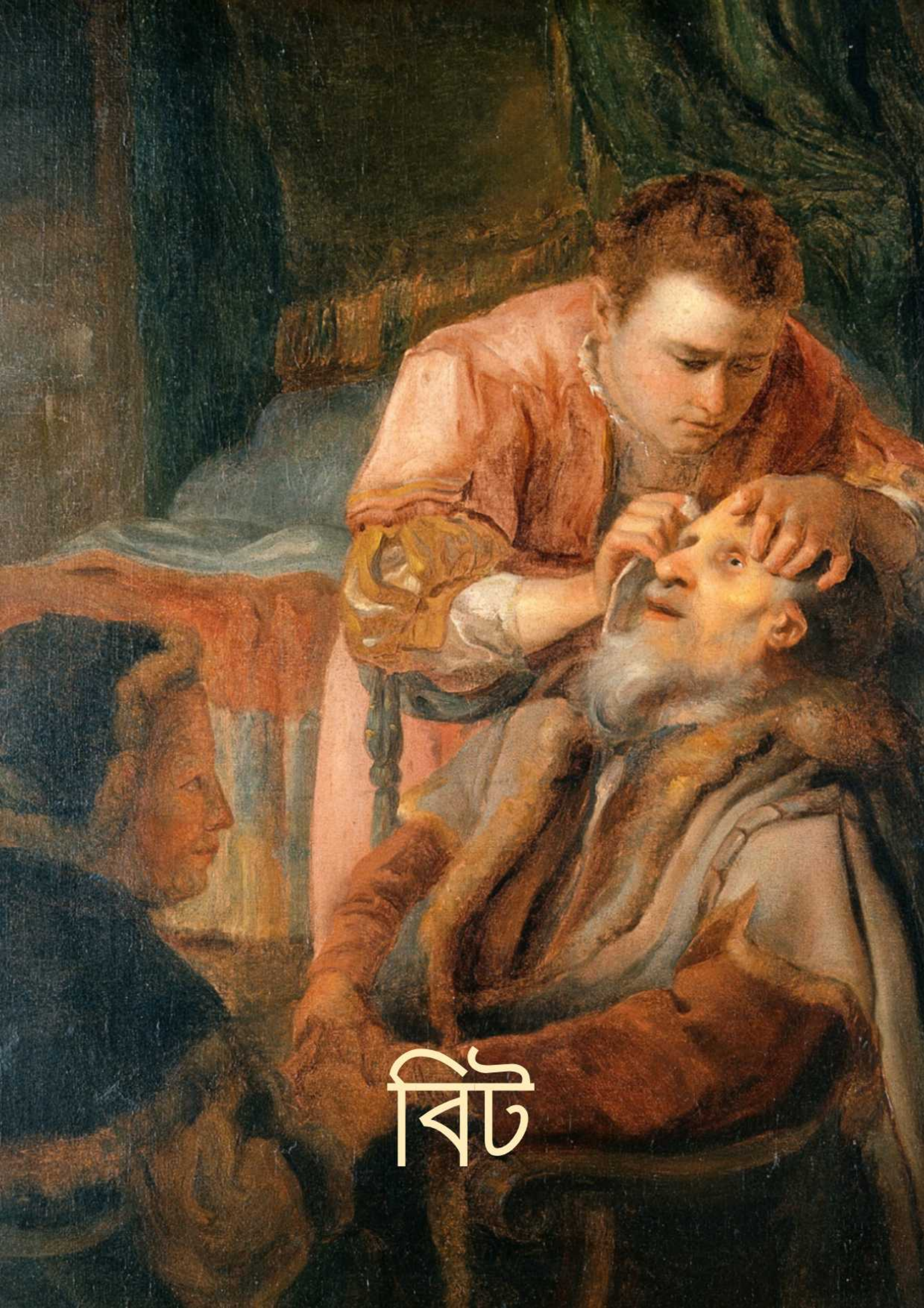
3 তোমার বিরুদ্ধে কল্পনাকে ভয় পেয়ো না, তাদের অবিশ্বাস যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়, যারা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে।
4 কারণ সমস্ত অবিশ্বস্ত তাদের অবিশ্বস্ততায় মারা যাবে৷
5দেখ, সদাপ্রভু বলছেন, আমি জগতে মহামারী আনব; তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু এবং ধ্বংস।
6কারণ দুষ্টতা সমস্ত পৃথিবীকে অত্যন্ত কলুষিত করেছে, এবং তাদের ক্ষতিকর কাজগুলি পূর্ণ হয়েছে৷
7 তাই প্রভু বলেন,
8 আমি তাদের দুষ্টতাকে স্পর্শ করার মতো আমার জিহ্বাকে আর ধরে রাখব না, যা তারা অপবিত্রভাবে করে, আমি তাদের সেই জিনিসগুলিতে যন্ত্রণা দেব না, যেখানে তারা দুষ্টভাবে নিজেদের অনুশীলন করে: দেখ, নির্দোষ এবং ধার্মিক রক্ত আমাকে কাঁদছে এবং তাদের আত্মারা শুধু ক্রমাগত অভিযোগ.
9 আর তাই, প্রভু বলেন, আমি অবশ্যই তাদের প্রতিশোধ নেব এবং তাদের মধ্য থেকে সমস্ত নির্দোষ রক্ত আমার কাছে গ্রহণ করব৷
10দেখ, আমার প্রজাদের মেষের পালের মত বধের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; আমি তাদের এখন মিসর দেশে বাস করতে দেব না।
11 কিন্তু আমি তাদের শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু দিয়ে আনব এবং মিশরকে আগের মতোই মহামারী দিয়ে আঘাত করব এবং তার সমস্ত দেশ ধ্বংস করব।
12 মিশর শোক করবে, এবং ঈশ্বর তার উপর যে মহামারী ও শাস্তি আনবেন তা দিয়ে তার ভিত্তি ধ্বংস হবে।
13 তারা যারা মাটি পর্যন্ত শোক করবে: কারণ তাদের বীজ বিস্ফোরণ এবং শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে এবং একটি ভয়ঙ্কর নক্ষত্রমণ্ডলের মাধ্যমে ব্যর্থ হবে।
14 ধিক্ জগৎ এবং যারা সেখানে বাস করে!
15কারণ তলোয়ার ও তাদের ধ্বংস নিকটবর্তী, এবং এক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং আবার যুদ্ধ করবে। অন্যটি, এবং তাদের হাতে তলোয়ার।
16 কারণ মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ হবে এবং একে অপরকে আক্রমণ করবে; তারা তাদের রাজা বা রাজপুত্রদের বিবেচনা করবে না, এবং তাদের কর্মের গতিপথ তাদের ক্ষমতায় দাঁড়াবে।
17 একজন লোক শহরে যেতে চাইবে, কিন্তু পারবে না৷
18 কেননা তাদের অহংকারের জন্য শহরগুলি বিপর্যস্ত হবে, বাড়িঘর ধ্বংস হবে এবং মানুষ ভয় পাবে।
19 একজন লোক তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করবে না, কিন্তু রুটির অভাবের জন্য এবং মহাক্লেশের জন্য তরবারি দিয়ে তাদের ঘরগুলি ধ্বংস করবে এবং তাদের মালামাল লুট করবে৷
20দেখ, ঈশ্বর বলেন, আমি পৃথিবীর সমস্ত রাজাদেরকে একত্রিত করে ডাকব যাতে তারা আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারে, যারা সূর্যোদয় থেকে, দক্ষিণ থেকে, পূর্ব থেকে এবং লিবানাস থেকে এসেছেন; একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিণত করতে এবং তারা তাদের প্রতি যা করেছে তার প্রতিফল দিতে।
21 আমার মনোনীতদের কাছে তারা আজ যেমন করে, আমিও তাই করব, এবং তাদের বক্ষে প্রতিদান দেব। প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন;
22 আমার ডান হাত পাপীদের রেহাই দেবে না এবং যারা পৃথিবীতে নির্দোষ রক্তপাত করেছে তাদের উপর আমার তলোয়ার থামবে না।
23 তাঁহার ক্রোধ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর ভিত্তি এবং পাপীগণকে জ্বালিত খড়ের ন্যায় গ্রাস করিয়াছে।
24 ধিক্ তাদের যারা পাপ করে, আমার আদেশ পালন করে না! প্রভু বলেন.
25 আমি তাদের রেহাই দেব না: হে সন্তানেরা, শক্তি থেকে তোমার পথে যাও, আমার পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করো না।
26 কারণ প্রভু তাদের সকলকে জানেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে, তাই তিনি তাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের হাতে তুলে দেন৷
27 কারণ এখন সমস্ত পৃথিবীতে মহামারী এসেছে এবং তোমরা তাদের মধ্যে থাকবে, কারণ ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন না, কারণ তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছ৷
28 একটি ভয়ঙ্কর দর্শন এবং পূর্ব দিক থেকে তার চেহারা দেখুন:
29 যেখানে আরবের ড্রাগনদের জাতিগুলি অনেক রথ নিয়ে বেরিয়ে আসবে, এবং তাদের ভিড়কে বাতাসের মতো পৃথিবীতে নিয়ে যাবে, যাতে যারা তাদের কথা শুনবে তারা সবাই ভয় পাবে এবং কাঁপবে।
30 এছাড়াও ক্রোধে ক্রোধান্বিত কারমানিয়ানরা কাঠের বুনো শুয়োরের মতো এগিয়ে যাবে, এবং তারা দুর্দান্ত শক্তি নিয়ে আসবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেবে এবং অ্যাসিরিয়ানদের দেশের একটি অংশ নষ্ট করবে।
31 এবং তখন ড্রাগনরা তাদের স্বভাব মনে রাখবে; এবং যদি তারা নিজেদের ফিরিয়ে নেয়, তাদের নিপীড়নের জন্য মহান শক্তিতে একসাথে ষড়যন্ত্র করে,
32 তখন তারা অস্থির হয়ে রক্তাক্ত হবে, এবং তাদের শক্তির মাধ্যমে চুপ করে থাকবে এবং পালিয়ে যাবে।
33 এবং অশূরীয়দের দেশ থেকে শত্রুরা তাদের ঘেরাও করবে এবং তাদের কিছুকে গ্রাস করবে, এবং তাদের সেনাদের মধ্যে তাদের রাজাদের মধ্যে ভয় ও ভীতি এবং বিবাদ থাকবে।
34 দেখো, পূর্ব থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে মেঘ আসছে, আর সেগুলো দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর, ক্রোধ ও ঝড়ে পূর্ণ।
35 তারা একে অপরের উপর আঘাত হানবে, এবং তারা পৃথিবীর উপর অনেক নক্ষত্রকে এমনকি তাদের নিজেদের তারাকেও আঘাত করবে; এবং রক্ত হবে তলোয়ার থেকে পেট পর্যন্ত,
36 এবং মানুষের গোবর উটের খুঁড়ে।
37 আর পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভয় ও কাঁপতে থাকবে; আর যারা ক্রোধ দেখবে তারা ভয় পাবে এবং কাঁপবে তাদের উপরে।
38 তারপর দক্ষিণ থেকে, উত্তর দিক থেকে এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ড ঝড় আসবে৷
39 এবং প্রবল বাতাস পূর্ব দিক থেকে উঠবে এবং তা খুলে দেবে; এবং তিনি ক্রোধে যে মেঘ উত্থাপন করেছিলেন, এবং নক্ষত্রটি পূর্ব ও পশ্চিম বাতাসের দিকে ভয় দেখাতে উদ্বেলিত হয়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাবে।
40 মহান এবং শক্তিশালী মেঘ ক্রোধে পূর্ণ হবে, এবং তারা, যাতে তারা সমস্ত পৃথিবীকে এবং সেখানে বসবাসকারীদের ভয় দেখায়; এবং তারা প্রতিটি উচ্চ এবং বিশিষ্ট স্থানের উপর একটি ভয়ঙ্কর তারা ঢেলে দেবে,
41 আগুন, শিলাবৃষ্টি, উড়ন্ত তলোয়ার, এবং অনেক জল, যাতে সমস্ত মাঠ পূর্ণ হয় এবং সমস্ত নদী, প্রচুর জলের সাথে।
42 তারা শহর ও প্রাচীর, পাহাড়-পর্বত, কাঠের গাছ, তৃণভূমির ঘাস এবং তাদের শস্য ভেঙ্গে ফেলবে।
43 এবং তারা দৃঢ়ভাবে ব্যাবিলনে যাবে এবং তাকে ভয় দেখাবে।
44 তারা তার কাছে আসবে এবং তাকে ঘেরাও করবে, তারা এবং সমস্ত ক্রোধ তার উপর ঢেলে দেবে: তারপর ধূলিকণা এবং ধোঁয়া আকাশে উঠবে এবং তার চারপাশে যারা আছে তারা সবাই তাকে বিলাপ করবে।
45 আর যারা তার অধীনে থাকবে তারা তাদের সেবা করবে যারা তাকে ভয় দেখিয়েছে।
46 আর তুমি, এশিয়া, সেই ব্যাবিলনের আশার অংশীদার, এবং তার ব্যক্তিত্বের গৌরব:
47 ধিক্, তুমি হতভাগা, কারণ তুমি নিজেকে তার মত করেছ; এবং তোমার কন্যাদের ব্যভিচারে সজ্জিত করেছ, যাতে তারা তোমার প্রেমিকদেরকে খুশি করতে এবং গৌরব করতে পারে, যারা সর্বদা তোমার সাথে ব্যভিচার করতে চায়৷
48 তুমি তাকে অনুসরণ করেছ যাকে তার সমস্ত কাজ ও উদ্ভাবনে ঘৃণা করা হয়, তাই ঈশ্বর বলেছেন,
49 আমি তোমার উপর মহামারী পাঠাব; বিধবা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, তরোয়াল এবং মহামারী, ধ্বংস এবং মৃত্যুর সাথে আপনার ঘরগুলিকে নষ্ট করার জন্য।
50 এবং আপনার শক্তির মহিমা একটি ফুলের মত শুকিয়ে যাবে, তাপ আপনার উপরে পাঠানো হবে.
51 তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে দরিদ্র নারীর মতো, ক্ষতবিক্ষত একজনের মতো, যাতে পরাক্রমশালী ও প্রেমিকরা তা গ্রহণ করতে পারবে না। তোমাকে

52 আমি কি ঈর্ষান্বিত হয়ে তোমার বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ করতাম, প্রভু বলছেন,
53 যদি তুমি সর্বদা আমার মনোনীত ব্যক্তিদের হত্যা না করতে, তোমার হাতের আঘাতে উচ্চারণ করতে এবং তাদের মৃতদের কথা বলতে না, যখন তুমি মাতাল ছিলে,
54 তোমার মুখের সৌন্দর্য প্রকাশ কর?
55 তোমার ব্যভিচারের পুরস্কার তোমার বক্ষে থাকবে, তাই তুমি প্রতিদান পাবে।
56 তুমি আমার মনোনীতদের প্রতি যেমন করেছ, সদাপ্রভু বলেন, ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনই করবেন, এবং তোমাকে দুর্দশার মধ্যে সমর্পণ করবেন।
57 তোমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় মরবে, আর তুমি তরবারির আঘাতে মারা পড়বে; তোমার শহরগুলো ভেঙ্গে পড়বে এবং মাঠে তোমার সমস্ত তরবারির আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।
58 যারা পাহাড়ে থাকবে তারা ক্ষুধায় মরবে, তাদের নিজের মাংস খাবে এবং নিজেদের রক্ত পান করবে, রুটির ক্ষুধায় এবং পানির পিপাসায়।
59 তুমি অসুখী হয়ে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে আসবে এবং আবার মহামারী পাবে।
60 এবং পথের মধ্যে তারা নিষ্ক্রিয় নগরের উপর ছুটে আসবে এবং তোমার দেশের কিছু অংশ ধ্বংস করবে এবং তোমার গৌরবের কিছু অংশ গ্রাস করবে এবং ধ্বংস হওয়া ব্যাবিলনে ফিরে যাবে।
61 আর তুমি তাদের দ্বারা খড়ের মত নিক্ষিপ্ত হবে এবং তারা তোমার কাছে আগুনের মত হবে।
62 আর তোমাকে, তোমার শহরগুলো, তোমার দেশ ও তোমার পাহাড়গুলোকে ধ্বংস করবে; তোমার সমস্ত কাঠ ও ফলদায়ক গাছ আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।
63 তোমার সন্তানদের তারা বন্দী করে নিয়ে যাবে, দেখ তোমার যা আছে, তারা তা নষ্ট করবে এবং তোমার মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করবে।

অধ্যায় 16

1 ব্যাবিলন ও এশিয়া তোমার জন্য ধিক্! মিশর ও সিরিয়া তোমার জন্য দুর্ভাগ্য!
2 বস্তা ও চুলের কাপড় দিয়ে নিজেদের কোমর বেঁধে নাও, তোমার সন্তানদের বিলাপ কর, দুঃখ কর; কারণ তোমার ধ্বংস সন্নিকটে।
3 তোমার উপর তলোয়ার পাঠানো হয়েছে, কে তা ফিরিয়ে দিতে পারে?
4 তোমাদের মধ্যে আগুন পাঠানো হয়েছে, কে তা নিভাতে পারে?
5 তোমাদের কাছে মহামারী পাঠানো হয়েছে, আর সে কি তা দূর করতে পারে?
6 কেউ কি কাঠের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহ তাড়াতে পারে? অথবা কেউ কি খড়ের আগুন নিভিয়ে দিতে পারে, যখন তা জ্বলতে শুরু করে?
7 একজন শক্তিশালী তীরন্দাজের ছোঁড়া তীরটি আবার ঘুরিয়ে দিতে পারে?
8 পরাক্রমশালী প্রভু মহামারী পাঠান এবং কে আছে যে তাদের তাড়াতে পারে?
9তাঁর ক্রোধ থেকে আগুন বের হবে, আর কে তা নিভিয়ে দেবে?
10 তিনি বজ্রপাত করবেন, আর কে ভয় পাবে না? সে বজ্রপাত করবে, আর কে ভয় পাবে না?
11 সদাপ্রভু হুমকি দেবেন, এবং তাঁর উপস্থিতিতে কে একেবারে পিটিয়ে গুঁড়ো করা হবে না?
12 পৃথিবী ও তার ভিত্তি কেঁপে ওঠে; সমুদ্র গভীর থেকে ঢেউয়ের সাথে উঠে আসে, এবং এর ঢেউগুলি বিচলিত হয় এবং এর মাছগুলিও প্রভুর সামনে এবং তাঁর শক্তির মহিমার সামনে:
13 কারণ তার ডান হাত শক্তিশালী যে ধনুককে বাঁকিয়ে দেয়, তার তীরগুলি ধারালো, এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গুলি করা শুরু হলে তা মিস করা হবে না৷
14 দেখ, মহামারীগুলি পাঠানো হয়েছে, এবং পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না৷
15 আগুন প্রজ্বলিত হয়, এবং পৃথিবীর ভিত্তি গ্রাস না করা পর্যন্ত নিভবে না।
16 শক্তিশালী তীরন্দাজকে ছোড়া তীরের মত পিছনে ফিরে আসে না, এমনি পৃথিবীতে যে মহামারী পাঠানো হবে তা আর ফিরে আসবে না।
17 ধিক্ আমার! হায় আমার! সেই দিনে কে আমাকে উদ্ধার করবে?
18 দুঃখ এবং মহান শোক শুরু; দুর্ভিক্ষ এবং মহান মৃত্যুর শুরু; যুদ্ধের সূচনা, এবং শক্তি ভয়ে দাঁড়াবে; মন্দের শুরু! আমি কি করব যখন এই অমঙ্গল আসবে?
19 দেখুন, দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগ, ক্লেশ এবং যন্ত্রণা, সংশোধনের জন্য শাস্তি হিসাবে পাঠানো হয়েছে৷
20 কিন্তু এই সমস্ত কিছুর জন্য তারা তাদের দুষ্টতা থেকে সরে যাবে না এবং সর্বদা আঘাতের কথা মনে রাখবে না।
21 দেখো, পৃথিবীতে খাবারের দাম এতই ভালো হবে যে তারা নিজেদেরকে ভালো অবস্থায় মনে করবে, এবং তারপরেও পৃথিবীতে মন্দতা, তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ এবং মহা বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পাবে।
22 কারণ পৃথিবীতে যারা বাস করে তাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হবে; এবং অন্য, যারা ক্ষুধা থেকে রক্ষা পায়, তলোয়ার ধ্বংস করবে।
23 আর মৃতদেরকে গোবরের মত ফেলে দেওয়া হবে, আর তাদের সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ থাকবে না, কারণ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শহরগুলো নিক্ষিপ্ত হবে।
24 মাটি চাষ ও বীজ বপন করার জন্য কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকবে না
25 গাছে ফল দেবে, কে তাদের সংগ্রহ করবে?
26 আঙ্গুর পাকবে, কে তাদের মাড়াবে? কারণ সমস্ত স্থান মানুষের জন্য জনশূন্য হয়ে যাবে।
27 যাতে একজন লোক অন্যজনকে দেখতে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনতে চায়৷
28 কারণ একটি শহরের দশটি অবশিষ্ট থাকবে, এবং দুটি ক্ষেত থাকবে, যারা ঘন খাঁজে এবং পাথরের ফাটলে নিজেদের লুকিয়ে রাখবে৷
29 জলপাইয়ের বাগানে যেমন প্রতিটি গাছে তিন বা চারটি জলপাই থাকে;
30অথবা যখন আংগুর ক্ষেত জড়ো করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কিছু গুচ্ছ অবশিষ্ট থাকে যারা অধ্যবসায়ের সাথে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে খোঁজ করে:
31 তবুও সেই দিনগুলিতে তিন বা চারজন অবশিষ্ট থাকবে যারা তলোয়ার দিয়ে তাদের বাড়ি তল্লাশি করবে।
32 এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার ক্ষেত্রগুলি পুরানো হয়ে যাবে, এবং তার পথ এবং তার সমস্ত পথ কাঁটা দিয়ে পূর্ণ হবে, কারণ কেউ সেখান দিয়ে ভ্রমণ করবে না।
33 কুমারীরা শোক করবে, তাদের বর নেই৷ নারীরা শোক করবে, তাদের স্বামী নেই; তাদের কন্যারা শোক করবে, কোন সাহায্যকারী থাকবে না।
34 যুদ্ধে তাদের বর ধ্বংস হবে এবং তাদের স্বামীরা দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হবে।
35 হে প্রভুর দাসেরা, এখন এই সব কথা শোন এবং বুঝ৷
36দেখ, প্রভুর বাক্য, তা গ্রহণ কর: প্রভু যাদের কথা বলেছেন তাদের বিশ্বাস করবেন না৷
37 দেখো, মহামারীগুলো ঘনিয়ে আসছে, আর শিথিল হয় না।
38 নবম মাসে যখন কোনও মহিলা সন্তানের জন্ম দেয়, তখন তার জন্মের দুই বা তিন ঘন্টার মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা তার গর্ভকে ঘিরে ফেলে, যা ব্যথা করে, যখন সন্তান প্রসব হয়, তারা এক মুহূর্তও শিথিল করে না:
39 তবুও পৃথিবীতে মহামারী আসতে দেরি হবে না, এবং জগৎ শোক করবে, এবং তার উপর চারদিকে দুঃখ আসবে।
40 হে আমার প্রজাগণ, আমার কথা শোন: তোমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, এবং সেই মন্দের মধ্যে পৃথিবীর তীর্থযাত্রীদের মত হও।
41 যে বিক্রি করে, সে যেন পলায়নকারীর মতো হয়, আর যে কেনে সে হারায় তার মতো৷

42 যে ব্যবসায়িক দ্রব্য দখল করে, তার দ্বারা যার কোন লাভ নেই, এবং যে নির্মাণ করে, সে যেমন সেখানে বাস করবে না।
43 যে বীজ বপন করে, সে যেন কাটতে পারে না; যে আংগুর ক্ষেত রোপণ করে, সে যেমন আঙ্গুর সংগ্রহ করে না।
44 যারা বিয়ে করে, তারা যেমন সন্তান লাভ করে না; আর যারা বিয়ে করে না তারা বিধবাদের মত।
45 আর তাই যারা বৃথা পরিশ্রম করে
46 কারণ বিদেশীরা তাদের ফল কাটবে, তাদের জিনিসপত্র লুট করবে, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করবে এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করবে, কারণ বন্দিদশা ও দুর্ভিক্ষে তারা সন্তান পাবে।
47 আর যারা ডাকাতি করে তাদের ব্যবসায়িক জিনিসপত্র দখল করে, তারা তাদের শহর, তাদের বাড়ি, তাদের সম্পত্তি এবং তাদের নিজস্ব ব্যক্তিদের আরও বেশি সাজায়:
48 আমি তাদের পাপের জন্য তাদের উপর আরও ক্রুদ্ধ হব, প্রভু বলেন।
49 যেমন একজন বেশ্যা একজন সৎ ও সৎ নারীকে ঈর্ষা করে:
50 তাই ধার্মিকতা অন্যায়কে ঘৃণা করবে, যখন সে নিজেকে সাজায়, এবং তার মুখের কাছে তাকে দোষারোপ করবে, যখন সে আসবে তাকে রক্ষা করবে যিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপের অনুসন্ধান করেন।
51 আর সেইজন্য তোমরা তার মতো হবেন না, তার কাজের প্রতিও নয়।
52 কারণ এখনও সামান্য, এবং অন্যায় পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং ধার্মিকতা তোমাদের মধ্যে রাজত্ব করবে।
53 পাপী যেন না বলে যে সে পাপ করেনি, কারণ ঈশ্বর তার মাথায় আগুনের কয়লা জ্বালিয়ে দেবেন, যা প্রভু ঈশ্বর ও তাঁর মহিমার সামনে বলে, আমি পাপ করিনি।
54 দেখ, প্রভু মানুষের সমস্ত কাজ, তাদের কল্পনা, তাদের চিন্তা ও হৃদয় জানেন:
55 যাঁরা কেবল এই কথাই বলেছিলেন, 'পৃথিবী তৈরি হোক।' এবং এটি তৈরি করা হয়েছিল: স্বর্গ তৈরি হোক; এবং এটি তৈরি করা হয়েছিল।
56 তাঁর কথায় তারাগুলি তৈরি হয়েছিল এবং তিনি তাদের সংখ্যা জানেন।
57 তিনি গভীর ও তার ধন অনুসন্ধান করেন; তিনি সমুদ্র এবং তাতে যা আছে তা পরিমাপ করেছেন।
58 তিনি সমুদ্রকে জলের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাঁর কথায় তিনি পৃথিবীকে জলের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।
59 তিনি একটি খিলান মত স্বর্গ প্রসারিত; জলের উপরে তিনি তা স্থাপন করেছেন।
60 মরুভূমিতে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় জলের ঝর্ণা ও পুকুর তৈরি করেছেন, যাতে বন্যা উচ্চ শিলা থেকে নেমে আসে এবং পৃথিবীকে জল দেয়।
61তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হৃদয়কে দেহের মধ্যে স্থাপন করেছেন এবং তাঁকে শ্বাস, জীবন ও বুদ্ধি দান করেছেন।
62 হ্যাঁ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আত্মা, যিনি সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন এবং পৃথিবীর গোপন সমস্ত গোপন জিনিসগুলি অনুসন্ধান করেন,
63 নিঃসন্দেহে তিনি আপনার উদ্ভাবন জানেন, এবং আপনি আপনার হৃদয়ে কি ভাবছেন, এমনকি যারা পাপ করে এবং তাদের পাপ লুকিয়ে রাখতে পারে।
64 সেইজন্য প্রভু তোমাদের সমস্ত কাজ সঠিকভাবে অনুসন্ধান করেছেন এবং তিনি তোমাদের সকলকে লজ্জিত করবেন।
65 এবং যখন তোমাদের পাপ প্রকাশ পাবে, তখন তোমরা লোকদের সামনে লজ্জিত হবে এবং সেই দিন তোমাদের নিজেদের পাপই তোমাদের অভিযুক্ত হবে।
66 তোমরা কি করবে? অথবা ঈশ্বর ও তাঁর ফেরেশতাদের সামনে তোমরা কীভাবে তোমাদের পাপ লুকিয়ে রাখবে?
67দেখুন, ঈশ্বর নিজেই বিচারক, তাঁকে ভয় করুন: আপনার পাপগুলি ছেড়ে দিন এবং আপনার পাপগুলি ভুলে যান, তাদের সাথে আর কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না: তাই ঈশ্বর আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সমস্ত সমস্যা থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন।
68 কেননা, দেখ, এক বিরাট জনতার জ্বলন্ত ক্রোধ তোমাদের উপর প্রজ্বলিত হয়েছে, এবং তারা তোমাদের কিছু কেড়ে নেবে এবং অলস অবস্থায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা জিনিস দিয়ে তোমাদের খাওয়াবে।
69 এবং যারা তাদের কাছে সম্মত হবে তারা উপহাস ও তিরস্কারের শিকার হবে এবং পায়ের নীচে মাড়াবে।
70 কেননা সব জায়গায় এবং পরের শহরে যারা প্রভুকে ভয় করে তাদের বিরুদ্ধে মহা বিদ্রোহ হবে।
71 তারা পাগলের মত হবে, কাউকেই রেহাই দেবে না, কিন্তু তবুও যারা প্রভুকে ভয় করে তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংস করবে।
72 কারণ তারা তাদের জিনিসপত্র নষ্ট করবে এবং তাদের ঘর থেকে বের করে দেবে।
73 তখন তারা জানতে পারবে, কারা আমার মনোনীত; এবং আগুনে সোনার মত তাদের বিচার করা হবে।
74 হে আমার প্রিয়জন, শোন, সদাপ্রভু বলছেন: দেখ, কষ্টের দিন ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি তোমাকে সেই থেকে উদ্ধার করব।
75 তোমরা ভয় পেয়ো না, সন্দেহ করো না। কারণ ঈশ্বর আপনার পথপ্রদর্শক,
76 আর যারা আমার আদেশ ও আজ্ঞা পালন করে তাদের পথপ্রদর্শক প্রভু ঈশ্বর বলেছেন: তোমাদের পাপ যেন তোমাদেরকে ভারাক্রান্ত না করে, এবং তোমাদের পাপগুলি নিজেদেরকে উঁচু না করে।
77 ধিক্ তাদের প্রতি যারা তাদের পাপ দিয়ে আবদ্ধ, এবং তাদের ini দ্বারা আবৃত মাঠ যেমন ঝোপে ঢাকা, আর তার পথ কাঁটা দিয়ে ঢেকে গেছে, যাতে কেউ যেতে না পারে।
78 এটাকে কাপড় ছাড়াই রেখে দেওয়া হয় এবং তা দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।



বিট

অধ্যায় 1

1 টোবিতের কথার বই, টোবিয়েলের ছেলে, অনানিয়েলের ছেলে, অদুয়েলের ছেলে, গাবায়েলের ছেলে, আসয়েলের বংশের, নেফথালি গোত্রের;
2 যাকে আসিরিয়ার রাজা এনিমেসারের সময়ে থিসবে থেকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যা সেই শহরের ডানদিকে রয়েছে, যাকে আসরের উপরে গ্যালিলে নেফথালি বলা হয়।
3 আমি টোবিট আমার জীবনের সমস্ত দিন সত্য ও ন্যায়ের পথে হেঁটেছি, এবং আমি আমার ভাইদের এবং আমার জাতির জন্য অনেক দান-কাজ করেছি, যারা আমার সাথে নিনেভে এসেছিল, অ্যাসিরিয়ানদের দেশে।
4 এবং যখন আমি আমার নিজের দেশে, ইস্রায়েলের দেশে ছিলাম তখন অল্প বয়সে, আমার পিতা নেফথালির সমস্ত গোত্র জেরুজালেমের বাড়ি থেকে পড়েছিলেন, যা ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে সমস্ত গোষ্ঠী বলিদান করতে পারে। সেখানে, যেখানে পরমেশ্বরের বাসস্থানের মন্দিরটি সমস্ত যুগের জন্য পবিত্র এবং নির্মিত হয়েছিল।
5 এখন যে সমস্ত উপজাতি একত্রে বিদ্রোহ করেছিল এবং আমার পিতা নেফথালির বাড়ি গাভী বালের উদ্দেশ্যে বলিদান করেছিল।
6 কিন্তু আমি একাই জেরুজালেমে প্রায়ই উৎসবে যেতাম, যেমন চিরস্থায়ী হুকুম দ্বারা ইস্রায়েলের সমস্ত লোকের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, প্রথম ফল এবং বৃদ্ধির দশমাংশ, যা প্রথম ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল; তারা হারোণের সন্তানদের যাজকদের কাছে বেদীর কাছে দিয়েছিল|
7 সমস্ত বৃদ্ধির প্রথম দশমাংশ আমি হারোণের পুত্রদের দিয়েছিলাম, যারা জেরুজালেমে পরিচর্যা করতেন; আর দশমাংশ আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম এবং প্রতি বছর জেরুজালেমে তা ব্যয় করেছিলাম৷
8 এবং তৃতীয়টি আমি তাদের দিয়েছিলাম যাদের সাথে দেখা হয়েছিল, যেমন আমার বাবার মা ডেবোরা আমাকে আদেশ করেছিলেন, কারণ আমার বাবা আমাকে অনাথ রেখে গিয়েছিলেন।
9 তদুপরি, আমি যখন পুরুষ বয়সে এসেছি, তখন আমি আমার নিজের আত্মীয় আন্নাকে বিয়ে করেছি এবং তার থেকে আমি টোবিয়াসকে জন্ম দিয়েছি।
10 আর যখন আমাদেরকে বন্দী করে নিনেতে নিয়ে যাওয়া হল, তখন আমার সমস্ত ভাই ও আমার আত্মীয়েরা অইহুদীদের রুটি খেয়েছিল।
11 কিন্তু আমি নিজেকে খাওয়া থেকে বিরত রাখলাম;
12 কারণ আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেছি৷
13 এবং পরমেশ্বর আমাকে এনিমেসারের আগে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ দান করেছিলেন, যাতে আমি তার রক্ষক হলাম।
14 এবং আমি মিডিয়াতে গিয়েছিলাম, এবং গ্যাব্রিয়ার ভাই গ্যাবেলের সাথে বিশ্বাস রেখে মিডিয়ার দশ তালন্ত রূপা রাগেস শহরে চলে এসেছি।
15 এখন যখন এনিমেসার মারা গেলেন, তখন তাঁর পুত্র সন্হেরীব তাঁর জায়গায় রাজা হলেন৷ যার এস্টেট ঝামেলা ছিল, আমি মিডিয়াতে যেতে পারিনি।
16এনিমেসারের সময়ে আমি আমার ভাইদের অনেক দান করেছিলাম এবং আমার রুটি ক্ষুধার্তদের দিয়েছিলাম,
17 এবং আমার জামাকাপড় নগ্ন: এবং যদি আমি আমার জাতির কাউকে মৃত দেখেছি বা নিনেভের দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছি, আমি তাকে কবর দিতাম৷
18 আর যদি রাজা সন্হেরীব এসে যিহূদিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে কাউকে হত্যা করে থাকেন, তবে আমি তাদের গোপনে কবর দিয়েছিলাম; কারণ তাঁর ক্রোধে তিনি অনেককে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু রাজার কাছে খোঁজ করা হলে মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।
19 এবং যখন নীনবীয়দের মধ্যে একজন গিয়ে রাজার কাছে আমার বিষয়ে অভিযোগ করল যে, আমি তাদের কবর দিয়েছি এবং নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি; আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য চাওয়া হয়েছে, আমি ভয়ে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলাম।
20 তারপর আমার সমস্ত জিনিসপত্র জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আমার স্ত্রী আন্না এবং আমার ছেলে টোবিয়াস ছাড়া আমাকে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।
21 আর পাঁচ পঞ্চাশ দিন কাটল না, তার দুই ছেলে তাকে হত্যা করার আগে, এবং তারা অরারথ পর্বতে পালিয়ে গেল। এবং তাঁর পুত্র সারচেডোনাস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন৷ যিনি তার পিতার হিসাব এবং তার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেছিলেন, আমার ভাই আনায়েলের পুত্র আখিয়াখারুসকে৷
22 আর আখিয়াখারাস আমার জন্য মিনতি করে আমি নিনে ফিরে এলাম। এখন আখিয়াখারাস পানপাত্র বহনকারী, স্বাক্ষরের রক্ষক, স্টুয়ার্ড এবং হিসাবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন: এবং সারচেডোনাস তাকে তার পাশে নিযুক্ত করেছিলেন: এবং তিনি ছিলেন আমার ভাইয়ের ছেলে।

অধ্যায় 2

1 এখন যখন আমি আবার বাড়িতে ফিরে আসি, এবং আমার স্ত্রী আন্না আমার কাছে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, আমার ছেলে টোবিয়াসের সাথে, পেন্টেকস্টের উৎসবে, যা সাত সপ্তাহের পবিত্র উত্সব, সেখানে আমার জন্য একটি ভাল নৈশভোজ প্রস্তুত করা হয়েছিল, যার মধ্যে খেতে বসলাম।
2 এবং আমি যখন প্রচুর পরিমাণে মাংস দেখলাম, তখন আমি আমার ছেলেকে বললাম, যাও এবং আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে দরিদ্র লোকটি খুঁজে পাবে, তাকে নিয়ে এস, যিনি প্রভুর কথা মনে করেন৷ এবং, দেখ, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।
3 কিন্তু তিনি আবার এসে বললেন, পিতা, আমাদের জাতির একজনকে শ্বাসরোধ করে বাজারে ফেলে দেওয়া হয়েছে৷
4 তারপর আমি কোন মাংসের স্বাদ নেওয়ার আগেই, আমি শুরু করলাম এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলাম।
5 তারপর আমি ফিরে এসে নিজেকে ধুয়ে ফেললাম, এবং ভারাক্রান্ত অবস্থায় আমার মাংস খেয়ে ফেললাম,
6 আমোসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে, যেমন তিনি বলেছিলেন, তোমাদের উৎসবগুলি শোকে পরিণত হবে এবং তোমাদের সমস্ত আনন্দ বিলাপে পরিণত হবে৷
7 তাই আমি কেঁদেছিলাম: সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমি গিয়ে একটা কবর বানিয়ে তাকে কবর দিলাম।
8 কিন্তু আমার প্রতিবেশীরা আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, এই লোকটি এখনও এই ঘটনার জন্য মৃত্যুদণ্ড পেতে ভয় পায় না৷ এবং তবুও, দেখ, তিনি মৃতকে আবার কবর দেন।
9 সেই রাতেই আমি কবর থেকে ফিরে এসে আমার উঠানের দেয়ালের কাছে ঘুমিয়েছিলাম, কলুষিত হয়ে আমার মুখ অনাবৃত ছিল:
10 এবং আমি জানতাম না যে দেয়ালে চড়ুই আছে, এবং আমার চোখ খোলা ছিল, চড়ুইগুলো আমার চোখে উষ্ণ গোবর ঢেলে দিয়েছে, এবং আমার চোখে শুভ্রতা এসেছে: এবং আমি চিকিত্সকদের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করেনি: তাছাড়া আচিয়াচারস আমাকে লালন-পালন করতেন, যতক্ষণ না আমি এলিমাইসে গেলাম।
11 আর আমার স্ত্রী আন্না মহিলাদের কাজ করতে নিয়েছিল৷
12 এবং যখন সে তাদের বাড়ি মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দিল, তারা তার মজুরি দিল এবং তাকে একটি বাচ্চাও দিল৷
13 এবং যখন সে আমার বাড়িতে ছিল এবং কাঁদতে লাগল, আমি তাকে বললাম, এই বাচ্চা কোথা থেকে এসেছে? এটা কি চুরি হয়নি? এটি মালিকদের কাছে রেন্ডার করুন; কারণ চুরি করা জিনিস খাওয়া বৈধ নয়৷
14 কিন্তু সে আমাকে উত্তর দিল, এটা মজুরির চেয়ে বেশি উপহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল৷ যদিও আমি তাকে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তাকে মালিকদের কাছে প্রদান করতে বলেছিলাম: এবং আমি তার প্রতি লজ্জিত হয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে উত্তর দিল,

কোথায় তোমার দান ও সৎকর্ম? দেখ, তুমি ও তোমার সমস্ত কাজ জানা।

অধ্যায় 3

1 তখন আমি শোকাহত হয়ে কেঁদেছিলাম, এবং আমার দুঃখে প্রার্থনা করে বলেছিলাম,
2 হে প্রভু, তুমি ন্যায়পরায়ণ, এবং তোমার সমস্ত কাজ এবং তোমার সমস্ত পথ করুণা ও সত্য, এবং তুমি চিরকালের জন্য সত্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার কর।
3 আমাকে স্মরণ কর, এবং আমার দিকে তাকাও, আমার পাপ ও অজ্ঞতার জন্য এবং আমার পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিও না, যারা তোমার আগে পাপ করেছে:
4 কারণ তারা তোমার আদেশ পালন করে নি: কেন তুমি আমাদেরকে লুটের জন্য, বন্দীদশা ও মৃত্যুর জন্য এবং যে সমস্ত জাতিদের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি তাদের কাছে নিন্দিত প্রবাদের জন্য আমাদের উদ্ধার করেছ।
5 আর এখন তোমার বিচার অনেক এবং সত্য; আমার সাথে আমার পাপ ও আমার পূর্বপুরুষদের মত আচরণ কর, কারণ আমরা তোমার আদেশ পালন করি নি, তোমার সামনে সত্যে চলি নি।
6 তাই এখন আমার সাথে আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করুন এবং আমার আত্মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আদেশ করুন, যাতে আমি বিলীন হয়ে মাটিতে পরিণত হতে পারি: কারণ আমি মিথ্যা শুনেছি বলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া আমার পক্ষে লাভজনক। তিরস্কার কর, এবং অনেক দুঃখ পাও; তাই আদেশ কর যেন আমি এখন এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাই এবং অনন্ত স্থানে যেতে পারি; আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।
7 একই দিনে, একবাটানে মিডিয়ার একটি শহরে সারার কন্যা রাগুয়েলকেও তার পিতার দাসীরা তিরস্কার করেছিল;
8 কারণ তিনি সাতজন স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যাদেরকে অসমোডিয়াস অশুভ আত্মা হত্যা করেছিল, তারা তার সাথে সঙ্গম করার আগে। তুমি কি জানো না, তারা বলল, তুমি তোমার স্বামীদের গলা টিপে মেরেছ? তোমার ইতিমধ্যে সাতজন স্বামী ছিল, তাদের কারো নামে তোমার নাম রাখা হয়নি।
9 কেন তুমি তাদের জন্য আমাদের মারলে? যদি তারা মারা যায়, তবে তাদের পিছনে যাও, আমরা যেন তোমার ছেলে বা মেয়েকে দেখি না।
10 এই সব শুনে সে খুব দুঃখ পেল, তাই সে নিজেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে মনে করল৷ তিনি বললেন, আমি আমার পিতার একমাত্র কন্যা, এবং যদি আমি এটি করি তবে এটি তার জন্য নিন্দিত হবে এবং আমি তার বার্ধক্যকে দুঃখের সাথে কবরে নিয়ে যাব।
11 তারপর তিনি জানালার দিকে প্রার্থনা করে বললেন, হে প্রভু আমার ঈশ্বর, তুমি ধন্য এবং তোমার পবিত্র ও মহিমান্বিত নাম চিরকালের জন্য ধন্য ও সম্মানিত: তোমার সমস্ত কাজ চিরকাল তোমার প্রশংসা করুক।
12আর এখন, হে প্রভু, আমি তোমার দিকে আমার চোখ ও মুখ রাখি,
13 আর বল, আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও, যেন আমি আর তিরস্কার শুনতে না পারি।
14 হে প্রভু, আপনি জানেন যে আমি মানুষের সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ,
15 এবং যে আমি আমার বন্দী দেশে আমার নাম বা আমার পিতার নাম কখনই অপবিত্র করি নি: আমি আমার পিতার একমাত্র কন্যা, তার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তার কোন সন্তান নেই, কোন নিকটাত্মীয় বা কোন পুত্রও নেই। তার জীবিত, যার কাছে আমি নিজেকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারি: আমার সাত স্বামী ইতিমধ্যেই মারা গেছে; এবং আমি কেন বাঁচব? কিন্তু যদি তোমার ভালো না লাগে যে আমার মৃত্যু হোক, আমার প্রতি কিছু সম্মান দেখাও এবং আমার প্রতি করুণা দেখাও, যাতে আমি আর তিরস্কার না করি৷
16 তাই মহান ঈশ্বরের মহিমার সামনে তাদের উভয়ের প্রার্থনা শোনা গেল।
17 এবং রাফায়েলকে পাঠানো হয়েছিল তাদের দুজনকে সুস্থ করার জন্য, অর্থাৎ টোবিটের চোখের শুভ্রতা দূর করার জন্য এবং রাগুয়েলের কন্যা সারাকে টোবিটের ছেলে টোবিয়াসের কাছে স্ত্রী হিসাবে দেওয়ার জন্য; এবং Asmodeus মন্দ আত্মা আবদ্ধ; কারণ সে উত্তরাধিকারের অধিকারে টোবিয়াসের ছিল। একই সময়ে টোবিট বাড়িতে এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করল এবং রাগুয়েলের কন্যা সারা তার উপরের কক্ষ থেকে নেমে এল।

অধ্যায় 4

1 সেদিন টোবিট সেই অর্থের কথা মনে করেছিলেন যা তিনি মিডিয়ার রাগে গ্যাবেলের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
2 আর মনে মনে বলল, আমি মৃত্যু কামনা করেছি; কেন আমি আমার ছেলে টোবিয়াসকে ডাকি না যাতে আমি মৃত্যুর আগে তাকে অর্থের চিহ্ন দিতে পারি?
3 তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'বাছা, আমি মারা গেলে আমাকে কবর দিও৷ এবং তোমার মাকে তুচ্ছ করো না, বরং তোমার জীবনের সমস্ত দিন তাকে সম্মান করো, এবং যা তাকে খুশি করবে তা করো এবং তাকে দুঃখ দিও না৷
4 মনে রেখো, আমার ছেলে, তুমি যখন তার গর্ভে ছিলে তখন সে তোমার জন্য অনেক বিপদ দেখেছিল: এবং যখন সে মারা যাবে, তখন তাকে আমার কাছে একটি কবরে কবর দাও।
5 আমার পুত্র, তোমার সমস্ত দিন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা মনে রেখো, তোমার ইচ্ছা পাপ করতে বা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।
6 কারণ তুমি যদি সত্যিকারের আচরণ কর, তবে তোমার কাজগুলি তোমার জন্য এবং যারা ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করে তাদের জন্য সফল হবে৷
7 তোমার সম্পদের ভিক্ষা দাও; আর যখন তুমি দান কর, তখন তোমার চোখ ঈর্ষান্বিত হবে না, কোন গরীব থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে না, এবং ঈশ্বরের মুখ তোমার কাছ থেকে বিমুখ হবে না।
8 আপনার যদি প্রাচুর্য থাকে তবে সেই অনুযায়ী দান করুন: যদি আপনার সামান্য কিছু থাকে তবে সেই সামান্য অনুসারে দিতে ভয় পাবেন না:
9 কারণ প্রয়োজনের দিনে আপনি নিজের জন্য একটি ভাল ধন জমা করেন৷
10 কারণ দান মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্ধকারে আসতে কষ্ট দেয় না৷
11 কেননা ভিক্ষা হল পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে দানকারী সকলের জন্য একটি উত্তম উপহার৷
12 হে আমার পুত্র, সমস্ত ব্যভিচার থেকে সাবধান হও এবং প্রধানত তোমার পিতার বংশের একজন স্ত্রীকে গ্রহণ কর, এবং কোন অপরিচিত মহিলাকে বিবাহ করো না, যে তোমার পিতার গোত্রের নয়: আমরা নবীদের সন্তান, নোয়া, ইব্রাহিম। , আইজ্যাক, এবং জ্যাকব: আমার ছেলে, মনে রেখো যে আমাদের পিতৃপুরুষরা শুরু থেকেই, এমনকি তারা সকলেই তাদের নিজের আত্মীয়দের স্ত্রীদের বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তাদের বংশের উত্তরাধিকারী হবে।
13 তাই এখন, আমার ছেলে, তোমার ভাইদের ভালবাস, এবং তোমার ভাইদের, তোমার লোকদের পুত্র ও কন্যাদের, তাদের স্ত্রী গ্রহণ না করে তোমার হৃদয়ে তুচ্ছ করো না: কেননা অহংকার মধ্যে ধ্বংস এবং অনেক কষ্ট এবং অশ্লীলতা ক্ষয়। এবং বড় অভাব: কারণ অশ্লীলতা দুর্ভিক্ষের জননী।

14 যে কোন লোক তোমার জন্য কাজ করেছে, তার মজুরি তোমার কাছে থেকো না, বরং তাকে তা হাত থেকে দিয়ে দাও, কারণ তুমি যদি ঈশ্বরের সেবা কর, তবে তিনিও তোমার প্রতিদান দেবেন: আমার পুত্র, তুমি যা কিছু করো তার প্রতি যত্নবান হও, এবং তোমার সমস্ত কথাবার্তায় জ্ঞানী হও।
15 তুমি যাকে ঘৃণা করো তার সাথে তা করো না: তোমাকে মাতাল করার জন্য দ্রাক্ষারস পান করো না, মাতালতা তোমার যাত্রায় তোমার সাথে না যায়।
16 তোমার রুটি ক্ষুধার্তদের দাও এবং তোমার বস্ত্র উলঙ্গদের দাও; এবং আপনার প্রাচুর্য অনুযায়ী দান করুন: এবং যখন আপনি দান করেন তখন আপনার চোখ ঈর্ষান্বিত না হয়।
17 তোমার রুটি ধার্মিকদের কবরে ঢেলে দাও, কিন্তু দুষ্টদের কিছুই দিও না।
18 জ্ঞানী সকলের পরামর্শ চাও, উপকারী কোন পরামর্শকে তুচ্ছ করো না।
19 তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে সর্বদা ধন্যবাদ দাও, এবং তাঁর কাছে কামনা কর যেন তোমার পথ নির্দেশিত হয় এবং তোমার সমস্ত পথ ও পরামর্শ সফল হয়; কারণ প্রত্যেক জাতির পরামর্শ নেই; কিন্তু প্রভু নিজেই সমস্ত ভাল জিনিস দান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা নত করেন, যেমন তিনি চান। অতএব, আমার পুত্র, এখন আমার আদেশগুলি মনে রেখো, সেগুলি তোমার মন থেকে বাদ দিও না।
20এবং এখন আমি তাদের কাছে এটা বোঝাচ্ছি যে আমি মিডিয়ার রাগেস-এ গ্যাব্রিয়ার ছেলে গাবেলকে দশটি তালন্ত দিয়েছিলাম।
21 আর আমার ছেলে, ভয় পেও না যে আমরা দরিদ্র হয়ে গেছি, কারণ তোমার অনেক ধন আছে, যদি তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং সমস্ত পাপ থেকে দূরে থাক এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা খুশি তা কর।

অনুচ্ছেদ 5

1 তখন টোবিয়াস উত্তর দিয়ে বললেন, পিতা, আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন আমি সবই করব।
2 কিন্তু আমি কিভাবে টাকা পাব, আমি তাকে চিনি না?
3 তারপর তিনি তাকে হস্তাক্ষরটি দিয়ে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে এমন একজনকে খুঁজো যে তোমার সঙ্গে যাবে, আমি তাকে মজুরি দেব।
4অতএব তিনি যখন একজন লোককে খুঁজতে গেলেন, তিনি রাফায়েলকে দেখতে পেলেন যে একজন দেবদূত।
5 কিন্তু তিনি জানতেন না; তিনি তাকে বললেন, তুমি কি আমার সাথে রাগেসে যেতে পারবে? আর তুমি কি সেই জায়গাগুলো ভালো করেই জানো?
6 যাঁকে ফেরেশতা বললেন, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আর আমি পথটা ভালো করেই জানি, কারণ আমি আমাদের ভাই গাবেলের কাছে বাস করেছি।
7তখন টোবিয়াস তাঁকে বললেন, যতক্ষণ না আমি আমার বাবাকে বলি ততক্ষণ আমার জন্য থাক।
8 তখন তিনি তাকে বললেন, যাও আর দেরি করো না। তাই তিনি ভিতরে গিয়ে পিতাকে বললেন, দেখ, আমি একজনকে পেয়েছি যে আমার সঙ্গে যাবে। তারপর তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে ডেকে আন, যেন আমি জানতে পারি সে কোন গোত্রের এবং সে আপনার সাথে যাওয়ার জন্য বিশ্বস্ত লোক কিনা।
9তখন তিনি তাকে ডাকলেন, আর তিনি ভিতরে এলেন, এবং তারা একে অপরকে অভিবাদন জানাল।
10 তারপর টোবিট তাকে বললেন, ভাই, আমাকে দেখান আপনি কোন গোত্র ও বংশের।
11 তিনি যাকে বললেন, 'তুমি কি তোমার ছেলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য একটি গোত্র বা পরিবার, না একজন ভাড়াটে লোক খুঁজছ? তখন টোবিট তাকে বলল, আমি জানব, ভাই, আপনার আত্মীয় এবং নাম।
12 তারপর তিনি বললেন, আমি আজরিয়া, মহান অননিয়ার পুত্র এবং আপনার ভাইদের মধ্যে।
13 তারপর টোবিট বললেন, ভাই, আপনাকে স্বাগতম; এখন আমার উপর রাগ করো না, কারণ আমি তোমার বংশ ও তোমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। কারণ আপনি আমার ভাই, একজন সৎ এবং ভাল মজুত: কারণ আমি সেই মহান সামিয়ার ছেলে আনানিয়া এবং জোনাথাসকে চিনি, যখন আমরা জেরুজালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলাম এবং প্রথমজাতকে এবং ফলগুলির দশমাংশ উৎসর্গ করেছিলাম; এবং তারা আমাদের ভাইদের ভুলের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়নি: আমার ভাই, আপনি একটি ভাল স্টক।
14 কিন্তু বলো, আমি তোমাকে কি পারিশ্রমিক দেব? তুমি কি আমার নিজের ছেলের মত প্রতিদিন এক ছত্রাক এবং প্রয়োজনীয় জিনিস পাবে?
15 হ্যাঁ, তাছাড়া, যদি তোমরা নিরাপদে ফিরে আস, আমি তোমাদের মজুরিতে কিছু যোগ করব।
16 তাই তারা খুব খুশি হল। তারপর তিনি টোবিয়াসকে বললেন, যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর, এবং ঈশ্বর আপনাকে একটি শুভ যাত্রা পাঠান। এবং যখন তার ছেলে যাত্রার জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত করল, তখন তার পিতা বললেন, আপনি এই লোকটির সাথে যান, এবং স্বর্গে বসবাসকারী ঈশ্বর, আপনার যাত্রা সফল করুন এবং ঈশ্বরের ফেরেশতা আপনাকে সঙ্গ দেবেন। তাই তারা দুজনেই বেরিয়ে গেল এবং যুবকের কুকুরটিও তাদের সঙ্গে গেল।
17 কিন্তু আনার মা কাঁদতে কাঁদতে টোবিটকে বললেন, তুমি আমাদের ছেলেকে কেন বিদায় করলে? তিনি কি আমাদের হাতের লাঠি নন?
18 অর্থের সাথে অর্থ যোগ করার লোভ করবেন না: তবে এটি আমাদের সন্তানের জন্য অস্বীকৃতির মতো হতে দিন।
19 কারণ প্রভু আমাদের যা দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য দিয়েছেন তা আমাদের যথেষ্ট।
20 তারপর টোবিট তাকে বলল, আমার বোন, কোন যত্ন নিও না; সে নিরাপদে ফিরে আসবে এবং তোমার চোখ তাকে দেখতে পাবে।
21 কেননা উত্তম দেবদূত তাকে সঙ্গ দেবে, এবং তার যাত্রা সফল হবে এবং সে নিরাপদে ফিরে আসবে।
22 তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে শেষ করল।

অধ্যায় 6

1 তারা যাত্রা করতে যেতে সন্ধ্যাবেলা টাইগ্রিস নদীর কাছে এসে সেখানেই বাস করল।
2 যুবকটি যখন নিজেকে গোসল করতে নামল, তখন একটি মাছ নদী থেকে লাফ দিয়ে তাকে খেয়ে ফেলল।
3 তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, মাছটি নাও। যুবকটি মাছটিকে ধরে মাটিতে টেনে আনল।
4 যাঁকে ফেরেশতা বললেন, মাছটি খোল, হৃৎপিণ্ড, কলিজা ও পিত্ত নিয়ে নিরাপদে তুলে ফেল।
5 তাই যুবকটি স্বর্গদূতের আদেশ মতই করল। এবং মাছটি ভুনা করে তারা তা খেয়ে ফেলল; তারপর তারা উভয়ে তাদের পথে চলল, যতক্ষণ না তারা একবাটানের কাছে গেল।
6তখন যুবকটি স্বর্গদূতকে কহিল, ভাই আজরিয়াস, হৃৎপিণ্ড, কলিজা ও মাছের গাল কি কাজে লাগে?
7 তিনি তাকে বললেন, হৃদয় ও যকৃতকে স্পর্শ করে, যদি কোন শয়তান বা মন্দ আত্মা কাউকে কষ্ট দেয়, তবে আমরা অবশ্যই পুরুষ বা মহিলার সামনে তা থেকে একটি ধোঁয়া তৈরি করব, এবং দলটি আর বিরক্ত হবে না।
8 পিত্তের জন্য, এমন একজন মানুষকে অভিষেক করা ভাল যার চোখে শুভ্রতা আছে এবং সে সুস্থ হবে।
9আর যখন তারা রাগেসের কাছে এলো,
10 ফেরেশতা যুবকটিকে বললেন, ভাই, আজ আমরা রাগুয়েলের কাছে থাকব, যিনি আপনার চাচাতো ভাই। সারা নামে তার একটি মাত্র কন্যা রয়েছে; আমি তার পক্ষে কথা বলব, যেন সে তোমাকে স্ত্রী হিসেবে দেওয়া হয়।

11 কেননা তোমার কাছে তার আত্মীয়তার অধিকার আছে, তুমি কেবল তার আত্মীয়।
12 আর দাসীটি ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী৷ তাই এখন আমার কথা শোন, আমি তার বাবার সঙ্গে কথা বলব৷ এবং যখন আমরা রাগেস থেকে ফিরে আসব তখন আমরা বিবাহ উদযাপন করব: কারণ আমি জানি যে মোজেসের আইন অনুসারে রাগুয়েল তাকে অন্যের সাথে বিয়ে করতে পারে না, তবে সে মৃত্যুর জন্য দোষী হবে, কারণ উত্তরাধিকারের অধিকার আপনার কাছে অন্যের চেয়ে প্রযোজ্য। অন্যান্য
13তখন যুবকটি ফেরেশতাকে উত্তর দিল, আমি শুনেছি ভাই আজরিয়াস, এই দাসীকে সাতজন পুরুষকে দেওয়া হয়েছে, যারা সবাই বিয়ের আসরে মারা গিয়েছিল৷
14 এবং এখন আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র, এবং আমি ভয় পাচ্ছি, পাছে যদি আমি তার কাছে যাই তবে আমি আগের মতোই মারা যাব: কারণ একটি দুষ্ট আত্মা তাকে ভালবাসে, যা শরীরকে আঘাত করে না, কিন্তু যারা আসে তাদের তার; তাই আমিও ভয় করি পাছে আমি মারা যাব, এবং আমার জন্য আমার বাবা ও আমার মায়ের জীবন দুঃখের সাথে কবরে নিয়ে যাব, কারণ তাদের দাফন করার জন্য তাদের আর কোন ছেলে নেই।
15 তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, 'তোমার পিতা তোমাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা কি তোমার মনে নেই যে, তুমি তোমার নিজের আত্মীয় স্ত্রীকে বিয়ে করবে? হে আমার ভাই, আমার কথা শোন; কারণ সে তোমাকে স্ত্রীর কাছে দেওয়া হবে; আর তুমি অশুভ আত্মাকে গণনা করো না; কারণ এই রাতেই সে তোমাকে বিয়ে করবে।
16 এবং যখন আপনি বিবাহ কক্ষে প্রবেশ করবেন, তখন আপনি সুগন্ধির ছাই নিন এবং তাদের উপর মাছের হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের কিছু বিছিয়ে দেবেন এবং এটি দিয়ে একটি ধোঁয়া তৈরি করবেন:
17 এবং শয়তান এটির গন্ধ পাবে এবং পালিয়ে যাবে এবং আর কখনও আসবে না: কিন্তু যখন তুমি তার কাছে আসবে, তখন তোমরা উভয়ে উঠে দাঁড়াও এবং করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যিনি তোমাদের প্রতি করুণা করবেন এবং রক্ষা করবেন৷ তুমি: ভয় পেও না, কারণ সে শুরু থেকেই তোমার জন্য নিযুক্ত হয়েছে৷ তুমি তাকে রক্ষা করবে এবং সে তোমার সাথে যাবে। তাছাড়া আমি মনে করি সে তোমার সন্তান প্রসব করবে। এখন যখন টোবিয়াস এইসব শুনেছিলেন, তখন তিনি তাকে ভালোবাসতেন, এবং তার হৃদয় কার্যকরভাবে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল।

অধ্যায় 7

1 তারা একবাটানে এসে রাগুয়েলের বাড়িতে এসে সারা তাদের সঙ্গে দেখা করল এবং তারা একে অপরকে সালাম করার পর সে তাদের ঘরে নিয়ে এল৷
2 তারপর রাগুয়েল তার স্ত্রী এডনাকে বললেন, আমার চাচাতো ভাই টোবিটের কাছে এই যুবকটি কেমন!
3 আর রাগুয়েল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভাইয়েরা, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? যাদেরকে তারা বলল, আমরা নেফথালিমের সন্তান, যারা নিনেভের বন্দী।
4তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা কি আমাদের আত্মীয় টোবিটকে চেনো? তারা বলল, আমরা তাকে চিনি৷ তারপর বললেন, তিনি কি সুস্থ আছেন?
5 তারা বলল, তিনি বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন৷ টোবিয়াস বললেন, তিনি আমার পিতা৷
6তখন রাগুয়েল লাফিয়ে উঠে তাকে চুম্বন করে কাঁদতে লাগল,
7 আর তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি একজন সৎ ও ভালো লোকের ছেলে। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে টোবিট অন্ধ, তখন তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন এবং কেঁদেছিলেন।
8আর একইভাবে তাঁর স্ত্রী এদনা ও তাঁর মেয়ে সারা কাঁদলেন। তাছাড়া তারা প্রফুল্লভাবে তাদের আপ্যায়ন করত; তারপর তারা মেষের একটি ভেড়া মেরে টেবিলে মাংসের ভাণ্ডার রাখল। তারপর টোবিয়াস রাফেলকে বললেন, ভাই আজরিয়াস, আপনি যে সমস্ত বিষয়ে কথা বলেছিলেন সেগুলি বলুন এবং এই ব্যবসাটি প্রেরণ করা হোক।
9 তাই তিনি রাগুয়েলের সাথে বিষয়টি জানালেন: এবং রাগুয়েল টোবিয়াসকে বললেন, খাও, পান কর এবং আনন্দ কর:
10 কারণ আমার মেয়েকে তোমার বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে; তবুও আমি তোমাকে সত্য ঘোষণা করব।
11 আমি আমার মেয়েকে সাতজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছি, যে রাতে তারা তার কাছে এসেছিল সেই রাতে মারা গিয়েছিল: তবুও বর্তমানের জন্য আনন্দিত হও। কিন্তু টোবিয়াস বলল, আমি এখানে কিছুই খাব না, যতক্ষণ না আমরা একমত হয়ে একে অপরের কাছে শপথ করি।
12 রাগুয়েল বলল, তাহলে এখন থেকে ওকে সেই পদ্ধতিতে নিয়ে যাও, কেননা তুমি তার চাচাতো বোন এবং সে তোমার, এবং দয়াময় ঈশ্বর তোমাকে সব বিষয়েই উত্তম সাফল্য দান করুন।
13 তারপর তিনি তার মেয়ে সারাকে ডেকে পাঠালেন, এবং সে তার বাবার কাছে এল, এবং তিনি তার হাত ধরে টোবিয়াসের সাথে তাকে স্ত্রী হিসেবে দিলেন এবং বললেন, দেখ, তাকে মোশির আইন অনুসারে নিয়ে যাও এবং তাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও৷ পিতা. এবং তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন;
14 এবং এডনাকে তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, এবং কাগজ নিয়েছিলেন এবং চুক্তির একটি দলিল লিখেছিলেন এবং সিলমোহর করেছিলেন৷
15 তারপর তারা খেতে শুরু করল৷
16 পরে রাগুয়েল তার স্ত্রী এডনাকে ডেকে বললেন, বোন, আরেকটি চেম্বার তৈরি করুন এবং তাকে সেখানে নিয়ে আসুন।
17 যখন তিনি তাকে আদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি তাকে সেখানে নিয়ে এলেন: এবং তিনি কাঁদলেন, এবং তিনি তার মেয়ের চোখের জল পেয়ে তাকে বললেন,
18 আমার কন্যা, ভালো হও; স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু আপনার এই দুঃখের জন্য আপনাকে আনন্দ দিন: আমার কন্যা, ভাল সান্ত্বনা বোধ করুন।

অধ্যায় 8

1 তারা খাবার খেয়ে টোবিয়াকে তার কাছে নিয়ে গেল৷
2 তিনি যেতে যেতে রাফায়েলের কথা মনে পড়লেন, এবং সুগন্ধির ছাই নিয়ে তাতে মাছের হৃদয় ও কলিজা রাখলেন এবং তা দিয়ে ধোঁয়া বের করলেন।
3 সেই গন্ধ যখন অশুভ আত্মা গন্ধ পেল, তখন সে মিশরের শেষ প্রান্তে পালিয়ে গেল, আর ফেরেশতা তাকে বেঁধে রাখলেন৷
4 তারপর তারা দুজনে একত্রে বন্ধ হয়ে গেল, টোবিয়াস বিছানা থেকে উঠে বললেন, বোন, উঠুন, আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করেন৷
5তখন টোবিয়া বলতে লাগলেন, হে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য এবং তোমার পবিত্র ও মহিমাময় নাম চিরকালের জন্য ধন্য; স্বর্গ তোমাকে এবং তোমার সমস্ত প্রাণীকে আশীর্বাদ করুক।
6 তুমি আদমকে তৈরি করেছ এবং তাকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সাহায্যকারী ও থাকার জন্য দিয়েছ: তাদের মধ্যে মানবজাতি এসেছে: তুমি বলেছ, মানুষের একা থাকা ভাল নয়; আসুন আমরা তাকে তার নিজের মতো সাহায্য করি।
7 এবং এখন, হে প্রভু, আমি আমার বোনকে কামনার জন্য গ্রহণ করি না, কিন্তু ন্যায়পরায়ণভাবে গ্রহণ করি: তাই দয়া করে আদেশ করুন যে আমরা একসাথে বৃদ্ধ হতে পারি।
8 সে তার সঙ্গে বলল, আমেন৷
9 তাই সেই রাতে তারা দুজনেই ঘুমিয়েছিল৷ এবং রাগুয়েল উঠে গিয়ে একটি কবর তৈরি করলেন,
10 বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি যে সেও মারা যায়৷
11কিন্তু রাগুয়েল যখন তার বাড়িতে এলেন,
12 সে তার স্ত্রী এডনাকে বলল৷ একজন দাসীকে পাঠাও, তাকে দেখতে দাও সে বেঁচে আছে কিনা: যদি সে না থাকে, তাহলে আমরা তাকে কবর দিতে পারি, এবং কেউ তা জানে না৷

13তখন দাসী দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখলেন দুজনেই ঘুমিয়ে আছেন।
14 আর এগিয়ে এসে বললেন যে তিনি বেঁচে আছেন৷
15 তখন রাগুয়েল ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললেন, হে ঈশ্বর, আপনি সমস্ত শুদ্ধ ও পবিত্র প্রশংসার যোগ্য; তাই আপনার সাধুরা আপনার সমস্ত প্রাণীর সাথে আপনার প্রশংসা করুক; এবং আপনার সমস্ত ফেরেশতা এবং আপনার নির্বাচিতরা চিরকাল আপনার প্রশংসা করুক।
16 তুমি প্রশংসার যোগ্য, কেননা তুমি আমাকে আনন্দিত করেছ; আর তা আমার কাছে আসেনি যা আমি সন্দেহ করেছিলাম৷ কিন্তু তুমি তোমার মহান করুণা অনুসারে আমাদের সাথে ব্যবহার করেছ।
17 আপনি প্রশংসার যোগ্য কারণ আপনি তাদের পিতার একমাত্র সন্তানের দুই সন্তানের প্রতি দয়া করেছেন: হে প্রভু, তাদের করুণা করুন এবং তাদের জীবন আনন্দ ও করুণার সাথে স্বাস্থ্যের সাথে শেষ করুন।
18 তারপর রাগুয়েল তার দাসদের কবর পূর্ণ করতে বললেন।
19 আর তিনি চৌদ্দ দিন বিয়ের ভোজ পালন করলেন।
20 বিবাহের দিনগুলি শেষ হওয়ার আগে, রাগুয়েল তাকে শপথ করে বলেছিল যে, বিয়ের চৌদ্দ দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে চলে যাবে না;
21 তারপর সে তার অর্ধেক মাল নিয়ে নিরাপদে তার বাবার কাছে যাবে। এবং আমি এবং আমার স্ত্রী মারা গেলে বাকি থাকা উচিত।

অধ্যায় 9

1তখন টোবিয়াস রাফায়েলকে ডেকে বললেন,
2 ভাই আজরিয়াস, আপনার সাথে একটি চাকর এবং দুটি উট নিয়ে যান, এবং রেজেস অফ মিডিয়াতে গ্যাবেলের কাছে যান, এবং আমাকে টাকা নিয়ে আসুন এবং তাকে বিয়েতে নিয়ে আসুন।
3 কারণ রাগুয়েল শপথ করেছে যে আমি চলে যাব না।
4 কিন্তু আমার পিতা দিন গণনা করেন; এবং যদি আমি দীর্ঘ সময় ধরে থাকি, তাহলে সে খুব দুঃখিত হবে।
5 তাই রাফায়েল বাইরে গিয়ে গাবেলের কাছে গেলেন এবং তাকে হস্তাক্ষরটি দিলেন: তিনি সিল করা ব্যাগগুলো বের করে এনে তাকে দিলেন।
6 ভোরবেলা তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে বিয়েতে এলেন৷ টোবিয়াস তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করলেন৷

অধ্যায় 10

1 এখন তার পিতা টোবিট প্রতিদিন গণনা করতেন: এবং যখন ভ্রমণের দিন শেষ হয়ে গেল, এবং তারা এলো না,
2 তারপর টোবিট বললেন, ওরা কি আটকে আছে? নাকি গাবেল মারা গেছে, আর তাকে টাকা দেওয়ার মতো কেউ নেই?
3 তাই তিনি খুবই দুঃখিত হলেন৷
4তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আমার ছেলে মারা গেছে, কারণ সে অনেকক্ষণ থাকে৷ এবং তিনি তাকে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,
5 এখন আমি কিছুই পরোয়া করি না, আমার ছেলে, যেহেতু আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, আমার চোখের আলো।
6 যাকে টোবিট বলেছিল, শান্ত হও, যত্ন নিও না, কারণ সে নিরাপদ।
7 কিন্তু সে বলল, চুপ কর, আমাকে ঠকাও না; আমার ছেলে মারা গেছে এবং তারা যে পথে গিয়েছিল সেই পথে সে প্রতিদিন বাইরে যেতেন, এবং দিনের বেলা কোন মাংস খাননি, এবং তার ছেলে টোবিয়াসের জন্য সারা রাত বিলাপ করা বন্ধ করেননি, যতক্ষণ না বিয়ের চৌদ্দ দিন শেষ হয়ে যায়, যেটি রাগুয়েল শপথ করেছিলেন সেখানে ব্যয় করুন। তখন টোবিয়াস রাগুয়েলকে বললেন, আমাকে যেতে দাও, কারণ আমার বাবা ও মা আমাকে দেখতে আর দেখবেন না।
8 কিন্তু তার শ্বশুর তাকে বললেন, তুমি আমার সাথে থাকো, আমি তোমার বাবার কাছে পাঠাব, এবং তারা তাকে বলবে তোমার সাথে কেমন চলছে৷
9 কিন্তু টোবিয়াস বললেন, না; কিন্তু আমাকে আমার বাবার কাছে যেতে দাও।
10 তখন রাগুয়েল উঠলেন এবং তাকে তার স্ত্রী সারা এবং তার অর্ধেক জিনিসপত্র, চাকর, গবাদি পশু এবং টাকা দিলেন।
11 তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের বিদায় দিয়ে বললেন, হে আমার সন্তানরা, স্বর্গের ঈশ্বর তোমাদের একটি মঙ্গলময় ভ্রমণ দান করুন৷
12 আর তিনি তার মেয়েকে বললেন, তোমার বাবা ও শাশুড়িকে সম্মান কর, যাঁরা এখন তোমার বাবা-মা, যেন আমি তোমার বিষয়ে ভাল খবর শুনতে পারি। এবং তিনি তাকে চুম্বন. এডনা টোবিয়াসকে আরও বলেছিল, আমার প্রিয় ভাই, স্বর্গের প্রভু তোমাকে পুনরুদ্ধার করুন এবং মরার আগে আমি আপনার কন্যা সারার সন্তানদের দেখতে পারি, যাতে আমি প্রভুর সামনে আনন্দ করতে পারি: দেখ, আমি আমার কন্যাকে আপনার কাছে সমর্পণ করছি। বিশেষ বিশ্বাস; কোথায় তার মন্দ অনুনয় না.

অধ্যায় 11

1 এই সবের পরে টোবিয়াস তাঁর পথ চললেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন যে তিনি তাঁকে একটি সফল যাত্রা দিয়েছেন, এবং রাগুয়েল এবং তাঁর স্ত্রী এডনাকে আশীর্বাদ করলেন এবং নিনেভের কাছে না আসা পর্যন্ত তাঁর পথে চললেন।
2 তখন রাফায়েল টোবিয়াসকে বললেন, ভাই, তুমি কি জানো, তুমি তোমার বাবাকে কিভাবে ছেড়ে চলে গেলে?
3 চলো আমরা তাড়াতাড়ি তোমার স্ত্রীর সামনে গিয়ে ঘর প্রস্তুত করি।
4 আর তোমার হাতে মাছের পিত্ত নাও। তাই তারা তাদের পথে চলে গেল, এবং কুকুরটি তাদের পিছনে গেল।
5 আন্না তার ছেলের পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।
6 আর যখন সে তার আসছে টের পেল, তখন সে তার বাবাকে বলল, দেখ, তোমার ছেলে আসছে, আর সেই লোকটি যে তার সঙ্গে গিয়েছিল৷
7 তখন রাফায়েল বলল, আমি জানি টোবিয়াস, তোমার বাবা চোখ খুলবেন।
8অতএব তুমি তার চোখকে পিত্ত দিয়ে অভিষেক কর, এবং তা দিয়ে ছিঁড়ে গেলে সে ঘষে যাবে এবং শুভ্রতা দূর হয়ে যাবে এবং সে তোমাকে দেখতে পাবে৷
9 তখন আনা দৌড়ে এগিয়ে এসে তার ছেলের ঘাড়ে পড়ল এবং তাকে বলল, "বৎস, আমি তোমাকে দেখেছি, এখন থেকে আমি মরতেই সন্তুষ্ট। এবং তারা দুজনেই কেঁদে ফেলল।
10 টোবিটও দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং হোঁচট খেল, কিন্তু তার ছেলে দৌড়ে তার কাছে গেল।
11 এবং পিতাকে ধরলেন, এবং তিনি তার পিতার চোখে পিত্তর ছোঁয়া দিলেন এবং বললেন, বাবা, ভালো থাকুন।
12 এবং যখন তার চোখ স্মার্ট হতে শুরু করে, তখন সে তাদের ঘষে;
13 আর তার চোখের কোণ থেকে শুভ্রতা দূর হয়ে গেল, এবং ছেলেকে দেখে সে তার ঘাড়ে পড়ল।
14 তখন তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, 'হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য, তোমার নাম চিরকাল ধন্য৷ এবং ধন্য আপনার সমস্ত পবিত্র ফেরেশতারা:
15 কেননা তুমি চাবুক মেরেছ এবং আমার প্রতি করুণা করেছ; কেননা, দেখ, আমি আমার ছেলে টোবিয়াসকে দেখছি। তখন তার ছেলে আনন্দে মেতে উঠল এবং তার বাবাকে মিডিয়াতে তার সাথে যা ঘটেছিল তা জানাল৷

16 তারপর টোবিট তার পুত্রবধূর সাথে নিনেভের ফটকে দেখা করতে বেরিয়েছিলেন, আনন্দে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে এবং যারা তাকে দেখেছিলেন তারা বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি তার দৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন।
17 কিন্তু টোবিয়াস তাদের সামনে ধন্যবাদ জানালেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রতি করুণা করেছিলেন৷ এবং যখন তিনি তাঁর পুত্রবধূ সারার কাছে এলেন, তখন তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, কন্যা, তোমাকে স্বাগত জানাই: ঈশ্বরের আশীর্বাদ হোক, যিনি তোমাকে আমাদের কাছে এনেছেন এবং তোমার পিতা ও মাতাকে আশীর্বাদ করুন৷ এবং নীনেভের সমস্ত ভাইদের মধ্যে আনন্দ হল৷
18 আর আখিয়াখারুস ও তাঁর ভাইয়ের ছেলে নাসবাস এলেন।
19 এবং টোবিয়াসের বিবাহ খুব আনন্দের সাথে সাত দিন পালন করা হয়েছিল.

অধ্যায় 12

1 তখন টোবিট তার ছেলে টোবিয়াসকে ডেকে বললেন, আমার ছেলে, দেখ যে লোকটির মজুরি আছে, যা তোমার সাথে গিয়েছিল, এবং তোমাকে তাকে আরও দিতে হবে।
2 এবং টোবিয়াস তাকে বললেন, হে পিতা, আমি যা এনেছি তার অর্ধেক তাকে দিতে আমার কোন ক্ষতি নেই৷
3 কারণ তিনি আমাকে নিরাপদে আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন, এবং আমার স্ত্রীকে সুস্থ করেছেন এবং আমাকে টাকা এনেছেন এবং একইভাবে আপনাকে সুস্থ করেছেন৷
4তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, এটা তার জন্য।
5 তখন তিনি ফেরেশতাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যা এনেছ তার অর্ধেক নাও এবং নিরাপদে চলে যাও৷'
6 তারপর তিনি তাদের উভয়কে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, তাঁর প্রশংসা করুন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন এবং জীবিতদের সামনে তিনি তোমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন৷ ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করা এবং সম্মানজনকভাবে ঈশ্বরের কাজগুলি প্রকাশ করা ভাল; তাই তার প্রশংসা করতে শিথিল হবেন না।
7 রাজার গোপন কথা গোপন রাখা ভাল, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ করা সম্মানজনক। যা ভাল তাই কর, আর কোন মন্দ তোমাকে স্পর্শ করবে না।
8 উপবাস, সদকা এবং ধার্মিকতার সাথে প্রার্থনা উত্তম। ধার্মিকতার সাথে সামান্য কিছু অধার্মিকতার চেয়ে অনেক ভালো। সোনা জমা করার চেয়ে দান করা উত্তম:
9 কারণ ভিক্ষা মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে, এবং সমস্ত পাপ দূর করবে৷ যারা ভিক্ষা এবং ধার্মিকতা অনুশীলন করে তারা জীবন দিয়ে পূর্ণ হবে:
10 কিন্তু যারা পাপ করে তারা নিজেদের জীবনের শত্রু৷
11 নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই রাখব না। কারণ আমি বলেছিলাম, রাজার গোপন কথা গোপন রাখা ভাল, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ করা সম্মানজনক।
12 তাই এখন, যখন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, এবং তোমার পুত্রবধূ সারা, তখন আমি সেই পবিত্রের সামনে তোমার প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম: এবং যখন তুমি মৃতকে কবর দিয়েছিলে, আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম৷
13 আর যখন তুমি উঠতে দেরি করনি, এবং রাতের খাবার ছেড়ে গিয়ে মৃতদের ঢাকতে, তখন তোমার ভালো কাজ আমার কাছ থেকে লুকানো হয়নি, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম৷
14 আর এখন ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে ও তোমার পুত্রবধূ সারাকে সুস্থ করতে।
15 আমি রাফেল, সাতটি পবিত্র ফেরেশতাদের একজন, যারা সাধুদের প্রার্থনা উপস্থাপন করে এবং যারা পবিত্রের মহিমার সামনে যায় এবং বাইরে যায়।
16 তখন তারা দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং মুখ থুবড়ে পড়ল, কারণ তারা ভয় পেয়েছিল৷
17 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, 'ভয় কোরো না, কারণ তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে৷ তাই ঈশ্বরের প্রশংসা করুন।
18 কারণ আমার কোন অনুগ্রহ নয়, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি এসেছি৷ তাই চিরকাল তাঁর প্রশংসা কর।
19 এই সমস্ত দিন আমি তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি; কিন্তু আমি খাই নি বা পান করি নি, কিন্তু তোমরা দর্শন পেয়েছ৷
20 তাই এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি৷ কিন্তু যা কিছু করা হয়েছে তা একটি বইয়ে লিখুন৷
21 তারা যখন উঠল, তখন তারা তাঁকে আর দেখতে পেল না৷
22 তারপর তারা ঈশ্বরের মহান ও আশ্চর্য কাজগুলি স্বীকার করল এবং প্রভুর ফেরেশতা কীভাবে তাদের সামনে এসেছিলেন তা স্বীকার করলেন৷

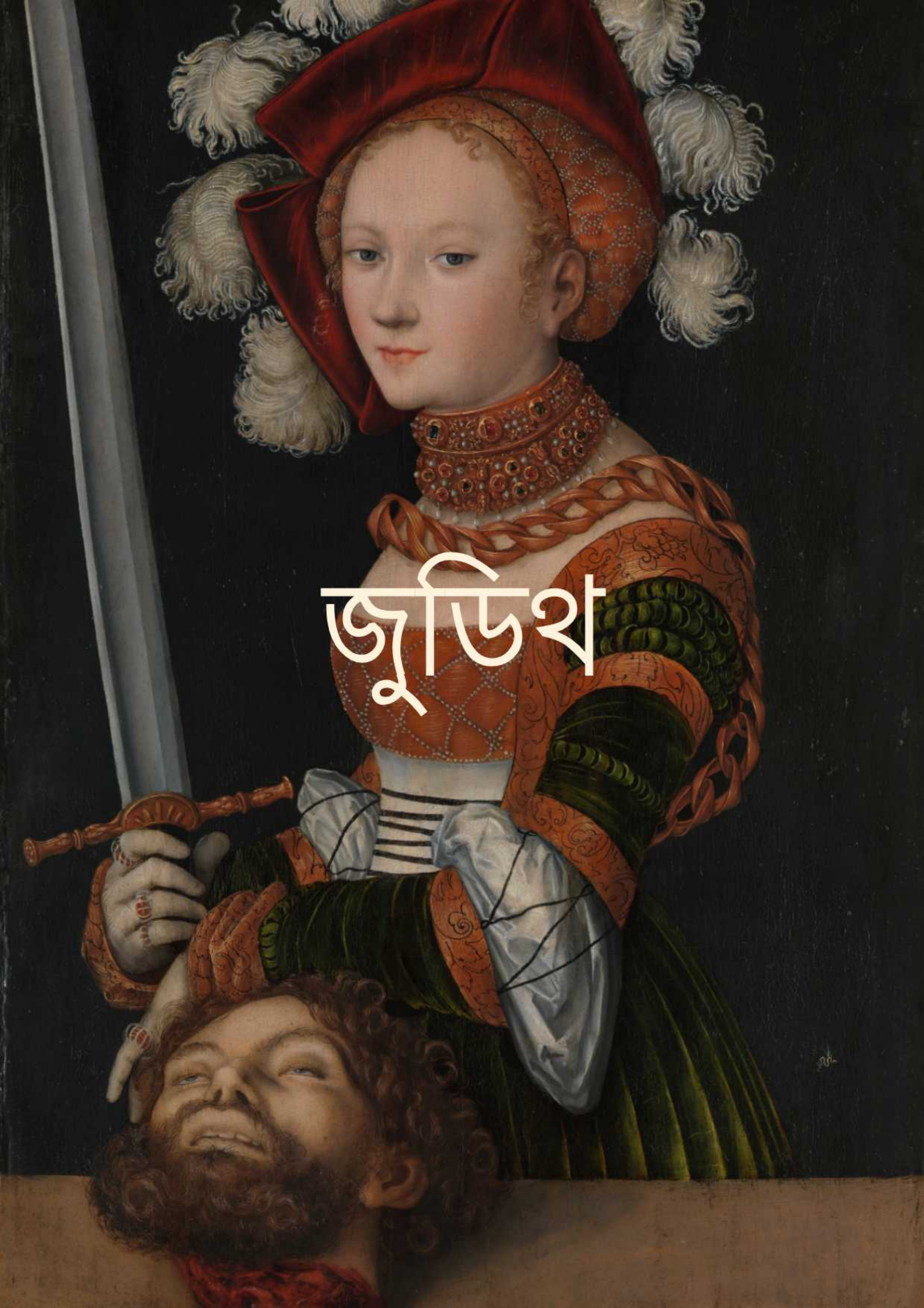
অধ্যায় 13

1 তারপর টোবিট আনন্দের একটি প্রার্থনা লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন, ধন্য ঈশ্বর যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন এবং ধন্য তাঁর রাজ্য।
2 কেননা তিনি চাবুক মারেন এবং করুণা করেন; তিনি নরকের দিকে নিয়ে যান এবং আবার উত্থিত করেন: কেউ তার হাত এড়াতে পারে না৷
3 হে ইস্রায়েলের সন্তানরা, অইহুদীদের সামনে তাকে স্বীকার কর, কারণ তিনি আমাদের তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন৷
4 সেখানে তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন এবং সমস্ত জীবিতদের সামনে তাঁর প্রশংসা করুন, কারণ তিনি আমাদের প্রভু এবং তিনি চিরকালের জন্য আমাদের পিতা ঈশ্বর৷
5 এবং তিনি আমাদের অন্যায়ের জন্য আমাদের চাবুক মারবেন, আবার দয়া করবেন, এবং তিনি আমাদের ছিন্নভিন্ন করেছেন এমন সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে আমাদের একত্রিত করবেন।
6 যদি তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাও এবং তাঁর সামনে ন্যায়পরায়ণ আচরণ কর, তবে সে তোমার দিকে ফিরে আসবে এবং তোমার কাছ থেকে মুখ লুকাবে না৷ অতএব দেখো সে তোমার সাথে কি করবে, এবং তোমার পুরো মুখে তাকে স্বীকার কর, এবং পরাক্রমশালী প্রভুর প্রশংসা কর, এবং চিরস্থায়ী রাজার প্রশংসা কর। আমার বন্দিত্বের দেশে আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং একটি পাপী জাতির কাছে তাঁর শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করি। হে পাপীগণ, ঘুরে দাঁড়াও এবং তার সামনে ন্যায়বিচার কর: কে বলতে পারে সে তোমাকে গ্রহণ করবে এবং তোমার প্রতি করুণা করবে?
7 আমি আমার ঈশ্বরের প্রশংসা করব এবং আমার প্রাণ স্বর্গের রাজার প্রশংসা করবে এবং তাঁর মহত্ত্বে আনন্দিত হবে।
8 সকলে কথা বলুক, সকলে তাঁহার ধার্মিকতার জন্য প্রশংসা করুক।
9 হে জেরুজালেম, পবিত্র শহর, তোমার সন্তানদের কাজের জন্য তিনি তোমাকে চাবুক মারবেন এবং ধার্মিকদের সন্তানদের প্রতি আবার দয়া করবেন।
10 সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়: এবং চিরস্থায়ী রাজার প্রশংসা কর, যেন তাঁর তাঁবু তোমার মধ্যে আবার আনন্দে নির্মিত হয়, এবং তিনি সেখানে তোমার মধ্যে যারা বন্দী তাদের আনন্দ করেন এবং যারা চিরকাল তোমার মধ্যে প্রেম করেন। যেগুলো দুঃখজনক।
11 বহু জাতি দূরদূরান্ত থেকে প্রভু ঈশ্বরের নামে তাদের হাতে উপহার নিয়ে আসবে, এমনকি স্বর্গের রাজার কাছে উপহারও নিয়ে আসবে; সমস্ত প্রজন্ম মহা আনন্দে তোমার প্রশংসা করবে।
12 যারা তোমাকে ঘৃণা করে তারা অভিশপ্ত, যারা তোমাকে চিরকাল ভালবাসে তারাই ধন্য।
13 ধার্মিকদের সন্তানদের জন্য আনন্দ কর এবং আনন্দ কর, কারণ তারা একত্রিত হবে এবং ধার্মিকদের প্রভুকে আশীর্বাদ করবে৷

14 ধন্য তারা যারা তোমাকে ভালবাসে, কারণ তারা তোমার শান্তিতে আনন্দ করবে; ধন্য তারা যারা তোমার সমস্ত আঘাতের জন্য দুঃখ পেয়েছে; কারণ তারা তোমার জন্য আনন্দ করবে, যখন তারা তোমার সমস্ত মহিমা দেখবে এবং চিরকালের জন্য আনন্দ করবে।
15 আমার আত্মা মহান রাজা ঈশ্বরের আশীর্বাদ করুক।
16 কারণ জেরুজালেম নীলকান্তমণি, পান্না এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে নির্মিত হবে: তোমার দেয়াল, বুরুজ এবং খাঁটি সোনা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র।
17 জেরুজালেমের রাস্তাগুলো বেরিল, কার্বাঙ্কেল এবং ওফিরের পাথর দিয়ে পাকা করা হবে।
18 এবং তার সমস্ত রাস্তা বলবে, আলেলুইয়া; এবং তারা তাঁর প্রশংসা করবে এবং বলবে, ধন্য ঈশ্বর, যিনি চিরকালের জন্য তার প্রশংসা করেছেন।

অধ্যায় 14

1 তাই টোবিট ঈশ্বরের প্রশংসা শেষ করলেন।
2 আর তিনি আট পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান, যা আট বৎসর পর তাহার মধ্যে পুনরুদ্ধার হইয়াছিল; এবং তিনি দান করিলেন, এবং তিনি সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভয়ে বেড়ে উঠলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন।
3 এবং যখন তিনি খুব বৃদ্ধ হলেন, তখন তিনি তাঁর ছেলেকে এবং তাঁর ছেলের ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার ছেলে, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাও। কারণ, দেখ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এবং এই জীবন থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত।
4 আমার ছেলে মিডিয়াতে যাও, কেননা যোনা ভাববাদী নিনেভের বিষয়ে যা বলেছিলেন তা আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে এটি উচ্ছেদ করা হবে৷ এবং যে কিছু সময়ের জন্য মিডিয়াতে শান্তি থাকবে; এবং আমাদের ভাইয়েরা সেই উত্তম দেশ থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে; এবং জেরুজালেম ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং সেখানে ঈশ্বরের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে এবং কিছু সময়ের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে;
5 এবং আবার ঈশ্বর তাদের প্রতি দয়া করবেন এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনবেন, যেখানে তারা একটি মন্দির নির্মাণ করবে, কিন্তু সেই যুগের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথমটির মতো নয়। এবং তারপরে তারা তাদের বন্দীদশা থেকে ফিরে আসবে এবং জেরুজালেমকে মহিমান্বিতভাবে গড়ে তুলবে, এবং সেখানে ঈশ্বরের ঘর চিরকালের জন্য একটি মহিমান্বিত দালান সহ নির্মিত হবে, যেমন ভাববাদীরা এর কথা বলেছেন।
6 আর সমস্ত জাতি ঘুরে দাঁড়াবে, এবং প্রভু ঈশ্বরকে সত্যই ভয় করবে এবং তাদের মূর্তিগুলিকে কবর দেবে।
7 এইভাবে সমস্ত জাতি সদাপ্রভুর প্রশংসা করবে, এবং তাঁর লোকেরা ঈশ্বরকে স্বীকার করবে, এবং সদাপ্রভু তাঁর লোকদের উন্নীত করবেন; এবং যারা সত্য ও ন্যায়বিচারে প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসে তারা আনন্দ করবে, আমাদের ভাইদের প্রতি করুণা করবে।
8 আর এখন, আমার ছেলে, নিনেভ থেকে চলে যাও, কারণ ভাববাদী জোনাস যা বলেছিলেন তা অবশ্যই ঘটবে।
9 কিন্তু তুমি আইন ও আজ্ঞাগুলি পালন কর এবং নিজেকে করুণাময় ও ন্যায়পরায়ণতা দেখাও, যাতে তোমার মঙ্গল হয়।
10 এবং আমাকে এবং তোমার মাকে আমার সাথে কবর দাও; কিন্তু নাইনেভে আর থেকো না। মনে রেখো, আমার ছেলে, আমন কীভাবে আচিয়াচারসকে সামলিয়েছিল যে তাকে তুলে এনেছিল, কীভাবে তিনি তাকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে এসেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাকে আবার পুরস্কৃত করেছিলেন: তবুও আচিয়াচারুস রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যের পুরষ্কার ছিল: কারণ সে অন্ধকারে নেমে গিয়েছিল। মানসেস দান করেছিলেন, এবং মৃত্যুর ফাঁদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন যা তারা তার জন্য স্থাপন করেছিল: কিন্তু আমন ফাঁদে পড়ে মারা গেল।
11 তাই এখন, আমার ছেলে, ভিক্ষা কি করে এবং ধার্মিকতা কীভাবে বিতরণ করে তা বিবেচনা করুন। এই সব কথা বলে তিনি একশো আট পঞ্চাশ বছর বয়সে বিছানায় প্রেত ছেড়ে দিলেন৷ এবং তিনি তাকে সম্মানজনকভাবে কবর দিলেন।
12 আর আন্নার মা মারা গেলে তিনি তাকে তার বাবার কাছে কবর দিলেন। কিন্তু টোবিয়াস তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একবাটানে চলে গেলেন তার শ্বশুর রাগুয়েলের কাছে,
13 যেখানে তিনি সম্মানের সাথে বৃদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তিনি তার বাবা এবং শাশুড়িকে সম্মানের সাথে কবর দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সম্পত্তি এবং তার পিতা টোবিটের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।
14 আর তিনি একশো সাতাশ বছর বয়সে মিডিয়ার একবাটানে মারা গেলেন।
15 কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি নিনেভের ধ্বংসের কথা শুনেছিলেন, যা নবুচোডোনোসর এবং অ্যাসুয়েরাস দ্বারা নেওয়া হয়েছিল: এবং মৃত্যুর আগে তিনি নিনেভকে নিয়ে আনন্দ করেছিলেন।



জুডিথ

অধ্যায় 1

1 নবুচোডোনোসরের রাজত্বের দ্বাদশ বছরে, যিনি মহান শহর নিনেতে রাজত্ব করেছিলেন; আরফাক্সদের দিনে, যারা একবাটানে মেডিসদের উপর রাজত্ব করেছিল,

2 আর একবাটানে চারপাশে পাথর কেটে তিন হাত চওড়া ও ছয় হাত লম্বা দেওয়াল তৈরি করা হল এবং দেওয়ালের উচ্চতা সত্তর হাত ও চওড়া পঞ্চাশ হাত করা হল।

3 এবং এর ফটকের উপরে একশো হাত উঁচু বুরুজ স্থাপন কর এবং ভিত্তির মধ্যে এর প্রস্থ ত্রিশ হাত।

4 এবং তিনি তার ফটকগুলি তৈরি করলেন, এমনকী সত্তর হাত উচ্চতা পর্যন্ত উঁচু ফটকগুলি এবং তার প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত, তাঁহার পরাক্রমশালী সৈন্যদলের অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং তাঁহার পদাতিক সৈন্যদের সাজানোর জন্য।

5এমনকি সেই সময়েও রাজা নবুচোদোনোসর রাজা অর্ফাক্সদের সঙ্গে মহা সমভূমিতে যুদ্ধ করেছিলেন, যা রাগৌর সীমানার সমভূমি।

6পরে পার্বত্য অঞ্চলে যারা বাস করত, এবং ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও হাইডাস্পেসের ধারে যারা বাস করত, এবং ইলিমিয়ানদের রাজা আরিওকের সমভূমি এবং চেলোদ-সন্তানদের অনেক জাতি তাঁর কাছে এসে জড়ো হল। যুদ্ধে

7তখন অশূরীয়দের রাজা নবুচোদোনোসর পারস্যে বসবাসকারী সকলের কাছে এবং পশ্চিম দিকে যারা বাস করত এবং সিলিকিয়া, দামেস্ক, লিবানাস, অ্যান্টিলিবানাস এবং সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী সকলের কাছে পাঠালেন,

8 এবং কারমেল, গালাদ, উচ্চতর গালীল এবং এসড্রেলোমের মহান সমভূমিতে যে সমস্ত জাতি ছিল তাদের কাছে,

9 আর শমরিয়া ও তার শহরগুলিতে এবং জর্ডানের ওপারে জেরুজালেম, বেটানে, চেলুস, কাদেস, মিশরের নদী, তাফনেস, রামেসে এবং গেসেমের সমস্ত দেশ,

10 যতক্ষণ না তোমরা তানিস ও মেমফিস ছাড়িয়ে এবং মিশরের সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে না আসো, যতক্ষণ না তোমরা ইথিওপিয়ার সীমানায় না আসো।

11 কিন্তু দেশের সমস্ত বাসিন্দারা আসিরীয়দের রাজা নবুচোদোনোসরের আদেশকে আলোকিত করেছিল, তারাও তার সাথে যুদ্ধে যায়নি; কারণ তারা তাঁকে ভয় করত না৷ হ্যাঁ, তিনি তাদের সামনে একজন মানুষের মতো ছিলেন, এবং তারা তাঁর দূতদের তাদের কাছ থেকে বিনা কারণে ও অপমানিত করে বিদায় করেছিল৷

12অতএব নবুচোদোনোসর এই সমস্ত দেশের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁর সিংহাসন ও রাজ্যের নামে শপথ করেছিলেন যে, তিনি অবশ্যই সিলিকিয়া, দামেস্ক এবং সিরিয়ার সমস্ত উপকূলে প্রতিশোধ নেবেন এবং তিনি তরবারি দিয়ে সমস্ত বাসিন্দাদের হত্যা করবেন। মোয়াবের দেশ, অম্মোনীয়দের, সমস্ত যিহূদিয়া এবং মিশরের সমস্ত লোকরা, যতক্ষণ না তোমরা দুই সমুদ্রের সীমানায় না আসো।

13 তারপর তিনি সপ্তদশ বছরে রাজা আরফাক্সদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি নিয়ে যুদ্ধের সারিতে অগ্রসর হলেন, এবং তিনি তাঁর যুদ্ধে জয়লাভ করলেন; কারণ তিনি অর্ফাক্সদের সমস্ত শক্তি, তাঁর সমস্ত ঘোড়সওয়ার এবং তাঁর সমস্ত রথকে পরাস্ত করেছিলেন।

14 এবং তার শহরগুলির অধিপতি হয়েছিলেন, এবং একবাটানে এসেছিলেন, এবং বুরুজগুলি নিয়েছিলেন এবং তার রাস্তাগুলিকে নষ্ট করেছিলেন এবং এর সৌন্দর্যকে লজ্জায় পরিণত করেছিলেন৷

15আর তিনি রাগৌ পর্বতে অবস্থিত অর্ফাক্সাদকেও লইয়াছিলেন, এবং তাহাকে আপন ডার্ট দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সেই দিন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিলেন।

16অতএব তিনি পরে নিনভে ফিরে গেলেন, তিনি এবং তাঁর সমস্ত বিচিত্র জাতিসকলের মধ্যে এক বিরাট যোদ্ধা ছিলেন, এবং সেখানে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন এবং তিনি এবং তাঁর সৈন্য উভয়েই একশত বিশ দিন ধরে ভোজ করলেন।

অধ্যায় 2

1 আঠারো বছরের প্রথম মাসের বাইশতম দিনে আসিরীয়দের রাজা নবুচদোনোসরের বাড়িতে কথা হল যে, তিনি যেমন বলেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত।

2 তাই তিনি তাঁর সমস্ত কর্মচারী এবং তাঁর সমস্ত উচ্চপদস্থ লোকদের কাছে ডেকে আনলেন, এবং তাদের সাথে তাঁর গোপন পরামর্শের কথা বললেন, এবং তাঁর নিজের মুখ থেকে সমস্ত পৃথিবীর দুর্দশা শেষ করলেন।

3 তারপর তারা সমস্ত মাংসকে ধ্বংস করার আদেশ দিল, যারা তাঁর মুখের আদেশ পালন করেনি।

4 এবং যখন তিনি তাঁর পরামর্শ শেষ করলেন, তখন আসিরীয়দের রাজা নবুচোডোনোসর তাঁর পাশে থাকা তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হোলোফর্নেসকে ডেকে বললেন৷

5 মহান রাজা, সমগ্র পৃথিবীর প্রভু এইভাবে বলেন, দেখ, আপনি আমার সামনে থেকে বের হয়ে যাবেন এবং নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী এক লাখ বিশ হাজার পদাতিক লোকদের সাথে নিয়ে যাবেন; ঘোড়ার সংখ্যা বারো হাজার।

6 আর তুমি সমস্ত পশ্চিম দেশের বিরুদ্ধে যাবে, কারণ তারা আমার আদেশ অমান্য করেছে।

7 এবং আপনি ঘোষণা করবেন যে তারা আমার জন্য মাটি ও জল প্রস্তুত করেছে: কারণ আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধে বের হব এবং আমার সেনাবাহিনীর পায়ে পৃথিবীর সমস্ত মুখ ঢেকে দেব এবং আমি তাদের লুণ্ঠনের বিনিময়ে দেব। তাদের:

8 যাতে তাদের নিহতরা তাদের উপত্যকা এবং স্রোতগুলিকে পূর্ণ করে দেয় এবং নদীটি তাদের মৃতদের দ্বারা পূর্ণ হয়, যতক্ষণ না এটি উপচে পড়ে।

9আর আমি তাদের বন্দী করে পৃথিবীর সব প্রান্তে নিয়ে যাব।

10 তাই তুমি চলে যাও। এবং তাদের সমস্ত উপকূল আমার জন্য আগে থেকে নিয়ে নাও; এবং যদি তারা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের শাস্তির দিন পর্যন্ত আপনি তাদের আমার জন্য সংরক্ষণ করবেন।

11 কিন্তু যারা বিদ্রোহী তাদের বিষয়ে, তোমার চোখ তাদের রেহাই দিও না; কিন্তু তাদের বধের জন্য রেখে দাও, এবং যেখানেই যাবে না কেন সেগুলো লুট করে দাও।

12 কারণ আমি বেঁচে আছি এবং আমার রাজ্যের শক্তিতে, আমি যা কিছু বলেছি, আমি আমার হাতেই করব৷

13 আর তুমি খেয়াল রাখো যে তুমি তোমার প্রভুর কোন আদেশ লঙ্ঘন করো না, কিন্তু আমি তোমাকে যেভাবে আজ্ঞা দিয়েছি, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করো এবং সেগুলি পালন করতে পিছিয়ে নাও৷

14 তারপর হোলোফর্নেস তার প্রভুর সামনে থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত গভর্নর ও সেনাপতিদের এবং আসুরের সেনাবাহিনীর অফিসারদের ডেকে পাঠালেন৷

15 এবং তিনি যুদ্ধের জন্য মনোনীত লোকদের একত্র করলেন, যেমন তাঁর প্রভু তাকে আদেশ করেছিলেন, এক লক্ষ বিশ হাজার এবং ঘোড়ার পিঠে বারো হাজার তীরন্দাজকে;

16 এবং তিনি তাদের সীমাবদ্ধ করলেন, যেমন যুদ্ধের জন্য একটি বিশাল সৈন্যের আদেশ দেওয়া হয়।

17 এবং তিনি তাদের গাড়ির জন্য উট ও গাধা নিলেন; এবং তাদের খাবারের জন্য সংখ্যাহীন ভেড়া, গরু এবং ছাগল।

18 আর প্রত্যেক সৈন্যের জন্য প্রচুর জিনিসপত্র এবং রাজার বাড়ী থেকে প্রচুর সোনা ও রূপা।

19 তারপর তিনি সমুদ্রযাত্রায় রাজা নবুচোদোনোসরের সামনে যাওয়ার জন্য এবং তাদের রথ, ঘোড়সওয়ার এবং তাদের মনোনীত পদাতিকদের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মুখ ঢেকে দেওয়ার জন্য বের হয়ে গেলেন এবং তার সমস্ত শক্তি নিয়ে গেলেন।

20 পঙ্গপালের মতো এবং পৃথিবীর বালির মতো বহু বিচিত্র দেশও তাদের সঙ্গে এসেছিল, কারণ লোকের সংখ্যা ছিল না৷

21 তারা নিনেভ থেকে তিন দিনের পথ বেক্টিলেথের সমভূমির দিকে এগিয়ে গেল এবং বেক্টিলেথ থেকে উপরের কিলিসিয়ার বাম দিকের পাহাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
22 তারপর তিনি তাঁর সমস্ত সৈন্যদল, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও রথ নিয়ে সেখান থেকে পাহাড়ী দেশে গেলেন।
23 এবং ফুদ ও লুদকে ধ্বংস করে দিল এবং সমস্ত রাসেস ও ইস্রায়েল-সন্তানদের লুণ্ঠন করল, যারা চেলিয়ানদের দেশের দক্ষিণে মরুভূমির দিকে ছিল।
24 তারপর তিনি ইউফ্রেটিস পার হয়ে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেন এবং সমুদ্রের কাছে না আসা পর্যন্ত আর্বোনাই নদীর তীরে অবস্থিত সমস্ত উঁচু শহর ধ্বংস করলেন।
25 আর তিনি কিলিকিয়ার সীমানা দখল করলেন এবং যারা তাকে প্রতিহত করেছিল তাদের সবাইকে মেরে ফেললেন এবং আরবের বিরুদ্ধে দক্ষিণ দিকের যাফেতের সীমানায় এলেন।
26 তিনি মাদিয়ানের সমস্ত ছেলেমেয়েদেরও ঘেরাও করলেন এবং তাদের আবাসগুলো পুড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ভেড়ার খোসাগুলো নষ্ট করলেন।
27 তারপর গম কাটার সময় তিনি দামেস্কের সমভূমিতে নেমে গেলেন, এবং তাদের সমস্ত ক্ষেত পুড়িয়ে দিলেন, এবং তাদের মেষপাল ও পশুদের ধ্বংস করলেন, তিনি তাদের শহরগুলিকে লুণ্ঠন করলেন, তাদের দেশগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন, এবং তাদের সমস্ত যুবকদেরকে আঘাত করলেন। তরবারির প্রান্ত।
28 সেইজন্য সীডন ও টাইরাসের সমুদ্র উপকূলের সমস্ত বাসিন্দাদের এবং সুর ও ওসিনায় এবং জেমনানে যারা বাস করত তাদের সকলের উপর তাঁর ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আর অ্যাজোটাস ও অ্যাসকালনে যারা বাস করত তারা তাঁকে খুব ভয় করত।

অধ্যায় 3

1অতএব তারা শান্তির জন্য তার কাছে দূত পাঠাল, এই বলে,
2 দেখ, আমরা মহান রাজা নবুচোদোনোসরের দাসেরা তোমার সামনে শুয়ে আছি; আপনার দৃষ্টিতে ভাল হিসাবে আমাদের ব্যবহার করুন।
3 দেখ, আমাদের বাড়িঘর, আমাদের সমস্ত জায়গা, আমাদের সমস্ত গমের ক্ষেত, মেষপাল, পশুপাল এবং আমাদের তাঁবুর সমস্ত বাসস্থান আপনার সামনে পড়ে আছে; এটা আপনার খুশি হিসাবে তাদের ব্যবহার করুন.
4 দেখ, আমাদের শহর ও সেখানকার অধিবাসীরা তোমার দাস; এসো এবং তোমার কাছে ভালো মনে হলে তাদের সাথে ব্যবহার কর।
5 সেইজন্য সেই লোকেরা হলফর্নেসের কাছে এসে তাঁকে এইভাবে ঘোষণা করল৷
6 তারপর তিনি এবং তাঁর সৈন্য উভয়েই সমুদ্র উপকূলের দিকে নেমে এলেন এবং উঁচু শহরগুলিতে সৈন্যদল স্থাপন করলেন এবং সাহায্যের জন্য মনোনীত লোকদের বের করলেন।
7 তাই তারা এবং আশেপাশের সমস্ত দেশ তাদের মালা দিয়ে, নাচের সাথে এবং ঝাঁকুনি দিয়ে বরণ করে নিল।
8 তবুও তিনি তাদের সীমানা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন: কারণ তিনি দেশের সমস্ত দেবতাদের ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন, সমস্ত জাতি কেবল নবুচোডোনোসরের উপাসনা করবে এবং সমস্ত ভাষা ও গোত্র তাকে ঈশ্বর হিসাবে ডাকবে।
9 এছাড়াও তিনি ইস্‌ড্রেলোনের কাছে এলেন যিহূদিয়ার কাছে, যিহূদিয়ার মহাপ্রণালীর বিপরীতে৷
10 আর তিনি গেবা ও সিথোপলিসের মধ্যে ঘাঁটি স্থাপন করলেন এবং সেখানে তিনি পুরো এক মাস অবস্থান করলেন যাতে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সমস্ত গাড়ি একত্রিত করতে পারেন।

অধ্যায় 4

1 ইস্রায়েল-সন্তানগণ, যারা যিহূদিয়াতে বাস করত, তারা শুনেছিল যে আসিরিয়ার রাজা নাবুচোডোনোসরের প্রধান সেনাপতি হোলোফর্নেস জাতিদের প্রতি যা করেছিলেন, এবং কী পদ্ধতিতে তিনি তাদের সমস্ত মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন এবং তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।
2 তাই তারা তাঁকে খুব ভয় পেল এবং জেরুজালেম ও তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মন্দিরের জন্য উদ্বিগ্ন হল।
3 কারণ তারা বন্দীদশা থেকে সদ্য ফিরে এসেছিল, এবং ইহুদির সমস্ত লোক সম্প্রতি একত্রিত হয়েছিল: এবং পাত্র, বেদী এবং ঘর অপবিত্র করার পরে পবিত্র করা হয়েছিল৷
4অতএব তারা শমরিয়ার সমস্ত উপকূলে, গ্রামগুলিতে এবং বেথোরন, বেলমেন, জেরিকো, চোবা, এসোরা এবং সালেম উপত্যকায় পাঠাল:
5 এবং উচ্চ পর্বতের সমস্ত চূড়ার আগে থেকেই নিজেদের অধিকার করে নিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে থাকা গ্রামগুলিকে সুরক্ষিত করেছিল এবং যুদ্ধের ব্যবস্থা করার জন্য খাবার সংগ্রহ করেছিল, কারণ তাদের ক্ষেতগুলি দেরিতে কাটা হয়েছিল৷
6আর সেই সময়ে জেরুজালেমে থাকা মহাযাজক যোয়াকিম বেথুলিয়াতে যারা বাস করত এবং বেটোমেস্তম, ইস্‌ড্রেলোনের বিপরীতে দোথাইমের কাছে খোলা মাঠের দিকে, তাদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন।
7 পার্বত্য অঞ্চলের গিরিপথগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের নির্দেশ: কারণ তাদের দ্বারা যিহূদিয়াতে প্রবেশের পথ ছিল, এবং যারা উপরে আসবে তাদের থামানো সহজ ছিল, কারণ পথটি সোজা ছিল, সর্বাধিক দু'জন লোকের জন্য৷
8আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যিরূশালেমে বসবাসকারী সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষদের সহিত মহাযাজক যোয়াকীমের আজ্ঞা অনুসারে কাজ করিল।
9তখন ইস্রায়েলের প্রত্যেক মানুষ মহান উদ্বেগের সাথে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করেছিল, এবং তারা তাদের আত্মাকে নত করেছিল:
10 তারা, তাদের স্ত্রী, তাদের সন্তান, তাদের গবাদি পশু, এবং প্রত্যেক বিদেশী এবং মজুর এবং তাদের দাসরা যারা টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল তারা তাদের কোমরে চট পরল।
11 এইভাবে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ছোট বাচ্চারা এবং জেরুজালেমের বাসিন্দারা মন্দিরের সামনে পড়ে গেল এবং তাদের মাথায় ছাই ফেলল এবং সদাপ্রভুর মুখের সামনে তাদের চটের কাপড় বিছিয়ে দিল;
12 এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে সকলে এক সম্মতি সহকারে ক্রন্দন করিলেন যে, তিনি তাদের সন্তানদের শিকারের জন্য, এবং তাদের স্ত্রীদেরকে লুটের জন্য, এবং তাদের উত্তরাধিকারের শহরগুলিকে ধ্বংসের জন্য এবং পবিত্র স্থানকে অপবিত্রতা ও তিরস্কারের জন্য দেবেন না। জাতিদের আনন্দ করার জন্য।
13 তাই ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনলেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের দিকে নজর দিলেন, কারণ সমস্ত যিহূদিয়া ও জেরুজালেমে লোকেরা সর্বশক্তিমান প্রভুর পবিত্র স্থানের সামনে বহু দিন উপবাস করেছিল৷
14আর মহাযাজক যোয়াকিম, এবং সমস্ত যাজক যারা সদাপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা সদাপ্রভুর সেবা করত, তারা তাদের কোমরে চট পরিধান করত, এবং প্রতিদিনের হোমবলি, মানত ও বিনামূল্যের উপহারের সাথে উৎসর্গ করত।
15 এবং তাদের মাইতে ছাই ছিল, এবং তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করেছিল, যাতে তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবারের প্রতি করুণার সাথে তাকান।

অনুচ্ছেদ 5

1তখন আসুরের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হোলোফর্নেসের কাছে ঘোষণা করা হল যে, ইস্রায়েল-সন্তানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হয়েছে এবং পাহাড়ী দেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং উঁচু পাহাড়ের সমস্ত চূড়াকে সুরক্ষিত করেছে এবং চ্যাম্পিয়ন দেশগুলিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে:
2 তাতে তিনি খুব রেগে গিয়ে মোয়াবের সমস্ত শাসনকর্তাদের, অম্মোনের সেনাপতিদের এবং সমুদ্র উপকূলের সমস্ত শাসনকর্তাদের ডেকে পাঠালেন,
3তখন তিনি তাদের বললেন, হে কনানের সন্তানেরা, এখন আমাকে বল, এই লোকেরা কে, যারা পাহাড়ী এলাকায় বাস করে এবং তারা কোন শহরগুলো বাস করে এবং তাদের সৈন্যদলের সংখ্যা কত এবং তাদের কোথায় আছে? ক্ষমতা এবং শক্তি, এবং কি রাজা তাদের উপর স্থাপন করা হয়, বা তাদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক;
4 এবং কেন তারা পশ্চিমের সমস্ত বাসিন্দাদের চেয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসবে না?
5তখন অম্মোন-সন্তানদের সেনাপতি আখিওর কহিলেন, আমার প্রভু এখন আপনার দাসের মুখ হইতে একটি কথা শুনুন, এবং আমি আপনার কাছে এই লোকদের সম্বন্ধে সত্য ঘোষণা করি, যারা আপনার নিকটে বাস করে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে। এবং আপনার দাসের মুখ থেকে কোন মিথ্যা বের হবে না।
6 এই লোকেরা ক্যালদীয়দের বংশধর।
7 এবং তারা মেসোপটেমিয়াতে এখানে বাস করেছিল, কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দেবতাদের অনুসরণ করবে না, যারা ক্যালদিয়া দেশে ছিল।
8 কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের উপাসনা করেছিল, সেই ঈশ্বর যাকে তারা চিনত: তাই তারা তাদের দেবতাদের মুখ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে অনেক দিন অবস্থান করেছিল।
9 তখন তাদের ঈশ্বর তাদের সেই জায়গা থেকে চলে যেতে এবং চানান দেশে যেতে আদেশ করলেন, যেখানে তারা বাস করত এবং সোনা, রৌপ্য এবং প্রচুর গবাদি পশু দিয়ে তাদের বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
10 কিন্তু যখন একটি দুর্ভিক্ষ সমস্ত চানান দেশকে ঢেকে ফেলল, তখন তারা মিশরে নেমে গেল এবং সেখানে বাস করতে লাগল, যখন তারা পুষ্ট ছিল, এবং সেখানে একটি বিশাল জনসমাগম হল, যাতে কেউ তাদের জাতিকে গণনা করতে পারে না।
11 সেইজন্য মিশরের রাজা তাদের বিরুদ্ধে উঠলেন, এবং তাদের সাথে সূক্ষ্ম ব্যবহার করলেন এবং ইটের পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের নীচু করলেন এবং তাদের দাস করলেন।
12 তখন তারা তাদের ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করল, এবং তিনি সমস্ত মিশর দেশকে দুরারোগ্য মহামারী দিয়ে আঘাত করলেন, তাই মিশরীয়রা তাদের তাদের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দিল।
13আর ঈশ্বর তাদের সামনে লোহিত সাগর শুকিয়ে দিলেন,
14 এবং তাদের সিনা এবং ক্যাডস-বার্ন পর্বতে নিয়ে গেল এবং মরুভূমিতে যারা বাস করত তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিল৷
15 এইভাবে তারা ইমোরীয়দের দেশে বাস করতে লাগল এবং তারা তাদের শক্তিতে এষেবোনের সমস্ত লোককে ধ্বংস করল এবং জর্ডান পার হয়ে সমস্ত পাহাড়ী দেশ অধিকার করল।
16আর তারা কনানী, ফেরেসী, যিবূষীয়, সিকামীয় এবং সমস্ত গেৰ্গেসীয়দের তাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তারা সেই দেশে অনেক দিন বাস করল।
17 এবং যখন তারা তাদের ঈশ্বরের সামনে পাপ করেনি, তারা সফল হয়েছিল, কারণ যে ঈশ্বর অন্যায় ঘৃণা করেন তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন।
18কিন্তু তিনি যখন তাদের নিযুক্ত করেছিলেন সেই পথ থেকে যখন তারা চলে গেল, তখন তারা অনেক যুদ্ধে খুব যন্ত্রণাদায়কভাবে ধ্বংস হল, এবং তাদের বন্দী করে এমন এক দেশে নিয়ে গেল যেটা তাদের ছিল না, এবং তাদের ঈশ্বরের মন্দির মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তাদের শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শত্রুদের দ্বারা নেওয়া
19 কিন্তু এখন তারা তাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে গেছে, এবং তারা যেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল সেখান থেকে উঠে এসেছে এবং জেরুজালেম অধিকার করেছে, যেখানে তাদের পবিত্র স্থান রয়েছে এবং পাহাড়ী দেশে বসে আছে; কারণ এটা ছিল জনশূন্য।
20 তাই এখন, আমার প্রভু এবং রাজ্যপাল, যদি এই লোকদের বিরুদ্ধে কোন ভুল হয় এবং তারা তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে, তাহলে আসুন আমরা বিবেচনা করি যে এটি তাদের ধ্বংস হবে, এবং আসুন আমরা উপরে যাই এবং আমরা তাদের জয় করব।
21 কিন্তু যদি তাদের জাতির মধ্যে কোন অন্যায় না থাকে, তাহলে আমার প্রভু এখন পাশ কাটিয়ে যান, পাছে তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের ঈশ্বর তাদের জন্য হবেন এবং আমরা সমস্ত বিশ্বের কাছে নিন্দিত হব।
22 আর আখিওর এই কথাগুলি শেষ করার পর, তাঁবুর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত লোকেরা এবং হলফর্নেসের প্রধান ব্যক্তিরা এবং সমুদ্রের ধারে এবং মোয়াবে বসবাসকারী সকলে বলতে লাগল যে তাকে হত্যা করা উচিত।
23 কারণ, তারা বলে, আমরা ইস্রায়েল-সন্তানদের মুখ দেখে ভয় পাব না, কারণ দেখ, এটা এমন এক জাতি যাদের শক্তিশালী যুদ্ধের শক্তি বা শক্তি নেই।
24 এখন, প্রভু হলফর্নেস, আমরা উপরে যাব, এবং তারা আপনার সমস্ত সেনাবাহিনীকে গ্রাস করার শিকার হবে।

অধ্যায় 6

1পরে পরিষদ সম্বন্ধে লোকদের হট্টগোল বন্ধ হইলে, অসুরের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হোলোফর্নেস অন্যান্য জাতির সমস্ত দলের সম্মুখে আখিওর ও সমস্ত মোয়াবীয়কে বলিলেন,
2 আর তুমি কে, আখিওর ও ইফ্রয়িমের কর্মচারী, যে তুমি আজকে আমাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছ এবং বলেছ যে, আমরা ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তাদের ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন? এবং নবুচোদোনোসর ছাড়া ঈশ্বর কে?
3 তিনি তাঁর শক্তি পাঠাবেন এবং পৃথিবীর মুখ থেকে তাদের ধ্বংস করবেন, এবং তাদের ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন না; কিন্তু আমরা তাঁর দাসেরা তাদের এক মানুষ হিসাবে ধ্বংস করব; কারণ তারা আমাদের ঘোড়ার শক্তি ধরে রাখতে পারে না।
4 কারণ তাদের সাথে আমরা তাদের পায়ের নীচে মাড়াব, এবং তাদের পর্বতগুলি তাদের রক্তে মাতাল হবে, এবং তাদের ক্ষেতগুলি তাদের মৃতদেহে পূর্ণ হবে, এবং তাদের পদচিহ্ন আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, রাজা নবুচোদোনোসর বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীর প্রভু, কারণ তিনি বলেছিলেন, আমার কোন কথাই বৃথা হবে না।
5আর তুমি, আখিওর, অম্মোনের কর্মচারী, যে তোমার অন্যায়ের দিনে এই কথাগুলি বলেছিলে, আজ থেকে আমার মুখ আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না আমি মিশর থেকে বেরিয়ে আসা এই জাতির প্রতিশোধ না নিই।
6 এবং তখন আমার সেনাবাহিনীর তলোয়ার এবং আমার সেবাকারী লোকদের দল তোমার পাশ দিয়ে চলে যাবে এবং আমি ফিরে আসার পর তুমি তাদের নিহতদের মধ্যে পড়বে।
7 তাই এখন আমার দাসেরা তোমাকে পার্বত্য অঞ্চলে ফিরিয়ে আনবে এবং পথের কোন একটি শহরে তোমাকে রাখবে।
8 আর তুমি ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের সাথে ধ্বংস না হও।
9 আর যদি তুমি মনে মনে নিজেকে রাজি কর যে সেগুলি নেওয়া হবে, তবে তোমার মুখের ক্ষয় যেন না হয়: আমি এটা বলেছি এবং আমার কোন কথাই বৃথা হবে না৷
10 তখন হলফর্নেস তাঁর তাঁবুতে অপেক্ষা করা দাসদের আচিওরকে নিয়ে বেথুলিয়াতে নিয়ে এসে ইস্রায়েল-সন্তানদের হাতে তুলে দিতে আদেশ দিলেন।

11তখন তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে লইয়া শিবির হইতে সমভূমিতে লইয়া গেলেন, এবং তাহারা সমভূমির মাঝখান হইতে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া বেথুলিয়ার অধীনস্থ ঝর্ণার নিকটে উপস্থিত হইল।
12 শহরের লোকেরা তাদের দেখে তাদের অস্ত্র তুলে নিয়ে নগরের বাইরে পাহাড়ের চূড়ায় চলে গেল; এবং যে কেউ গুলতি ব্যবহার করেছিল তারা তাদের বিরুদ্ধে পাথর ছুঁড়ে তাদের উপরে আসতে বাধা দিল।
13তবুও পাহাড়ের নীচে গোপনে এসে তারা আখিওরকে বেঁধে ফেলে এবং তাকে পাহাড়ের পাদদেশে ফেলে রেখে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।
14কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা তাদের শহর থেকে নেমে এসে তাঁর কাছে এসে তাঁকে খুলে দিল এবং তাঁকে বেথুলিয়াতে নিয়ে গেল এবং তাঁকে শহরের গভর্নরদের কাছে পেশ করল:
15 সেই সময়ে শিমিয়োন-গোষ্ঠীর মিখার ছেলে ওসিয়, গোথোনিয়েলের ছেলে ছাব্রিস এবং মেল্‌খিয়েলের ছেলে চার্মিস।
16 এবং তারা শহরের সমস্ত প্রাচীনদের একত্রিত করল, এবং তাদের সমস্ত যুবক এবং তাদের মহিলারা সমাবেশে দৌড়ে গেল এবং তারা তাদের সমস্ত লোকদের মধ্যে আখিওরকে স্থাপন করল। অতঃপর ওযিয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করা হয়েছে।
17 এবং তিনি উত্তর দিলেন এবং হোলোফার্নেসের কাউন্সিলের কথাগুলি এবং আসুরের রাজপুত্রদের মধ্যে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন এবং ইস্রায়েলের পরিবারের বিরুদ্ধে হোলোফার্নেস গর্বিতভাবে যা বলেছিলেন তা তাদের কাছে ঘোষণা করলেন।
18 তখন লোকেরা উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করল এবং ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করল৷ বলছে,
19 হে স্বর্গের ঈশ্বর প্রভু, তাদের অহংকার দেখুন এবং আমাদের জাতির নিম্ন সম্পত্তির প্রতি করুণা করুন এবং আজ যারা আপনার কাছে পবিত্র হয়েছেন তাদের মুখের দিকে তাকান।
20 তখন তারা আখিওরকে সান্ত্বনা দিল এবং তাঁর প্রশংসা করল।
21 আর ওসিয়াস তাঁকে মণ্ডলী থেকে বের করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন৷ তারা সারা রাত ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগল।

অধ্যায় 7

1 পরের দিন হলফর্নেস তাঁর সমস্ত সৈন্যদলকে এবং তাঁর সমস্ত লোককে যারা তাঁর অংশ নিতে এসেছিল তাদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন বেথুলিয়ার বিরুদ্ধে তাদের শিবির সরিয়ে দেয়, যেন তারা পাহাড়ী দেশের আরোহণকে এগিয়ে নেয় এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। .
2তখন তাদের বলবান সৈন্যরা সেই দিন তাদের শিবিরগুলো সরিয়ে ফেলল, এবং যোদ্ধাদের সৈন্যদল ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার পদাতিক, বারো হাজার ঘোড়সওয়ার, মালপত্রের পাশে, এবং তাদের মধ্যে চলাফেরাকারী অন্যান্য সৈন্যরা ছিল এক বিরাট জনতা। .
3 এবং তারা ঝর্ণার কাছে বেথুলিয়ার কাছে উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেছিল এবং তারা দোথাইম থেকে বেলমায়িম পর্যন্ত এবং বেথুলিয়া থেকে ইস্দ্রেলোনের বিপরীতে সাইনামোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
4তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তাহাদের ভিড় দেখিয়া অতিশয় বিচলিত হইল, এবং প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবেশীকে বলিল, এখন এই লোকেরা পৃথিবীর মুখ চাটবে; কেননা উঁচু পর্বত, উপত্যকা বা পাহাড় কোনটাই তাদের ভার বহন করতে পারে না।
5 তারপর প্রত্যেকে তাদের যুদ্ধের অস্ত্র তুলে নিল, এবং যখন তারা তাদের বুরুজগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল, তখন তারা সারা রাত দাঁড়িয়ে রইল।
6কিন্তু দ্বিতীয় দিনে হলফর্নেস বেথুলিয়াতে থাকা ইস্রায়েল-সন্তানদের সামনে তাঁর সমস্ত ঘোড়সওয়ারকে বের করে আনলেন।
7 এবং নগর পর্যন্ত গিরিপথগুলি দেখে, তাদের জলের ফোয়ারার কাছে এসে সেগুলিকে নিয়ে গেল, এবং তাদের উপরে যোদ্ধাদের সৈন্যদের স্থাপন করল, এবং সে নিজেই তার লোকদের দিকে এগিয়ে গেল৷
8তখন এষৌ-সন্তানদের সমস্ত প্রধান, মোয়াবের সমস্ত শাসনকর্তা এবং সমুদ্র উপকূলের সেনাপতিরা তাঁর কাছে এসে বললেন,
9 আমাদের প্রভু এখন একটি কথা শুনুন যাতে আপনার সৈন্যদলের পতন না ঘটে।
10 কারণ ইস্রায়েল-সন্তানদের এই লোকেরা তাদের বর্শার উপর ভরসা করে না, কিন্তু তারা যে পাহাড়ের মধ্যে বাস করে তার উচ্চতায়, কারণ তাদের পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত আসা সহজ নয়।
11 তাই এখন, আমার প্রভু, যুদ্ধের সারিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, এবং আপনার লোকদের একজনেরও মৃত্যু হবে না।
12 তোমার শিবিরে থাকো, তোমার সৈন্যবাহিনীর সমস্ত লোককে রাখো, এবং তোমার দাসদের তাদের হাতে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত জলের ফোয়ারা ধরতে দাও।
13 কারণ বেথুলিয়ার সমস্ত বাসিন্দাদের জল আছে; তাই তৃষ্ণা তাদের মেরে ফেলবে এবং তারা তাদের শহর ছেড়ে দেবে, আর আমরা এবং আমাদের লোকেরা কাছাকাছি পাহাড়ের চূড়ায় উঠব এবং তাদের উপরে শিবির স্থাপন করব, যাতে কেউ শহরের বাইরে যেতে না পারে।
14 তাই তারা এবং তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে, এবং তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার আসার আগেই তারা যেখানে বাস করে সেখানে তাদের ধ্বংস করা হবে।
15 এইভাবে তুমি তাদের মন্দ প্রতিদান দেবে; কারণ তারা বিদ্রোহ করেছিল, এবং শান্তিতে তোমার সাথে দেখা করেনি।
16 আর এই কথাগুলো হলফর্নেস ও তাঁর সমস্ত দাসদের খুশি হল এবং তিনি তাদের কথা মতো কাজ করতে নিযুক্ত করলেন।
17 তাই অম্মোন-সন্তানদের শিবির চলে গেল এবং তাদের সঙ্গে পাঁচ হাজার অশূরীয়রা উপত্যকায় ঘাঁটি স্থাপন করল এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের জল ও ঝর্ণাগুলো নিয়ে গেল।
18তখন এষৌ-সন্তানগণ অম্মোন-সন্তানগণের সহিত উঠিয়া দোথাইমের সম্মুখে পাহাড়ী এলাকায় শিবির স্থাপন করিল; এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে দক্ষিণে ও পূর্ব দিকে একরেবেলের বিরুদ্ধে পাঠাইল, যেটি চুশীর নিকটবর্তী। মোচমুর নদীর উপর; অশূরীয়দের অবশিষ্ট সৈন্যরা সমভূমিতে শিবির স্থাপন করেছিল এবং সমস্ত দেশের মুখ ঢেকেছিল৷ এবং তাদের তাঁবু এবং গাড়িগুলি অনেক বড় ভিড়ের কাছে ছিল৷
19 তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করেছিল, কারণ তাদের হৃদয় ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাদের সমস্ত শত্রুরা তাদের চারপাশে ঘিরে রেখেছিল এবং তাদের মধ্য থেকে পালানোর কোন উপায় ছিল না।
20 এইভাবে অসুরের সমস্ত দল তাদের চারপাশে, তাদের পদাতিক, রথ ও ঘোড়সওয়ার উভয়ই চার এবং ত্রিশ দিন ধরে রইল, যাতে তাদের সমস্ত জলের পাত্র বেথুলিয়ার সমস্ত নিষেধকারীদের ব্যর্থ হয়েছিল।
21 এবং কুন্ডগুলি খালি করা হয়েছিল, এবং একদিনের জন্য তাদের তৃপ্তির জন্য জল ছিল না৷ কারণ তারা তাদের পরিমাপ করে পান করেছিল৷
22 সেইজন্য তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা হৃদয়হীন ছিল, এবং তাদের মহিলা ও যুবকরা তৃষ্ণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং শহরের রাস্তায় এবং ফটকের ধারে পড়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আর শক্তি ছিল না।
23তখন সমস্ত লোক ওসিয়াস ও নগরের প্রধান, যুবক-যুবতী, মহিলা ও শিশু-কিশোরগণের কাছে সমবেত হইল এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করিল, এবং সমস্ত প্রাচীনদের সম্মুখে বলিল,
24 ঈশ্বর আমাদের এবং আপনার মধ্যে বিচার করুন, কারণ আপনি অসুর সন্তানদের শান্তি চান না, কারণ আপনি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন.

25 এখন আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই; কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে তাদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছেন, যাতে আমরা তৃষ্ণার্ত ও মহা ধ্বংসের সাথে তাদের সামনে নিক্ষিপ্ত হই।
26 তাই এখন তাদের আপনার কাছে ডেকে নিন এবং হোলোফার্নেসের লোকদের এবং তার সমস্ত সৈন্যদের কাছে লুটের জন্য পুরো শহরটি তুলে দিন।
27 কারণ পিপাসায় মারা যাওয়ার চেয়ে আমাদের তাদের কাছে লুণ্ঠন করা ভাল: আমরা তাঁর দাস হব, যাতে আমাদের আত্মা বাঁচতে পারে এবং আমাদের চোখের সামনে আমাদের শিশুর মৃত্যু দেখতে পাবে না, আমাদের স্ত্রীদেরও না। আমাদের সন্তানদের মরতে হবে।
28 আমরা আপনার বিরুদ্ধে স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আমাদের ঈশ্বর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভুকে সাক্ষ্য দিচ্ছি, যিনি আমাদের পাপ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য আমাদের শাস্তি দেন, যে আজ আমরা যা বলেছি সে অনুযায়ী তিনি করেন না৷
29 তখন মণ্ডলীর মধ্যে এক সম্মতিতে খুব কান্নাকাটি হল৷ তারা প্রভু ঈশ্বরের কাছে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল|
30তখন ওসিয়াস তাদের বললেন, "ভাইয়েরা, সাহস কর, আসুন আমরা আর পাঁচ দিন ধৈর্য ধরি, সেই জায়গায় আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের প্রতি তাঁর করুণা দেখাবেন। কারণ তিনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন না।
31 এবং যদি এই দিনগুলি চলে যায়, এবং আমাদের কাছে কোন সাহায্য না আসে, আমি আপনার কথা অনুসারে কাজ করব৷
32 আর তিনি লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্বে; তারা তাদের শহরের প্রাচীর ও বুরুজের কাছে গিয়ে স্ত্রীলোক ও শিশুদের তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল, আর তারা শহরে খুব নীচু হয়ে গেল।

অধ্যায় 8

1 সেই সময় জুডিথ শুনলেন, তিনি মরারির কন্যা, তিনি বলদের পুত্র, যোষেফের পুত্র, ওজেলের পুত্র, ইল্‌সিয়ার পুত্র, অননিয়ার পুত্র, তিনি গেদিয়োনের পুত্র, রফাইমের পুত্র। , আকিথোর ছেলে, ইলিউর ছেলে, ইলিয়াবের ছেলে, ইলিয়াবের ছেলে, নাথানেলের ছেলে, সামায়েলের ছেলে, সালসাদলের ছেলে, ইস্রায়েলের ছেলে।
2 আর মনঃশি ছিলেন তার স্বামী, তার গোত্র ও আত্মীয়, যিনি বার্লি কাটার সময় মারা গিয়েছিলেন।
3 কারণ তিনি যখন মাঠের মধ্যে শেপ বাঁধা লোকদের দেখাশোনা করছিলেন, তখন তাপ তাঁর মাথায় এল, এবং তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং বেথুলিয়া শহরে মারা গেলেন, এবং তারা তাকে দোথায়িম ও বালামোর মাঝখানে মাঠে তাঁর পিতৃপুরুষদের সাথে কবর দিল। .
4 তাই জুডিথ তিন বছর চার মাস গৃহে বিধবা ছিলেন।
5 আর সে তার ঘরের ওপরে একটা তাঁবু তৈরী করল এবং তার কোমরে চট পরল এবং তার বিধবার পোশাক পরল।
6 এবং তিনি তার বিধবা হওয়ার সমস্ত দিন উপবাস করেছিলেন, বিশ্রামবারের আগের দিনগুলি, বিশ্রামের দিনগুলি এবং অমাবস্যার আগের দিনগুলি, এবং অমাবস্যা এবং ইস্রায়েল পরিবারের উত্সব এবং উত্সবের দিনগুলি ছাড়া৷
7 তিনি সুন্দর চেহারারও ছিলেন এবং দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন: এবং তার স্বামী মানসেস তার সোনা, রূপা, দাস-দাসী, গবাদি পশু এবং জমি রেখে গিয়েছিলেন; এবং সে তাদের উপর রইল.
8 আর এমন কেউ ছিল না যে তাকে খারাপ কথা বলেছিল; সে ঈশ্বরকে খুব ভয় করত।
9 এখন যখন সে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে লোকদের মন্দ কথা শুনতে পেল যে তারা জলের অভাবে অজ্ঞান হয়ে গেল৷ কারণ ওজিয়াস তাদের কাছে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা জুডিথ শুনেছিলেন এবং পাঁচ দিন পর শহরটি অ্যাসিরিয়ানদের হাতে তুলে দেওয়ার শপথ করেছিলেন;
10 তারপর তিনি তার অপেক্ষমাণ মহিলাকে পাঠালেন, যার কাছে তার সমস্ত কিছুর সরকার ছিল, ওজিয়াস এবং চাব্রিস এবং চার্মিসকে শহরের প্রাচীনদের ডাকতে।
11 তারা তার কাছে এল, আর সে তাদের বলল, হে বেথুলিয়ার বাসিন্দাদের শাসনকর্তারা, এখন আমার কথা শোন, কারণ আজ লোকেদের সামনে যে কথাগুলো বলেছ তা ঠিক নয়, এই শপথকে স্পর্শ করে যা তোমরা উচ্চারণ করেছ। ঈশ্বর এবং আপনার মধ্যে, এবং আমাদের শত্রুদের কাছে শহরটি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি না এই দিনের মধ্যে প্রভু আপনাকে সাহায্য করতে না আসেন।
12 আর এখন তোমরা কে যে আজ ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছ এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে মানবসন্তানদের মধ্যে দাঁড়িয়েছ?
13 আর এখন সর্বশক্তিমান প্রভুকে চেষ্টা কর, কিন্তু তোমরা কখনও কিছুই জানবে না৷
14 কারণ তোমরা মানুষের হৃদয়ের গভীরতা খুঁজে পাও না, সে যা চিন্তা করে তাও তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না৷ তাহলে তোমরা কিভাবে ঈশ্বরকে খুঁজতে পারো, যিনি এই সব কিছু করেছেন, এবং তাঁর মনকে জানতে পারেন বা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন? না, আমার ভাইয়েরা, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে রাগিয়ে দিও না।
15কারণ যদি তিনি এই পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের সাহায্য না করেন, তবে তিনি যখন ইচ্ছা আমাদের রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন, এমনকি প্রতিদিন, অথবা আমাদের শত্রুদের সামনে আমাদের ধ্বংস করতে পারেন৷
16 আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরামর্শে আবদ্ধ হয়ো না, কারণ ঈশ্বর মানুষের মত নন, যাতে তাকে ভয় দেখানো হয়; তিনি মনুষ্যপুত্রের মত নন যে তিনি দোলাবেন।
17 তাই আসুন আমরা তাঁর পরিত্রাণের জন্য অপেক্ষা করি, এবং আমাদের সাহায্য করার জন্য তাঁকে ডাকুন, এবং তিনি আমাদের কণ্ঠস্বর শুনবেন, যদি তিনি খুশি হন।
18 কেননা আমাদের যুগে এমন কেউই উঠেনি, এই দিনগুলিতে এমন কেউ নেই যে আমাদের মধ্যে গোত্র, পরিবার, মানুষ বা শহর নেই, যারা আগে যেমন ছিল হাত দিয়ে তৈরি দেবতাদের পূজা করে।
19 যে কারণে আমাদের পূর্বপুরুষদের তরবারির হাতে দেওয়া হয়েছিল, এবং লুটের জন্য, এবং আমাদের শত্রুদের সামনে বড় পতন হয়েছিল৷
20 কিন্তু আমরা অন্য কোন দেবতাকে জানি না, তাই আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের বা আমাদের জাতির কাউকেই তুচ্ছ করবেন না।
21 কেননা যদি আমাদের এমনভাবে নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত জুডিয়া নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের পবিত্র স্থান নষ্ট হয়ে যাবে; এবং সে আমাদের মুখে এর অপবিত্রতা চাইবে।
22 আর আমাদের ভাইদের হত্যা, দেশকে বন্দী করা এবং আমাদের উত্তরাধিকার ধ্বংস করা, তিনি অইহুদীদের মধ্যে আমাদের মাথার উপর ফিরে আসবেন, যেখানেই আমরা দাসত্বে থাকব; এবং যারা আমাদের অধিকারী তাদের সকলের কাছে আমরা অপরাধ ও নিন্দার পাত্র হব।
23 কারণ আমাদের দাসত্ব অনুগ্রহের দিকে পরিচালিত হবে না, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তা অসম্মানে পরিণত করবেন।
24 তাই এখন, হে ভাইয়েরা, আসুন আমরা আমাদের ভাইদের কাছে একটি উদাহরণ দেখাই, কারণ তাদের হৃদয় আমাদের উপর নির্ভর করে, এবং পবিত্র স্থান, ঘর এবং বেদী আমাদের উপর নির্ভর করে।
25 তাছাড়া আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের পরীক্ষা করেন, যেমন তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের করেছেন।
26 মনে রাখবেন তিনি আব্রাহামের সাথে কী করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি ইসহাককে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সিরিয়ার মেসোপটেমিয়ায় জ্যাকবের কী হয়েছিল, যখন তিনি তার মায়ের ভাই লাবনের মেষ পালন করেছিলেন।

27 কারণ তিনি আমাদের আগুনে পরীক্ষা করেননি, যেমন তিনি করেছিলেন, তাদের হৃদয়ের পরীক্ষা করার জন্য, তিনি আমাদের প্রতিশোধ নেননি; কিন্তু প্রভু যাঁরা তাঁর কাছে আসেন, তাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাদের বেত্রাঘাত করেন৷
28তখন ওসিয়াস তাকে বললেন, তুমি যা বলেছ সবই ভালো মনে বলেছ, আর কেউ নেই যে তোমার কথা বলেছে।
29 কেননা এই প্রথম দিন নয় যেদিন তোমার জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে; কিন্তু তোমার জীবনের শুরু থেকেই সমস্ত লোক তোমার বোধগম্যতা জেনেছে, কারণ তোমার মন ভাল।
30 কিন্তু লোকেরা খুব তৃষ্ণার্ত ছিল, এবং আমাদের কথা মতো তাদের প্রতি করতে এবং নিজেদের উপর একটি শপথ আনতে বাধ্য করেছিল, যা আমরা ভঙ্গ করব না৷
31 অতএব এখন আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি একজন ধার্মিক মহিলা, এবং প্রভু আমাদের জলাশয়গুলি পূরণ করার জন্য বৃষ্টি পাঠাবেন, এবং আমরা আর অজ্ঞান হব না।
32 তারপর জুডিথ তাদের বললেন, আমার কথা শুনুন এবং আমি এমন একটি কাজ করব, যা আমাদের জাতির সন্তানদের কাছে সমস্ত প্রজন্ম ধরে চলে যাবে৷
33 আজ রাতে তোমরা ফটকে দাঁড়াবে এবং আমি আমার অপেক্ষারত স্ত্রীলোককে নিয়ে বের হব; এবং যে দিনগুলিতে তোমরা আমাদের শত্রুদের কাছে শহরটি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, প্রভু আমার হাতে ইস্রায়েলকে পরিদর্শন করবেন।
34 কিন্তু আমার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না, কারণ আমি যা করছি তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে তা ঘোষণা করব না৷
35তখন ওসিয়াস ও রাজপুত্ররা তাকে বললেন, শান্তিতে যাও, এবং প্রভু ঈশ্বর তোমার সামনে থাকবেন, আমাদের শত্রুদের প্রতিশোধ নিতে।
36 তাই তারা তাঁবু থেকে ফিরে তাদের ওয়ার্ডে গেল৷

অধ্যায় 9

1 জুডিথ তার মুখের উপর পড়ল, এবং তার মাথায় ছাই রাখল, এবং সে যে চট পরেছিল তা খুলে ফেলল; এবং যে সময় জেরুজালেমে প্রভুর গৃহে সন্ধ্যার ধূপ নিবেদন করা হয়েছিল সেই সময় সম্পর্কে জুডিথ উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন,
2 হে আমার পিতা শিমিওনের প্রভু ঈশ্বর, যাকে তুমি অপরিচিতদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি তলোয়ার দিয়েছ, যিনি তাকে অপবিত্র করার জন্য একটি দাসীর কোমর খুলে দিয়েছিলেন, এবং তার লজ্জার জন্য উরু আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তার কুমারীত্বকে তার তিরস্কারের জন্য কলুষিত করেছিলেন; কারণ তুমি বলেছিলে, এমন হবে না; এবং তবুও তারা তাই করেছে:
3 সেইজন্য তুমি তাদের শাসকদের হত্যা করতে দিয়েছিলে, যাতে তারা প্রতারিত হয়ে তাদের বিছানা রক্তে রঞ্জিত করেছিল, এবং তাদের প্রভুদের দ্বারা দাসদের এবং প্রভুদের তাদের সিংহাসনে বসিয়েছিল;
4 এবং তাদের স্ত্রীদের একটি শিকার হিসাবে এবং তাদের কন্যাদের বন্দী করার জন্য এবং তাদের সমস্ত লুট আপনার প্রিয় সন্তানদের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে; যারা তোমার উদ্যমে উদ্বেলিত হয়েছিল, এবং তাদের রক্তের দূষণ ঘৃণা করেছিল, এবং সাহায্যের জন্য তোমাকে ডাকছিল: হে ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, আমার বিধবাও শোন।
5 কারণ আপনি কেবল সেই জিনিসগুলিই তৈরি করেননি, তবে যা আগে পড়েছিল এবং যা পরে হয়েছিল; আপনি এখন যা আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করেছেন৷
6 হ্যাঁ, আপনি যা নির্ধারণ করেছিলেন তা হাতেই প্রস্তুত ছিল এবং বললেন, দেখুন, আমরা এখানে আছি: কারণ আপনার সমস্ত পথ প্রস্তুত রয়েছে এবং আপনার বিচার আপনার পূর্বজ্ঞানে রয়েছে৷
7 কেননা, দেখ, আসিরীয়রা তাদের শক্তিতে বহুগুণ বেড়েছে; তারা ঘোড়া এবং মানুষ দ্বারা উন্নত হয়; তারা তাদের পদাতিকদের শক্তিতে গৌরব করে; তারা ঢাল, বর্শা, ধনুক ও গুলতিতে ভরসা করে; আর জান না যে তুমিই প্রভু যে যুদ্ধগুলিকে ভঙ্গ করে, প্রভু তোমার নাম।
8 তোমার শক্তিতে তাদের শক্তি নিক্ষেপ কর, এবং তোমার ক্রোধে তাদের শক্তি নামিয়ে দাও: কারণ তারা তোমার পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করতে এবং তোমার মহিমান্বিত নাম যেখানে বিশ্রাম করে সেই তাঁবুকে অপবিত্র করতে এবং তোমার বেদীর শিংকে তলোয়ার দিয়ে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল৷
9 তাদের অহংকার দেখ, তাদের মাথার উপর তোমার ক্রোধ পাঠাও: আমার হাতে তুলে দাও, যে বিধবা, আমি যে শক্তি ধারণ করেছি।
10 আমার ঠোঁটের ছলনা দ্বারা চাকরকে রাজপুত্রের সাথে এবং রাজপুত্রকে দাসের সাথে আঘাত কর: একজন মহিলার হাতে তাদের রাষ্ট্রীয়তা ভেঙ্গে দাও।
11 কেননা তোমার শক্তি জনতার মধ্যে বা শক্তিমান লোকেদের মধ্যে স্থির নয়; কারণ তুমি দুঃখিতদের ঈশ্বর, নিপীড়িতদের সাহায্যকারী, দুর্বলদের রক্ষাকারী, নিঃস্বদের রক্ষাকারী, যারা আশাহীন তাদের উদ্ধারকর্তা। .
12 আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমি প্রার্থনা করি, হে আমার পিতার ঈশ্বর, এবং ইস্রায়েলের উত্তরাধিকারের ঈশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, জলের স্রষ্টা, সমস্ত প্রাণীর রাজা, আপনি আমার প্রার্থনা শুনুন:
13 আর আমার কথা ও ছলনাকে তাদের ক্ষত ও ক্ষতবিক্ষত কর, যারা তোমার চুক্তির বিরুদ্ধে, তোমার পবিত্র ঘরের বিরুদ্ধে, সিয়নের চূড়ার বিরুদ্ধে এবং তোমার সন্তানদের অধিকারের ঘরের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর কাজ করেছে।
14 এবং প্রত্যেক জাতি ও গোত্রকে স্বীকার কর যে তুমিই সর্বশক্তি ও পরাক্রমের ঈশ্বর এবং তুমি ছাড়া ইস্রায়েলের লোকদের রক্ষাকারী অন্য কেউ নেই।

অধ্যায় 10

1 এখন তার পরে সে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এই সমস্ত কথার অবসান ঘটিয়েছিল৷
2 সে যেখানে পড়েছিল সেখানে উঠে সে তার দাসীকে ডাকল এবং বিশ্রামবারে এবং তার উত্সবের দিনগুলিতে যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে নেমে গেল,
3আর তার পরনের চটটা খুলে ফেলল, এবং তার বিধবার বস্ত্র খুলে ফেলল, এবং তার সমস্ত শরীর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল, এবং মূল্যবান মলম দিয়ে নিজেকে অভিষিক্ত করল, এবং তার মাথার চুল বেঁধে দিল, এবং তার উপর একটি টায়রা পরল। এবং তার পরনে আনন্দের পোশাক, যা তার স্বামী মানসেসের জীবদ্দশায় সে পরিধান করেছিল।
4 এবং সে তার পায়ে স্যান্ডেল নিয়েছিল, এবং তার ব্রেসলেট, তার চেইন, তার আংটি, তার কানের দুল এবং তার সমস্ত অলঙ্কার পরিয়েছিল এবং নিজেকে সাহসীভাবে সাজিয়েছিল, যাতে তাকে দেখতে হবে এমন সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।
5 তারপর সে তার দাসীকে এক বোতল দ্রাক্ষারস এবং এক টুকরো তেল দিল এবং একটি থলিতে শুকনো ভুট্টা, ডুমুরের গুঁড়ো এবং মিহি রুটি দিয়ে দিল৷ তাই সে এই সব জিনিস একত্রে গুটিয়ে তার ওপর রাখল৷
6 এইভাবে তারা বেথুলিয়া শহরের ফটকের কাছে গেল এবং সেখানে ওজিয়াস এবং শহরের প্রাচীনদের, চাব্রিস এবং চার্মিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।
7 এবং যখন তারা তাকে দেখল যে তার চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার পোশাক পরিবর্তিত হয়েছে, তারা তার সৌন্দর্যে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তাকে বলল৷
8 ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের গৌরব ও জেরুজালেমের মহিমান্বিত করার জন্য আপনার উদ্যোগগুলি সম্পন্ন করুন। তারপর তারা ঈশ্বরের উপাসনা করল।

9 তিনি তাদের বললেন, 'শহরের ফটকগুলো আমার জন্য খুলে দিতে আজ্ঞা কর, যাতে তোমরা আমার সঙ্গে যে সব কথা বলেছ তা পূরণ করতে আমি যেতে পারি৷ তাই তারা যুবকদের আদেশ করল যেন সে কথা বলেছিল তার কাছে মুখ খুলতে।
10 এবং তারা তা করার পরে, জুডিথ, সে এবং তার দাসী তার সাথে বেরিয়ে গেল; এবং নগরের লোকেরা তার দেখাশোনা করত, যতক্ষণ না সে পাহাড়ের নিচে চলে যায় এবং যতক্ষণ না সে উপত্যকা পেরিয়ে যায় এবং তাকে আর দেখতে পেল না।
11 এইভাবে তারা সোজা উপত্যকায় চলে গেল এবং আসিরীয়দের প্রথম প্রহর তার সাথে দেখা করল,
12 আর তাকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন লোকের? আর তুমি কোথা থেকে এলে? আর তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমি হিব্রুদের একজন মহিলা, এবং তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, কারণ তারা তোমাকে ধ্বংস করার জন্য দেওয়া হবে৷
13 এবং আমি তোমার সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক হোলোফার্নেসের সামনে আসছি, সত্য কথাগুলি ঘোষণা করতে; এবং আমি তাকে একটি পথ দেখাব, যেখানে সে যাবে এবং সমস্ত পার্বত্য দেশ জয় করবে, তার কোন পুরুষের দেহ বা জীবন না হারিয়ে।
14 এখন লোকেরা যখন তার কথা শুনে এবং তার মুখ দেখেছিল, তখন তারা তার সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েছিল এবং তাকে বলল,
15 তুমি তোমার জীবন রক্ষা করেছ, কারণ তুমি আমাদের প্রভুর সামনে আসতে তাড়াহুড়ো করেছ৷ তাই এখন তার তাঁবুতে এস, এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে পরিচালনা করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাকে তার হাতে তুলে দেয়৷
16 আর যখন তুমি তার সামনে দাঁড়াবে, তখন তোমার মনে ভয় পেয়ো না, কিন্তু তোমার কথা অনুসারে তাকে দেখাও৷ এবং সে তোমাকে ভালো করবে।
17 তারপর তারা তাদের মধ্য থেকে একশত লোককে তার ও তার দাসীর সাথে বেছে নিল। তারা তাকে হলফর্নেসের তাঁবুতে নিয়ে গেল৷
18তখন সমস্ত শিবির জুড়ে একটি সমাবেশ ছিল: কেননা তাঁবুর মধ্যে তার আগমনের আওয়াজ হল, এবং তারা তাকে ঘিরে এলো, যখন সে হলফর্নেসের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, যতক্ষণ না তারা তাকে তার কথা জানায়।
19 তারা তার সৌন্দর্যে আশ্চর্য হয়ে গেল, এবং তার জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রশংসা করল, এবং প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে বলল, কে এই লোকদের তুচ্ছ করবে, যাদের মধ্যে এমন মহিলা রয়েছে? নিশ্চয়ই এটা ভাল নয় যে তাদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলে সারা পৃথিবীকে প্রতারিত করতে পারে।
20 আর যারা হলফর্নেসের কাছে পড়েছিল তারা এবং তাঁর সমস্ত দাসরা বাইরে গিয়ে তাকে তাঁবুতে নিয়ে গেল৷
21 এখন হলফর্নেস তার বিছানায় একটি ছাউনির নীচে বিশ্রাম নিলেন, যা বেগুনি, সোনা, পান্না এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে বোনা ছিল।
22 তাই তারা তাকে তার সম্পর্কে দেখাল; তখন সে তার তাঁবুর সামনে রূপার প্রদীপ নিয়ে বেরিয়ে এল|
23 এবং যখন জুডিথ তার সামনে উপস্থিত হল এবং তার দাসরা সবাই তার মুখের সৌন্দর্যে বিস্মিত হল; তখন সে তার মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ল এবং তাকে শ্রদ্ধা করল|

অধ্যায় 11

1 তারপর হোলোফার্নেস তাকে বললেন, হে নারী, ভালো থেকো, তোমার অন্তরে ভয় পেয়ো না, কারণ আমি এমন কাউকে আঘাত করিনি যে সারা পৃথিবীর রাজা নবুচোডোনোসরের সেবা করতে ইচ্ছুক।
2 তাই এখন, পাহাড়ে বসবাসকারী তোমার লোকেরা যদি আমার দ্বারা আলোকপাত না করত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার বর্শা তুলতে পারতাম না; কিন্তু তারা নিজেরাই এসব করেছে।
3 কিন্তু এখন আমাকে বল কেন তুমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে আমাদের কাছে এসেছ, কেননা তুমি রক্ষার জন্য এসেছ; আরামদায়ক হও, তুমি এই রাতে এবং পরকালে বাস করবে:
4 কেননা কেউ তোমাকে আঘাত করবে না, কিন্তু তোমার কাছে ভালোভাবে অনুরোধ করবে, যেমন তারা আমার প্রভু নবুচোদোনোর রাজার দাসদের করে।
5 তারপর জুডিথ তাকে বললেন, আপনার দাসের কথা গ্রহণ করুন এবং আপনার দাসীকে আপনার সামনে কথা বলতে দিন, এবং আমি আজ রাতে আমার প্রভুর কাছে কোন মিথ্যা কথা বলব না।
6 আর যদি তুমি তোমার দাসীর কথা মেনে চলো, তাহলে ঈশ্বর তোমার কাছে সেই জিনিসটি নিখুঁতভাবে নিয়ে আসবেন; এবং আমার প্রভু তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না.
7 সমস্ত পৃথিবীর রাজা নবুচোডোনোসর জীবিত, এবং তাঁর শক্তি জীবিত হিসাবে, যিনি আপনাকে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন: কেননা কেবলমাত্র লোকেরাই আপনার দ্বারা তাঁর সেবা করবে না, তবে মাঠের পশু এবং গবাদি পশুরাও। এবং বাতাসের পাখী, নবুচোডোনোসর এবং তার সমস্ত বাড়ির অধীনে আপনার শক্তি দ্বারা বাস করবে।
8 কেননা আমরা তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার নীতির কথা শুনেছি এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে যে, তুমিই কেবল সমস্ত রাজ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধের বীরত্বে বিস্ময়কর।
9 এখন আখিয়োর আপনার মহাসভায় যে বিষয়ে কথা বলেছিলেন, আমরা তার কথা শুনেছি; কারণ বেথুলিয়ার লোকেরা তাকে রক্ষা করেছিল এবং সে তোমাকে যা বলেছিল তার সবই সে তাদের কাছে বলেছিল৷
10অতএব, হে প্রভু ও শাসনকর্তা, তাঁর কথাকে সম্মান করবেন না; কিন্তু এটা তোমার হৃদয়ে গেঁথে দাও, কারণ এটা সত্য: কারণ আমাদের জাতি শান্তি পাবে না, তলোয়ার তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না, যদি তারা তাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করে।
11এবং এখন, আমার প্রভু যেন পরাজিত না হন এবং তাঁর উদ্দেশ্য থেকে নিরাশ না হন, এমনকি মৃত্যু এখন তাদের উপর পতিত হয়েছে, এবং তাদের পাপ তাদের গ্রাস করেছে, যখনই তারা এমন কাজ করবে যখন তারা তাদের ঈশ্বরকে রাগান্বিত করবে। সম্পন্ন:
12 কারণ তাদের খাবার তাদের ব্যর্থ হয়েছে, এবং তাদের সমস্ত জল স্বল্প, এবং তারা তাদের গবাদি পশুর উপর হাত রাখার সংকল্প করেছে, এবং সেই সমস্ত জিনিসগুলিকে গ্রাস করার ইচ্ছা করেছে, যা ঈশ্বর তাদের তাঁর আইন অনুসারে খেতে নিষেধ করেছেন:
13 এবং দ্রাক্ষারস এবং তেলের দশমাংশের প্রথম ফল খরচ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ, যা তারা পবিত্র করেছিল এবং আমাদের ঈশ্বরের সামনে জেরুজালেমে সেবাকারী পুরোহিতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল; যা মানুষের কারো জন্য হালাল নয় যতটা হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
14 কারণ তারা কয়েকজনকে জেরুজালেমে পাঠিয়েছে, কারণ সেখানে যারা বাস করে তারাও সেনেট থেকে তাদের লাইসেন্স আনার জন্য একই কাজ করেছে৷
15 এখন যখন তারা তাদের কথা বলবে, তখন তারা তা করবে এবং সেই দিনই তাদের ধ্বংস হওয়ার জন্য আপনাকে দেওয়া হবে।
16 তাই আমি তোমার দাসী, এই সব জেনেও তাদের সামনে থেকে পালিয়ে এসেছি; এবং ঈশ্বর আমাকে আপনার সাথে কিছু কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন, যেখানে সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে যাবে এবং যে কেউ তা শুনবে।
17 কারণ আপনার দাস ধার্মিক, এবং দিনরাত স্বর্গের ঈশ্বরের সেবা করে: এখন, আমার প্রভু, আমি আপনার সাথে থাকব, এবং আপনার দাস রাতের বেলা উপত্যকায় যাবে, এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, এবং তিনি তারা যখন তাদের পাপ করেছে তখন আমাকে বলবে:
18আর আমি আসব এবং তোমাকে তা দেখাব; তাহলে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে বের হয়ে যাবে, এবং তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে প্রতিরোধ করবে না।

19 আর আমি তোমাকে যিহূদিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব, যতক্ষণ না তুমি জেরুজালেমের সামনে আসবে; আমি তোমার সিংহাসন তার মাঝখানে স্থাপন করব; এবং তুমি তাদের মেষপালকহীন ভেড়ার মত তাড়াবে, এবং কুকুর তোমার দিকে মুখ খুলবে না, কারণ এই সব কথা আমার পূর্বজ্ঞান অনুসারে আমাকে বলা হয়েছিল, এবং সেগুলি আমাকে ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং আমাকে বলার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তুমি
20 তখন তার কথা হলফর্নেস এবং তার সমস্ত চাকরদের খুশি হল; এবং তারা তার জ্ঞানে বিস্মিত হয়ে বলল,
21 পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোনও মহিলা নেই, চেহারার সৌন্দর্য এবং কথার জ্ঞান উভয়ের জন্য।
22 একইভাবে হলফর্নেস তাকে বললেন৷ ঈশ্বর আপনাকে লোকদের সামনে পাঠাতে ভাল করেছেন, যাতে আমাদের হাতে শক্তি থাকে এবং যারা আমার প্রভুকে হালকা মনে করে তাদের ধ্বংস হয়।
23এবং এখন তুমি তোমার চেহারায় সুন্দর এবং তোমার কথায় বুদ্ধিমান: তুমি যদি যা বলেছ তাই করলে তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর, এবং তুমি রাজা নবুচোদোনোসরের গৃহে বাস করবে এবং সর্বত্র বিখ্যাত হবে। পৃথিবী

অধ্যায় 12

1 তারপর তিনি তাকে তার প্লেট যেখানে রাখা ছিল সেখানে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন; এবং আদেশ দিলেন যে তারা তার জন্য তার নিজের মাংস প্রস্তুত করুক এবং সে তার নিজের ওয়াইন পান করবে।
2 এবং জুডিথ বলল, আমি এটা খাব না, পাছে কোন অপরাধ হয়; কিন্তু আমি যা এনেছি তার জন্য আমার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।
3 তখন হোলোফার্নেস তাকে বললেন, তোমার ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা তোমাকে কীভাবে দেব? তোমার জাতির কেউ আমাদের সাথে নেই।
4 তারপর জুডিথ তাঁকে বললেন, আপনার প্রাণের কসম, আমার প্রভু, প্রভু আমার হাতে যা নির্ধারণ করেছেন তা করার আগে আপনার দাসী আমার যা আছে তা ব্যয় করবে না।
5 তখন হলফর্নেসের দাসরা তাকে তাঁবুতে নিয়ে এল, এবং সে মধ্যরাত পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল, এবং ভোরের দিকে সে উঠল,
6 এবং হলফর্নেসের কাছে পাঠালেন, রক্ষা করুন, আমার প্রভু এখন আদেশ করুন যে আপনার দাসী প্রার্থনার জন্য যেতে পারে।
7 তারপর হোলোফার্নেস তার প্রহরীদের আদেশ দিলেন যে তারা তাকে যেন না রাখে: এইভাবে সে শিবিরে তিন দিন থাকল, এবং রাতে বেথুলিয়ার উপত্যকায় বেরিয়ে পড়ল এবং শিবিরের কাছে একটি জলের ফোয়ারায় নিজেকে ধুয়ে ফেলল।
8 এবং যখন তিনি বাইরে এসেছিলেন, তখন তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে তাঁর লোকদের সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য তাঁর পথ নির্দেশ করার জন্য অনুরোধ করলেন।
9অতএব সে শুদ্ধ অবস্থায় আসিয়া তাঁবুতে থাকিল, যতক্ষণ না সে সন্ধ্যাবেলা তাহার মাংস খায়।
10 আর চতুর্থ দিনে হোলোফার্নেস কেবল তাঁর নিজের দাসদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করলেন এবং কর্মচারীদের কাউকেই ভোজসভায় ডাকলেন না।
11 তারপর তিনি বাগোয়াস নামক নপুংসককে বললেন, যিনি তাঁর সমস্ত কিছুর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, এখন যাও এবং তোমার সাথে থাকা এই হিব্রু মহিলাকে রাজি কর, সে যেন আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে৷
12 কারণ, দেখ, এটা আমাদের লোকের জন্য লজ্জার হবে, যদি আমরা এমন একজন মহিলাকে ছেড়ে দিই, তার সঙ্গ না পেয়ে; কারণ আমরা যদি তাকে আমাদের কাছে না আনি, তবে সে আমাদের উপহাস করবে।
13 তারপর হলফর্নেসের সামনে থেকে বাগোয়াস গিয়ে তার কাছে এসে বললেন, এই সুন্দরী মেয়েটি আমার প্রভুর কাছে আসতে এবং তাঁর সান্নিধ্যে সম্মানিত হতে এবং মদ পান করতে এবং আমাদের সাথে আনন্দ করতে এবং আনন্দিত হতে ভয় পাবে না। এই দিনটিকে আসিরিয়ানদের কন্যাদের মধ্যে একটি হিসাবে তৈরি করেছিল, যা নবুচোডোনোসরের বাড়িতে কাজ করে।
14 তারপর জুডিথ তাকে বললেন, আমি এখন কে, যে আমি আমার প্রভুকে বলতে পারি? তাকে যা খুশি তাই আমি দ্রুত করব এবং আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার আনন্দ হবে৷
15অতএব সে উঠে তার পোশাক এবং তার সমস্ত মহিলার পোশাক দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিল, এবং তার দাসী গিয়ে হলফর্নেসের বিরুদ্ধে তার জন্য মাটিতে নরম চামড়া বিছিয়ে দিল, যা সে তার দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বাগোয়াস থেকে পেয়েছিল, যাতে সে বসতে পারে এবং তাদের উপর খাও।
16 এখন যখন জুডিথ এসে বসল, হলফর্নেস তার সাথে তার হৃদয় বিষণ্ণ হয়ে গেল, এবং তার মন আন্দোলিত হল, এবং সে তার সঙ্গ কামনা করেছিল; কারণ যেদিন সে তাকে দেখেছিল সেদিন থেকে সে তাকে প্রতারণা করার জন্য একটি সময় অপেক্ষা করেছিল৷
17 তারপর হলফর্নেস তাকে বললেন, এখন পান করুন এবং আমাদের সাথে আনন্দ করুন।
18 তাই জুডিথ বললেন, আমি এখন পান করব, আমার প্রভু, কারণ আমার জন্মের পর থেকে আমার জীবন আজ আমার মধ্যে মহিমান্বিত।
19 তারপর তার দাসী যা প্রস্তুত করেছিল তা নিয়ে সে তার সামনে খেত ও পান করল৷
20 এবং হোলোফার্নেস তাকে নিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিল এবং তার জন্মের পর থেকে একদিনে যে কোনও সময়ে সে যতটা মদ পান করেছিল তার চেয়ে বেশি মদ পান করেছিল।

অধ্যায় 13

1 সন্ধ্যা হলে, তাঁর দাসরা তাড়াতাড়ি চলে গেল, এবং বাগোয়াস তার তাঁবু বন্ধ করে দিল, এবং প্রভুর সামনে থেকে ওয়েটারদের বিদায় করে দিল; তারা তাদের বিছানায় গেল, কারণ তারা সকলেই ক্লান্ত ছিল, কারণ ভোজ দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল৷
2 আর জুডিথকে তাঁবুতে একা ফেলে রাখা হল, আর হলফর্নেস তার বিছানায় একাই শুয়ে পড়ল, কারণ সে মদের মধ্যে ভরা ছিল।
3 এখন জুডিথ তার দাসীকে তার শয্যাশালা ছাড়া দাঁড়াতে এবং তার জন্য অপেক্ষা করতে আদেশ করেছিল। তিনি প্রতিদিনের মতোই বেরিয়ে এসেছিলেন: কারণ তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার প্রার্থনায় যাবেন, এবং তিনি একই উদ্দেশ্য অনুসারে বাগোয়াসের সাথে কথা বলেছিলেন।
4তখন সকলে বাহির হইয়া গেল এবং শয়নকক্ষে কেউই অবশিষ্ট থাকল না, ছোটও না বড়ও। তারপর জুডিথ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল, হে সর্বশক্তির প্রভু ঈশ্বর, জেরুজালেমের উচ্চতার জন্য আমার হাতের কাজের উপর এই উপহারটি দেখুন।
5 এখনই সময় তোমার উত্তরাধিকারকে সাহায্য করার, এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে শত্রুরা উত্থিত হয়েছে তাদের ধ্বংস করার জন্য তোমার উদ্যোগকে কার্যকর করার।
6 তারপর সে হলফর্নেসের মাথার খাটের স্তম্ভের কাছে এসে সেখান থেকে তার স্তম্ভটি নামিয়ে ফেলল,
7 তিনি তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বললেন, হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আজ আমাকে শক্তিশালী করুন।
8আর সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার ঘাড়ে দুবার আঘাত করে তার মাথা থেকে তার মাথা কেড়ে নিল।
9 এবং বিছানা থেকে তার শরীর গড়াগড়ি, এবং থাম থেকে শামিয়ানা টেনে নিচে; এবং anon পরে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং Holofernes তার দাসীকে তার মাথা দিয়েছিলেন;
10 এবং সে তা তার মাংসের থলেতে রাখল, তাই তারা দু'জন তাদের রীতি অনুসারে প্রার্থনার জন্য একসাথে গেল: এবং তারা শিবির পেরিয়ে উপত্যকা প্রদক্ষিণ করে বেথুলিয়া পর্বতে উঠল এবং তার দরজার কাছে এলো।
11 তারপর জুডিথ দূর থেকে দরজার পাহারাদারদের বললেন, খোল, এখন গেট খোলো: ঈশ্বর, এমনকি আমাদের ঈশ্বরও

আমাদের সঙ্গে আছেন, জেরুজালেমে এখনও তাঁর শক্তি প্রদর্শন করতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী, যেমন তিনি করেছেন। এই দিন করা.
12 এখন যখন তার শহরের লোকেরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তারা তাদের শহরের ফটককে নেমে যেতে তাড়াতাড়ি করল, এবং তারা শহরের প্রাচীনদের ডাকল।
13 এবং তারপরে তারা ছোট এবং বড় উভয়ই একসাথে দৌড়ে গেল, কারণ তাদের কাছে এটি অদ্ভুত ছিল যে সে এসেছিল: তাই তারা গেট খুলে তাদের গ্রহণ করল এবং আলোর জন্য আগুন তৈরি করল এবং তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে রইল।
14 তারপর তিনি উচ্চস্বরে তাদের বললেন, ঈশ্বরের প্রশংসা কর, ঈশ্বরের প্রশংসা কর, ঈশ্বরের প্রশংসা কর, আমি বলি, তিনি ইস্রায়েলের পরিবার থেকে তাঁর করুণা কেড়ে নেননি, কিন্তু আজ রাতে আমার হাতে আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করেছেন৷
15 তাই সে ব্যাগ থেকে মাথাটি বের করে তা দেখাল এবং তাদের বলল, আসুরের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হোলোফার্নেসের মাথাটি দেখুন এবং শামিয়ানাটি দেখুন, যেখানে তিনি মাতাল অবস্থায় শুয়েছিলেন; এবং প্রভু তাকে একজন মহিলার হাতে আঘাত করেছেন৷
16 জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যিনি আমাকে আমার চলার পথে রক্ষা করেছেন, আমার চেহারা তাকে তার ধ্বংসের দিকে ধোঁকা দিয়েছে, তবুও তিনি আমাকে অপবিত্র ও অপমানিত করার জন্য আমার সাথে পাপ করেননি।
17তখন সমস্ত লোক আশ্চর্যজনকভাবে আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রণাম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিল, এবং একচিত্তে বলিল, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য হও, যে আজ তোমার প্রজাদের শত্রুদের নিষ্ফল করিয়াছে।
18 তখন ওজিয়াস তাকে বললেন, হে কন্যা, পৃথিবীর সমস্ত নারীর উপরে তুমি পরমেশ্বর ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত; ধন্য প্রভু ঈশ্বর, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের শত্রুদের প্রধানের মাথা কেটে ফেলার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন৷
19 কারণ তোমার এই আস্থা মানুষের হৃদয় থেকে সরে যাবে না, যারা চিরকাল ঈশ্বরের শক্তিকে স্মরণ করে৷
20 এবং ঈশ্বর এই জিনিসগুলিকে চিরকালের প্রশংসার জন্য আপনার দিকে ফিরিয়ে দিন, যাতে আপনি ভাল জিনিসগুলিতে আপনাকে দেখতে পান কারণ আপনি আমাদের জাতির দুর্দশার জন্য আপনার জীবনকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের ধ্বংসের প্রতিশোধ নিয়েছেন, আমাদের ঈশ্বরের সামনে সোজা পথে হাঁটছেন৷ তখন সমস্ত লোক বলল; তাই হোক, তাই হোক।

অধ্যায় 14

1 তারপর জুডিথ তাদের বললেন, আমার ভাইয়েরা এখন আমার কথা শুনুন এবং এই মাথাটি নিয়ে আপনার দেয়ালের সর্বোচ্চ স্থানে ঝুলিয়ে দিন।
2 আর যত তাড়াতাড়ি সকাল হবে, এবং সূর্য পৃথিবীতে আসবে, তোমরা প্রত্যেকে তার অস্ত্র নিয়ে যাও, এবং প্রত্যেক বীর পুরুষকে শহরের বাইরে নিয়ে যাও, এবং তাদের উপরে একজন সেনাপতি নিযুক্ত কর, যেন তোমরা চাইবে। আসিরীয়দের প্রহরের দিকে মাঠে নেমে যাও; কিন্তু নিচে যান না।
3 তারপর তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের শিবিরে যাবে এবং আসুরের সেনাবাহিনীর সেনাপতিদেরকে দাঁড় করাবে এবং হোলোফর্নেসের তাঁবুতে ছুটে যাবে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাবে না; তখন তাদের উপর ভয় নেমে আসবে এবং তারা তোমার মুখের সামনে পালিয়ে যাবে।
4 তাই তোমরা এবং ইস্রায়েলের উপকূলে বসবাসকারী সকলে তাদের তাড়া করবে এবং যেতে যেতে তাদের ধ্বংস করবে।
5 কিন্তু তোমরা এই কাজগুলো করার আগে, আমাকে অম্মোনীয় আখিওর বলে ডাকো, যাতে সে তাকে দেখতে ও জানতে পারে যে ইস্রায়েলের পরিবারকে তুচ্ছ করেছিল এবং যে তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল তার মৃত্যুতে।
6তখন তারা আখিওরকে ওসিয়ের বাড়ী থেকে ডেকে পাঠাল। এবং যখন তিনি এসে লোকদের সমাবেশে একজন ব্যক্তির হাতে হোলোফার্নেসের মাথা দেখতে পেলেন, তখন তিনি মুখ থুবড়ে পড়লেন এবং তার আত্মা ব্যর্থ হল৷
7 কিন্তু যখন তারা তাকে উদ্ধার করল, তখন সে জুডিথের পায়ে পড়ল এবং তাকে শ্রদ্ধা করল এবং বলল, "তুমি ধন্য যিহূদার সমস্ত তাঁবুতে এবং সমস্ত জাতির মধ্যে, যারা তোমার নাম শুনলে আশ্চর্য হয়ে যায়৷
8 তাই এই দিনে তুমি যা করেছ সে সব এখন আমাকে বল। তারপরে জুডিথ লোকেদের মধ্যে তাকে তার সমস্ত কিছু জানিয়েছিল, যেদিন সে বের হয়েছিল সেই দিন থেকে সে তাদের সাথে কথা বলেছিল।
9 সে কথা বলা ছেড়ে দিলে, লোকেরা উচ্চস্বরে চিৎকার করে তাদের শহরে আনন্দের আওয়াজ করল।
10 আর ইস্রায়েলের ঈশ্বর যা করেছিলেন তা যখন আখিওর দেখেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরে খুব বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তাঁর পূর্বের চামড়ার মাংসের সুন্নত করেছিলেন এবং আজ অবধি ইস্রায়েলের পরিবারের সাথে যুক্ত ছিলেন৷
11 এবং সকাল হওয়ার সাথে সাথে তারা হলফর্নেসের মাথা দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল, এবং প্রত্যেকে তাদের অস্ত্র নিয়ে গেল এবং তারা দল বেঁধে পাহাড়ের প্রণালীতে চলে গেল।
12 কিন্তু অশূরীয়রা তাদের দেখে তাদের নেতাদের কাছে পাঠাল, যারা তাদের সেনাপতিদের কাছে এবং তাদের শাসনকর্তাদের প্রত্যেকের কাছে এসেছিল।
13 তাই তারা হলফর্নেসের তাঁবুতে এসে তার সমস্ত কিছুর ভার যার কাছে ছিল তাকে বলল, আমাদের প্রভু এখন জেগে উঠুন, কারণ দাসরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আসতে সাহসী হয়েছে, যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়৷
14 তারপর বাগোয়াসে গিয়ে তাঁবুর দরজায় টোকা দিল৷ কারণ সে ভেবেছিল যে সে জুডিথের সাথে ঘুমিয়েছে।
15 কিন্তু কেউ উত্তর না দেওয়ায় তিনি তা খুলে বিছানার ঘরে গিয়ে দেখলেন, তাঁকে মেঝেতে পড়ে আছে এবং তাঁর মাথা থেকে তাঁর মাথা কেড়ে নেওয়া হয়েছে৷
16 সেইজন্য তিনি জোরে জোরে কাঁদলেন, কাঁদলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং প্রবল কান্নাকাটি করলেন এবং তাঁর পোশাক ছিঁড়লেন৷
17 পরে তিনি সেই তাঁবুতে গেলেন যেখানে জুডিথ থাকতেন; এবং যখন তিনি তাকে না পেয়েছিলেন, তখন তিনি লাফ দিয়ে লোকদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন,
18 এই দাসরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; হিব্রুদের একজন মহিলা রাজা নবুচোডোনোসরের বাড়ির লজ্জা নিয়ে এসেছেন: কেননা, হোলোফার্নেস মাথা ছাড়া মাটিতে শুয়ে আছে।
19 অশূরীয় সেনাপতিরা যখন এই কথাগুলি শুনল, তখন তারা তাদের জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং তাদের মন আশ্চর্যজনকভাবে বিচলিত হল, এবং সমস্ত শিবির জুড়ে কান্নাকাটি ও প্রচণ্ড শব্দ হল।

অধ্যায় 15

1 যাঁরা তাঁবুতে ছিল তারা যখন এই কথা শুনল, তখন তারা যা ঘটল তাতে আশ্চর্য হয়ে গেল৷
2 এবং ভয় ও কাঁপুনি তাদের উপর পড়ল, যাতে তার প্রতিবেশীর সামনে থাকতে সাহস পায় এমন কেউ ছিল না, কিন্তু সবাই একসাথে ছুটে গিয়ে সমতল ও পাহাড়ি দেশের প্রতিটি পথে পালিয়ে গেল।
3 যারা বেথুলিয়ার চারপাশের পাহাড়ে ছাউনি ফেলেছিল তারাও পালিয়ে গেল। তখন ইস্রায়েল-সন্তানরা, তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা ছিল, তারা তাদের উপর ছুটে এল।
4 তারপর ওজিয়াসকে বেটোমাস্তেম, বেবাই, চোবাই, কোলা এবং ইস্রায়েলের সমস্ত উপকূলে পাঠালেন, যা যা করা হয়েছিল তা

জানাতে হবে এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য সবাই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ছুটে আসবে।
5এখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা যখন তা শুনল, তখন তারা সকলে এক সম্মতিতে তাদের উপর নেমে পড়ল এবং চোবাইতে তাদের হত্যা করল; একইভাবে যারা জেরুজালেম থেকে এবং সমস্ত পার্বত্য দেশ থেকে এসেছিল তারাও, (কারণ লোকেরা তাদের বলেছিল যে কী করা হয়েছিল। তাদের শত্রুদের শিবিরে) এবং যারা গালাদে এবং গালীলে ছিল, তারা দামেস্ক ও তার সীমানা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাদের ব্যাপক হত্যার সাথে তাড়া করেছিল।
6 এবং বেথুলিয়াতে বসবাসকারী অবশিষ্টাংশগুলি অসুরের শিবিরে পড়ল এবং তাদের লুণ্ঠন করল এবং প্রচুর সমৃদ্ধ হল।
7 এবং ইস্রায়েলের লোকরা যারা হত্যা থেকে ফিরে এসেছিল তাদের কাছে যা অবশিষ্ট ছিল; পাহাড়ে ও সমতলের গ্রাম ও শহরগুলো অনেক লুটপাট পেয়েছিল, কারণ ভিড় ছিল অনেক বেশি।
8 তারপর মহাযাজক জোয়াকিম এবং জেরুজালেমে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষরা ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বর যে ভাল জিনিসগুলি দেখিয়েছিলেন তা দেখতে এবং জুডিথকে দেখতে এবং তাকে অভিবাদন জানাতে এলেন৷
9 এবং যখন তারা তার কাছে এলো, তখন তারা তাকে একযোগে আশীর্বাদ করল এবং তাকে বলল, তুমি জেরুজালেমের মহিমা, তুমি ইস্রায়েলের মহান গৌরব, তুমি আমাদের জাতির মহান আনন্দ:
10 তুমি তোমার হাতে এই সমস্ত কাজ করেছ: তুমি ইস্রায়েলের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছ এবং তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট: সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছ থেকে তুমি চিরকাল ধন্য হও। তখন সকলে বলল, তাই হোক।
11 এবং লোকেরা ত্রিশ দিনের জন্য শিবিরটি লুণ্ঠন করেছিল: এবং তারা জুডিথ হোলোফর্নেসকে তার তাঁবু, তার সমস্ত প্লেট, বিছানা, পাত্র এবং তার সমস্ত জিনিসপত্র দিয়েছিল: এবং সে তা নিয়ে তার খচ্চরের উপর রাখল; এবং তার গাড়ী প্রস্তুত, এবং তাদের তার উপর রাখা.
12 তখন ইস্রায়েলের সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তাকে দেখতে একত্রে দৌড়ে এসে তাকে আশীর্বাদ করল এবং তার জন্য তাদের মধ্যে নাচ করল, এবং সে তার হাতে ডালপালা নিয়ে তার সাথে থাকা মহিলাদেরও দিল।
13 এবং তারা তাকে এবং তার সাথে থাকা তার দাসীকে জলপাইয়ের মালা পরিয়ে দিল, এবং সে নাচতে সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গেল, সমস্ত মহিলাদের নেতৃত্ব দিল, এবং ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ তাদের বর্ম পরে মালা এবং গানের সাথে অনুসরণ করল৷ তাদের মুখে

অধ্যায় 16

1 তারপর জুডিথ সমস্ত ইস্রায়েলে এই ধন্যবাদ গীতি গাইতে লাগলেন, এবং সমস্ত লোক তার পরে এই প্রশংসার গান গাইল।
2 এবং জুডিথ বলল, আমার ঈশ্বরের কাছে শুরু কর লঙ্কা দিয়ে, করতালি দিয়ে আমার প্রভুর উদ্দেশে গান গাও: তাঁর কাছে একটি নতুন গীত সুর করুন: তাঁকে মহিমান্বিত করুন এবং তাঁর নাম ডাকুন।
3 কারণ ঈশ্বর যুদ্ধগুলি ভঙ্গ করেন, কারণ লোকদের মধ্যে শিবিরের মধ্যে যারা আমাকে অত্যাচার করত তাদের হাত থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করেছেন।
4 অসুর উত্তর দিক থেকে পাহাড় থেকে বের হয়ে এসেছিল, সে তার দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছিল, তার জনতা প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের ঘোড়সওয়াররা পাহাড়কে ঢেকে দিয়েছে।
5 সে বড়াই করেছিল যে সে আমার সীমানা পুড়িয়ে ফেলবে, এবং আমার যুবকদেরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করবে, এবং স্তন্যপান করা শিশুদের মাটিতে ধাক্কা দেবে, এবং আমার বাচ্চাদের শিকার করবে এবং আমার কুমারীদের লুটপাট করবে।
6কিন্তু সর্বশক্তিমান প্রভু এক নারীর হাতে তাদের নিরাশ করেছেন।
7 কেননা পরাক্রমশালী যুবকদের দ্বারা পতিত হয়নি, টাইটানের ছেলেরা তাকে আঘাত করেনি বা উচ্চ দৈত্যরা তাকে আক্রমণ করেনি: কিন্তু মরারির কন্যা জুডিথ তার মুখের সৌন্দর্যে তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।
8 কারণ ইস্রায়েলে যারা নিপীড়িত হয়েছিল তাদের উত্থানের জন্য সে তার বিধবাদের পোশাক খুলে ফেলেছিল, এবং তার মুখে মলম দিয়ে অভিষেক করেছিল, এবং তার চুল একটি টায়রায় বেঁধেছিল, এবং তাকে প্রতারণা করার জন্য একটি লিনেন কাপড় নিয়েছিল৷
9 তার স্যান্ডেল তার চোখ ধাঁধিয়েছিল, তার সৌন্দর্য তার মনকে বন্দী করে নিয়েছিল, এবং ফ্যাউশন তার ঘাড় দিয়ে চলে গিয়েছিল।
10 পার্সিয়ানরা তার সাহসিকতায় কেঁপে উঠেছিল, এবং মাদীরা তার সাহসিকতায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল।
11 তখন আমার দুঃখীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, আর আমার দুর্বলেরা জোরে চিৎকার করল; কিন্তু তারা আশ্চর্য হয়ে গেল; তারা তাদের আওয়াজ তুলেছিল, কিন্তু তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
12 কন্যাদের ছেলেরা তাদের ছিদ্র করেছে এবং তাদের পলাতক সন্তানের মত আহত করেছে; তারা সদাপ্রভুর যুদ্ধে মারা গেছে।
13 আমি প্রভুর উদ্দেশে একটি নতুন গান গাইব: হে প্রভু, আপনি মহান এবং মহিমান্বিত, শক্তিতে বিস্ময়কর এবং অজেয়৷
14 সমস্ত প্রাণী আপনার সেবা করুক: কারণ আপনি কথা বলেছিলেন, এবং তারা তৈরি হয়েছিল, আপনি আপনার আত্মা প্রেরণ করেছিলেন, এবং এটি তাদের সৃষ্টি করেছে, এবং আপনার কণ্ঠকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।
15 কারণ পাহাড়গুলি তাদের ভিত থেকে জলের সাথে সরে যাবে, আপনার উপস্থিতিতে পাথরগুলি মোমের মতো গলে যাবে, তবুও যারা আপনাকে ভয় করে তাদের প্রতি আপনি দয়ালু।
16 কারণ সমস্ত বলিদানই আপনার কাছে সুগন্ধের জন্য খুবই সামান্য, এবং সমস্ত চর্বি আপনার হোমবলির জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু যে সদাপ্রভুকে ভয় করে সে সর্বদা মহান।
17 ধিক্ সেই জাতিদের যারা আমার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়! বিচারের দিনে সর্বশক্তিমান প্রভু তাদের প্রতিশোধ নেবেন, তাদের মাংসে আগুন ও কীট লাগিয়ে দেবেন; এবং তারা তাদের অনুভব করবে এবং চিরকাল কাঁদবে।
18 জেরুজালেমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রভুর উপাসনা করল৷ এবং লোকেরা শুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের হোমবলি, তাদের বিনামূল্যের নৈবেদ্য এবং তাদের উপহারগুলি উত্সর্গ করল৷
19 জুডিথ হোলোফার্নেসের সমস্ত জিনিসপত্রও উৎসর্গ করেছিলেন, যা লোকেরা তাকে দিয়েছিল এবং শামিয়ানাটি দিয়েছিল, যা তিনি তার শয্যার ঘর থেকে বের করেছিলেন, প্রভুকে উপহার হিসাবে।
20 তাই লোকেরা জেরুজালেমে পবিত্র স্থানের সামনে তিন মাস ধরে ভোজন করতে থাকল এবং জুডিথ তাদের সাথে রইল।
21 এই সময়ের পরে প্রত্যেকে নিজ নিজ উত্তরাধিকারে ফিরে গেল, এবং জুডিথ বেথুলিয়ায় চলে গেল এবং নিজের অধিকারে রইল, এবং তার সময়ে সমস্ত দেশে সম্মানিত ছিল।
22 এবং অনেকে তাকে কামনা করেছিল, কিন্তু তার স্বামী মনঃশি মারা যাওয়ার পরে এবং তার লোকেদের কাছে জড়ো হওয়ার পর তার জীবনের সমস্ত দিন কেউ তাকে চিনল না।
23 কিন্তু সে সম্মানে আরও বেশি করে বেড়ে উঠল, এবং তার স্বামীর বাড়িতে বৃদ্ধ হয়ে গেল, একশত পাঁচ বছর বয়সে, এবং তার দাসীকে মুক্ত করে দিল; তাই তিনি বেথুলিয়াতে মারা গেলেন এবং তারা তাকে তার স্বামী মনঃশির গুহায় কবর দিল।
24 এবং ইস্রায়েল পরিবার তার জন্য সাত দিন বিলাপ করেছিল: এবং সে মারা যাওয়ার আগে, সে তার স্বামী মানসেসের নিকটতম আত্মীয়দের এবং তার নিকটতম আত্মীয়দের কাছে তার জিনিসপত্র বিতরণ করেছিল।
25 এবং জুডিথের দিনগুলিতে এবং তার মৃত্যুর পরেও ইস্রায়েলের সন্তানদের আর ভয় দেখায়নি এমন কেউ ছিল না।



এস্টারের সংযোজন

অধ্যায় 10

4তখন মারদোকিয়াস বললেন, ঈশ্বর এই সব করেছেন৷
5 কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তা মনে আছে এবং তার কিছুই ব্যর্থ হয়নি৷
6 একটি ছোট ঝর্ণা একটি নদী হয়ে গেল, এবং সেখানে আলো, সূর্য এবং প্রচুর জল ছিল: এই নদীটি ইষ্টের, যাকে রাজা বিয়ে করেছিলেন এবং রানী করেছিলেন৷
7 আর দুটি ড্রাগন আমি আর আমান।
8 আর সেই জাতিগুলো ছিল যারা ইহুদীদের নাম ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হয়েছিল:
9 এবং আমার জাতি এই ইস্রায়েল, যে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করেছিল এবং উদ্ধার পেয়েছিল: কারণ প্রভু তাঁর লোকদের রক্ষা করেছেন, এবং প্রভু আমাদেরকে সেই সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন, এবং ঈশ্বর চিহ্ন ও মহান আশ্চর্য কাজ করেছেন, যা করা হয়নি অইহুদীদের মধ্যে
10 তাই তিনি দুটি লটকন করেছেন, একটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য এবং অন্যটি সমস্ত অইহুদীদের জন্য৷
11 এবং এই দুটি লট সমস্ত জাতির মধ্যে ঈশ্বরের সামনে সময়, সময় এবং বিচারের দিনে এসেছিল৷
12 তাই ঈশ্বর তাঁর লোকদের স্মরণ করলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে ন্যায়সঙ্গত করলেন।
13 সেইজন্য সেই দিনগুলি অদর মাসে, একই মাসের চৌদ্দ ও পনেরো দিন, ঈশ্বরের সামনে তাঁর লোকেদের মধ্যে চিরকালের জন্য একটি সমাবেশ, আনন্দ ও আনন্দের সাথে হবে।

অধ্যায় 11

1 টলেমিউস এবং ক্লিওপেট্রার রাজত্বের চতুর্থ বছরে, ডসিথিউস, যিনি বলেছিলেন যে তিনি একজন পুরোহিত এবং লেবীয় এবং তাঁর পুত্র টলেমিউস, ফুরিমের এই পত্রটি নিয়ে এসেছিলেন, যা তারা বলেছিল যে একই ছিল এবং টলেমিউসের পুত্র লিসিমাকাস, যে জেরুজালেমে ছিল, এটা ব্যাখ্যা ছিল.
2 মহান অর্তেক্সার্ক্সেসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে নিশান মাসের প্রথম দিনে, যায়ীরের পুত্র মারদোখিয়াস, বিন্যামীন গোষ্ঠীর সেমিয়ের পুত্র, সিসায়ের পুত্র, একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন৷
3যিনি একজন ইহুদী ছিলেন এবং সুসা শহরে বাস করতেন, একজন মহান ব্যক্তি, রাজার দরবারে একজন দাস ছিলেন৷
4 ব্যাবিলনের রাজা নবুচোদোনোসর যিহুদিয়ার রাজা জেকোনিয়ার সাথে জেরুজালেম থেকে বন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন; এবং এটি তার স্বপ্ন ছিল:
5দেখ, দেশে গর্জন, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ও কোলাহলের শব্দ।
6 আর দেখ, দুটি বড় ড্রাগন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, এবং তাদের চিৎকার প্রচণ্ড।
7 এবং তাদের ডাকে সমস্ত জাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যাতে তারা ধার্মিক লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে।
8এবং পৃথিবীতে অন্ধকার ও অস্পষ্টতা, ক্লেশ ও যন্ত্রণা, কষ্ট ও মহা কোলাহলের দিন দেখ।
9 এবং সমগ্র ধার্মিক জাতি বিচলিত ছিল, তাদের নিজেদের মন্দ ভয় ছিল, এবং ধ্বংস হতে প্রস্তুত ছিল.
10 তখন তারা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করল, এবং তাদের কান্নার উপর, যেমন একটি ছোট ঝর্ণা থেকে হয়েছিল, একটি মহা বন্যা, এমনকি প্রচুর জলও তৈরি হয়েছিল।
11 আলো ও সূর্য উদিত হল, এবং নীচরা উন্নীত হল এবং মহিমান্বিতদের গ্রাস করল৷
12 এখন যখন মারডোকিয়াস, যিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ঈশ্বর যা করার সংকল্প করেছিলেন, তিনি যখন জেগেছিলেন, তখন তিনি এই স্বপ্নটি মনে রেখেছিলেন, এবং রাত অবধি সমস্ত উপায়ে এটি জানতে আগ্রহী ছিলেন৷

অধ্যায় 12

1 এবং মারদোচিয়াস রাজসভার দুই নপুংসক এবং রাজপ্রাসাদের রক্ষক গাবাথা এবং থারার সাথে দরবারে বিশ্রাম নিলেন।
2 এবং তিনি তাদের যন্ত্রের কথা শুনলেন, এবং তাদের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করলেন এবং জানতে পারলেন যে তারা রাজা আর্টেক্সার্ক্সেসের উপর হাত দিতে চলেছেন; তাই তিনি তাদের রাজাকে প্রত্যয়িত করলেন।
3 তারপর রাজা দুই নপুংসককে পরীক্ষা করলেন, এবং তারা স্বীকার করার পর তাদের গলা টিপে হত্যা করা হল।
4আর রাজা এই বিষয়গুলির একটি লিপিবদ্ধ করিলেন, এবং মারদোকিয়াসও তা লিখিয়াছিলেন।
5 তাই রাজা আদেশ দিলেন, মারদোচিয়াসকে দরবারে সেবা করার জন্য, এবং এর জন্য তিনি তাকে পুরস্কৃত করলেন।
6 তথাপি আমাদাথুসের পুত্র আমান, যিনি রাজার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন, রাজার দুই নপুংসকের কারণে মারদোকিয়াস এবং তার লোকদের শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছিলেন।

অধ্যায় 13

1 চিঠিগুলির অনুলিপি এই ছিল: মহান রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস ভারত থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশো সাতাশটি প্রদেশে তাঁর অধীনস্থ রাজপুত্র ও গভর্নরদের কাছে এইগুলি লিখেছিলেন৷

2 এর পরে আমি অনেক জাতির উপর প্রভু হয়েছিলাম এবং সমগ্র বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব করেছিলাম, আমার কর্তৃত্বের অনুমানে উন্নীত হইনি, কিন্তু নিজেকে সর্বদা ন্যায় ও নম্রতার সাথে বহন করে, আমি আমার প্রজাদের একটি শান্ত জীবনে ক্রমাগত মীমাংসা করার উদ্দেশ্য করেছিলাম এবং আমার রাজ্য শান্তিময়, এবং পরম উপকূলে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত, শান্তি পুনর্নবীকরণ করার জন্য, যা সমস্ত মানুষের কাঙ্ক্ষিত।

3 এখন যখন আমি আমার পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এটি কীভাবে ঘটতে পারে, আমান, যে আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞায় পারদর্শী ছিল, এবং তার অবিচ্ছিন্ন ভাল ইচ্ছা এবং অবিচল বিশ্বস্ততার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল এবং রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানের সম্মান ছিল,

4 আমাদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সারা বিশ্বের সমস্ত জাতিতে একটি নির্দিষ্ট দূষিত লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যাদের আইন ছিল সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে, এবং ক্রমাগত রাজাদের আদেশগুলিকে অবজ্ঞা করেছিল, তাই আমাদের রাজ্যগুলির একত্রিত হওয়া, আমাদের দ্বারা সম্মানজনকভাবে উদ্দেশ্য করা যেতে পারে না। এগিয়ে

5 তা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এই একা মানুষই ক্রমাগত সমস্ত মানুষের বিরোধিতা করছে, তাদের আইনের অদ্ভুত পদ্ধতিতে ভিন্ন, এবং আমাদের রাজ্যের উপর মন্দ প্রভাব ফেলেছে, তারা আমাদের রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন সমস্ত দুষ্টুমি করে কাজ করে:

6 তাই আমরা আদেশ দিয়েছি যে, আমান দ্বারা যাঁরা আপনার কাছে লিখিতভাবে নির্দেশিত হয়েছে, যাঁরা বিষয়গুলির উপর নিযুক্ত এবং আমাদের পাশে রয়েছেন, তারা সকলেই তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সহ তাদের শত্রুদের তরবারির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। , সমস্ত করুণা ও করুণা ছাড়াই, এই বর্তমান বছরের দ্বাদশ মাসের আদরের চতুর্দশ দিন:

7 যাতে তারা, যারা পুরানো এবং বর্তমানেও বিদ্বেষপূর্ণ, তারা একদিন সহিংসতার সাথে কবরে যেতে পারে এবং এর পরেও আমাদের বিষয়গুলি ভালভাবে এবং ঝামেলা ছাড়াই নিষ্পত্তি করতে পারে।

8তখন মারডোকিয়াস প্রভুর সমস্ত কাজের কথা চিন্তা করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন,

9 বলুন, হে প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা, কারণ সমস্ত জগৎ আপনার ক্ষমতায়, এবং আপনি যদি ইস্রায়েলকে রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেন তবে এমন কেউ নেই যে আপনাকে বলতে পারে না:

10 তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী এবং স্বর্গের নীচে সমস্ত আশ্চর্যজনক জিনিস তৈরি করেছ৷

11 তুমি সব কিছুর প্রভু, এবং এমন কোন মানুষ নেই যে তোমাকে প্রতিরোধ করতে পারে, যিনি প্রভু।

12 আপনি সব কিছু জানেন, এবং আপনি জানেন, প্রভু, এটা অবমাননা বা অহংকার বা গৌরবের আকাঙ্ক্ষার জন্য নয় যে আমি গর্বিত আমনের কাছে মাথা নত করিনি।

13 কারণ ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পায়ের তলায় চুম্বন করার জন্য আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম।

14কিন্তু আমি এটা করেছি, যাতে আমি ঈশ্বরের মহিমার চেয়ে মানুষের মহিমাকে প্রাধান্য না দিতে পারি৷ হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করব না, অহংকারে তা করব না৷

15 আর এখন, হে প্রভু ঈশ্বর ও রাজা, তোমার লোকদের রক্ষা কর, কেননা তাদের দৃষ্টি আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের দিকে রয়েছে; হ্যাঁ, তারা সেই সম্পত্তি ধ্বংস করতে চায়, যা শুরু থেকে তোমার ছিল।

16 যে অংশ তুমি মিসর থেকে তোমার নিজের জন্য দিয়েছ তাকে তুচ্ছ করো না।

17 আমার প্রার্থনা শুনুন এবং আপনার উত্তরাধিকারের প্রতি করুণা করুন: আমাদের দুঃখকে আনন্দে পরিণত করুন, যাতে আমরা বাঁচতে পারি, হে প্রভু, এবং আপনার নামের প্রশংসা করি: এবং হে প্রভু, যারা আপনার প্রশংসা করে তাদের মুখ ধ্বংস করবেন না।

18 সমস্ত ইস্রায়েল একইভাবে সদাপ্রভুর কাছে খুব আন্তরিকভাবে কাঁদছিল, কারণ তাদের মৃত্যু তাদের চোখের সামনে ছিল।

অধ্যায় 14

1 রানী ইষ্টেরও মৃত্যুর ভয়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিলেন:

2 এবং তার মহিমান্বিত পোশাক খুলে ফেললেন, এবং যন্ত্রণা ও শোকের পোশাক পরলেন: এবং মূল্যবান মলমের পরিবর্তে, সে তার মাথাকে ছাই এবং গোবর দিয়ে ঢেকে দিল, এবং সে তার শরীরকে অত্যন্ত বিনীত করল এবং তার আনন্দের সমস্ত স্থান সে পূর্ণ করল। তার ছেঁড়া চুল।

3 এবং তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রভু, আপনিই কেবল আমাদের রাজা; আমাকে সাহায্য করুন, নির্জন মহিলা, আপনি ছাড়া যার কোন সাহায্যকারী নেই।

4 কারণ আমার বিপদ আমার হাতে।

5 যৌবনকাল থেকে আমি আমার পরিবারের বংশের কাছে শুনেছি যে, হে প্রভু, আপনি ইস্রায়েলকে সমস্ত লোকের মধ্যে থেকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে তাদের সমস্ত পূর্বসূরিদের কাছ থেকে চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারের জন্য নিয়েছিলেন এবং আপনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করেছেন।

6 আর এখন আমরা তোমার আগে পাপ করেছি, তাই তুমি আমাদের শৎরুদের হাতে তুলে দিয়েছ,
7 কারণ আমরা তাদের দেবতাদের পূজা করতাম: হে মাবুদ, তুমি ধার্মিক।
8তবুও এটা তাদের সন্তুষ্ট করে না যে আমরা তিক্ত বন্দীদশায় আছি; কিন্তু তারা তাদের মূর্তিগুলো দিয়ে হাত মেরেছে,
9যে তুমি তোমার মুখ দিয়ে যা আদেশ করেছ তা তারা বাতিল করবে এবং তোমার উত্তরাধিকার ধ্বংস করবে, এবং যারা তোমার প্রশংসা করে তাদের মুখ বন্ধ করবে এবং তোমার গৃহের ও তোমার বেদীর গৌরব নিভিয়ে দেবে,
10 এবং মূর্তিগুলির প্রশংসা করার জন্য এবং চিরকালের জন্য একজন দৈহিক রাজাকে মহিমান্বিত করার জন্য জাতিদের মুখ খুলুন।
11 হে সদাপ্রভু, তোমার রাজদণ্ড তাদের দাও না যারা কিছুই নয়, এবং তারা যেন আমাদের পতনে হাসতে না পারে; কিন্তু তাদের কৌশল নিজেদের উপর ঘুরিয়ে দিন, এবং তাকে একটি উদাহরণ করুন, যে আমাদের বিরুদ্ধে এটি শুরু করেছে।
12 মনে রেখো, হে প্রভু, আমাদের দুঃখের সময়ে নিজেকে প্রকাশ করো, এবং হে জাতিদের রাজা, এবং সর্বশক্তির প্রভু, আমাকে সাহস দাও৷
13 সিংহের সামনে আমার মুখে উচ্চারিত কথা বলুন: যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে ঘৃণা করার জন্য তার হৃদয়কে ঘুরিয়ে দাও, যাতে তার এবং তার মত মনের সকলের শেষ হয়।
14 কিন্তু তোমার হাত দিয়ে আমাদের উদ্ধার কর, এবং যারা নির্জন, তুমি ছাড়া যাদের অন্য কোন সাহায্য নেই তাদের সাহায্য কর।
15 হে মাবুদ, তুমি সবই জানো; তুমি জানো যে, আমি অধার্মিকদের গৌরব ঘৃণা করি এবং অসুন্নতদের বিছানা এবং সমস্ত জাতিদের ঘৃণা করি৷
16 আপনি আমার প্রয়োজনীয়তা জানেন: কারণ আমি আমার উচ্চ সম্পত্তির চিহ্নকে ঘৃণা করি, যে দিনগুলিতে আমি নিজেকে দেখাই এবং যে দিনগুলিতে আমি এটিকে ঘৃণা করি, এবং আমি এটিকে ঘৃণা করি, যখন আমি গোপনে থাকি তখন আমি এটি পরিধান করি না। নিজেকে
17 আর তোমার দাসী আমনের টেবিলে খায় নি, এবং আমি রাজার ভোজকে খুব বেশি সম্মান করি নি বা পেয় নৈবেদ্যর দ্রাক্ষারস পান করিনি।
18 যেদিন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল সেদিন থেকে তোমার দাসীর কোন আনন্দ ছিল না, কিন্তু হে ইব্রাহিমের ঈশ্বর প্রভু তোমার মধ্যে।
19 হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, নিঃস্বের কণ্ঠস্বর শুনুন এবং দুষ্টদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন এবং আমার ভয় থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

অধ্যায় 15

1 তৃতীয় দিনে, সে তার প্রার্থনা শেষ করে, সে তার শোকের পোশাক খুলে ফেলল এবং তার মহিমান্বিত পোশাক পরল৷
2 এবং মহিমান্বিতভাবে সজ্জিত হয়ে, তিনি ঈশ্বরকে ডাকার পরে, যিনি সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা ও ৎরাণকর্তা, তিনি তার সাথে দুটি দাসী নিয়েছিলেন:
3 এবং সে একজনের উপর ঝুঁকে পড়ল, যেন নিজেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল;
4 এবং অন্যটি তার ট্রেন বহন করে অনুসরণ করল৷
5 এবং সে তার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় লাল ছিল, এবং তার মুখটি প্রফুল্ল এবং খুব বন্ধুৎবপূর্ণ ছিল: কিন্তু তার হৃদয় ভয়ে ব্যথিত ছিল।
6 তারপর সমস্ত দরজা পেরিয়ে তিনি রাজার সামনে দাঁড়ালেন, যিনি তাঁর রাজকীয় সিংহাসনে বসেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত মহিমার পোশাক পরেছিলেন, সমস্ত সোনা ও মূল্যবান পাথরে চকচকে ছিল; এবং তিনি খুব ভয়ঙ্কর ছিল.
7 তারপর মহিমায় উজ্জ্বল মুখ তুলে তিনি তার দিকে খুব উগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন: এবং রানী পড়ে গেলেন এবং ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং তার সামনে যে দাসীর মাথা নত করলেন।
8 তারপর ঈশ্বর রাজার আত্মাকে মৃদুতায় পরিবর্তিত করলেন, যিনি ভয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন, যতক্ষণ না তিনি আবার নিজের কাছে এসেছিলেন এবং তাকে প্রেমময় কথা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন,
9 ইষ্টের, ব্যাপারটা কি? আমি তোমার ভাই, ভালো থাকো।
10 আমাদের আজ্ঞা সাধারণ হলেও তুমি মরবে না: কাছে এস।
11 তাই তিনি তার সোনার রাজদণ্ডটি ধরে তার গলায় রাখলেন,
12 এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার সাথে কথা বল।
13 তখন সে তাঁকে বলল, 'হে আমার প্রভু, আমি আপনাকে ঈশ্বরের ফেরেশতা হিসাবে দেখেছি এবং আপনার মহিমার ভয়ে আমার হৃদয় বিচলিত হয়েছিল৷
14 হে প্রভু, তুমি অপূর্ব এবং তোমার মুখ কৃপায় পরিপূর্ণ।
15 সে কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল৷
16তখন রাজা উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাঁর সমস্ত চাকররা তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অধ্যায় 16

1 মহান রাজা আর্টেক্সার্ক্সেস ভারত থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশো সাতাশটি প্রদেশের রাজপুত্র ও গভর্নরদের এবং আমাদের সমস্ত বিশ্বস্ত প্রজাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন৷

2 অনেকে, যতবার তাদের করুণাময় রাজপুত্রদের মহান অনুগ্রহে সম্মানিত হয়, ততই তারা গর্বিত হয়,

3 এবং শুধুমাত্র আমাদের প্রজাদের আঘাত করার চেষ্টা করুন, কিন্তু প্রাচুর্য সহ্য করতে সক্ষম না হয়ে, যারা তাদের ভাল করে তাদের বিরুদ্ধেও অনুশীলন করার জন্য হাতে নিন:

4 এবং শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে থেকে কৃতজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে নাও, কিন্তু অশ্লীল ব্যক্তিদের মহিমান্বিত বাক্য দিয়েও উত্থাপিত করুন, যেগুলি কখনই ভাল ছিল না, তারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার থেকে বাঁচার কথা মনে করে, যে সমস্ত কিছু দেখে এবং মন্দকে ঘৃণা করে।

5 প্রায়শই তাদের বন্ধুদের বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য যাদের বিশ্বাস করা হয় তাদের ন্যায্য কথাবার্তাও অনেককে নির্দোষ রক্তের অংশীদার হতে বাধ্য করেছে এবং তাদের প্রতিকারহীন দুর্যোগে আবদ্ধ করেছে:

6 তাদের অশ্লীল স্বভাবের মিথ্যা ও প্রতারণার সাথে প্রতারণা করা রাজপুত্রদের নির্দোষতা এবং ভালতা।

7 এখন আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন, যেমনটি আমরা ঘোষণা করেছি, প্রাচীন ইতিহাস দ্বারা এতটা নয়, যতটা আপনি করতে পারেন, যদি আপনি অযোগ্যভাবে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত তাদের মড়কপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে দেরীতে কী অন্যায়ভাবে করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেন।

8 এবং আমাদের অবশ্যই ভবিষ্যতের সময়ের জন্য যত্ন নিতে হবে, যাতে আমাদের রাজ্য সমস্ত মানুষের জন্য শান্ত এবং শান্তিময় হয়,

9 উভয়ই আমাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে, এবং সর্বদা সেই বিষয়গুলিকে বিচার করে যা আরও সমান প্রক্রিয়ার সাথে স্পষ্ট।

10 আমন, একজন ম্যাসেডোনিয়ান, আমাদাথার পুত্র, প্রকৃতপক্ষে পারস্যের রক্ত থেকে একজন অপরিচিত, এবং আমাদের মঙ্গল থেকে অনেক দূরে এবং আমাদের কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন,

11 এতদূর এগিয়ে আমরা প্রত্যেক জাতির প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, তাকে আমাদের পিতা বলা হয় এবং রাজার পরবর্তী সমস্ত ব্যক্তির থেকে ক্রমাগত সম্মানিত হয়৷

12 কিন্তু তিনি, তার মহান মর্যাদা সহ্য না করে, আমাদের রাজ্য ও জীবন থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে গিয়েছিলেন:

13 বহুবিধ এবং ধূর্ত প্রতারণার মাধ্যমে আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল, সেইসাথে মারডোকিয়াসেরও, যিনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন এবং ক্রমাগত আমাদের ভাল সংগ্রহ করেছিলেন, সেইসাথে আমাদের রাজ্যের অংশীদার, নির্দোষ ইষ্টের, তাদের সমগ্র জাতির সাথে।

14 কেননা এর মাধ্যমে তিনি ভাবলেন, পারস্যের রাজ্য ম্যাসিডোনিয়ানদের কাছে অনুবাদ করার জন্য আমাদের বন্ধুদের নিঃস্ব মনে হয়েছে৷

15 কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইহুদিরা, যাদের এই দুষ্ট লোকটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য তুলে দিয়েছে, তারা অন্যায়কারী নয়, তারা সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত আইন অনুসারে জীবনযাপন করে:

16 এবং যে তারা সর্বোত্তম এবং পরাক্রমশালী, জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, যিনি আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পদ্ধতিতে রাজ্যের আদেশ দিয়েছেন৷

17 তাই অমদাথার পুত্র আমনের দ্বারা তোমাদের কাছে পাঠানো চিঠিগুলি বাস্তবায়ন না করাই ভাল হবে৷

18 কারণ যে এই জিনিসগুলির কর্মী ছিল, তাকে তার সমস্ত পরিবারের সাথে সুসার দ্বারে ঝুলানো হয়েছে: ঈশ্বর, যিনি সমস্ত কিছুকে শাসন করেন, দ্রুত তার মরুভূমি অনুসারে তার প্রতিশোধ নেন।

19 তাই তোমরা এই চিঠির কপি সব জায়গায় প্রকাশ করবে, যাতে ইহুদিরা স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে৷

20 আর তোমরা তাদের সাহায্য করবে, সেই একই দিনে, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের অদরের তেরোতম দিনে, তারা তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে, যারা তাদের দুর্দশার সময় তাদের উপর চাপিয়ে দেবে।

21 কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের প্রতি আনন্দের দিকে ফিরেছেন যেদিন, যেদিন নির্বাচিত লোকদের ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল৷

22 সেইজন্য তোমরা তোমাদের পবিত্র উৎসবের মধ্যে এটিকে সমস্ত ভোজের সাথে একটি উচ্চ দিন পালন করবে৷

23 যাতে এখন এবং পরকালে আমাদের এবং ভালভাবে প্রভাবিত পারসিকদের নিরাপত্তা থাকতে পারে; কিন্তু যারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের জন্য ধ্বংসের স্মারক।

24 অতএব, প্রতিটি শহর এবং দেশ যা এই জিনিসগুলি অনুসারে কাজ করবে না, সেগুলিকে আগুন এবং তরবারি দিয়ে করুণা ছাড়াই ধ্বংস করা হবে, এবং কেবলমাত্র মানুষের জন্যই নয়, বন্য জন্তু ও পাখীর জন্যও চিরকালের জন্য অত্যন্ত ঘৃণ্য করে তোলা হবে।



THE Wisdom OF Solomon

সলোমনের জ্ঞান

অধ্যায় 1

1 তোমরা যারা পৃথিবীর বিচারক হও, ধার্মিকতাকে ভালোবাসো: ভাল (হৃদয়,) দিয়ে প্রভুকে চিন্তা কর এবং সরল হৃদয়ে তাঁকে অন্বেষণ কর৷
2 কারণ যাঁরা তাঁকে প্রলুব্ধ করে না তাদের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে৷ এবং যারা তাকে অবিশ্বাস করে না তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে।
3 কারণ ভণ্ড চিন্তা ঈশ্বর থেকে আলাদা: এবং তাঁর শক্তি, যখন এটি পরীক্ষা করা হয়, তখন বুদ্ধিমানদেরকে তিরস্কার করে৷
4 কারণ বিদ্বেষপূর্ণ আত্মার মধ্যে প্রজ্ঞা প্রবেশ করবে না; পাপের অধীনস্থ দেহে বাস করো না৷
5 কারণ শাসনের পবিত্র আত্মা ছলনাকে পলায়ন করবে, এবং বুদ্ধিহীন চিন্তাগুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, এবং যখন অধার্মিকতা আসবে তখন থাকবে না৷
6 কারণ প্রজ্ঞা হল প্রেমময় আত্মা; এবং তার কথার নিন্দাকারীকে খালাস করবে না: কারণ ঈশ্বর তার লাগাম দেখেন, এবং তার হৃদয়ের সত্য দ্রষ্টা এবং তার জিহ্বা শ্রবণ করেন।
7 কারণ প্রভুর আত্মা জগৎকে পূর্ণ করেন এবং যা সব কিছু ধারণ করে তার কণ্ঠস্বরের জ্ঞান আছে৷
8 সেইজন্য যে অন্যায় কথা বলে তাকে লুকানো যায় না; শাস্তি দিলে প্রতিশোধও তার পাশ দিয়ে যাবে না।
9 কারণ অধার্মিকদের পরামর্শের মধ্যে তদন্ত করা হবে: এবং তার কথার শব্দ প্রভুর কাছে তার দুষ্ট কাজের প্রকাশের জন্য আসবে৷
10 কারণ ঈর্ষার কান সব কথা শোনে, আর বচসা লুকিয়ে থাকে না৷
11অতএব বকবক করা থেকে সাবধান, যা লাভজনক নয়; এবং তোমার জিহ্বাকে গীবত করা থেকে বিরত রাখো: কেননা এমন গোপন কোন কথা নেই যা বৃথা যাবে না: এবং যে মুখ বিশ্বাস করে সে আত্মাকে হত্যা করে।
12 তোমার জীবনের ভ্রান্তিতে মৃত্যুকে তালাশ করো না, এবং তোমার হাতের কাজ দিয়ে ধ্বংসকে টেনে আনবে না।
13 কারণ ঈশ্বর মৃত্যু সৃষ্টি করেন নি; জীবিতদের ধ্বংসেও তিনি সন্তুষ্ট নন৷
14 কারণ তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের সত্তা থাকতে পারে: এবং বিশ্বের প্রজন্ম সুস্থ ছিল; এবং তাদের মধ্যে ধ্বংসের বিষ নেই, পৃথিবীতে মৃত্যুর রাজত্বও নেই।
15 (কারণ ধার্মিকতা অমর :)
16 কিন্তু অধার্মিক লোকেরা তাদের কাজ ও কথার দ্বারা এটিকে তাদের কাছে ডেকেছিল: কারণ তারা যখন এটিকে তাদের বন্ধু বলে মনে করেছিল, তখন তারা এটিকে নষ্ট করেছিল এবং এর সাথে একটি চুক্তি করেছিল, কারণ তারা এতে অংশ নেওয়ার যোগ্য৷

অধ্যায় 2

1 কারণ অধার্মিকরা বলেছিল, নিজেদের সাথে তর্ক করে, কিন্তু ঠিক নয়, আমাদের জীবন সংক্ষিপ্ত এবং ক্লান্তিকর, এবং একজন মানুষের মৃত্যুতে কোন প্রতিকার নেই: কবর থেকে ফিরে এসেছে বলে জানা যায়নি৷
2 কারণ আমরা সমস্ত দুঃসাহসিকতায় জন্মগ্রহণ করেছি: এবং আমরা পরকালে এমন হব যেন আমরা কখনও ছিলাম না: কারণ আমাদের নাকের মধ্যে শ্বাস ধোঁয়ার মতো, এবং আমাদের হৃদয়ের গতিতে একটু স্ফুলিঙ্গ।
3 যা নিভে গেলে আমাদের দেহ ছাই হয়ে যাবে, আর আমাদের আত্মা কোমল বাতাসের মতো মিলিয়ে যাবে,
4 এবং আমাদের নাম সময়ের সাথে বিস্মৃত হবে, এবং কোন মানুষেরই আমাদের কাজ স্মরণে থাকবে না, এবং আমাদের জীবন মেঘের চিহ্নের মতো চলে যাবে, এবং কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়বে, যা রশ্মির সাথে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সূর্য, এবং তার তাপ সঙ্গে পরাস্ত.
5 কারণ আমাদের সময় অতিমাত্রায় ছায়া হয়ে চলে যায়; এবং আমাদের শেষ হওয়ার পরে আর কোন প্রত্যাবর্তন নেই: কারণ এটি দ্রুত সিল করা হয়েছে, যাতে কেউ আর আসে না৷
6 তাই আসুন, আমরা উপস্থিত ভাল জিনিসগুলি উপভোগ করি: এবং যৌবনের মতো প্রাণীদের দ্রুত ব্যবহার করি৷
7 আসুন আমরা দামী দ্রাক্ষারস ও মলম দিয়ে নিজেদেরকে পূর্ণ করি এবং বসন্তের কোন ফুল আমাদের পাশ দিয়ে যেতে না পারে।
8 আসুন আমরা নিজেদেরকে গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে মুকুট করি, সেগুলি শুকিয়ে যাওয়ার আগে:
9 আমাদের মধ্যে কেউ যেন আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার অংশ ছাড়া যেতে না পারে: আসুন আমরা সর্বত্র আমাদের আনন্দের চিহ্ন রেখে যাই: কারণ এটিই আমাদের অংশ, এবং এটি আমাদের প্রচুর।
10 আসুন আমরা দরিদ্র ধার্মিক লোককে অত্যাচার করি, বিধবাকে রেহাই না দিই, বৃদ্ধের প্রাচীন ধূসর চুলকে শ্রদ্ধা করি না।
11 আমাদের শক্তি ন্যায়বিচারের আইন হোক: কারণ যা দুর্বল তার মূল্য নেই।
12 তাই আসুন আমরা ধার্মিকদের জন্য অপেক্ষা করি; কারণ তিনি আমাদের পালা করার জন্য নন, এবং তিনি আমাদের কাজের বিপরীতে পরিষ্কার: তিনি আমাদের আইনের লঙ্ঘন করে আমাদের তিরস্কার করেন এবং আমাদের শিক্ষার লঙ্ঘন নিয়ে আমাদের কুখ্যাতি নিয়ে আপত্তি করেন।
13 সে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে বলে দাবি করে এবং সে নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে৷
14 তাকে আমাদের চিন্তাভাবনাকে তিরস্কার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
15 তিনি দেখতেও আমাদের জন্য দুঃখজনক: কারণ তাঁর জীবন অন্য পুরুষদের মতো নয়, তাঁর পথ অন্য রকমের৷
16 আমরা তাকে নকল বলে গণ্য করি: তিনি আমাদের পথ থেকে দূরে থাকেন যেমন নোংরাতা থেকে; তিনি আশীর্বাদ করার জন্য ন্যায়পরায়ণতার শেষ ঘোষণা করেন এবং তিনি গর্ব করেন যে ঈশ্বর তাঁর পিতা।
17 আসুন দেখি তাঁর কথা সত্য কিনা: এবং আসুন আমরা প্রমাণ করি যে তাঁর শেষে কী ঘটবে৷
18কারণ ধার্মিক ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের পুত্র হয়, তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন এবং তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন৷
19 আসুন আমরা তাকে অসহায় ও অত্যাচারের সাথে পরীক্ষা করি, যাতে আমরা তার নম্রতা জানতে পারি এবং তার ধৈর্য প্রমাণ করতে পারি।

20 আসুন আমরা তাকে লজ্জাজনক মৃত্যু দিয়ে দোষী করি, কারণ তার নিজের কথায় তাকে সম্মান করা হবে৷
21 তারা এই ধরনের জিনিস কল্পনা করেছিল এবং প্রতারিত হয়েছিল, কারণ তাদের নিজেদের দুষ্টতা তাদের অন্ধ করেছে৷
22 ঈশ্বরের রহস্যের বিষয়ে, তারা সেগুলি জানত না: তারা ধার্মিকতার মজুরির জন্য আশা করেনি, বা নির্দোষ আত্মার জন্য একটি পুরস্কারও বুঝতে পারেনি৷
23 কারণ ঈশ্বর মানুষকে অমর হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তার নিজের অনন্তকালের প্রতিমূর্তি হিসেবে তৈরি করেছেন৷
24 তবুও শয়তানের ঈর্ষার দ্বারা পৃথিবীতে মৃত্যু এসেছিল এবং যারা তার পক্ষ ধরে আছে তারা তা খুঁজে পায়৷

অধ্যায় 3

1 কিন্তু ধার্মিকদের আত্মা ঈশ্বরের হাতে, এবং তাদের কোন যন্ত্রণা স্পর্শ করবে না৷
2 মূর্খদের দৃষ্টিতে তারা মারা যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল; এবং তাদের প্রস্থান দুঃখের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে,
3 আর আমাদের কাছ থেকে তাদের চলে যাওয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে; কিন্তু তারা শান্তিতে আছে।
4 কারণ মানুষের সামনে তাদের শাস্তি দেওয়া হলেও তাদের আশা অমরত্বে পূর্ণ।
5 এবং সামান্য শাস্তি দেওয়া হলে, তারা প্রচুর পুরস্কৃত হবে: কারণ ঈশ্বর তাদের পরীক্ষা করেছেন এবং তাদের নিজের জন্য যোগ্য বলে মনে করেছেন৷
6 চুল্লিতে সোনার মতো তিনি তাদের পরীক্ষা করেছেন এবং হোমবলি হিসেবে গ্রহণ করেছেন৷
7 এবং তাদের দর্শনের সময় তারা জ্বলজ্বল করবে, এবং খড়ের মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মতো এদিক ওদিক দৌড়াবে।
8 তারা জাতিদের বিচার করবে এবং লোকেদের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং তাদের প্রভু চিরকাল রাজত্ব করবেন।
9 যারা তাঁর উপর আস্থা রাখে তারা সত্য বুঝতে পারবে: এবং যারা প্রেমে বিশ্বস্ত তারা তার সাথে থাকবে: কারণ করুণা ও করুণা তাঁর সাধুদের প্রতি, এবং তিনি তাঁর মনোনীতদের যত্ন নেন৷
10 কিন্তু অধার্মিকদের তাদের নিজস্ব কল্পনা অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে, যারা ধার্মিকদের অবহেলা করেছে এবং প্রভুকে ত্যাগ করেছে৷
11 কারণ যে জ্ঞান ও লালন-পালনকে অবজ্ঞা করে, সে দুঃখী, এবং তাদের আশা বৃথা, তাদের পরিশ্রম নিষ্ফল এবং তাদের কাজ অলাভজনক:
12 তাদের স্ত্রীরা মূর্খ এবং তাদের সন্তানেরা দুষ্ট৷
13 তাদের বংশ অভিশপ্ত। সেইজন্য ধন্য সেই বন্ধ্যা যে অপবিত্র, যে পাপের বিছানা জানে না: সে আত্মার দর্শনে ফল পাবে৷
14 আর ধন্য সেই নপুংসক, যে তার হাত দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন পাপ কাজ করেনি বা কল্পনাও করেনি, কারণ তাকে বিশ্বাসের বিশেষ উপহার দেওয়া হবে এবং প্রভুর মন্দিরে উত্তরাধিকার তার মনের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হবে৷
15 কারণ ভাল শ্রমের ফল মহিমান্বিত, এবং জ্ঞানের মূল কখনও লোপ পায় না৷
16 ব্যভিচারীদের সন্তানদের জন্য, তারা তাদের পূর্ণতা পাবে না, এবং একটি অধার্মিক বিছানার বীজ উপড়ে ফেলা হবে।
17 কারণ তারা দীর্ঘজীবী হলেও তাদের কিছুই বিবেচনা করা হবে না এবং তাদের শেষ বয়স হবে সম্মানহীন।
18 অথবা, যদি তারা দ্রুত মারা যায়, তবে পরীক্ষার দিনে তাদের কোন আশা নেই, সান্ত্বনাও নেই।
19 কারণ অধার্মিক প্রজন্মের শেষ ভয়ঙ্কর।

অধ্যায় 4

1 সন্তান না থাকা এবং সদগুণ থাকাই উত্তম: কারণ এর স্মৃতি অমর, কারণ তা ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পরিচিত৷
2 যখন এটি উপস্থিত হয়, পুরুষরা এটির উদাহরণ গ্রহণ করে; এবং যখন এটি চলে যায়, তারা এটি কামনা করে: এটি একটি মুকুট পরিধান করে, এবং চিরকালের জন্য বিজয়ী হয়, বিজয় অর্জন করে, অবিকৃত পুরষ্কারের জন্য সংগ্রাম করে।
3 কিন্তু অধার্মিকদের বংশবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে না, বাস্টার্ড স্লিপ থেকে গভীর শিকড় ধরবে না বা কোন দ্রুত ভিত্তি স্থাপন করবে না।
4 যদিও তারা কিছু সময়ের জন্য শাখায় ফুলে ওঠে; তবুও তারা স্থায়ী হবে না, তারা বাতাসে কাঁপবে, এবং বাতাসের জোরে তাদের মূলোৎপাটন করা হবে।
5 অসিদ্ধ শাখাগুলি ভেঙ্গে ফেলা হবে, তাদের ফল অলাভজনক, খাওয়ার জন্য পাকা নয়, হ্যাঁ, বিনা মূল্যে মিলবে।
6 কারণ বেআইনি শয্যা থেকে জন্মানো শিশুরা তাদের বিচারে তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে দুষ্টতার সাক্ষী।
7 কিন্তু যদি ধার্মিককে মৃত্যু দ্বারা বাধা দেওয়া হয়, তবুও সে বিশ্রামে থাকবে৷
8 কারণ সম্মানজনক বয়স এমন নয় যা সময়ের দৈর্ঘ্যে দাঁড়ায় বা বছরের সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয় না।
9 কিন্তু প্রজ্ঞা হল মানুষের ধূসর চুল, আর দাগহীন জীবন হল বার্ধক্য৷
10 তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং তাঁর প্রিয় ছিলেন: যাতে তিনি পাপীদের মধ্যে বসবাস করেন।
11 হ্যাঁ, তাকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পাছে সেই দুষ্টতা তার বোধকে পরিবর্তন করে, অথবা প্রতারণা তার আত্মাকে প্রতারিত করে।
12 কারণ দুষ্টুমির জাদুকরী সৎ জিনিসগুলিকে অস্পষ্ট করে তোলে; এবং বিচক্ষণতার বিচরণ সরল মনকে দুর্বল করে।
13 তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নিখুঁত হয়ে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্ণ হলেন৷
14 কারণ তার মন মাবুদকে সন্তুষ্ট করেছিল, তাই তিনি তাকে দুষ্টদের মধ্য থেকে দূরে নিয়ে যেতে ত্বরা করেছিলেন।
15 লোকেরা এটি দেখেছিল এবং বুঝতে পারেনি, তারা তাদের মনে এই কথাটিও রাখে নি যে, তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা তাঁর সাধুদের সাথে রয়েছে এবং তিনি তাঁর মনোনীতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল৷
16 এইভাবে ধার্মিক যারা মৃত তারা জীবিত অধার্মিকদের দোষারোপ করবে; এবং যৌবন যা শীঘ্রই অধার্মিকদের বহু বছর এবং বার্ধক্য পরিপূর্ণ হয়।

17 কারণ তারা জ্ঞানীদের শেষ দেখতে পাবে, এবং বুঝতে পারবে না যে ঈশ্বর তাঁর পরামর্শে তাঁর বিষয়ে কী আদেশ করেছেন এবং প্রভু তাঁকে কীসের জন্য নিরাপদে রেখেছেন৷
18 তারা তাকে দেখবে এবং তাকে তুচ্ছ করবে; কিন্তু ঈশ্বর তাদের উপহাস করার জন্য উপহাস করবেন: এবং তারা পরবর্তীতে একটি জঘন্য মৃতদেহ এবং মৃতদের মধ্যে চিরকালের জন্য নিন্দিত হবে।
19 কারণ তিনি তাদের ছিঁড়ে ফেলবেন এবং তাদের মাথার উপরে ফেলে দেবেন, যাতে তারা বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে; তিনি তাদের ভিত থেকে ঝেড়ে ফেলবেন; এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে, এবং দুঃখিত হবে; এবং তাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হবে।
20 এবং যখন তারা তাদের পাপের হিসাব জমা করবে, তখন তারা ভয় নিয়ে আসবে; এবং তাদের নিজেদের পাপ তাদের মুখের সামনে তাদের বিশ্বাস করবে।

অধ্যায় 5

1 তখন ধার্মিক ব্যক্তি বড় সাহসের সাথে তাদের যাঁরা তাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের সামনে দাঁড়াবে এবং তার শ্রমের কোন হিসাব করবে না।
2 যখন তারা তা দেখবে, তখন তারা ভয়ানক ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে, এবং তাঁর পরিত্রাণের অদ্ভুততায় বিস্মিত হবে, যা তারা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশি।
3 এবং তারা অনুতপ্ত এবং আত্মার যন্ত্রণার জন্য হাহাকার করে নিজেদের মধ্যে বলবে, ইনিই সেই ব্যক্তি, যাকে আমরা কখনও কখনও উপহাস করতাম, এবং একটি তিরস্কারের প্রবাদ৷
4 আমরা মূর্খেরা তার জীবনের পাগলামি এবং তার সমাপ্তিকে সম্মানহীন বলে গণ্য করেছি।
5 কিভাবে তিনি ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে গণনা করা হয়, এবং তার সংখ্যা সাধুদের মধ্যে!
6 তাই আমরা সত্যের পথ থেকে ভ্রান্ত হয়েছি, এবং ধার্মিকতার আলো আমাদের কাছে আলোকিত হয়নি, এবং ধার্মিকতার সূর্য আমাদের উপরে ওঠেনি।
7 দুষ্টতা ও ধ্বংসের পথে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; হ্যাঁ, আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যেখানে কোন পথ নেই; কিন্তু প্রভুর পথের বিষয়ে আমরা তা জানি না।
8 অহংকার আমাদের কি লাভ করেছে? অথবা আমাদের ভীষন ধন-সম্পদ আমাদের কি এনেছে?
9 ঐ সমস্ত জিনিস ছায়ার মত চলে গেছে, এবং ছুটে আসা পোস্টের মত;
10 এবং জলের ঢেউয়ের উপর দিয়ে যাওয়া জাহাজের মতো, যেটি দিয়ে চলে গেলে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না, ঢেউয়ের মধ্যে কিলের পথও পাওয়া যায় না;
11 অথবা পাখি যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়, তখন তার পথের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হালকা বাতাস তার ডানার আঘাতে আঘাত করে এবং তাদের হিংস্র শব্দ ও গতির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তারপরে সে কোথায় গিয়েছিল তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না;
12 বা যেমন একটি চিহ্নে তীর ছোড়া হলে, এটি বাতাসকে বিভক্ত করে, যা অবিলম্বে আবার একত্রিত হয়, যাতে একজন মানুষ বুঝতে পারে না যে এটি কোথায় গেছে:
13 আমরাও একইভাবে, জন্মের সাথে সাথেই আমাদের শেষের দিকে আঁকতে শুরু করেছি, এবং দেখানোর মতো কোন গুণের চিহ্ন ছিল না; কিন্তু আমাদের নিজেদের পাপাচারে গ্রাস করা হয়েছিল।
14কারণ অধার্মিকদের আশা বাতাসে উড়ে যাওয়া ধুলার মত; ঝড়ের সাথে তাড়িয়ে দেওয়া পাতলা ঝোপের মতো; ধোঁয়ার মতো যা এখানে এবং সেখানে একটি ঝড়ের সাথে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি দিন ছাড়া থাকা অতিথির স্মরণে চলে যায়।
15 কিন্তু ধার্মিকরা চিরকাল বেঁচে থাকে; তাদের পুরষ্কারও প্রভুর কাছে রয়েছে এবং তাদের যত্নের দায়িত্ব মহান আল্লাহর কাছে৷
16 তাই তারা প্রভুর হাত থেকে একটি মহিমান্বিত রাজ্য এবং একটি সুন্দর মুকুট পাবে: কারণ তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাদের ঢেকে দেবেন এবং তাঁর বাহু দিয়ে তিনি তাদের রক্ষা করবেন৷
17 তিনি সম্পূর্ণ অস্ত্রের জন্য তার ঈর্ষাকে তার কাছে নিয়ে যাবেন এবং তার শত্রুদের প্রতিশোধের জন্য প্রাণীকে তার অস্ত্রে পরিণত করবেন।
18 তিনি বক্ষবন্ধনীর মত ন্যায়পরায়ণতা এবং শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে সত্য বিচার পরিধান করিবেন।
19 সে অজেয় ঢালের জন্য পবিত্রতা গ্রহণ করবে।
20 তাঁর তীব্র ক্রোধ তিনি তরবারির মত শাণিত করবেন, এবং জগৎ তাঁর সাথে বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।
21 তারপর সঠিক লক্ষ্যবস্তু বিদেশ যাবে; এবং মেঘ থেকে, একটি ভাল টানা ধনুক থেকে, তারা চিহ্ন উড়ে যাবে.
22 এবং ক্রোধে ভরা শিলা পাথরের ধনুক থেকে পাথরের মতো নিক্ষিপ্ত হবে, এবং সমুদ্রের জল তাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে এবং বন্যা তাদের নিষ্ঠুরভাবে ডুবিয়ে দেবে।
23 হ্যাঁ, একটি শক্তিশালী বাতাস তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এবং একটি ঝড়ের মত তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে; এইভাবে অন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করবে, এবং অসৎ আচরণ পরাক্রমশালীদের সিংহাসনকে উৎখাত করবে।

অধ্যায় 6

1 তাই হে রাজারা, শুনুন এবং বুঝুন; পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বিচারকর্তারা, শিখুন।
2 কান দাও, যারা লোকেদের শাসন কর এবং জাতিগণের মধ্যে গৌরব কর।
3 কারণ প্রভুর কাছ থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এবং সর্বোচ্চ থেকে সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়েছে, যিনি আপনার কাজগুলি পরীক্ষা করবেন এবং আপনার পরামর্শগুলি অনুসন্ধান করবেন৷
4 কারণ, তাঁর রাজ্যের পরিচারক হয়েও তোমরা সঠিক বিচার কর নি, আইন-কানুন পালন করনি বা ঈশ্বরের পরামর্শ অনুসারে চলেনি;
5 ভয়ঙ্করভাবে এবং দ্রুত সে তোমাদের কাছে আসবে, কারণ যারা উচ্চস্থানে আছে তাদের জন্য তীক্ষ্ণ বিচার হবে।
6 কারণ করুণা শীঘ্রই নিকৃষ্ট লোকদের ক্ষমা করবে, কিন্তু শক্তিশালী লোকদের প্রবলভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হবে।
7 কারণ যিনি সকলের উপরে প্রভু, তিনি কাউকে ভয় করবেন না, তিনি কারও মহত্ত্বকে ভয় পাবেন না, কারণ তিনি ছোট-বড় সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের জন্য সমান যত্ন নেন৷

8 কিন্তু পরাক্রমশালীদের উপর কঠিন পরীক্ষা আসবে।
9 সেইজন্য, হে রাজারা, আমি তোমাদের কাছে বলছি, যাতে তোমরা প্রজ্ঞা শিখতে পার, আর বিপথগামী না হও।
10 কারণ যারা পবিত্রতাকে পবিত্র রাখে তাদের পবিত্র বিচার করা হবে এবং যারা এই ধরনের জিনিস শিখেছে তারা কি উত্তর দেবে তা খুঁজে পাবে।
11 তাই আমার কথায় তোমার স্নেহ স্থাপন কর; তাদের কামনা কর, এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে৷
12 প্রজ্ঞা মহিমান্বিত, এবং কখনও ম্লান হয় না: হ্যাঁ, যারা তাকে ভালবাসে তাদের কাছে তাকে সহজেই দেখা যায় এবং যারা তাকে খোঁজে তাদের পাওয়া যায়৷
13 যারা তাকে কামনা করে, সে তাদের বাধা দেয়, নিজেকে তাদের কাছে প্রথম জানাতে।
14 যে তাকে তাড়াতাড়ি খুঁজবে তার কোন বড় কষ্ট হবে না, কারণ সে তাকে তার দরজায় বসে দেখতে পাবে৷
15 তাই তার উপর চিন্তা করা প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা;
16 কারণ সে তার যোগ্যদের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, পথে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে নিজেকে প্রকাশ করে এবং প্রতিটি চিন্তায় তাদের সাথে দেখা করে৷
17 কারণ তার আসল শুরু হল শাসনের আকাঙ্ক্ষা; এবং শৃঙ্খলার যত্ন হল ভালবাসা;
18 এবং প্রেম তার আইন পালন; এবং তার আইনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অক্ষয় আশ্বাস;
19 এবং অভ্রান্ততা আমাদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে।
20 তাই প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা রাজ্যে নিয়ে আসে৷
21 হে প্রজাদের রাজারা, সিংহাসনে ও রাজদণ্ডে যদি তোমাদের আনন্দ হয়, জ্ঞানকে সম্মান কর, যাতে তোমরা চিরকাল রাজত্ব করতে পার৷
22 জ্ঞানের জন্য, সে কী এবং সে কীভাবে উঠে এসেছে, আমি তোমাকে বলব এবং তোমার কাছ থেকে রহস্য লুকিয়ে রাখব না: কিন্তু তার জন্মের শুরু থেকে তাকে খুঁজে বের করব, এবং তার জ্ঞানকে আলোতে আনব, এবং সত্যের উপর দিয়ে যাবে না।
23 আমি হিংসা গ্রাস করে যাব না; কারণ এই ধরনের একজন ব্যক্তির জ্ঞানের সাথে কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না।
24কিন্তু জ্ঞানীদের ভিড় জগতের মঙ্গল; আর জ্ঞানী রাজা হল প্রজাদের রক্ষা করে।
25 তাই আমার কথার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে৷

অধ্যায় 7

1আমি নিজেও সকলের মত একজন নশ্বর মানুষ, এবং যে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তার বংশধর,
2 আর আমার মায়ের গর্ভে দশ মাসের মধ্যে মাংসে পরিণত হয়েছিল, রক্তে সংকুচিত হয়েছিল, মানুষের বীজ থেকে, এবং ঘুমের সাথে যে আনন্দ এসেছিল।
3 এবং যখন আমি জন্মগ্রহণ করি, আমি সাধারণ বাতাসে আঁকলাম, এবং পৃথিবীতে পড়েছিলাম, যা প্রকৃতির মতো, এবং আমি যে প্রথম কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করেছিলাম তা অন্য সকলের মতো কাঁদছিল।
4 আমাকে জামাকাপড়ের মধ্যে লালন-পালন করা হয়েছিল, এবং তা যত্ন সহকারে।
5 কারণ এমন কোন রাজা নেই যার অন্য কোন জন্মের শুরু ছিল৷
6কারণ সকল মানুষের জীবনে প্রবেশের একটিই দ্বার আছে, আর একইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার পথ রয়েছে৷
7 সেইজন্য আমি প্রার্থনা করেছিলাম, এবং আমাকে বোধগম্যতা দেওয়া হয়েছিল: আমি ঈশ্বরকে ডাকলাম, এবং জ্ঞানের আত্মা আমার কাছে এসেছিল৷
8 রাজদণ্ড ও সিংহাসনের আগে আমি তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম এবং তার তুলনায় ধনসম্পদকে কিছুতেই সম্মান করিনি।
9 আমি তার সাথে কোন মূল্যবান পাথরের তুলনা করিনি, কারণ তার সম্বন্ধে সমস্ত সোনা সামান্য বালির মত, এবং রূপা তার সামনে মাটি হিসাবে গণ্য হবে।
10 আমি তাকে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে ভালবাসতাম, এবং আলোর পরিবর্তে তাকে পেতে বেছে নিয়েছিলাম: কারণ তার থেকে যে আলো আসে তা কখনও যায় না।
11 সমস্ত ভাল জিনিস তার সাথে আমার কাছে এসেছিল এবং তার হাতে অগণিত ধন।
12 এবং আমি তাদের সকলের মধ্যে আনন্দিত হয়েছিলাম, কারণ জ্ঞান তাদের আগে যায়: এবং আমি জানতাম না যে তিনি তাদের মা।
13 আমি অধ্যবসায় শিখেছি, এবং উদারভাবে তার সাথে যোগাযোগ করি: আমি তার ধন লুকিয়ে রাখি না।
14 কারণ তিনি পুরুষদের কাছে একটি ধন যা কখনই ব্যর্থ হয় না: যা ব্যবহার করে তারা ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে ওঠে, শিক্ষা থেকে আসা উপহারগুলির জন্য প্রশংসিত হয়৷
15 ঈশ্বর আমাকে আমার ইচ্ছামত কথা বলতে এবং আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য গর্ভধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন, কারণ তিনিই জ্ঞানের দিকে নিয়ে যান এবং জ্ঞানীদের নির্দেশ দেন৷
16 কারণ আমরা এবং আমাদের কথা উভয়ই তাঁর হাতে; সমস্ত প্রজ্ঞা, এবং কারিগর জ্ঞান।
17কারণ তিনি আমাকে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট জ্ঞান দিয়েছেন, যথা, কীভাবে জগৎ তৈরি হয়েছিল এবং উপাদানগুলির কার্যকারিতা জানতে:
18 সময়ের শুরু, শেষ এবং মাঝখানে: সূর্যের বাঁক পরিবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তন:
19 বছরের সার্কিট এবং তারার অবস্থান:
20 জীবন্ত প্রাণীর প্রকৃতি, এবং বন্য পশুদের ক্রোধ: বাতাসের দৌরাত্ম্য, এবং মানুষের যুক্তি: উদ্ভিদের বৈচিত্র্য এবং শিকড়ের গুণাবলী:
21এবং গোপন বা প্রকাশ্য সবই আমি জানি৷
22 কারণ প্রজ্ঞা, যা সমস্ত কিছুর কর্মী, আমাকে শিখিয়েছে: কেননা তার মধ্যে একটি বোধগম্য আত্মা রয়েছে পবিত্র, একক, বহুগুণ, সূক্ষ্ম, সজীব, পরিষ্কার, নিষ্পাপ, সরল, আঘাতের বিষয় নয়, ভাল জিনিসকে ভালবাসে। দ্রুত, যা হতে দেওয়া যায় না, ভাল করার জন্য প্রস্তুত,
23 মানুষের প্রতি দয়ালু, অবিচল, নিশ্চিত, যত্ন মুক্ত, সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানকারী এবং সমস্ত বোধগম্য, শুদ্ধ এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম আত্মার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।
24 কারণ জ্ঞান যে কোনও গতির চেয়ে বেশি গতিশীল: সে তার বিশুদ্ধতার কারণে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে এবং যায়৷

25 কারণ সে ঈশ্বরের শক্তির নিঃশ্বাস, এবং সর্বশক্তিমানের মহিমা থেকে প্রবাহিত একটি বিশুদ্ধ প্রভাব, তাই তার মধ্যে কোন অপবিত্র জিনিস পড়তে পারে না।
26কারণ তিনি চিরকালের আলোর উজ্জ্বলতা, ঈশ্বরের শক্তির অস্পষ্ট আয়না এবং তাঁর মঙ্গলের প্রতিমূর্তি।
27 এবং শুধুমাত্র এক হয়ে, তিনি সব কিছু করতে পারেন: এবং নিজের মধ্যে থেকে, তিনি সমস্ত কিছু নতুন করে তোলেন: এবং সমস্ত যুগে পবিত্র আত্মায় প্রবেশ করে, তিনি তাদের ঈশ্বরের বন্ধু এবং ভাববাদী করে তোলেন।
28 কারণ ঈশ্বর জ্ঞানের সঙ্গে বসবাসকারী ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসেন না।
29 কারণ সে সূর্যের চেয়েও সুন্দর, এবং সর্বোপরি নক্ষত্রের ক্রম: আলোর সাথে তুলনা করা হলে, তাকে তার সামনে পাওয়া যায়।
30 কারণ এই রাতের পরে আসে: কিন্তু জ্ঞানের বিরুদ্ধে দুষ্টতা জয়ী হবে না।

অধ্যায় 8

1 প্রজ্ঞা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবলভাবে পৌঁছায়, এবং তিনি মিষ্টিভাবে সবকিছু আদেশ করেন।
2 আমি তাকে ভালবাসতাম, এবং আমার যৌবন থেকে তাকে খুঁজতাম, আমি তাকে আমার জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিলাম এবং আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমিক ছিলাম।
3 যে সে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করে, সে তার আভিজাত্যকে বাড়িয়ে তোলে: হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর প্রভু নিজেই তাকে ভালোবাসতেন।
4 কারণ সে ঈশ্বরের জ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে গোপনীয় এবং তাঁর কাজের প্রেমিক।
5 যদি এই জীবনে ধন-সম্পদ কামনা করা হয়; প্রজ্ঞার চেয়ে ধনী আর কি, যা সব কাজ করে?
6 এবং যদি বিচক্ষণতা কাজ করে; তার চেয়ে বেশি ধূর্ত কাজের লোক আর কে?
7 এবং যদি একজন মানুষ ধার্মিকতাকে ভালবাসে তবে তার শ্রমগুলি সদগুণ: কারণ তিনি সংযম এবং বিচক্ষণতা, ন্যায়বিচার এবং দৃঢ়তা শেখায়: যা এমন জিনিস, যেমন পুরুষদের জীবনে এর চেয়ে বেশি লাভজনক কিছুই হতে পারে না।
8 যদি একজন মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা চায়, তবে সে পুরানো জিনিসগুলি জানে, এবং যা ঘটবে তা ঠিক অনুমান করে: সে বক্তৃতাগুলির সূক্ষ্মতা জানে, এবং অন্ধকার বাক্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে: সে লক্ষণ এবং বিস্ময় এবং ঋতু ও সময়ের ঘটনাগুলির পূর্বাভাস দেয়।
9 সেইজন্য আমি তাকে আমার কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমার সঙ্গে বাস করতে চেয়েছিলাম, জেনেছিলাম যে সে ভালো জিনিসের পরামর্শদাতা হবে এবং চিন্তা ও দুঃখে সান্ত্বনা দেবে।
10 তার জন্যই আমি যুবক হলেও বৃদ্ধদের কাছে আমি সম্মান পাব এবং বড়দের কাছে সম্মান করব।
11 আমি বিচারে দ্রুত অহংকার খুঁজে পাব, এবং মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে প্রশংসিত হব।
12 আমি যখন আমার জিভ ধরে রাখি, তখন তারা আমার অবসর কাটাবে, এবং যখন আমি কথা বলি, তারা আমাকে ভালভাবে কান দেবে; আমি বেশি কথা বললে তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখবে।
13 তাছাড়া তার মাধ্যমে আমি অমরত্ব লাভ করব এবং আমার পরে যারা আসবে তাদের জন্য একটি চিরস্থায়ী স্মৃতি রেখে যাব।
14 আমি লোকেদের স্থির করব এবং জাতিগুলি আমার অধীন হবে।
15 ভয়ঙ্কর অত্যাচারীরা ভয় পাবে, যখন তারা আমার কথা শুনবে; আমি ভীড়ের মধ্যে ভাল এবং যুদ্ধে বীর হিসাবে পাওয়া যাবে।
16 আমি আমার বাড়িতে আসার পরে, আমি তার সাথে নিজেকে বিশ্রাম নেব: তার কথাবার্তায় কোন তিক্ততা নেই; এবং তার সাথে বেঁচে থাকার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আনন্দ এবং আনন্দ।
17 এখন যখন আমি এই বিষয়গুলি নিজের মধ্যে বিবেচনা করেছি, এবং আমার হৃদয়ে সেগুলি নিয়ে চিন্তা করেছি, কীভাবে জ্ঞানের সাথে যুক্ত হওয়া অমরত্ব;
18 এবং এটা তার বন্ধুত্ব আছে মহান আনন্দ; এবং তার হাতের কাজ অসীম ধন আছে; এবং তার সাথে সম্মেলনের অনুশীলনে, বিচক্ষণতা; এবং তার সাথে কথা বলে, একটি ভাল রিপোর্ট; আমি তাকে আমার কাছে নিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজতে গিয়েছিলাম।
19কারণ আমি একজন বুদ্ধিমান শিশু ছিলাম, এবং আমার মন ভালো ছিল।
20হ্যাঁ, বরং ভাল হয়ে আমি নিষ্পাপ দেহে এসেছি।
21 তবুও, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি তাকে অন্যথায় পেতে পারি না, ঈশ্বর তাকে আমাকে দিয়েছিলেন; এবং এটি কার উপহার ছিল তা জানতেও জ্ঞানের একটি বিন্দু ছিল; আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলেছিলাম,

অধ্যায় 9

1 হে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, এবং করুণার প্রভু, যিনি তোমার বাক্য দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন,
2 আর তোমার প্রজ্ঞার দ্বারা মানুষকে নিযুক্ত করেছ যে, তোমার সৃষ্টি করা প্রাণীদের উপর সে কর্তৃত্ব করুক,
3 এবং ন্যায় ও ধার্মিকতা অনুসারে জগতকে আদেশ করুন এবং ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়ে বিচার করুন:
4 আমাকে জ্ঞান দাও, যে তোমার সিংহাসনে বসে আছে; এবং আপনার সন্তানদের মধ্যে থেকে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না:
5 কারণ আমি আপনার দাস এবং আপনার দাসীর ছেলে একজন দুর্বল ব্যক্তি, এবং অল্প সময়ের, এবং বিচার ও আইন বোঝার জন্য খুব ছোট।
6 যদিও একজন মানুষ মানুষের সন্তানদের মধ্যে এতটা নিখুঁত হতে পারে না, তবুও যদি তোমার প্রজ্ঞা তার সাথে না থাকে, তবে তাকে কিছুই বিবেচনা করা হবে না।
7 তুমি আমাকে তোমার প্রজাদের রাজা এবং তোমার পুত্র ও কন্যাদের বিচারক হিসেবে মনোনীত করেছ।
8 তুমি আমাকে তোমার পবিত্র পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির এবং যে শহরে তুমি বাস কর সেখানে একটি বেদী নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছ, পবিত্র তাঁবুর মতো, যা তুমি শুরু থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছ।
9 এবং প্রজ্ঞা তোমার সাথে ছিল: যে তোমার কাজ জানে, এবং তুমি যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলে তখন উপস্থিত ছিল,

এবং তোমার দৃষ্টিতে কী গ্রহণযোগ্য এবং তোমার আদেশে সঠিক তা জানত৷
10 হে তাকে তোমার পবিত্র স্বর্গ থেকে এবং তোমার মহিমার সিংহাসন থেকে পাঠাও, যেন সে উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে পরিশ্রম করতে পারে, যাতে আমি জানতে পারি তোমার কাছে কী খুশি৷
11 কারণ সে সব কিছু জানে এবং বোঝে, এবং সে আমাকে আমার কাজকর্মে সযত্নে নেতৃত্ব দেবে এবং তার শক্তিতে আমাকে রক্ষা করবে৷
12 তাই আমার কাজ গ্রহণযোগ্য হবে, তারপর আমি আপনার লোকদের ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করব এবং আমার পিতার আসনে বসার যোগ্য হব।
13কেন এমন মানুষ যে ঈশ্বরের পরামর্শ জানতে পারে? বা কে ভাবতে পারে প্রভুর ইচ্ছা কি?
14 কারণ মরণশীল মানুষের চিন্তাভাবনা দুঃখজনক, এবং আমাদের যন্ত্রগুলি কিন্তু অনিশ্চিত৷
15 কারণ ধ্বংসশীল দেহ আত্মাকে চাপা দেয়, এবং মাটির তাঁবু অনেক কিছুর উপর চিন্তাশীল মনকে ভারাক্রান্ত করে।
16 এবং পৃথিবীতে যা আছে তা আমরা খুব কমই সঠিকভাবে অনুমান করি, এবং শ্রম দিয়ে আমরা আমাদের সামনে যা আছে তা খুঁজে পাই: কিন্তু স্বর্গে যা আছে তা কে খুঁজে বের করেছে?
17 আর তোমার পরামর্শ কে জানে, তুমি জ্ঞান দাও এবং তোমার পবিত্র আত্মাকে উপরে থেকে পাঠাও?
18 কারণ এইভাবে পৃথিবীতে যারা বাস করত তাদের পথগুলি সংস্কার করা হয়েছিল, এবং লোকেদের সেই জিনিসগুলি শেখানো হয়েছিল যা আপনাকে খুশি করে এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে রক্ষা করা হয়েছিল৷

অধ্যায় 10

1 তিনি বিশ্বের প্রথম গঠিত পিতাকে রক্ষা করেছিলেন, যাকে একাই সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং তাকে তার পতন থেকে বের করে এনেছিলেন,
2 এবং তাঁকে সব কিছু শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।
3 কিন্তু যখন অধার্মিক তার রাগে তার কাছ থেকে চলে গেল, তখন সে তার ভাইকে যে ক্রোধে হত্যা করেছিল তাতে সেও মারা গেল।
4 যার কারণে পৃথিবী বন্যায় নিমজ্জিত হয়েছিল, প্রজ্ঞা আবার এটিকে রক্ষা করেছিল, এবং ধার্মিকদের পথ নির্দেশ করেছিল সামান্য মূল্যের কাঠের টুকরোতে।
5 তদুপরি, জাতিগুলি তাদের দুষ্ট ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়েছিল, সে ধার্মিক খুঁজে পেয়েছিল এবং তাকে ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ রক্ষা করেছিল এবং তার পুত্রের প্রতি তার কোমল মমতার বিরুদ্ধে তাকে শক্তিশালী করেছিল।
6 যখন অধার্মিক ধ্বংস হয়ে গেল, তখন তিনি ধার্মিক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি আগুন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যা পাঁচটি শহরের উপর পড়েছিল।
7 যাঁর দুষ্টতার কথা আজও ধূমপানকারী মরুভূমির সাক্ষ্য, এবং ফল ধরে এমন গাছপালা যা কখনই পরিপক্ক হয় না; এবং লবণের স্তম্ভটি অবিশ্বাসী আত্মার স্মৃতিস্তম্ভ।
8 কারণ জ্ঞানের বিষয়ে তারা কেবল এই আঘাতই পায়নি যে, তারা ভাল জিনিসগুলি জানত না৷ কিন্তু তাদের পিছনে তাদের মূর্খতার একটি স্মারক বিশ্বের কাছে রেখে গেছেন: যাতে তারা যে জিনিসগুলিকে অসন্তুষ্ট করেছিল তাতে তারা লুকিয়ে রাখতে পারে না।
9কিন্তু প্রজ্ঞা তাদের কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছিল যারা তার কাছে এসেছিল।
10 যখন ধার্মিক তার ভাইয়ের ক্রোধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তখন সে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল, তাকে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিয়েছিল এবং তাকে পবিত্র জিনিসের জ্ঞান দিয়েছিল, তাকে তার ভ্রমণে ধনী করেছিল এবং তার শ্রমের ফল বহুগুণ করেছিল।
11 যারা তাকে নিপীড়িত করেছে তাদের লোভে সে তার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাকে ধনী করেছে।
12 সে তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, এবং যারা অপেক্ষায় ছিল তাদের থেকে তাকে রক্ষা করেছিল, এবং একটি গুরুতর সংঘর্ষে সে তাকে বিজয় দিয়েছিল; যাতে তিনি জানতে পারেন যে মঙ্গল সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী৷
13 যখন ধার্মিককে বিক্রি করা হয়েছিল, তখন সে তাকে ত্যাগ করেনি, কিন্তু তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছিল: সে তার সাথে গর্তে নেমে গিয়েছিল,
14 এবং তাকে বন্ধনে রাখলেন না, যতক্ষণ না তিনি তাকে রাজ্যের রাজদণ্ড নিয়ে আসেন এবং যারা তাকে অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা না আনেন: তাদের জন্য যারা তাকে অভিযুক্ত করেছিল, সে তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করেছিল এবং তাকে চিরকালের গৌরব দিয়েছিল।
15 যে জাতি তাদের অত্যাচার করত তাদের থেকে তিনি ধার্মিক লোকদের এবং নির্দোষ বংশকে উদ্ধার করেছিলেন।
16 তিনি প্রভুর দাসের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং আশ্চর্য ও চিহ্নগুলিতে ভয়ঙ্কর রাজাদের প্রতিরোধ করেছিলেন;
17 ধার্মিকদের তাদের শ্রমের একটি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তাদের একটি বিস্ময়কর উপায়ে পরিচালিত করেছে, এবং তাদের জন্য দিনে একটি আবরণ এবং রাতের ঋতুতে তারার আলো ছিল;
18 লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে এসেছিলেন এবং অনেক জলের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন:
19 কিন্তু সে তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত করে গভীর গভীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।
20 সেইজন্য ধার্মিকরা অধার্মিকদের লুণ্ঠন করেছিল, এবং হে প্রভু, তোমার পবিত্র নামের প্রশংসা করেছিল এবং তোমার হাত দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছিল, যারা তাদের জন্য যুদ্ধ করেছিল৷
21 কারণ প্রজ্ঞা বোবাদের মুখ খুলেছে, আর যারা কথা বলতে পারে না তাদের জিহ্বা তৈরি করেছে৷

অধ্যায় 11

1 তিনি পবিত্র নবীর হাতে তাদের কাজ সফল করেছিলেন।
2 তারা জনবসতিহীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে গেল এবং যেখানে পথ নেই সেখানে তাঁবু ফেলল।
3 তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের প্রতিপক্ষের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল।
4 যখন তারা তৃষ্ণার্ত ছিল, তারা তোমাকে ডাকল, এবং চকচকে পাথর থেকে তাদের জল দেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের তৃষ্ণা কঠিন পাথর থেকে মেটেছিল।

5 কারণ তাদের শত্রুদের যে জিনিসের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রয়োজনে তারা সেইভাবে উপকৃত হয়েছিল।
6কারণ অনন্ত প্রবাহিত নদীর পরিবর্তে,
7 সেই আদেশের একটি সুস্পষ্ট তিরস্কারের জন্য, যার দ্বারা শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল, আপনি তাদের জন্য এমন একটি উপায়ে প্রচুর জল দিয়েছিলেন যা তারা আশা করেনি:
8 সেই তৃষ্ণার দ্বারা ঘোষণা কর, তুমি তাদের প্রতিপক্ষকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছ।
9 কারণ যখন তাদের বিচার করা হয়েছিল, কিন্তু করুণায় শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা জানত যে কীভাবে অধার্মিকদের ক্রোধে বিচার করা হয়েছিল এবং যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল, ধার্মিকদের চেয়ে অন্য উপায়ে তৃষ্ণার্ত।
10 এর জন্য আপনি পিতার মতো উপদেশ দিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন: কিন্তু অন্যটি, একজন কঠোর রাজা হিসাবে, আপনি নিন্দা ও শাস্তি দিয়েছেন।
11 তারা অনুপস্থিত হোক বা উপস্থিত হোক না কেন, তারা একইভাবে বিরক্ত ছিল।
12 কারণ তাদের উপর দ্বিগুণ শোক এসেছিল এবং অতীতের কথা মনে করার জন্য হাহাকার।
13 কারণ যখন তারা তাদের নিজেদের শাস্তির দ্বারা অপরের উপকারের কথা শুনেছিল, তখন তাদের প্রভুর প্রতি কিছুটা অনুভূতি হয়েছিল।
14 যাঁকে তারা অবজ্ঞার সাথে সম্মান করত, যখন তাকে অনেক আগে থেকে শিশুদের বের করে দেওয়ার সময় বের করে দেওয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা দেখে তারা প্রশংসা করেছিল।
15 কিন্তু তাদের পাপাচারের মূর্খ কৌশলের জন্য, যেখানে প্রতারিত হয়ে তারা যুক্তিহীন সাপ এবং জঘন্য পশুদের পূজা করেছিল, আপনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের উপর অযৌক্তিক পশুদের একটি দল পাঠিয়েছিলেন;
16 যাতে তারা জানতে পারে যে, একজন মানুষ যেভাবে পাপ করে, তাকেও তার শাস্তি দেওয়া হবে।
17কারণ তোমার সর্বশক্তিমান হাত, যিনি বস্তুর জগৎকে আকৃতিহীন করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অনেক ভালুক বা হিংস্র সিংহ পাঠাতে চাননি,
18 বা অজানা বন্য জন্তু, ক্রোধে পূর্ণ, সদ্য সৃষ্ট, হয় জ্বলন্ত বাষ্প, বা বিক্ষিপ্ত ধোঁয়ার নোংরা গন্ধ, বা তাদের চোখ থেকে ভয়ঙ্কর ঝলক নিঃশ্বাস ফেলছে:
19 যেখান থেকে শুধু ক্ষতিই তাদের একযোগে প্রেরণ করতে পারে না, কিন্তু ভয়ানক দৃশ্য তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে।
20 হ্যাঁ, এবং এগুলি ছাড়াই তারা এক বিস্ফোরণে পতিত হয়েছিল, প্রতিশোধের তাড়নায় পড়েছিল এবং আপনার শক্তির নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু আপনি সমস্ত কিছুকে পরিমাপ, সংখ্যা এবং ওজনে আদেশ দিয়েছিলেন।
21 কারণ আপনি যখন ইচ্ছা তখনই আপনার মহান শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন; আর কে তোমার বাহুর শক্তিকে সহ্য করতে পারে?
22 কেননা তোমার সামনে সমস্ত জগৎ ভারসাম্যের সামান্য শস্যের মতো, হ্যাঁ, সকালের শিশির বিন্দুর মতো যা পৃথিবীতে পড়ে।
23 কিন্তু তুমি সকলের প্রতি করুণা কর; কারণ আপনি সব কিছু করতে পারেন, এবং মানুষের পাপের দিকে চোখ বুলাতে পারেন, কারণ তাদের সংশোধন করা উচিত।
24 কারণ তুমি যা কিছু আছে সবই ভালোবাসো, আর তুমি যা কিছু বানিয়েছ তাকে ঘৃণা করো না, কারণ তুমি কখনোই কোনো জিনিস তৈরি করতে না, যদি তুমি তা ঘৃণা করতে।
25 আর যদি তোমার ইচ্ছা না থাকত তবে কোন কিছু কিভাবে স্থির থাকত? বা সংরক্ষিত ছিল, যদি তোমার দ্বারা না ডাকা হয়?
26কিন্তু তুমি সকলকে রক্ষা কর: হে প্রভু, তুমি প্রাণের প্রেমিক, তারা তোমার।

অধ্যায় 12

1 কারণ তোমার অক্ষয় আত্মা সব কিছুর মধ্যেই আছেন।
2 অতএব, যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে আপনি অল্প অল্প করে শায়েস্তা করেন, এবং তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে তাহাদের স্মরণ করিয়ে সতর্ক করিতে পারেন, যেন হে প্রভু, তাহারা তাহাদের পাপাচার ত্যাগ করিয়া আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারে।
3কারণ তোমার পবিত্র দেশের সেই পুরানো বাসিন্দাদের আমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে ধ্বংস করার তোমার ইচ্ছা ছিল,
4 জাদুবিদ্যার সবচেয়ে জঘন্য কাজ এবং মন্দ বলিদানের জন্য আপনি যাকে ঘৃণা করতেন;
5 এবং সেইসব নির্দয় হত্যাকারীরা যারা শিশুদের, এবং মানুষের মাংস এবং রক্তের উত্সব গ্রাস করে,
6 তাদের মূর্তিপূজারী দলগুলোর মাঝ থেকে তাদের পুরোহিতদের সাথে, এবং পিতামাতাদের সাথে, যারা তাদের নিজ হাতে হত্যা করেছিল সাহায্যের অসহায় আত্মা:
7 যাতে আপনি যে দেশটিকে অন্য সব কিছুর উপরে সম্মান করেন, তা ঈশ্বরের সন্তানদের একটি যোগ্য উপনিবেশ পেতে পারে।
8তবুও তুমি যাদেরকে মানুষের মত বাঁচিয়ে রেখেছিলে, এবং অল্প অল্প করে তাদের ধ্বংস করার জন্য তোমার সৈন্যদলের অগ্রগামী তরঙ্গ পাঠালে।
9 এমন নয় যে তুমি যুদ্ধে ধার্মিকদের হাতের অধীনে অধার্মিকদের আনতে, বা নিষ্ঠুর পশুদের দ্বারা বা একটি রুক্ষ কথা দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে অক্ষম ছিলে:
10 কিন্তু অল্প অল্প করে তাদের উপর আপনার বিচার কার্যকর করে, আপনি তাদের অনুশোচনার জায়গা দিয়েছিলেন, তারা অজ্ঞ না হয়ে যে তারা একটি দুষ্ট প্রজন্ম, এবং তাদের মধ্যে তাদের বিদ্বেষ জন্মেছিল এবং তাদের চিন্তাভাবনা কখনই পরিবর্তন হবে না।
11 কারণ এটি শুরু থেকেই অভিশপ্ত বীজ ছিল; কোন লোকের ভয়ে আপনি তাদের পাপ করার জন্য তাদের ক্ষমা করেন নি।
12 কে বলবে, তুমি কি করেছ? বা তোমার বিচার কে প্রতিরোধ করবে? অথবা ধ্বংসকারী জাতিদের জন্য তোমাকে দোষারোপ করবে, যাদের তুমি বানিয়েছ? অথবা কে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আসবে, অধার্মিক লোকদের প্রতিশোধ নিতে?
13 কারণ তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই যিনি সকলের যত্ন নেন, যাকে তুমি দেখাতে পার যে তোমার বিচার অন্যায় নয়।
14 তুমি যাকে শাস্তি দিয়েছ তার জন্য রাজা বা অত্যাচারী কেউই তোমার বিরুদ্ধে মুখ দাঁড় করাতে পারবে না।

15 তখন যেহেতু আপনি নিজেই ধার্মিক, আপনি ধার্মিকভাবে সমস্ত কিছুর আদেশ দিচ্ছেন: যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে দোষারোপ করা আপনার ক্ষমতার সাথে সম্মত নয়।
16 কারণ তোমার শক্তিই ধার্মিকতার সূচনা, এবং তুমি সকলের প্রভু, তাই এটি তোমাকে সকলের প্রতি করুণাময় হতে বাধ্য করে৷
17 কারণ যখন লোকেরা বিশ্বাস করবে না যে আপনি একজন পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, তখন আপনি আপনার শক্তি প্রদর্শন করেন এবং যারা এটি জানেন তাদের মধ্যে আপনি তাদের সাহসিকতা প্রকাশ করেন।
18 কিন্তু আপনি, আপনার ক্ষমতা আয়ত্ত করে, ন্যায়ের সাথে বিচার করেন, এবং মহান অনুগ্রহের সাথে আমাদের আদেশ দেন: আপনি যখন ইচ্ছা তখন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।
19 কিন্তু এই ধরনের কাজের দ্বারা আপনি আপনার লোকদের শিখিয়েছেন যে ধার্মিক ব্যক্তিকে করুণাময় হতে হবে, এবং আপনার সন্তানদের একটি ভাল আশা তৈরি করেছেন যাতে আপনি পাপের জন্য অনুতাপ করেন৷
20 কারণ আপনি যদি আপনার সন্তানদের শত্রুদের শাস্তি দেন, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের, এইরকম বিবেচনার সাথে, তাদের সময় এবং জায়গা দেন, যাতে তারা তাদের বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পেতে পারে:
21 তুমি তোমার নিজের ছেলেদের, যাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তুমি শপথ করেছ এবং ভাল প্রতিশ্রুতির চুক্তি করেছ, তাদের কত বড় যত্নের সাথে বিচার করেছ?
22অতএব, আপনি যেখানে আমাদের শায়েস্তা করেন, আপনি আমাদের শত্রুদের হাজার গুণ বেশি চাবুক মারেন, এই উদ্দেশ্যে যে, যখন আমরা বিচার করি, তখন আমাদের সাবধানে আপনার মঙ্গল সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং যখন আমাদের নিজেদের বিচার করা হয়, তখন আমাদের দয়ার সন্ধান করা উচিত।
23 সেইজন্য, যেখানে মানুষ নির্মমভাবে এবং অন্যায়ভাবে জীবনযাপন করেছে, আপনি তাদের নিজেদের জঘন্য কাজ দিয়ে তাদের যন্ত্রণা দিয়েছেন।
24 কারণ তারা ভ্রান্ত পথে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, এবং তাদের দেবতাদের জন্য ধরেছিল, যা তাদের শত্রুদের পশুদের মধ্যেও তুচ্ছ করা হয়েছিল, প্রতারিত হয়েছিল, বোধগম্য সন্তান হিসাবে।
25 তাই তাদের কাছে, কারণ ছাড়াই শিশুদের জন্য, আপনি তাদের উপহাস করার জন্য একটি রায় পাঠিয়েছিলেন৷
26 কিন্তু যারা সেই সংশোধনের দ্বারা সংশোধিত হবে না, যেখানে তিনি তাদের সাথে মিশেছেন, তারা ঈশ্বরের যোগ্য বিচার অনুভব করবেন।
27 কারণ, দেখুন, তারা কিসের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, যখন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের জন্য যাদের তারা দেবতা বলে মনে করেছিল; এখন তাদের মধ্যে শাস্তি হচ্ছে, যখন তারা এটা দেখেছে, তারা তাকেই সত্য ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছে, যাকে তারা জানার আগে অস্বীকার করেছিল: এবং তাই তাদের উপর চরম অভিশাপ এসেছে।

অধ্যায় 13

1 নিঃসন্দেহে নিরর্থক সমস্ত মানুষ স্বভাবগতভাবে, যারা ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ, এবং যে ভাল জিনিসগুলি দেখা যায় তা থেকে তারা তাঁকে চিনতে পারেনি;
2 কিন্তু আগুন, বা বাতাস, বা দ্রুত বাতাস, বা তারার বৃত্ত, বা হিংস্র জল, বা স্বর্গের আলো, এই দেবতা হিসাবে বিশ্বকে শাসন করে।
3 যাদের সৌন্দর্যে তারা আনন্দিত হলে তাদের দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল; তারা জানুক তাদের প্রভু কতটা উত্তম: সৌন্দর্যের প্রথম লেখক তাদের সৃষ্টি করেছেন।
4 কিন্তু যদি তারা তাদের শক্তি ও গুণ দেখে আশ্চর্য হয়, তবে তাদের দ্বারা তারা বুঝতে পারে যে তিনি তাদের কতটা শক্তিশালী করেছেন।
5 কারণ প্রাণীদের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য আনুপাতিকভাবে তাদের নির্মাতাকে দেখা যায়৷
6 কিন্তু তবুও এর জন্য তাদের দোষারোপ করা কম: কারণ তারা ঈশ্বরকে খুঁজতে এবং তাকে খুঁজে পেতে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ভুল করেছে৷
7তাঁর কাজ সম্পর্কে জানার কারণে তারা তাকে অধ্যবসায়ের সাথে অনুসন্ধান করে এবং তাদের দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে, কারণ যা দেখা যায় তা সুন্দর৷
8 তবুও তাদের ক্ষমা করা হবে না।
9 কারণ তারা যদি এত কিছু জানতে পারত যে তারা বিশ্বকে লক্ষ্য করতে পারে; কিভাবে তারা শীঘ্রই এর প্রভু খুঁজে পায়নি?
10 কিন্তু তারা দুর্ভাগা, এবং মৃত জিনিসের মধ্যে তাদের আশা, যারা তাদের দেবতা বলে ডাকে, যা মানুষের হাতের কাজ, সোনা ও রৌপ্য, শিল্প দেখানোর জন্য, এবং পশুদের সাদৃশ্য, বা অকারণে একটি পাথর, কাজ। একটি প্রাচীন হাতের।
11 এখন একজন ছুতোর যে কাঠ কাটে, সে উদ্দেশ্যের জন্য একটি গাছের মিট করার পরে, এবং চারপাশের সমস্ত ছাল নিপুণভাবে তুলে নিয়েছে, এবং সুন্দরভাবে তৈরি করেছে এবং মানুষের জীবনের সেবার জন্য তার একটি পাত্র তৈরি করেছে;
12 এবং তার মাংস সাজানোর জন্য তার কাজের অস্বীকৃতি ব্যয় করার পরে, নিজেকে পূর্ণ করেছে;
13 আর যা কিছু কাজে লাগেনি তাদের মধ্যে থেকে আবর্জনা নিয়ে, কাঠের আঁকাবাঁকা টুকরো এবং গিঁটে পূর্ণ হয়ে, তার আর কিছুই করার ছিল না, যখন তার আর কিছু করার ছিল না, তখন তিনি তা খোদাই করেছেন এবং তার বুদ্ধির দক্ষতায় এটি তৈরি করেছেন এবং এটি একটি মানুষের ইমেজ তৈরি;
14 অথবা এটাকে কোনো অশুভ পশুর মত করে সিঁদুর দিয়ে বিছিয়ে দিল, এবং রং দিয়ে লাল রঙ করে, এবং তার সমস্ত জায়গা ঢেকে দিল;
15 এবং যখন তিনি এটির জন্য একটি সুবিধাজনক ঘর তৈরি করলেন, তখন এটি একটি প্রাচীরের মধ্যে স্থাপন করুন এবং লোহা দিয়ে দ্রুত তৈরি করলেন৷
16 কারণ তিনি এটির ব্যবস্থা করেছেন যাতে এটি পড়ে না যায়, জেনে যে এটি নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম ছিল; কারণ এটি একটি চিত্র, এবং সাহায্যের প্রয়োজন আছে:

17 তারপর সে তার জিনিসপত্রের জন্য, তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করে এবং যার জীবন নেই তার সাথে কথা বলতে লজ্জা পায় না৷
18 স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দুর্বলকে ডাকেন, কারণ জীবন মৃতের কাছে প্রার্থনা করে৷ সাহায্যের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করে যা সাহায্য করার অন্তত অর্থ আছে: এবং একটি ভাল যাত্রার জন্য তিনি এমন কিছু জিজ্ঞাসা করেন যা একটি পা এগিয়ে রাখতে পারে না:
19 এবং লাভ এবং প্রাপ্তির জন্য, এবং তার হাতের ভাল সাফল্যের জন্য, তার কাছে করার ক্ষমতা জিজ্ঞাসা করে, যেটি কোন কিছু করতে অক্ষম।

অধ্যায় 14

1 আবার, কেউ নিজেকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত করছে, এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে যেতে চলেছে, তাকে বহনকারী পাত্রের চেয়ে বেশি পচা কাঠের টুকরোকে ডাকছে।
2 কারণ প্রকৃতপক্ষে লাভের আকাঙ্ক্ষা এটি তৈরি করেছিল এবং কারিগর তার দক্ষতায় এটি তৈরি করেছিল।
3 কিন্তু হে পিতা, তোমার তত্ত্বাবধান তা পরিচালনা করে: কেননা তুমি সমুদ্রে পথ তৈরি করেছ এবং ঢেউয়ে নিরাপদ পথ;
4 দেখাচ্ছি যে আপনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন: হ্যাঁ, যদিও একজন মানুষ শিল্প ছাড়াই সমুদ্রে গিয়েছিলেন।
5 তবুও তুমি চাও না যে তোমার প্রজ্ঞার কাজগুলি নিষ্ক্রিয় হোক, এবং তাই মানুষ তাদের জীবনকে একটি ছোট কাঠের টুকরোতে সমর্পণ করে, এবং দুর্বল জাহাজে রুক্ষ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রক্ষা পায়৷
6 কারণ পুরানো সময়েও, যখন গর্বিত দৈত্যরা বিনষ্ট হয়েছিল, তখন তোমার হাত দ্বারা পরিচালিত বিশ্বের আশা একটি দুর্বল পাত্রে পালিয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত যুগের জন্য প্রজন্মের বীজ রেখে গিয়েছিল৷
7 কারণ ধন্য সেই কাঠ, যার দ্বারা ধার্মিকতা আসে৷
8 কিন্তু হাত দিয়ে যা তৈরি করা হয় তা অভিশপ্ত, সেইসাথে যে এটি তৈরি করেছে তার মতোই: তিনি, কারণ তিনি এটি তৈরি করেছেন৷ এবং এটা, কারণ, নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, একে ঈশ্বর বলা হত।
9 কারণ অধার্মিক এবং তার অধার্মিকতা উভয়ই ঈশ্বরের কাছে সমান ঘৃণ্য৷
10 কারণ যা তৈরি করা হয়েছে তার সাথে যিনি এটি তৈরি করেছেন তার শাস্তি হবে৷
11অতএব অইহুদীদের মূর্তিগুলোর প্রতিও বিচার হবে: কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টে তারা ঘৃণ্য, মানুষের আত্মার কাছে হোঁচট খাওয়ার কারণ, এবং বুদ্ধিমানদের পায়ের ফাঁদ।
12 কারণ মূর্তি তৈরি করা ছিল আধ্যাত্মিক ব্যভিচারের সূচনা, এবং তাদের উদ্ভাবন জীবনের কলুষতা।
13 কারণ তারা আদি থেকে ছিল না, চিরকাল থাকবে না৷
14কারণ মানুষের নিরর্থক প্রতাপের দ্বারা তারা জগতে প্রবেশ করেছিল, আর তাই তারা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে৷
15 একজন পিতা অসময়ে শোকে পীড়িত, যখন তিনি তার সন্তানের একটি মূর্তি তৈরি করেছিলেন শীঘ্রই কেড়ে নিয়েছিলেন, এখন তাকে একজন দেবতা হিসাবে সম্মান করেছেন, যিনি তখন একজন মৃত মানুষ ছিলেন এবং তার অধীনস্থদের কাছে অনুষ্ঠান এবং বলিদানের জন্য সমর্পণ করেছিলেন।
16 এইভাবে সময়ের সাথে সাথে একটি অধার্মিক প্রথাকে শক্তিশালী করা হয়েছিল একটি আইন হিসাবে, এবং খোদাই করা মূর্তিগুলিকে রাজাদের আদেশ অনুসারে পূজা করা হত।
17 যাকে লোকেরা উপস্থিতিতে সম্মান করতে পারত না, কারণ তারা দূরে থাকত, তারা দূর থেকে তাঁর চেহারার নকল তুলে নিয়েছিল এবং এমন একজন রাজার একটি প্রকাশ মূর্তি তৈরি করেছিল যাকে তারা সম্মান করেছিল, যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের অগ্রগতির দ্বারা তারা তাকে তোষামোদ করতে পারে। অনুপস্থিত ছিল, যেন তিনি উপস্থিত ছিলেন।
18 এছাড়াও কারিগরের একক অধ্যবসায় অজ্ঞদের আরও কুসংস্কারের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।
19 কেননা, তিনি সম্ভবত কর্তৃত্বের একজনকে খুশি করতে ইচ্ছুক, তার সমস্ত দক্ষতাকে সর্বোত্তম ফ্যাশনের সাদৃশ্য তৈরি করতে বাধ্য করেছিলেন।
20 আর তাই কাজের কৃপায় লোভিত জনতা তাকে এখন এমন এক দেবতা হিসেবে গ্রহণ করল, যা একটু আগে কিন্তু সম্মানিত ছিল৷
21 এবং এটি ছিল বিশ্বকে প্রতারণা করার একটি উপলক্ষ: পুরুষদের জন্য, বিপর্যয় বা অত্যাচারের সেবা করা, পাথর এবং স্টকগুলির কাছে অস্পষ্ট নামটি চিহ্নিত করেছিল।
22 তাছাড়া এটা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না যে, তারা ঈশ্বরের জ্ঞানে ভুল করেছিল; কিন্তু যখন তারা জাহেলিয়াতের মহাযুদ্ধে বাস করত, তখন সেই মহামারীগুলো তাদের শান্তি বলে।
23 কারণ যখন তারা তাদের সন্তানদের বলিদানে হত্যা করত, বা গোপন অনুষ্ঠান ব্যবহার করত, বা অদ্ভুত আচার-অনুষ্ঠানগুলি প্রকাশ করত;
24তারা জীবন বা বিবাহকে আর অপরিষ্কার রাখল না; কিন্তু কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্যকে হত্যা করল, অথবা ব্যভিচারের মাধ্যমে তাকে দুঃখ দিল।
25 যাতে রক্ত, নরহত্যা, চুরি, এবং প্রতারণা, দুর্নীতি, অবিশ্বস্ততা, গণ্ডগোল, মিথ্যাচার,
26 সৎ পুরুষের অশান্তি, ভাল পালা ভুলে যাওয়া, আত্মাকে অপবিত্র করা, প্রকারের পরিবর্তন, বিবাহে বিশৃঙ্খলা, ব্যভিচার এবং নির্লজ্জ অশুচিতা।
27 কারণ মূর্তি পূজার নাম না করাই সমস্ত মন্দের শুরু, কারণ ও শেষ৷
28 কারণ হয় তারা আনন্দ করতে করতে পাগল হয়, অথবা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে, অথবা অন্যায়ভাবে জীবনযাপন করে, না হয় হালকাভাবে নিজেদেরকে ত্যাগ করে।
29 কারণ তাদের ভরসা মূর্তির ওপর, যাদের প্রাণ নেই৷ যদিও তারা মিথ্যা শপথ করে, তবুও তারা আঘাত পায় না।
30 তবে উভয় কারণেই তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি দেওয়া হবে: উভয় কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতি ভাল চিন্তা করেনি, প্রতিমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে এবং পবিত্রতাকে অবজ্ঞা করে অন্যায়ভাবে শপথ করেছে।
31 কারণ এটা তাদের শক্তি নয় যাদের দ্বারা তারা শপথ করে; কিন্তু এটা পাপীদের ন্যায়বিচার, যা সর্বদা অধার্মিকদের অপরাধের শাস্তি দেয়।

অধ্যায় 15

1কিন্তু, হে ঈশ্বর, তুমি করুণাময় ও সত্য, ধৈর্যশীল ও করুণাময় সব কিছুর স্থিরকারী,
2 কারণ আমরা যদি পাপ করি, তবে আমরা আপনারই, আপনার ক্ষমতা জানি৷
3 কারণ তোমাকে জানাই নিখুঁত ধার্মিকতা: হ্যাঁ, তোমার শক্তিকে জানা অমরত্বের মূল।
4 কারণ না মানুষের দুষ্টু উদ্ভাবন আমাদের প্রতারিত করেনি, না চিত্রকরের নিষ্ফল শ্রম, বিভিন্ন রঙের সাথে দাগযুক্ত একটি চিত্র;
5 যে দৃষ্টিশক্তি মূর্খদের কামনায় প্রলুব্ধ করে, এবং তাই তারা একটি মৃত মূর্তির রূপ কামনা করে, যার কোন শ্বাস নেই।
6 যারা তাদের তৈরি করে, যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা করে এবং যারা তাদের উপাসনা করে তারা উভয়ই মন্দ জিনিসের প্রেমিক এবং তাদের উপর ভরসা করার যোগ্য।
7 কুম্ভকারের জন্য, নরম মাটিকে মেশানো, আমাদের সেবার জন্য অনেক শ্রম দিয়ে প্রতিটি পাত্র তৈরি করে: হ্যাঁ, একই মাটির উভয় পাত্র তৈরি করেন যা পরিচ্ছন্ন ব্যবহারের জন্য পরিবেশন করে, এবং একইভাবে বিপরীতভাবে পরিবেশন করা সমস্ত পাত্রও তৈরি করে: কিন্তু কি? উভয় প্রকারের ব্যবহার, কুমার নিজেই বিচারক।
8 এবং তার শ্রমকে অশ্লীলভাবে কাজে লাগিয়ে, সে একই মাটির একটি নিরর্থক দেবতা তৈরি করে, এমনকি যেটি একটু আগে মাটির তৈরি ছিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একই অবস্থায় ফিরে আসে, যখন তার জীবন তাকে ধার দেওয়া হয়েছিল। দাবি
9 তবুও তার যত্ন এই নয় যে, তার খুব বেশি শ্রম থাকবে না বা তার জীবন সংক্ষিপ্ত নয়: তবে স্বর্ণকার ও রূপামিস্ত্রীদের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করে এবং পিতলের শ্রমিকদের মতো কাজ করার চেষ্টা করে এবং নকল জিনিস তৈরি করাকে তার গৌরব বলে মনে করে।
10তার হৃদয় ছাই, তার আশা মাটির চেয়েও খারাপ, তার জীবন মাটির চেয়েও কম মূল্যবান।
11 কারণ তিনি তাঁর স্রষ্টাকে চিনতেন না, এবং যিনি তাঁর মধ্যে একটি সক্রিয় আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং একটি জীবন্ত আত্মায় শ্বাস দিয়েছেন৷
12 কিন্তু তারা আমাদের জীবনকে একটি বিনোদন হিসাবে গণ্য করেছে, এবং আমাদের সময় এখানে লাভের বাজার: কারণ, তারা বলে, আমরা অবশ্যই সব উপায়ে পাচ্ছি, যদিও তা মন্দ উপায়েই হোক না কেন।
13 কারণ এই মানুষটি, পার্থিব পদার্থের ভঙ্গুর পাত্র এবং খোদাই করা মূর্তি তৈরি করে, নিজেকে অন্য সবার উপরে অসন্তুষ্ট করতে জানে।
14 আর তোমার লোকদের সমস্ত শত্রুরা, যারা তাদের বশীভূত করে রাখে, তারা সবচেয়ে মূর্খ এবং বাচ্চাদের চেয়েও কৃপণ।
15 কারণ তারা জাতিদের সমস্ত মূর্তিকে দেবতা বলে গণ্য করেছিল: যাদের দেখতে চোখ নেই, শ্বাস নেওয়ার জন্য নাক নেই, শোনার জন্য কান নেই, হাতের আঙ্গুলগুলি সামলাতে নেই৷ এবং তাদের পায়ের জন্য, তারা যেতে ধীর.
16 কারণ মানুষই তাদের তৈরি করেছে, এবং যে তার নিজের আত্মাকে ঘৃণা করেছিল সে সেগুলি তৈরি করেছে, কিন্তু কেউ নিজের মতো দেবতা তৈরি করতে পারে না৷
17 মরণশীল হওয়ার জন্য, তিনি দুষ্ট হাত দিয়ে একটি মৃত জিনিস কাজ করেন: কারণ তিনি যে জিনিসগুলির উপাসনা করেন তার চেয়ে তিনি নিজেই উত্তম: যদিও তিনি একবার বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তারা কখনও করেননি৷
18 হ্যাঁ, তারা সেই সব জন্তুদেরও পূজা করত যেগুলি সবচেয়ে ঘৃণ্য: একত্রে তুলনা করার জন্য, কিছু অন্যদের চেয়ে খারাপ৷
19 তারাও সুন্দর নয়, যতটা পশুদের কাছে কাঙ্খিত হয়; কিন্তু তারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও তাঁর আশীর্বাদ ছাড়াই চলে গেল৷

অধ্যায় 16

1 সেইজন্য একইভাবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, এবং অসংখ্য পশুদের দ্বারা যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল৷
2 যে শাস্তির পরিবর্তে, আপনার নিজের লোকদের সাথে সদয় আচরণ করে, আপনি তাদের জন্য একটি অদ্ভুত স্বাদের মাংস প্রস্তুত করেছেন, এমনকি তাদের ক্ষুধা জাগানোর জন্য কোয়েলও প্রস্তুত করেছেন:
3 শেষ পর্যন্ত যাতে তারা, খাদ্যের আকাঙ্ক্ষায়, তাদের মধ্যে পাঠানো পশুদের কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, এমনকি তাদের যে ইচ্ছার প্রয়োজন হয় তাও ঘৃণা করতে পারে; কিন্তু এগুলি, অল্প জায়গার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে, একটি অদ্ভুত স্বাদের অংশীদার করা যেতে পারে।
4 কারণ এটি প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য যন্ত্রণা আসা উচিত, যা তারা এড়াতে পারেনি: তবে তাদের কাছে কেবল তাদের শত্রুদের কীভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল তা দেখানো উচিত।
5 কারণ যখন পশুদের ভয়ঙ্কর হিংস্রতা তাদের উপর এসে পড়ল, এবং তারা বাঁকা সাপের হুংকারে ধ্বংস হয়ে গেল, তখন তোমার ক্রোধ চিরকাল স্থায়ী হয়নি:
6 কিন্তু তারা অল্প সময়ের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, যাতে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তাদের পরিত্রাণের চিহ্ন রয়েছে, যাতে তারা আপনার আইনের আদেশ স্মরণ করিয়ে দেয়৷
7 কারণ যে নিজেকে এর দিকে ফিরিয়েছিল সে যা দেখেছিল তার দ্বারা রক্ষা হয়নি, কিন্তু তোমার দ্বারাই সকলের ত্রাণকর্তা।
8এবং এতে তুমি তোমার শত্রুদের স্বীকার করেছ যে, তুমিই সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করছ৷
9 তাদের জন্য ফড়িং এবং মাছিদের কামড়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, তাদের জীবনের জন্য কোনও প্রতিকার পাওয়া যায়নি: কারণ তারা এমন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল।
10 কিন্তু তোমার ছেলেরা বিষাক্ত ড্রাগনদের দাঁতগুলোকে জয় করে নি, কারণ তোমার করুণা তাদের দ্বারা ছিল এবং তাদের সুস্থ করেছিল।
11 তোমার কথা মনে রাখার জন্য তারা ঠেকেছিল; এবং দ্রুত সংরক্ষিত হয়েছিল, যাতে গভীর বিস্মৃতিতে না পড়ে, তারা আপনার মঙ্গল সম্পর্কে ক্রমাগত মনে রাখতে পারে।
12 কারণ এটি কোন ভেষজ গাছ বা মলাফাইং প্লাস্টার ছিল না যা তাদের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি; কিন্তু হে প্রভু, তোমার বাক্য যা সমস্ত কিছুকে আরোগ্য করে।
13 কারণ তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা আছে: তুমি নরকের দরজার দিকে নিয়ে যাও এবং আবার উঠাও৷

14 একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার বিদ্বেষ দ্বারা হত্যা করে, এবং আত্মা, যখন এটি চলে যায়, ফিরে আসে না; না গৃহীত আত্মা আবার আসে.
15 কিন্তু তোমার হাত থেকে পালানো সম্ভব নয়।
16 কারণ অধার্মিকেরা, যারা তোমাকে চিনতে অস্বীকার করেছিল, তোমার বাহুর শক্তিতে তারা চাবুক খেয়েছিল: অদ্ভুত বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং বর্ষণে তারা নির্যাতিত হয়েছিল, তারা এড়াতে পারেনি, এবং আগুনের মাধ্যমে তারা ভস্মীভূত হয়েছিল।
17 কারণ, যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হওয়ার মতো, আগুনের জলে আরও শক্তি ছিল, যা সমস্ত কিছুকে নিভিয়ে দেয়: কারণ পৃথিবী ধার্মিকদের জন্য লড়াই করে৷
18 কিছু সময়ের জন্য শিখা প্রশমিত করা হয়েছিল, যাতে এটি অধার্মিকদের বিরুদ্ধে পাঠানো পশুদের পুড়িয়ে না দেয়; কিন্তু তারা নিজেরাই দেখতে এবং বুঝতে পারে যে তারা ঈশ্বরের বিচারে নির্যাতিত হয়েছিল।
19 এবং অন্য সময়ে এটি আগুনের শক্তির উপরে জলের মাঝেও জ্বলে, যাতে এটি একটি অন্যায় জমির ফল ধ্বংস করতে পারে।
20 এর পরিবর্তে আপনি আপনার নিজের লোকদের ফেরেশতাদের খাবার দিয়েছিলেন, এবং তাদের পরিশ্রম ছাড়াই স্বর্গ থেকে প্রস্তুত রুটি পাঠিয়েছিলেন, যা প্রতিটি মানুষের আনন্দকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম এবং প্রতিটি স্বাদে সম্মত।
21 কারণ আপনার খাদ্য আপনার সন্তানদের কাছে আপনার মাধুর্য ঘোষণা করেছে, এবং ভক্ষণকারীর ক্ষুধা মেটানোর জন্য, প্রতিটি মানুষের পছন্দ অনুসারে নিজেকে মেলে ধরেছে।
22 কিন্তু তুষার ও বরফ আগুন সহ্য করেছিল, এবং গলেনি, যাতে তারা জানতে পারে যে শিলাবৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে এবং বৃষ্টিতে ঝলমল করছে, শত্রুদের ফল ধ্বংস করেছে।
23 কিন্তু এই আবার নিজের শক্তির কথাও ভুলে গেলেন, যাতে ধার্মিকরা পুষ্ট হয়৷
24 কারণ যে প্রাণী তোমার সেবা করে, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি অধার্মিকদের বিরুদ্ধে তাদের শাস্তির জন্য তার শক্তি বৃদ্ধি করেন, এবং যারা আপনার উপর আস্থা রাখে তাদের উপকারের জন্য তার শক্তি হ্রাস করে।
25 সেইজন্য তখনও এটি সমস্ত ফ্যাশনে পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং আপনার অনুগ্রহের প্রতি বাধ্য ছিল, যা তাদের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত কিছুকে পুষ্ট করে:
26 হে প্রভু, যাকে আপনি ভালবাসেন, আপনার সন্তানেরা জানতে পারে যে, ফলের বৃদ্ধিই মানুষকে পুষ্ট করে না, কিন্তু এটি আপনার বাক্য, যা তাদের রক্ষা করে যারা আপনার উপর আস্থা রাখে।
27 কারণ যা আগুনে ধ্বংস হয়নি, অল্প সূর্যকিরণে উষ্ণ হয়ে শীঘ্রই তা গলে গেল:
28 যাতে জানা যায় যে, সূর্যকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে বাধা দিতে হবে, এবং প্রভাতে তোমার কাছে প্রার্থনা করতে হবে৷
29 কারণ অকৃতজ্ঞদের আশা শীতের তুষারপাতের মতো গলে যাবে এবং অপ্রয়োজনীয় জলের মতো পালিয়ে যাবে৷

অধ্যায় 17

1 কারণ আপনার বিচার মহান, এবং প্রকাশ করা যায় না: তাই অপুষ্ট আত্মা ভুল করেছে।
2 কারণ যখন অধার্মিক লোকেরা পবিত্র জাতিকে নিপীড়ন করার চিন্তা করেছিল; তারা তাদের ঘরে বন্দী, অন্ধকারের বন্দী, এবং দীর্ঘ রাতের বন্ধনে আবদ্ধ, চিরন্তন প্রভিডেন্স থেকে নির্বাসিত সেখানে শুয়ে আছে।
3 কারণ যখন তারা তাদের গোপন পাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকার কথা মনে করেছিল, তারা বিস্মৃতির অন্ধকার আবরণের নীচে ছড়িয়ে পড়েছিল, ভয়ঙ্করভাবে বিস্মিত হয়েছিল এবং অদ্ভুত আভাস নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল৷
4 কারণ যে কোণটি তাদের আটকে রেখেছিল তা তাদের ভয় থেকে রক্ষা করতে পারেনি; কিন্তু তাদের চারপাশে জলের মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, এবং তাদের কাছে দু: খিত দৃষ্টিভঙ্গি ভারী মুখের সাথে দেখা গেল।
5 আগুনের কোন শক্তি তাদের আলো দিতে পারে না: তারার উজ্জ্বল শিখা সেই ভয়ঙ্কর রাতকে আলোকিত করতে পারে না।
6 কেবলমাত্র তাদের কাছে একটি আগুন দেখা গেল, যা খুব ভয়ঙ্কর ছিল: খুব আতঙ্কিত হওয়ার কারণে, তারা যা দেখেছিল তা তারা যা দেখেনি তার চেয়েও খারাপ বলে মনে করেছিল৷
7 শিল্প যাদুবিদ্যার বিভ্রমগুলির জন্য, সেগুলিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং প্রজ্ঞায় তাদের ভীতুর অপমানের সাথে তিরস্কার করা হয়েছিল৷
8 কারণ তারা, যারা অসুস্থ আত্মা থেকে ভয় ও কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা নিজেরাই ভয়ে অসুস্থ ছিল, উপহাসের যোগ্য ছিল৷
9 যদিও কোন ভয়ঙ্কর জিনিস তাদের ভয় পায়নি; তবুও পাশ দিয়ে যাওয়া জন্তুদের ভয় পেয়ে, এবং সাপের হিস হিস করে,
10 তারা ভয়ে মারা গেল, তারা অস্বীকার করে যে তারা বাতাস দেখেছিল, যা এড়ানো যায় না।
11 কারণ দুষ্টতা, তার নিজের সাক্ষ্য দ্বারা নিন্দা করা হয়, এটি অত্যন্ত নির্বোধ, এবং বিবেক দ্বারা চাপা পড়ে, সর্বদা দুঃখজনক বিষয়গুলির পূর্বাভাস দেয়৷
12 কারণ ভয় আর কিছুই নয়, কারণ সাহায্যকারীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়।
13 এবং ভিতরের থেকে প্রত্যাশা, কম হওয়ায়, অজ্ঞানতাকে কারণের চেয়ে বেশি গণনা করে যা যন্ত্রণা বয়ে আনে৷
14 কিন্তু তারা সেই রাতে একই ঘুমে ঘুমিয়েছিল, যা সত্যিই অসহনীয় ছিল এবং যা তাদের উপর অনিবার্য নরকের তলদেশ থেকে এসেছিল,
15 আংশিকভাবে ভয়ঙ্কর চেহারায় বিরক্ত ছিল, এবং আংশিকভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তাদের হৃদয় তাদের ব্যর্থ হয়েছিল: হঠাৎ ভয়ের জন্য, এবং তাদের সন্ধান করা হয়নি, তাদের উপর এসেছিল।
16অতএব যে সেখানে পড়েছিল তাকে লোহার বারবিহীন কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল।
17 কেননা সে চাষী হোক বা রাখাল হোক বা ক্ষেতের একজন শ্রমিক হোক, তাকে অতিক্রম করা হয়েছিল, এবং সেই প্রয়োজনীয়তা সহ্য করেছিলেন, যা এড়ানো যায়নি: কারণ তারা সকলেই অন্ধকারের এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল৷

18সেটা ঝোড়ো হাওয়া হোক বা ছড়ানো ডালপালাগুলোর মধ্যে পাখির সুরেলা আওয়াজ হোক, কিংবা প্রচণ্ডভাবে বয়ে চলা জলের আনন্দদায়ক পতন হোক,
19 অথবা পাথর নিক্ষেপের একটি ভয়ানক শব্দ, অথবা একটি দৌড়াদৌড়ি যা এড়িয়ে যাওয়া পশুদের দেখা যায় না, বা সবচেয়ে বর্বর বন্য জন্তুদের গর্জনকারী কণ্ঠস্বর, বা ফাঁপা পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত প্রতিধ্বনি; এই জিনিসগুলো তাদের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।
20 কারণ সমস্ত জগৎ স্পষ্ট আলোয় আলোকিত হয়েছে, এবং তাদের পরিশ্রমে কেউ বাধা দেয়নি:
21 তাদের উপরে কেবল একটি ভারী রাত্রি ছড়িয়ে ছিল, সেই অন্ধকারের একটি চিত্র যা পরে তাদের গ্রহণ করবে, কিন্তু তবুও তারা নিজেদের কাছে অন্ধকারের চেয়েও বেদনাদায়ক ছিল।

অধ্যায় 18

1তবুও তোমার সাধুদের খুব বড় আলো ছিল, যার কণ্ঠস্বর তারা শুনতে পেত, এবং তাদের আকৃতি না দেখে, কারণ তারাও একই রকম কষ্ট পায়নি, তারা তাদের সুখী বলে গণ্য করেছিল।
2 কিন্তু তারা এখন তাদের ক্ষতি করেনি, যাদের আগে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল, তারা তাদের ধন্যবাদ জানায় এবং তাদের শত্রু ছিল বলে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল।
3 এর পরিবর্তে আপনি তাদের একটি জ্বলন্ত আগুনের স্তম্ভ দিয়েছেন, অজানা যাত্রার পথপ্রদর্শক এবং সম্মানজনকভাবে তাদের আপ্যায়ন করার জন্য একটি নিরীহ সূর্য।
4 কারণ তারা আলো থেকে বঞ্চিত এবং অন্ধকারে বন্দী হওয়ার যোগ্য ছিল, যারা আপনার ছেলেদের বন্ধ করে রেখেছিল, যাদের দ্বারা আইনের অবিকৃত আলো জগতকে দেওয়া হয়েছিল।
5 এবং যখন তারা সাধুদের বাচ্চাদের হত্যা করার সংকল্প করেছিল, তখন তাদের তিরস্কার করার জন্য একটি শিশুকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, এবং রক্ষা করা হয়েছিল, আপনি তাদের সন্তানদের ভীড় কেড়ে নিয়েছিলেন এবং একটি শক্তিশালী জলে তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন৷
6 সেই রাতে আমাদের পিতৃপুরুষরা আগে প্রত্যয়িত হয়েছিল, নিশ্চিতভাবে জেনে যে তারা কোন শপথকে বিশ্বাস করেছিল, তারা পরে খুশি হতে পারে।
7 তাই তোমার লোকদের ধার্মিকদের উদ্ধার এবং শত্রুদের ধ্বংস উভয়ই গ্রহণ করা হয়েছিল।
8 কারণ যেভাবে আপনি আমাদের প্রতিপক্ষকে শাস্তি দিয়েছিলেন, সেইভাবেই আপনি আমাদের মহিমান্বিত করেছেন, যাকে আপনি ডেকেছিলেন৷
9 কেননা সৎ পুরুষের ধার্মিক সন্তানেরা গোপনে বলিদান করত, এবং এক সম্মতিতে একটি পবিত্র আইন প্রণয়ন করেছিল যে, সাধুরা একই ভালো ও মন্দের অংশীদার হওয়া উচিত, পিতারা এখন প্রশংসার গান গাইছেন।
10 কিন্তু ওপাশে শত্রুদের কান্নার মত একটা অসুস্থ শব্দ শোনা গেল, এবং শোকার্ত বাচ্চাদের জন্য বিলাপের আওয়াজ শোনা গেল।
11 মনিব ও ভৃত্যকে এক পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল; আর রাজার মতো সাধারণ মানুষও তাই ভোগে।
12 তাই তারা সকলে মিলে এক ধরনের মৃত্যু সহ অসংখ্য মৃত ছিল; তাদের কবর দেওয়ার জন্য জীবিতরাও যথেষ্ট ছিল না, কারণ এক মুহূর্তে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান ধ্বংস হয়ে গেল।
13 কারণ যাদুগুলির কারণে তারা কোন কিছু বিশ্বাস করবে না; প্রথমজাতের ধ্বংসের পরে, তারা এই লোকদেরকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছিল।
14কারণ যখন সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ নীরবতায় ছিল, এবং সেই রাতটি তার দ্রুত গতির মধ্যে ছিল,
15 তোমার সর্বশক্তিমান বাক্য স্বর্গ থেকে তোমার রাজ সিংহাসন থেকে নেমে এল, একজন প্রচণ্ড যুদ্ধের লোকের মতো ধ্বংসের দেশে,
16 এবং ধারালো তরবারির মতো তোমার অব্যক্ত আদেশ নিয়ে এসেছিল, এবং দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত কিছুকে মৃত্যু দিয়ে পূর্ণ করেছে; এবং তা স্বর্গ স্পর্শ করেছিল, কিন্তু তা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ছিল৷
17 অতঃপর হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বপ্নের দর্শন তাদের বিচলিত করে, এবং তাদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত আতঙ্ক নেমে আসে।
18 এবং একজনকে এখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং আরেকজন সেখানে, অর্ধমৃত, তার মৃত্যুর কারণ দেখিয়েছে৷
19 কারণ যে স্বপ্নগুলি তাদের বিরক্ত করেছিল সেগুলি এই পূর্বাভাস দিয়েছিল, পাছে তারা ধ্বংস হয়ে যায় এবং কেন তারা কষ্ট পেয়েছিল তা বুঝতে পারে না৷
20 হ্যাঁ, ধার্মিকদেরও মৃত্যুর আস্বাদন স্পর্শ করেছিল, এবং মরুভূমিতে জনতার ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু ক্রোধ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি৷
21 কারণ তখন নির্দোষ লোকটি তাড়াতাড়ি করে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে গেল৷ এবং তার যথাযথ পরিচর্যার ঢাল নিয়ে এসে, এমনকি প্রার্থনা, এবং ধূপের প্রায়শ্চিত্ত, ক্রোধের বিরুদ্ধে নিজেকে সেট করে, এবং তাই বিপর্যয়ের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করে যে সে আপনার দাস।
22 তাই তিনি ধ্বংসকারীকে পরাস্ত করলেন, দেহের শক্তি বা অস্ত্রের জোরে নয়, কিন্তু পিতাদের সাথে করা শপথ ও চুক্তির অভিযোগে শাস্তিদানকারীকে একটি শব্দ দিয়ে বশীভূত করলেন।
23 কারণ মৃতেরা যখন একে অপরের উপর স্তূপ হয়ে পড়েছিল, মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তিনি ক্রোধকে থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং জীবিতদের পথ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।
24 কারণ লম্বা পোশাকের মধ্যে সমস্ত জগৎ ছিল, এবং পাথরের চার সারিতে খোদাই করা পিতৃপুরুষদের গৌরব ছিল এবং তাঁর মাথার মুকুটের উপর আপনার মহারাজ।
25 ধ্বংসকারী তাদের স্থান দিয়েছিলেন এবং তাদের ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তারা কেবল ক্রোধের স্বাদ গ্রহণ করেছিল।

অধ্যায় 19

1 অধার্মিকদের জন্য, শেষ পর্যন্ত করুণা ছাড়াই তাদের উপর ক্রোধ এসেছিল: কারণ তিনি আগে জানতেন তারা কী করবে;
2 কিভাবে তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে, এবং দ্রুত তাদের বিদায় দিয়ে, তারা অনুতপ্ত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে৷
3 কারণ তারা যখন মৃতদের কবরে শোক করছিল এবং বিলাপ করছিল, তখন তারা আরও একটি মূর্খতার যন্ত্র যোগ করেছিল এবং পলাতক হিসাবে তাদের তাড়া করেছিল, যাদেরকে তারা চলে যেতে চেয়েছিল৷
4 কারণ নিয়তি, যার জন্য তারা যোগ্য ছিল, তাদের এই শেষের দিকে টেনে এনেছিল এবং ইতিমধ্যে যা ঘটেছিল তা তাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারা তাদের যন্ত্রণার জন্য যে শাস্তি চাইছিল তা পূরণ করতে পারে:
5 আর তোমার লোকেরা যেন একটা চমৎকার পথ পাড়ি দিতে পারে, কিন্তু তারা একটা অদ্ভুত মৃত্যু খুঁজে পেতে পারে।
6 কারণ পুরো প্রাণীটি তার যথাযথ জাতের মধ্যে আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে, তাদের দেওয়া বিশেষ আদেশগুলি পরিবেশন করে, যাতে আপনার সন্তানদের ক্ষতি না করে রাখা যায়:
7 যেমন, একটি মেঘ শিবিরকে ছায়া দিচ্ছে; এবং যেখানে জল আগে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে শুকনো জমি দেখা দিয়েছে; এবং লোহিত সাগর থেকে একটি বাধা ছাড়া একটি পথ; এবং হিংস্র স্রোতের বাইরে একটি সবুজ মাঠ:
8 তোমার বিস্ময়কর আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ দেখে তোমার হাত দিয়ে রক্ষা করা সমস্ত লোকের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।
9 কেননা তারা ঘোড়ার মত চলে গেল এবং মেষশাবকের মত লাফিয়ে উঠল, হে মাবুদ, যিনি তাদের উদ্ধার করেছেন আপনার প্রশংসা করতে করতে।
10 কেননা তারা বিচিত্র দেশে বাস করার সময় কী কী কাজ হয়েছিল, সেই বিষয়ে তারা তখনও মনে ছিল, কীভাবে মাটি গবাদি পশুর বদলে মাছি বের করেছিল এবং কীভাবে নদী মাছের বদলে অনেক ব্যাঙ ফেলেছিল।
11 কিন্তু পরে তারা একটি নতুন প্রজন্মের পাখী দেখতে পেল, যখন তাদের ক্ষুধা নিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে, তারা উপাদেয় মাংস চাইল।
12 কারণ তৃপ্তির জন্য সাগর থেকে কোয়েল তাদের কাছে এসেছিল৷
13 এবং পাপীদের উপর বজ্রপাতের শক্তি দ্বারা পূর্বের লক্ষণ ছাড়াই শাস্তি এসেছিল: কারণ তারা তাদের নিজেদের দুষ্টতা অনুসারে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করেছিল, এমনকি তারা অপরিচিতদের প্রতি আরও কঠোর এবং ঘৃণাপূর্ণ আচরণ করেছিল।
14কারণ সদোমীয়রা তাদের গ্রহণ করেনি, যাদের তারা এসেছিল তখন তারা চিনত না, কিন্তু তারা বন্ধুদের দাসত্বে নিয়ে এসেছিল, যারা তাদের উপযুক্ত ছিল৷
15 এবং শুধু তাই নয়, তবে সম্ভবত তাদের কিছু সম্মান করা হবে, কারণ তারা অপরিচিতদের ব্যবহার করে বন্ধুত্বপূর্ণ নয়:
16 কিন্তু তারা তাদের খুব কষ্ট দিয়েছিল, যাদেরকে তারা ভোজের সাথে গ্রহণ করেছিল এবং ইতিমধ্যেই তাদের সাথে একই আইনের অংশীদার হয়েছিল৷
17 তাই ধার্মিক লোকের দরজায় যারা ছিল, তারাও অন্ধত্বের সাথে আঘাত পেয়েছিল: যখন ভয়ানক মহা অন্ধকারে ঘেরা, প্রত্যেকে তার নিজের দরজার পথ খুঁজছিল।
18 কারণ উপাদানগুলি নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্য দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল, যেমন একটি স্যালটারির নোটে সুরের নাম পরিবর্তন করে, এবং তবুও সর্বদা ধ্বনি হয়; যা করা হয়েছে তা দেখেই বোঝা যায়।
19 কারণ পার্থিব জিনিসগুলি জলে পরিণত হয়েছিল, এবং যা আগে জলে সাঁতার কাটত, সেগুলি এখন মাটিতে চলে গেছে৷
20 জলের মধ্যে আগুনের শক্তি ছিল, সে তার নিজের গুণ ভুলে গিয়েছিল: এবং জল তার নিজের নির্গমন প্রকৃতিকে ভুলে গিয়েছিল।
21 অন্য দিকে, শিখা ধ্বংসকারী জীবের মাংস নষ্ট করেনি, যদিও তারা সেখানে চলেছিল; তারা স্বর্গীয় মাংসের বরফের মতো গলতে পারেনি যা গলে যাওয়ার মতো প্রকৃতির ছিল।
22 কারণ, হে প্রভু, সব কিছুতেই আপনি আপনার লোকদের মহিমান্বিত করেছেন এবং তাদের মহিমান্বিত করেছেন, আপনি তাদের হালকাভাবে বিবেচনা করেননি; কিন্তু প্রতিটি সময় ও স্থানে তাদের সাহায্য করেছেন।

ECCLESIASTICUS

সিরাচের পুত্র যিশুর জ্ঞান



অধ্যায় 1

1 সিরাচের পুত্র যিশুর জ্ঞানের প্রস্তাবনা। যেখানে অনেক এবং মহান জিনিস আমাদের কাছে আইন এবং নবীদের দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে, এবং অন্যদের দ্বারা যারা তাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে, যার জন্য ইস্রায়েলের শিক্ষা ও প্রজ্ঞার জন্য প্রশংসা করা উচিত; এবং যেখানে কেবল পাঠকদেরই নিজেরাই দক্ষ হতে হবে তা নয়, যারা শিখতে চায় তারাও কথা বলা এবং লেখার মাধ্যমে তাদের উপকৃত করতে সক্ষম হবে: আমার দাদা যীশু, যখন তিনি আইন পড়ার জন্য নিজেকে অনেক বেশি উৎসর্গ করেছিলেন , এবং নবীগণ, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অন্যান্য বই, এবং তাতে ভাল রায় পেয়েছিলেন, নিজেও শিক্ষা ও প্রজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত কিছু লেখার জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন; এই উদ্দেশ্যে যে যারা শিখতে আগ্রহী এবং এই জিনিসগুলিতে আসক্ত তারা আইন অনুসারে জীবনযাপন করে আরও বেশি লাভবান হতে পারে। তাই আমি আপনাকে অনুগ্রহ এবং মনোযোগ সহকারে এটি পড়ার জন্য এবং আমাদের ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছি, যেখানে আমরা কিছু শব্দের অভাব বলে মনে করতে পারি, যা আমরা ব্যাখ্যা করার জন্য পরিশ্রম করেছি। হিব্রুতে উচ্চারিত এবং অন্য ভাষায় অনুবাদ করা একই জিনিসগুলির মধ্যে একই শক্তি নেই: এবং কেবল এই জিনিসগুলিই নয়, আইন নিজেই, নবীদের এবং বাকি বইগুলির মধ্যে কোন ছোট পার্থক্য নেই, যখন তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। কারণ মিশরে আসার আট এবং ত্রিশতম বছরে, যখন ইউরগেটিস রাজা ছিলেন, এবং সেখানে কিছু সময় চালিয়ে গিয়ে, আমি একটি ছোট শিক্ষার বই খুঁজে পাইনি: তাই আমি এটির ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু অধ্যবসায় এবং শ্রম দেওয়া আমার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি; সেই জায়গায় মহান সতর্কতা এবং দক্ষতা ব্যবহার করে বইয়ের সমাপ্তি ঘটানো, এবং তাদের জন্যও এটি তুলে ধরা, যারা একটি অদ্ভুত দেশে শিখতে ইচ্ছুক, আইনের পরে বাঁচার জন্য আগে প্রস্তুত করা হচ্ছে। সমস্ত জ্ঞান প্রভুর কাছ থেকে আসে এবং চিরকাল তাঁর সাথে থাকে।
2 সমুদ্রের বালি, বৃষ্টির ফোঁটা এবং অনন্তকালের দিনগুলি কে গণনা করতে পারে?
3 স্বর্গের উচ্চতা, পৃথিবীর প্রশস্ততা, গভীরতা ও প্রজ্ঞা কে জানতে পারে?
4 সব কিছুর আগে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং বিচক্ষণতার বোধ অনন্তকাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
5 পরমেশ্বর ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞানের ঝর্ণা; এবং তার পথ চিরকালের আদেশ।
6 জ্ঞানের মূল কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে? অথবা কে তার জ্ঞানী পরামর্শ জানে?
7 কার কাছে প্রজ্ঞার জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে? এবং কে তার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা বুঝতে পেরেছে?
8 একজন জ্ঞানী এবং ভয় পাওয়ার মতো একজন আছেন, প্রভু তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন।
9তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে দেখেছেন, তাকে গণনা করেছেন এবং তার সমস্ত কাজের ওপর তাকে ঢেলে দিয়েছেন।
10 তিনি তাঁর দান অনুসারে সমস্ত মাংসের সাথে আছেন, এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদের কাছে তিনি তাকে দিয়েছেন।
11 প্রভুর ভয় হল সম্মান, গৌরব, আনন্দ এবং আনন্দের মুকুট।
12 প্রভুর ভয় আনন্দ, আনন্দ এবং দীর্ঘ জীবন দেয়।
13 যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, শেষ পর্যন্ত তার মঙ্গল হবে এবং মৃত্যুর দিনে সে অনুগ্রহ পাবে।
14 প্রভুকে ভয় করা জ্ঞানের সূচনা: এবং এটি গর্ভে বিশ্বস্তদের সাথে তৈরি করা হয়েছিল।
15 তিনি পুরুষদের সাথে একটি চিরস্থায়ী ভিত্তি তৈরি করেছেন এবং তিনি তাদের বংশের সাথে চলতে থাকবেন।
16 প্রভুকে ভয় করা জ্ঞানের পূর্ণতা, এবং তার ফল দিয়ে মানুষকে পূর্ণ করে।
17 সে তাদের সমস্ত ঘর পছন্দনীয় জিনিস দিয়ে পূর্ণ করে, এবং তার বৃদ্ধির সাথে গৃহকর্ত্রীকে পূর্ণ করে।
18 প্রভুর ভয় জ্ঞানের মুকুট, শান্তি ও নিখুঁত স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়; উভয়ই ঈশ্বরের উপহার: এবং এটি তাদের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে যারা তাকে ভালবাসে।
19 প্রজ্ঞা দন্ডায়মান বোঝার দক্ষতা এবং জ্ঞানের বর্ষণ করে, এবং যারা তাকে ধরে রাখে তাদের সম্মানের জন্য উন্নীত করে।
20 প্রজ্ঞার মূল হল প্রভুকে ভয় করা, এবং এর শাখাগুলি দীর্ঘ জীবন।
21 সদাপ্রভুর ভয় পাপ দূর করে, আর যেখানে তা উপস্থিত থাকে সেখানে ক্রোধ দূর করে।
22 একজন ক্রুদ্ধ লোককে ন্যায়সঙ্গত করা যায় না; কারণ তার ক্রোধ তার ধ্বংস হবে।
23 একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য ছিঁড়ে ফেলবে, এবং তার পরে আনন্দ উত্পন্ন হবে।
24 সে তার কথা কিছু সময়ের জন্য লুকিয়ে রাখবে এবং অনেকের মুখ তার জ্ঞানের কথা ঘোষণা করবে।
25 জ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলি প্রজ্ঞার ভান্ডারে রয়েছে, কিন্তু পাপীর কাছে ধার্মিকতা ঘৃণ্য।
26 তুমি যদি জ্ঞান চাও, তবে আজ্ঞাগুলি পালন কর, এবং প্রভু তোমাকে তা দেবেন।
27 কারণ প্রভুর ভয় হল প্রজ্ঞা ও শিক্ষা, আর বিশ্বাস ও নম্রতা তাঁর আনন্দ।
28 তুমি যখন দরিদ্র হও তখন প্রভুর ভয়কে অবিশ্বাস করো না এবং দ্বিগুণ হৃদয় নিয়ে তার কাছে এসো না।
29মানুষের সামনে ভণ্ড হবেন না, যা বলবেন তাতে ভালভাবে মনোযোগ দিন।
30 নিজেকে উন্নীত করবেন না, পাছে আপনি পড়ে যাবেন এবং আপনার আত্মার অসম্মান নিয়ে আসবেন, এবং তাই ঈশ্বর আপনার গোপনীয়তা আবিষ্কার করবেন এবং আপনাকে মণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করবেন, কারণ আপনি সত্যে প্রভুর ভয়ে আসেন নি, কিন্তু আপনার হৃদয়ে এসেছিলেন। ছলনায় পূর্ণ।

অধ্যায় 2

1 বৎস, তুমি যদি প্রভুর সেবা করতে আস, তোমার আত্মাকে প্রলোভনের জন্য প্রস্তুত কর।
2 তোমার হৃদয়কে ঠিক রাখো, সর্বদা ধৈর্য ধরো, এবং বিপদের সময় তাড়াহুড়া করো না।
3 তাকে আঁকড়ে ধর, এবং দূরে সরে যেও না, যাতে তোমার শেষ প্রান্তে তুমি বৃদ্ধি পাবে।

4 তোমার উপর যা কিছু আনা হয় তা আনন্দের সাথে গ্রহণ কর, এবং যখন আপনি নিম্ন সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হবেন তখন ধৈর্য ধরুন।
5কারণ আগুনে সোনার পরীক্ষা করা হয়, আর গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিরা প্রতিকূলতার চুল্লিতে।
6তাকে বিশ্বাস কর, সে তোমাকে সাহায্য করবে; আপনার পথ সঠিকভাবে নির্দেশ করুন, এবং তার উপর বিশ্বাস করুন।
7 হে মাবুদকে ভয় কর, তাঁর করুণার অপেক্ষা কর; আর দূরে যেও না, পাছে পড়ে যাও।
8 তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, তাঁকে বিশ্বাস কর; এবং আপনার পুরস্কার ব্যর্থ হবে না.
9 তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, মঙ্গলের আশা কর, চিরকালের আনন্দ ও করুণার জন্য।
10 পুরানো প্রজন্মের দিকে তাকাও এবং দেখো; কখনও প্রভুর উপর কোন বিশ্বাস ছিল, এবং বিভ্রান্ত হয়েছে? অথবা কেউ কি তার ভয়ে রয়ে গেছে এবং তাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে? অথবা তিনি কাকে ঘৃণা করেননি, যে তাকে ডাকে?
11 কারণ প্রভু করুণা ও করুণাতে পূর্ণ, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত করুণাময়, এবং পাপ ক্ষমা করেন এবং দুঃখের সময় রক্ষা করেন৷
12 ধিক্ ভীত হৃদয়, ক্ষীণ হাত, এবং পাপী যে দুই পথে চলে!
13 ধিক্ তাকে যে ক্ষীণচিত্ত! কারণ সে বিশ্বাস করে না; তাই তাকে রক্ষা করা হবে না।
14 ধিক্ তোমাদের যারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছ! প্রভু যখন তোমাদের কাছে আসবেন তখন তোমরা কি করবে?
15 যারা প্রভুকে ভয় করে তারা তাঁর বাক্য অমান্য করবে না; এবং যারা তাকে ভালবাসে তারা তার পথ রক্ষা করবে৷
16 যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা যা ভাল তা খুঁজবে, যা তাকে খুশি করবে৷ এবং যারা তাকে ভালবাসে তারা আইনে পূর্ণ হবে৷
17 যারা প্রভুকে ভয় করে তারা তাদের হৃদয় প্রস্তুত করবে এবং তাদের আত্মাকে তাঁর সামনে বিনীত করবে,
18 এই বলে, আমরা প্রভুর হাতে পড়ব, মানুষের হাতে নয়, কারণ তাঁর মহিমা যেমন তাঁর করুণা।

অধ্যায় 3

1 হে সন্তানেরা, তোমাদের পিতার কথা শোন, তারপর কর, যাতে তোমরা নিরাপদ থাকতে পার৷
2 কারণ প্রভু পিতাকে সন্তানদের ওপর সম্মান দিয়েছেন, এবং পুত্রদের ওপর মায়ের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছেন৷
3 যে তার পিতাকে সম্মান করে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে:
4 আর যে তার মাকে সম্মান করে সে ধন সঞ্চয়কারীর মত।
5 যে তার পিতাকে সম্মান করে সে তার নিজের সন্তানদের আনন্দ পাবে; যখন সে তার প্রার্থনা করবে, তখন তার প্রার্থনা শোনা হবে৷
6 যে তার পিতাকে সম্মান করে সে দীর্ঘায়ু পায়; এবং যে প্রভুর প্রতি বাধ্য হয় সে তার মায়ের জন্য সান্ত্বনা হবে৷
7 যে প্রভুকে ভয় করে সে তার পিতাকে সম্মান করবে এবং তার পিতামাতার সেবা করবে, যেমন তার প্রভুদের সেবা করবে।
8 কথায় ও কাজে তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর, যেন তাদের কাছ থেকে তোমার উপর আশীর্বাদ আসে।
9 কারণ পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের গৃহ স্থাপন করে; কিন্তু মায়ের অভিশাপ ভিত উপড়ে ফেলে।
10 তোমার পিতার অসম্মানে গৌরব করো না; কারণ তোমার পিতার অসম্মান তোমার কাছে গৌরব নয়।
11 কারণ একজন মানুষের গৌরব তার পিতার সম্মান থেকে আসে; আর অসম্মানকারী মা সন্তানদের জন্য অপমানজনক।
12 আমার ছেলে, তোমার বাবাকে তার বয়সে সাহায্য কর, যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে দুঃখ দিও না।
13 আর যদি তার বোধশক্তি ব্যর্থ হয়, তবে তার সাথে ধৈর্য ধরুন; এবং যখন তুমি তোমার পূর্ণ শক্তিতে থাকবে তখন তাকে অবজ্ঞা করো না।
14 কারণ তোমার পিতার উপশম ভুলে যাওয়া হবে না: এবং পাপের পরিবর্তে তা তোমাকে গড়ে তোলার জন্য যোগ করা হবে৷
15 তোমার দুঃখের দিনে তা স্মরণ করা হবে; ন্যায্য গরম আবহাওয়ায় বরফের মত তোমার পাপও গলে যাবে।
16 যে তার পিতাকে পরিত্যাগ করে সে নিন্দাকারীর মত; আর যে তার মাকে রাগান্বিত করে সে অভিশপ্ত: ঈশ্বরের।
17 আমার ছেলে, নম্রভাবে তোমার ব্যবসা চালিয়ে যাও; তাই আপনি তার প্রিয় হতে হবে যে অনুমোদিত.
18 আপনি যত বড় হবেন, তত বেশি নম্র হবেন এবং আপনি প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবেন৷
19 অনেকে উচ্চস্থানে এবং খ্যাতিসম্পন্ন; কিন্তু নম্রদের কাছে রহস্য প্রকাশিত হয়৷
20 কারণ প্রভুর শক্তি মহান, এবং তিনি নীচদের কাছে সম্মানিত৷
21 যে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে খুব কঠিন তা সন্ধান করবেন না, আপনার শক্তির উপরে এমন জিনিসগুলি সন্ধান করবেন না।
22 কিন্তু তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা শ্রদ্ধার সাথে চিন্তা কর, কারণ গোপনীয় বিষয়গুলি তোমার চোখ দিয়ে দেখার দরকার নেই৷
23 অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কৌতূহলী হবেন না, কারণ লোকেরা যতটা বোঝে তার চেয়ে বেশি জিনিস তোমাকে দেখানো হয়েছে৷
24কেননা অনেকেই নিজেদের অসার মতের দ্বারা প্রতারিত হয়; এবং একটি মন্দ সন্দেহ তাদের বিচারকে উল্টে দিয়েছে।
25চোখ না থাকলে তুমি আলো চাইবে৷
26 একগুঁয়ে হৃদয় শেষ পর্যন্ত মন্দ হবে; এবং যে বিপদ ভালবাসে সে সেখানে ধ্বংস হবে।
27 একটি দৃঢ় হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে; আর দুষ্ট লোক পাপের উপর পাপের স্তূপ করবে।
28 অহংকারীর শাস্তির কোন প্রতিকার নেই; কারণ দুষ্টতার চারা তার মধ্যে শিকড় গেড়েছে৷
29 বুদ্ধিমানদের হৃদয় একটি দৃষ্টান্ত বুঝতে পারে; এবং একটি মনোযোগী কান একটি জ্ঞানী মানুষের ইচ্ছা.
30 জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেবে; এবং ভিক্ষা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।
31 এবং যে ভাল পালা প্রতিফল দেয় সে ভবিষ্যতে যা হতে পারে সে সম্পর্কে মনে রাখে; এবং যখন সে পড়ে যাবে, সে একটি থাকার জায়গা পাবে।

অধ্যায় 4

1 হে বৎস, দরিদ্রকে তার জীবিকা প্রতারণা করিও না, অভাবীকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিও না।
2 ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দুঃখিত করো না; কোন মানুষকে তার কষ্টে উত্তেজিত করে না।
3 দুঃখিত হৃদয়ে আর কষ্ট দিও না; এবং প্রয়োজন তাকে দিতে পিছিয়ে না.
4 দুঃখিতের মিনতি প্রত্যাখ্যান করো না; গরীব লোকের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।
5 দরিদ্রদের কাছ থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিও না, তাকে অভিশাপ দেওয়ার কোন সুযোগ দিও না৷
6 কেননা যদি সে তার আত্মার তিক্ততায় তোমাকে অভিশাপ দেয়, তবে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তার কাছে তার প্রার্থনা শোনা হবে৷
7 নিজেকে মণ্ডলীর ভালবাসা পান, এবং একজন মহান ব্যক্তির কাছে মাথা নত করুন।
8 গরীবদের কাছে আপনার কান ঠেকাতে এবং নম্রতার সাথে তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ উত্তর দিতে আপনাকে দুঃখ না দিন।
9 যে অন্যায় ভোগ করে তাকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর; এবং যখন আপনি বিচারে বসবেন তখন হতাশ হবেন না৷
10 পিতৃহীনদের কাছে পিতার মত হও, এবং তাদের মায়ের কাছে স্বামীর পরিবর্তে; তাই তুমি পরমেশ্বরের পুত্রের মত হও, এবং সে তোমাকে তোমার মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসবে৷
11 প্রজ্ঞা তার সন্তানদের উন্নীত করে এবং যারা তাকে অন্বেষণ করে তাদের ধরে রাখে।
12 যে তাকে ভালবাসে সে জীবনকে ভালবাসে; আর যারা তাকে তাড়াতাড়ি খুঁজবে তারা আনন্দে পূর্ণ হবে।
13 যে তাকে ধরে রাখে সে গৌরবের অধিকারী হবে; এবং সে যেখানেই প্রবেশ করবে, প্রভু আশীর্বাদ করবেন৷
14 যারা তার সেবা করে তারা সেই পবিত্রের সেবা করবে এবং যারা তাকে ভালোবাসে প্রভু তাদের ভালোবাসেন।
15 যে তার প্রতি কান দেয় সে জাতিদের বিচার করবে, এবং যে তার প্রতি মনোযোগ দেয় সে নিরাপদে বাস করবে।
16 যদি কোন পুরুষ তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তবে সে তার উত্তরাধিকারী হবে; এবং তার প্রজন্ম তাকে অধিকার করবে।
17 কারণ প্রথমে সে তার সাথে বাঁকা পথে হাঁটবে, এবং তার উপর ভয় ও ভীতি নিয়ে আসবে, এবং তার শাসন দিয়ে তাকে যন্ত্রণা দেবে, যতক্ষণ না সে তার আত্মাকে বিশ্বাস করতে পারে এবং তার আইন দ্বারা তাকে পরীক্ষা করতে পারে।
18 তারপর সে তার কাছে সোজা পথে ফিরে আসবে, তাকে সান্ত্বনা দেবে এবং তাকে তার গোপনীয়তা দেখাবে৷
19 কিন্তু যদি সে ভুল করে, তবে সে তাকে ত্যাগ করবে এবং তাকে তার নিজের ধ্বংসের হাতে তুলে দেবে।
20 সুযোগ লক্ষ্য কর, মন্দ থেকে সাবধান হও; এবং লজ্জিত হবেন না যখন এটি আপনার আত্মার বিষয়ে হয়।
21 কারণ একটা লজ্জা আছে যা পাপ নিয়ে আসে; গৌরব ও করুণা হল লজ্জা।
22 তোমার আত্মার বিরুদ্ধে কাউকে গ্রহণ করো না, এবং কোন মানুষের শ্রদ্ধা তোমার পতন ঘটাবে না।
23 এবং যখন ভাল করার সুযোগ থাকে তখন কথা বলা থেকে বিরত থেকো, এবং তার সৌন্দর্যের মধ্যে তোমার জ্ঞান লুকিয়ে রাখো না।
24 কেননা কথার দ্বারা জ্ঞান জানা যায়, আর জিভের কথায় শিক্ষা হয়।
25 কোনভাবেই সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না; কিন্তু তোমার অজ্ঞতার ভুল থেকে লজ্জিত হও।
26 তোমার পাপ স্বীকার করতে লজ্জা পেও না; এবং নদীর গতিপথ জোর করে না।
27 মূর্খ লোকের কাছে নিজেকে সঙ্গী করো না; পরাক্রমশালী ব্যক্তি গ্রহণ না.
28 মৃত্যু পর্যন্ত সত্যের জন্য সংগ্রাম, এবং প্রভু আপনার জন্য যুদ্ধ করবে.
29 তোমার জিহ্বায় তাড়াহুড়ো করো না, এবং তোমার কাজের মধ্যে শিথিলতা ও পিছু হও না।
30 তোমার গৃহে সিংহের মত হও না, তোমার দাসদের মধ্যে উন্মত্ত হও না।
31 গ্রহন করার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করা উচিত নয়, এবং যখন তুমি শোধ করতে হবে তখন বন্ধ করো না৷

অধ্যায় 5

1 তোমার দ্রব্যের প্রতি তোমার মন বসো না; এবং বল না, আমার জীবনের জন্য যথেষ্ট আছে।
2 তোমার হৃদয়ের পথে চলার জন্য তোমার নিজের মন ও শক্তির অনুসরণ করো না।
3 আর বল না, কে আমার কাজের জন্য আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? কারণ প্রভু অবশ্যই তোমার অহংকারের প্রতিশোধ নেবেন৷
4 বল না, আমি পাপ করেছি, আমার কি ক্ষতি হয়েছে? কারণ প্রভু ধৈর্যশীল, তিনি কোনভাবেই তোমাকে যেতে দেবেন না।
5 প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে, পাপের সাথে পাপ যোগ করতে ভয় পাবেন না:
6 আর বল না তাঁর করুণা মহান; তিনি আমার পাপের জন্য প্রশমিত হবেন: কারণ তার কাছ থেকে করুণা ও ক্রোধ আসে এবং তার ক্রোধ পাপীদের উপর থাকে।
7 প্রভুর দিকে ফিরে আসতে কোন দেরি করবেন না এবং প্রতিদিন থেকে বিরত থাকবেন না: কেননা হঠাৎ প্রভুর ক্রোধ বেরিয়ে আসবে, এবং তোমার নিরাপত্তায় তুমি ধ্বংস হবে এবং প্রতিশোধের দিনে ধ্বংস হয়ে যাবে।
8 অন্যায়ভাবে অর্জিত দ্রব্যের প্রতি তোমার মন বসিয়ে দিও না, কারণ দুর্যোগের দিনে সেগুলি তোমার কোন উপকারে আসবে না৷
9 প্রতিটি বাতাসের সাথে জয়লাভ করো না, এবং সমস্ত পথে প্রবেশ করো না, কারণ পাপী যার দ্বিগুণ জিহ্বা আছে সেও তাই করে৷
10 তোমার বুদ্ধিতে অটল হও; এবং আপনার কথা একই হতে দিন।
11 শুনতে দ্রুত হও; এবং আপনার জীবন আন্তরিক হতে দিন; এবং ধৈর্য সহকারে উত্তর দিন।
12 যদি তোমার বুঝ থাকে তবে তোমার প্রতিবেশীকে উত্তর দাও; যদি না হয়, তোমার মুখে তোমার হাত রাখো।
13 সম্মান ও লজ্জা কথা বলে, আর মানুষের জিভ তার পতন।

14 ফিসফিসকারী বলা হবে না, এবং আপনার জিভ দিয়ে অপেক্ষায় শুয়ে থাকবেন না, কারণ চোরের জন্য অপমানজনক লজ্জা এবং দ্বিগুণ জিভের উপর মন্দ নিন্দা।
15 ছোট বা বড় কোন বিষয়েই অজ্ঞ হয়ো না।

অধ্যায় 6

1 বন্ধুর পরিবর্তে শত্রু হও না; কেননা এর দ্বারা আপনি একটি খারাপ নাম, লজ্জা এবং তিরস্কারের উত্তরাধিকারী হবেন: একইভাবে একজন পাপী যার দ্বিগুণ জিহ্বা আছে।
2 তোমার নিজের হৃদয়ের পরামর্শে নিজেকে গৌরব করো না; তোমার আত্মা যেন একা বিপথগামী ষাঁড়ের মত টুকরো টুকরো না হয়।
3 তুমি তোমার পাতা খেয়ে ফেলবে, তোমার ফল হারাবে, এবং নিজেকে শুকনো গাছের মত রেখে যাবে।
4 দুষ্ট আত্মা যার আছে তাকে ধ্বংস করবে এবং তার শত্রুদের তিরস্কার করার জন্য তাকে উপহাস করবে।
5 মধুর ভাষা বন্ধুদের বৃদ্ধি করবে: এবং একটি সুন্দর কথা বলার জিহ্বা সদয় অভিবাদন বৃদ্ধি করবে।
6 অনেকের সঙ্গে শান্তিতে থাকুন, তবুও হাজারের একজন পরামর্শদাতা আছে৷
7 যদি আপনি একজন বন্ধু পেতে চান, তাহলে প্রথমে তাকে প্রমাণ করুন এবং তাকে কৃতিত্ব দিতে তাড়াহুড়ো করবেন না।
8 কেননা কেউ কেউ তার নিজের জন্য বন্ধু, এবং তোমার কষ্টের দিনে সে থাকবে না।
9এবং একজন বন্ধু আছে, যে শত্রুতার দিকে পরিনত হয়, এবং কলহ তোমার তিরস্কার খুঁজে পাবে।
10 আবার, কিছু বন্ধু টেবিলে সঙ্গী, এবং তোমার দুর্দশার দিনেও থাকবে না।
11 কিন্তু তোমার উন্নতিতে সে তোমার মতই হবে এবং তোমার দাসদের উপরে সাহসী হবে।
12 যদি তোমাকে নত করা হয় তবে সে তোমার বিরুদ্ধে হবে এবং তোমার মুখ থেকে নিজেকে আড়াল করবে।
13 তোমার শত্রুদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, তোমার বন্ধুদের প্রতি যত্ন নিও৷
14 একজন বিশ্বস্ত বন্ধু একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা; এবং যে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছে সে একটি ধন খুঁজে পেয়েছে৷
15 কোন কিছুই একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে প্রতিহত করতে পারে না এবং তার মহিমা অমূল্য।
16 বিশ্বস্ত বন্ধু হল জীবনের ওষুধ; যারা প্রভুকে ভয় করে তারা তাকে খুঁজে পাবে৷
17 যে প্রভুকে ভয় করে সে তার বন্ধুত্বকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবে, কারণ সে যেমন আছে, তার প্রতিবেশীও হবে।
18 বৎস, তোমার যৌবনকাল থেকেই শিক্ষা সংগ্রহ কর; তাই তোমার বার্ধক্য পর্যন্ত তুমি জ্ঞান পাবে।
19 যে লাঙল ও বীজ বপন করে তার মতো তার কাছে এসো এবং তার ভাল ফলগুলির জন্য অপেক্ষা কর: কেননা তুমি তার জন্য পরিশ্রম করতে খুব বেশি পরিশ্রম করবে না, কিন্তু শীঘ্রই তুমি তার ফল খেতে পারবে৷
20 সে অশিক্ষিতদের কাছে খুব অপ্রীতিকর: যে বুদ্ধিহীন সে তার সাথে থাকবে না।
21 সে তার উপর শুয়ে থাকবে বিচারের শক্তিশালী পাথরের মত; এবং সে তাকে তার কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলবে অনেকদিন আগে।
22 কারণ প্রজ্ঞা তার নাম অনুসারে, এবং সে অনেকের কাছে প্রকাশ পায় না৷
23 বৎস, কান দাও, আমার উপদেশ গ্রহণ কর, আমার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করো না।
24 এবং তোমার পা তার বেড়িতে এবং তোমার গলা তার শিকলের মধ্যে রাখ।
25 তোমার কাঁধ অবনত কর, ওকে সহ্য কর, এবং তার বন্ধনে দুঃখিত হও না।
26 তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার কাছে এস, এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার পথ রক্ষা কর।
27 খোঁজ কর, খোঁজ কর, আর সে তোমার কাছে পরিচিত হবে; আর যখন তুমি তাকে ধরে ফেলবে, তাকে যেতে দিও না।
28 কেননা শেষ পর্যন্ত তুমি তার বিশ্রাম পাবে এবং সেটা তোমার আনন্দে পরিণত হবে।
29তাহলে তার বেড়ি তোমার জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হবে এবং তার শিকল হবে মহিমান্বিত পোশাক।
30 কেননা তার গায়ে সোনার অলঙ্কার রয়েছে এবং তার ব্যান্ডগুলো বেগুনি জরির।
31 তুমি তাকে সম্মানের পোশাকের মতো পরিয়ে দেবে এবং আনন্দের মুকুটের মতো তাকে তোমার চারপাশে পরিধান করবে।
32 আমার ছেলে, তুমি যদি চাও, তোমাকে শেখানো হবে: এবং যদি তুমি তোমার মনকে কাজে লাগাও, তবে তুমি বিচক্ষণ হবে৷
33 যদি তুমি শুনতে ভালবাস, তবে তুমি বোধগম্যতা পাবে; আর যদি তুমি তোমার কান নত কর, তবে তুমি জ্ঞানী হবে,
34 প্রবীণদের ভিড়ে দাঁড়াও; এবং জ্ঞানী তার কাছে আঁকড়ে থাক৷
35 ঈশ্বরীয় বক্তৃতা শুনতে ইচ্ছুক হোন; এবং বোধগম্য দৃষ্টান্ত তোমাকে এড়াতে হবে না.
36 এবং যদি আপনি একজন বুদ্ধিমান লোককে দেখেন, তবে তার কাছে আগে থেকে যান এবং আপনার পা তার দরজার সিঁড়ি পরতে দিন৷
37 তোমার মন সদাপ্রভুর বিধি-বিধানের উপর থাকুক এবং তাঁর আদেশে অবিরাম ধ্যান কর; তিনি তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করবেন এবং তোমার নিজের ইচ্ছা অনুসারে তোমাকে জ্ঞান দেবেন।

অধ্যায় 7

1 কোন মন্দ কোরো না, তাই তোমার কোন ক্ষতি হবে না।
2 অন্যায়দের থেকে দূরে সরে যাও, আর অন্যায় তোমার থেকে দূরে সরে যাবে।
3 আমার ছেলে, অধার্মিকতার খোঁপায় বপন করো না, এবং তুমি তাদের সাতগুণ কাটবে না।
4 প্রভুর প্রাধান্য খুঁজো না, রাজার কাছেও সম্মানের আসন খুঁজো না।
5 প্রভুর সামনে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণ করো না; রাজার সামনে তোমার জ্ঞান নিয়ে গর্ব করো না।

6 অন্যায় দূর করতে না পেরে বিচারক হতে চাই না; পাছে কোন সময় তুমি পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে ভয় করো, তোমার ন্যায়পরায়ণতার পথে হোঁচট খাবে।
7 একটি শহরের ভিড়ের বিরুদ্ধে বিরক্ত করবেন না, এবং তারপর আপনি নিজেকে লোকদের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না.
8 একটা পাপ অন্যের উপর আবদ্ধ করো না; কেননা একের মধ্যে তুমি দণ্ডিত হবে না।
9 বলো না, ঈশ্বর আমার অনেক নৈবেদ্য দেখবেন, এবং আমি যখন পরমেশ্বর ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করব, তিনি তা গ্রহণ করবেন।
10 তুমি যখন তোমার প্রার্থনা করবে তখন হতাশ হবেন না এবং দান করতে অবহেলা করবেন না।
11 কেউ তার আত্মার তিক্ততায় অবজ্ঞা করার জন্য হাসাহাসি করবেন না, কারণ এমন একজন আছেন যিনি নম্র করেন এবং উচ্চ করেন।
12 তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বল না; তোমার বন্ধুকেও পছন্দ করো না।
13 কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলবেন না, কারণ এর প্রথা ভাল নয়।
14 প্রবীণদের মধ্যে অনেক শব্দ ব্যবহার করবেন না এবং প্রার্থনা করার সময় বেশি বকবক করবেন না।
15 শ্রমসাধ্য কাজকে ঘৃণা করো না, না চাষাবাদকে ঘৃণা করো না, যা পরমেশ্বর আদেশ করেছেন।
16 নিজেকে অনেক পাপীদের মধ্যে গণনা করো না, তবে মনে রেখো যে ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না।
17 নিজেকে অত্যন্ত নম্র কর: কারণ অধার্মিকদের প্রতিশোধ হল আগুন এবং কীট।
18 কোনোভাবেই কোনো ভালোর জন্য বন্ধুকে পরিবর্তন করবেন না; ওফিরের সোনার জন্য বিশ্বস্ত ভাইও নয়।
19 একজন জ্ঞানী এবং ভাল মহিলাকে ত্যাগ করবেন না, কারণ তার অনুগ্রহ সোনার উপরে।
20 যদিও আপনার দাস সত্যিকারের কাজ করে, তাকে মন্দ বলবেন না, বা শ্রমজীবীদের জন্য যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আপনার জন্য নিবেদন করে তাকে অনুনয় করবেন না।
21 তোমার আত্মা একজন ভাল দাসকে ভালবাসুক, এবং তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবে না।
22 তোমার কি গবাদি পশু আছে? তাদের প্রতি নজর রাখুন এবং যদি তারা আপনার উপকারের জন্য হয়, তবে তাদের আপনার কাছে রাখুন।
23 তোমার কি সন্তান আছে? তাদের নির্দেশ দাও, এবং তাদের যৌবন থেকে তাদের ঘাড় নত কর।
24 তোমার কি কন্যা আছে? তাদের শরীরের যত্ন নিন, এবং তাদের প্রতি নিজেকে প্রফুল্ল দেখাবেন না।
25 তোমার মেয়েকে বিয়ে কর, তাহলে তুমি একটা বড় কাজ করেছ, কিন্তু তাকে একজন বুদ্ধিমান লোকের কাছে দাও।
26 তোমার মনের মত স্ত্রী আছে কি? তাকে পরিত্যাগ করো না, কিন্তু নিজেকে একজন হালকা নারীর হাতে তুলে দিও না।
27 তোমার পিতাকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সম্মান কর, তোমার মায়ের দুঃখ ভুলে যেও না।
28 মনে রেখো যে তুমি তাদের থেকে জন্মেছ; তারা তোমার জন্য যা করেছে তার প্রতিদান তুমি তাদের কিভাবে দিতে পারবে?
29 তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে সদাপ্রভুকে ভয় কর এবং তাঁর যাজকদের শ্রদ্ধা কর।
30 যে তোমাকে তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছে তাকে ভালবাস, তার পরিচারকদের পরিত্যাগ করো না।
31 প্রভুকে ভয় কর, যাজককে সম্মান কর; এবং তাকে তার অংশ দাও, যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে; প্রথম ফল, অপরাধের নৈবেদ্য, কাঁধের উপহার, পবিত্রতার বলিদান এবং পবিত্র জিনিসগুলির প্রথম ফল।
32 আর তোমার হাত গরীবদের দিকে প্রসারিত কর, যেন তোমার আশীর্বাদ পূর্ণ হয়।
33 জীবিত প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিতে একটি উপহারের অনুগ্রহ রয়েছে; এবং মৃতদের জন্য তা আটকে রাখবে না।
34 যারা কান্নাকাটি করে তাদের সংগে থাকবেন না এবং যারা শোকে তাদের সাথে শোক করবেন না।
35 অসুস্থদের দেখতে দেরি করবেন না, কারণ এটি আপনাকে প্রিয় করে তুলবে।
36 তুমি যাহা হাতে নিও না কেন, শেষের কথা মনে রাখো, আর তুমি কখনো ভুল করবে না।

অধ্যায় 8

1 একজন শক্তিশালী লোকের সাথে লড়াই করো না, পাছে তুমি তার হাতে পড়বে।
2 ধনী লোকের সাথে বিরোধ করো না, পাছে সে তোমার উপর ভর করে, কারণ সোনা অনেককে ধ্বংস করেছে এবং রাজাদের হৃদয়কে বিকৃত করেছে।
3 জিহ্বা পূর্ণ লোকের সাথে লড়াই করো না এবং তার আগুনের উপর কাঠের স্তূপ করো না।
4 অভদ্র লোকের সাথে ঠাট্টা করো না, পাছে তোমার পূর্বপুরুষদের অপমানিত হবে।
5 যে ব্যক্তি পাপ থেকে ফিরে আসে তাকে তিরস্কার করবেন না, তবে মনে রাখবেন আমরা সবাই শাস্তির যোগ্য।
6 একজন মানুষকে তার বৃদ্ধ বয়সে অসম্মান করো না, কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বৃদ্ধ হয়ে গেছে।
7 তোমার সবচেয়ে বড় শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দ করো না, কিন্তু মনে রেখো যে আমরা সবাই মারা গেছি।
8 জ্ঞানীদের বক্তৃতা তুচ্ছ করবেন না, কিন্তু তাদের প্রবাদের সাথে নিজেকে পরিচিত করুন: কেননা আপনি তাদের কাছ থেকে নির্দেশ শিখবেন, এবং কীভাবে সহজে মহান ব্যক্তিদের সেবা করতে হয়।
9 প্রবীণদের বক্তৃতা মিস করবেন না: কারণ তারাও তাদের পিতাদের কাছ থেকে শিখেছিল, এবং আপনি তাদের কাছ থেকে বুঝতে শিখবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উত্তর দিতে শিখবেন।
10 পাপীর কয়লা জ্বালিয়ে দিও না, পাছে তার আগুনের শিখায় তুমি পুড়ে যাবে।
11 কোন ক্ষতিকারক ব্যক্তির উপস্থিতিতে রাগ করে উঠবেন না, পাছে সে আপনার কথায় ফাঁদে ফেলার জন্য অপেক্ষায় থাকে।
12 যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী তাকে ধার দিও না; আপনি যদি তাকে ধার দেন তবে তা গণনা করুন কিন্তু হারিয়ে গেছে।
13 আপনার ক্ষমতার উপরে জামিন হবেন না, কারণ আপনি যদি জামিন হন তবে তা পরিশোধ করার যত্ন নিন।

14 বিচারকের কাছে বিচার করতে যাবেন না; কারণ তারা তার সম্মান অনুসারে তার জন্য বিচার করবে।
15 সাহসী লোকের সাথে পথ দিয়ে যাও না, পাছে সে তোমার জন্য দুঃখী হবে, কারণ সে তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করবে এবং তার মূর্খতার কারণে তুমি তার সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে৷
16 একজন রাগান্বিত ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করো না, তার সাথে নির্জন স্থানে যেও না, কারণ তার দৃষ্টিতে রক্ত কিছুই নয়, এবং যেখানে সাহায্য নেই সেখানে তিনি তোমাকে ধ্বংস করবেন৷
17 মূর্খের সাথে পরামর্শ করো না; কারণ সে পরামর্শ রাখতে পারে না।
18 অপরিচিত লোকের সামনে কোন গোপন কথা করো না; কেননা তুমি জানো না সে কি করবে।
19 প্রত্যেকের কাছে তোমার হৃদয় উন্মুক্ত করো না, পাছে সে তোমাকে বুদ্ধিমান পালা দিয়ে প্রতিফল দেবে।

অধ্যায় 9

1 তোমার বক্ষের স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইও না, ওকে তোমার নিজের বিরুদ্ধে মন্দ শিক্ষা দিও না।
2 তোমার আত্মাকে কোন নারীর কাছে দাও না যেন তোমার বস্তুর উপর পা রাখে।
3 কোন বেশ্যার সাথে দেখা করো না, পাছে তুমি তার ফাঁদে পড়বে।
4 একজন গায়ক মহিলার সঙ্গ খুব বেশি ব্যবহার করবেন না, পাছে তার প্রচেষ্টায় আপনাকে নেওয়া হবে৷
5 একজন দাসীর দিকে তাকাবেন না, যাতে তার মধ্যে মূল্যবান জিনিসগুলি পড়ে না যায়৷
6 তোমার আত্মা বেশ্যাদের হাতে দিও না, যাতে তুমি তোমার উত্তরাধিকার হারাতে না পার৷
7 শহরের রাস্তায় তোমার চারপাশে তাকাও না, তার নির্জন জায়গায় ঘুরে বেড়াও না।
8 একজন সুন্দরী নারীর থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও, অন্যের সৌন্দর্যের দিকে তাকাও না; নারীর সৌন্দর্য দেখে অনেকেই প্রতারিত হয়েছে; কেননা এখানে প্রেম আগুনের মত জ্বলে উঠেছে।
9 অন্য পুরুষের স্ত্রীর সাথে মোটেও বসবেন না, বা তার সাথে আপনার কোলে বসবেন না, এবং তার সাথে মদ খেতে আপনার অর্থ ব্যয় করবেন না; পাছে তোমার হৃদয় তার প্রতি ঝুঁকে না পড়ে, আর তাই তোমার ইচ্ছার কারণে তুমি ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে।
10 পুরানো বন্ধুকে পরিত্যাগ করো না; কারণ নতুন তার সাথে তুলনা করা যায় না: একজন নতুন বন্ধু নতুন মদের মতো; বৃদ্ধ হয়ে গেলে, তুমি আনন্দের সাথে তা পান করবে।
11 একজন পাপীর গৌরবকে ঈর্ষা করো না, কারণ তুমি জানো না তার শেষ কি হবে৷
12 অধার্মিকরা যে বিষয়ে আনন্দ পায় তাতে আনন্দ করো না; কিন্তু মনে রাখবেন তারা তাদের কবরে শাস্তি ছাড়া যাবে না।
13 হত্যা করার ক্ষমতা রাখে এমন লোক থেকে তোমাকে দূরে রাখো; তাই মৃত্যুর ভয়ে সন্দেহ করবেন না: এবং যদি আপনি তার কাছে আসেন তবে কোন দোষ করবেন না, পাছে তিনি এই মুহূর্তে আপনার জীবন কেড়ে নেবেন: মনে রাখবেন যে আপনি ফাঁদের মধ্যে যাচ্ছেন এবং আপনি শহরের যুদ্ধের উপর দিয়ে হাঁটছেন।
14 তুমি যতটা কাছে পারো, তোমার প্রতিবেশীর বিষয়ে অনুমান করো এবং জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করো৷
15 জ্ঞানীদের সঙ্গে তোমার কথা বলুক, আর তোমার সমস্ত যোগাযোগ পরাত্ম ঈশ্বরের আইনে হোক৷
16 আর ন্যায়পরায়ণ লোকেরা তোমার সাথে খাবে এবং পান করবে; এবং প্রভুর ভয়ে তোমার গৌরব হোক।
17 কারিগরের হাতের কাজের জন্য প্রশংসা করা হবে: এবং জনগণের জ্ঞানী শাসক তার কথা বলার জন্য।
18 একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার শহরে বিপজ্জনক; এবং যে তার বক্তৃতায় তাড়া করে তাকে ঘৃণা করা হবে।

অধ্যায় 10

1 একজন জ্ঞানী বিচারক তার লোকদের নির্দেশ দেবেন; এবং একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সরকার সুশৃঙ্খল।
2 জনগণের বিচারক যেমন তিনি নিজেই, তেমনি তাঁর কর্মচারীরাও; এবং শহরের শাসক কেমন মানুষ, সেখানে যারা বাস করে তারা সবাই এই রকম।
3 একজন বুদ্ধিমান রাজা তার প্রজাদের ধ্বংস করেন; কিন্তু যারা কর্তৃত্বে আছে তাদের বিচক্ষণতার মাধ্যমে শহরটি বাস করবে৷
4 পৃথিবীর শক্তি সদাপ্রভুর হাতে, এবং তিনি যথাসময়ে এর উপরে এমন একজনকে বসিয়ে দেবেন যা লাভজনক।
5 ঈশ্বরের হাতেই মানুষের মঙ্গল; আর তিনি তাঁর সম্মানের ভার দেবেন লেখকের ওপর৷
6 তোমার প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না সব অন্যায়ের জন্য; এবং ক্ষতিকর অভ্যাস দ্বারা সব কিছুই না.
7 ঈশ্বর ও মানুষের কাছে অহংকার ঘৃণ্য এবং উভয়ের দ্বারাই অন্যায় করা হয়৷
8 অধার্মিক লেনদেন, আঘাত এবং প্রতারণা দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদের কারণে রাজ্য এক জন থেকে অন্য লোকে অনুবাদ করা হয়৷
9 মাটি ও ছাই কেন গর্বিত? একজন লোভী মানুষের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই৷ কারণ সে জীবিত অবস্থায় তার মলত্যাগ করে।
10 চিকিত্সক একটি দীর্ঘ রোগ কেটে দেয়; এবং যে আজ একজন রাজা আগামীকাল সে মারা যাবে।
11 কারণ যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন সে লতানো জিনিস, জন্তু এবং কীট উত্তরাধিকারী হবে৷
12 অহংকার শুরু হয় যখন একজন ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায় এবং তার হৃদয় তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।
13 কারণ অহংকার হল পাপের শুরু, এবং যার আছে সে ঘৃণ্য কাজ ঢেলে দেবে: আর সেইজন্য প্রভু তাদের উপর অদ্ভুত বিপর্যয় ডেকে আনলেন এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করলেন।
14 সদাপ্রভু গর্বিত রাজকুমারদের সিংহাসন নিক্ষেপ করেছেন এবং তাদের জায়গায় নম্রদের বসিয়েছেন।
15 সদাপ্রভু গর্বিত জাতিদের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন এবং তাদের জায়গায় নম্রদের রোপণ করেছেন।
16 সদাপ্রভু জাতিদের দেশগুলোকে উৎখাত করলেন এবং পৃথিবীর ভিত্তি পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করলেন।

17 তিনি তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গেলেন এবং তাদের ধ্বংস করলেন এবং পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্ন বন্ধ করে দিলেন।
18 পুরুষদের জন্য অহংকার তৈরি করা হয়নি, নারী থেকে যারা জন্মেছে তাদের জন্য প্রচণ্ড ক্রোধ তৈরি হয়নি।
19 যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে তারা নিশ্চিত বীজ, এবং যারা তাকে ভালবাসে তারা একটি সম্মানজনক উদ্ভিদ; যারা আইন মানে না তারা একটি অসম্মানজনক বীজ; যারা আদেশ লঙ্ঘন করে তারা প্রতারণার বীজ।
20 ভাইদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি সম্মানিত; যারা প্রভুকে তার চোখে ভয় করে তারাও তাই|
21 কর্তৃত্ব পাওয়ার আগে প্রভুর ভয় চলে যায়, কিন্তু রুক্ষতা এবং অহংকার তা হারায়৷
22 সে ধনী, মহীয়সী বা দরিদ্র হোক না কেন, তাদের মহিমা হল প্রভুর ভয়।
23 বুদ্ধিমান গরীবকে তুচ্ছ করা ঠিক নয়; পাপী মানুষকে বড় করাও সুবিধাজনক নয়৷
24 মহান ব্যক্তিদের, এবং বিচারক, এবং ক্ষমতাবানদের, সম্মানিত করা হবে; তবুও যে প্রভুকে ভয় করে তার চেয়ে বড় কেউ নেই৷
25 যারা জ্ঞানী তাদের সেবা করবে যারা স্বাধীন তারাই সেবা করবে এবং যার জ্ঞান আছে সে যখন সংস্কার হবে তখন সে ক্ষোভ করবে না।
26 তোমার ব্যবসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না; তোমার বিপদের সময়ে গর্ব করো না।
27 যে নিজেকে গর্বিত করে এবং রুটি চায় তার চেয়ে যে পরিশ্রম করে এবং সমস্ত কিছুতে সমৃদ্ধ হয় সে ভাল৷
28 আমার পুত্র, নম্রতায় তোমার আত্মাকে মহিমান্বিত কর, এবং তার মর্যাদা অনুসারে সম্মান দাও।
29 যে নিজের আত্মার বিরুদ্ধে পাপ করে তাকে কে ধার্মিক বলে গণ্য করবে? যে নিজের জীবনকে অসম্মান করে তাকে কে সম্মান করবে?
30 দরিদ্র লোক তার দক্ষতার জন্য সম্মানিত হয়, এবং ধনী তার ধনসম্পদের জন্য সম্মানিত হয়।
31 যে দারিদ্রে সম্মানিত হয়, সে ধনসম্পদ আর কত বেশি? আর যে ধন-সম্পদে অসম্মানিত, সে আর কত দারিদ্র?

অধ্যায় 11

1 প্রজ্ঞা নীচু স্তরের লোকের মাথা উঁচু করে এবং তাকে মহাপুরুষদের মধ্যে বসায়।
2 একজন মানুষকে তার সৌন্দর্যের জন্য প্রশংসা করো না; একজন মানুষকে তার বাহ্যিক চেহারার জন্য ঘৃণা করে না।
3 মৌমাছি যেমন মাছি মধ্যে সামান্য; কিন্তু তার ফল মিষ্টি জিনিসের প্রধান।
4 তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গর্ব করো না, সম্মানের দিনে নিজেকে বড় করো না, কারণ প্রভুর কাজগুলি আশ্চর্যজনক এবং মানুষের মধ্যে তাঁর কাজগুলি লুকিয়ে আছে৷
5 অনেক রাজা মাটিতে বসে আছে; এবং যে মুকুট পরেনি কখনও চিন্তা করা হয়নি.
6অনেক বীর পুরুষকে বড় অপমানিত করা হয়েছে; এবং সম্মানিত অন্য পুরুষদের হাতে বিতরণ.
7 আপনি সত্য পরীক্ষা করার আগে দোষারোপ করবেন না: আগে বুঝুন, তারপর তিরস্কার করুন।
8 কারণটি শোনার আগে উত্তর দিও না: লোকেদের কথা বলার মধ্যে বাধা দিও না৷
9 এমন কোন বিষয়ে লড়াই কোরো না যেটা তোমার জন্য নয়; এবং পাপীদের সাথে বিচারে বসবেন না।
10 বৎস, অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিও না, কারণ তুমি যদি অনেক হস্তক্ষেপ কর, তবে তুমি নির্দোষ হইবে না; এবং যদি আপনি অনুসরণ করেন তবে আপনি পাবেন না, আপনি পালিয়ে গিয়েও পালাতে পারবেন না।
11 এমন একজন আছে যে পরিশ্রম করে, ব্যথা নেয় এবং তাড়াহুড়ো করে, এবং তার চেয়ে বেশি পিছনে থাকে৷
12 আবার, আরও একজন আছে যে ধীর, এবং সাহায্যের প্রয়োজন, ক্ষমতা চায় এবং দারিদ্রে পূর্ণ; তবুও সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাকে ভালোর দিকে চেয়েছিল, এবং তাকে তার নিম্ন সম্পত্তি থেকে স্থাপন করেছিল,
13 এবং দুঃখ থেকে মাথা তুললেন; যাতে অনেকেই তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়৷
14 সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা, জীবন ও মৃত্যু, দারিদ্র্য ও ধনী প্রভুর কাছ থেকে আসে।
15 প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং বিধি-ব্যবস্থা বোঝা প্রভুর কাছ থেকে আসে: প্রেম এবং ভাল কাজের পথ তাঁর কাছ থেকে আসে৷
16 পাপীদের সাথেই ভুল ও অন্ধকারের শুরু হয়েছিল, আর মন্দ তাদের সাথে গর্বিত হবে।
17 সদাপ্রভুর দান ধার্মিকদের কাছে থাকে এবং তাঁর অনুগ্রহ চিরকালের জন্য সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।
18 এমন আছে যে তার সতর্কতা এবং চিমটি দ্বারা ধনী, এবং এটি তার পুরস্কারের অংশ:
19 যদিও তিনি বলছেন, আমি বিশ্রাম পেয়েছি, এবং এখন আমার মাল ক্রমাগত খাব; এবং তবুও সে জানে না যে তার উপর কি সময় আসবে, এবং তাকে সেই জিনিসগুলি অন্যদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এবং মরতে হবে৷
20 তোমার চুক্তিতে অটল হও, এবং তাতে পরিচিত হও, এবং তোমার কাজে পুরানো হও।
21 পাপীদের কাজে আশ্চর্য হবেন না; কিন্তু প্রভুর উপর আস্থা রাখুন, এবং আপনার শ্রমে থাকুন, কারণ একজন দরিদ্র মানুষকে হঠাৎ করে ধনী করা প্রভুর দৃষ্টিতে সহজ ব্যাপার।
22 সদাপ্রভুর আশীর্বাদ ধার্মিকের পুরষ্কারে, এবং হঠাৎ তিনি তাঁর আশীর্বাদকে সমৃদ্ধ করেন।
23 বলো না, আমার সেবা করে কি লাভ? এবং আমি পরকালে কি ভাল জিনিস পাব?
24 আবার, বল না, আমার যথেষ্ট আছে, এবং অনেক কিছু আছে, এবং পরবর্তীতে আমার কী ক্ষতি হবে?
25 সমৃদ্ধির দিনে দুঃখের কথা বিস্মৃত হয়, আর দুঃখের দিনে সমৃদ্ধির আর স্মরণ থাকে না।
26 কারণ মৃত্যুর দিনে একজন মানুষকে তার পথ অনুসারে পুরস্কৃত করা প্রভুর কাছে সহজ ব্যাপার৷
27 এক ঘন্টার কষ্ট একজন মানুষকে আনন্দ ভুলে যায়, এবং তার শেষ পর্যন্ত তার কাজ খুঁজে পাওয়া যায়।
28 বিচারক তার মৃত্যুর আগে আশীর্বাদ করেননি, কারণ একজন মানুষ তার সন্তানদের মধ্যে পরিচিত হবে.
29 প্রতারক লোকের অনেক ট্রেন আছে।
30 তিতির যেমন খাঁচায় আটকে রাখা হয়, তেমনি গর্বিতদের হৃদয়ও হয়; এবং একটি গুপ্তচরের মত, তিনি আপনার পতনের জন্য পর্যবেক্ষণ করেন:

31 কারণ সে অপেক্ষায় শুয়ে থাকে, এবং ভালোকে মন্দে পরিণত করে, এবং প্রশংসার যোগ্য জিনিসের জন্য আপনাকে দোষারোপ করা হবে।
32 আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে কয়লার স্তূপ জ্বলে, আর একজন পাপী মানুষ রক্তের জন্য অপেক্ষা করে।
33 একজন দুষ্টু লোকের প্রতি খেয়াল রেখো, কারণ সে খারাপ কাজ করে; পাছে সে তোমার উপর চিরকালের দাগ নিয়ে আসে।
34 তোমার বাড়িতে একজন অপরিচিত লোককে গ্রহণ কর, সে তোমাকে বিরক্ত করবে এবং তোমার নিজের থেকে বের করে দেবে।

অধ্যায় 12

1 যখন আপনি ভাল কাজ করবেন আপনি কার জন্য এটা জানেন; তাই আপনার উপকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হবে।
2 ধার্মিক মানুষের ভাল কর, এবং আপনি একটি প্রতিফল পাবেন; এবং যদি তার কাছ থেকে না হয়, তবুও পরম থেকে।
3 যে সর্বদা মন্দে নিমগ্ন থাকে তার জন্য কোন মঙ্গল আসতে পারে না এবং যে দান করে না তারও কোন উপকার হয় না।
4 ধার্মিক মানুষকে দাও, পাপীকে সাহায্য করো না।
5 যে নম্র তার সাথে মঙ্গল কর, কিন্তু অধার্মিককে দিও না: তোমার রুটি আটকে রাখো, তাকে দাও না, পাছে সে তাতে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে: কারণ তোমার যত ভালো আছে তার দ্বিগুণ মন্দ তুমি পাবে। তার প্রতি করা.
6 কারণ পরমেশ্বর পাপীদের ঘৃণা করেন, এবং অধার্মিকদের প্রতিশোধ দেবেন, এবং তাদের শাস্তির শক্তিশালী দিনের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করেন।
7 ভালোকে দাও, পাপীকে সাহায্য করো না।
8 সমৃদ্ধিতে বন্ধুকে চেনা যায় না, এবং শত্রুকে প্রতিকূলতায় লুকিয়ে রাখা যায় না।
9মানুষের সমৃদ্ধিতে শত্রুরা দুঃখ পাবে, কিন্তু তার প্রতিকূলতায় বন্ধুও বিদায় নেবে।
10 তোমার শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করো না, কারণ লোহা যেমন মরিচা ধরে, তেমনি তার দুষ্টতাও।
11 যদিও সে নিজেকে নম্র করে, এবং কুঁকড়ে যায়, তবুও ভালোভাবে খেয়াল রাখো এবং তার থেকে সাবধান থাকো, এবং তুমি তার কাছে এমন হবে যেন তুমি একটা চশমা মুছে ফেলেছ, এবং তুমি জানবে যে তার মরিচা পুরোপুরি মুছে যায় নি।
12 তাকে তোমার কাছে বসিয়ে দিও না, পাছে সে তোমাকে উৎখাত করে তোমার জায়গায় দাঁড়াবে; তাকে আপনার ডানদিকে বসতে দেবেন না, পাছে সে আপনার আসন পেতে চাইবে, এবং শেষ পর্যন্ত আপনি আমার কথা মনে রাখবেন এবং তা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পাবেন।
13 সাপে দংশন করা একজন মনীষীকে, বা বন্য জন্তুর কাছে আসার মতো অন্য কাউকে করুণা করবে কে?
14 তাহলে যে একজন পাপীর কাছে যায় এবং তার পাপে তার সাথে কলুষিত হয়, কে করুণা করবে?
15 কিছুক্ষণ সে তোমার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু তুমি যদি পড়ে যেতে শুরু কর, তবে সে দেরি করবে না।
16 একজন শত্রু তার ঠোঁট দিয়ে মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু মনে মনে সে কল্পনা করে যে কীভাবে তোমাকে গর্তে ফেলবে: সে তার চোখ দিয়ে কাঁদবে, কিন্তু যদি সে সুযোগ পায় তবে সে রক্তে সন্তুষ্ট হবে না।
17 যদি তোমার উপর বিপদ আসে, তুমি প্রথমে তাকে সেখানেই পাবে; এবং যদিও সে তোমাকে সাহায্য করার ভান করে, তবুও সে তোমাকে দুর্বল করবে।
18 সে মাথা নাড়বে, হাততালি দেবে, অনেক ফিসফিস করবে এবং মুখ বদল করবে।

অধ্যায় 13

1 যে কেউ পিচ ছুঁয়ে তা দিয়ে অশুচি হবে; আর গর্বিত লোকের সহভাগীতা সে তারই মত হবে।
2 যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন নিজেকে নিজের ক্ষমতার উপরে বোঝাবেন না; এবং আপনার থেকে শক্তিশালী এবং ধনী একজনের সাথে আপনার কোনো মেলামেশা নেই: কেন কেটলি এবং মাটির পাত্র একসাথে একমত? কারণ যদি একটি অপরটির বিরুদ্ধে আঘাত করা হয় তবে তা ভেঙ্গে যাবে।
3 ধনী ব্যক্তি অন্যায় করেছে, তবুও সে হুমকি দেয়: দরিদ্রের প্রতি অন্যায় করা হয়, এবং তাকেও প্রার্থনা করতে হবে।
4 তুমি যদি তার লাভের জন্য হও, তবে সে তোমাকে ব্যবহার করবে, কিন্তু তোমার কাছে কিছু না থাকলে সে তোমাকে ত্যাগ করবে।
5 যদি তোমার কিছু থাকে তবে সে তোমার সাথে বাস করবে: হ্যাঁ, সে তোমাকে খালি করে দেবে এবং তার জন্য দুঃখিত হবে না।
6 যদি তার তোমার প্রয়োজন হয়, তবে সে তোমাকে প্রতারণা করবে, তোমার দিকে হাসবে এবং তোমাকে আশায় রাখবে; সে তোমাকে সুন্দর করে বলবে, তুমি কি চাও?
7 এবং সে তার মাংস দ্বারা তোমাকে লজ্জিত করবে, যতক্ষণ না সে তোমাকে দু-তিনবার শুকিয়ে না দেয়, এবং শেষে সে তোমাকে উপহাস করার জন্য উপহাস করবে, যখন সে তোমাকে দেখবে, সে তোমাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার দিকে মাথা নাড়বে।
8 সাবধান থেকো, যাতে প্রতারিত না হয় এবং তোমার উল্লাসে পতিত না হয়।
9 যদি তোমাকে একজন পরাক্রমশালী লোকের আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে নিজেকে প্রত্যাহার করো, এবং সে তত বেশি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে।
10 তুমি তার উপর চাপ দিও না, পাছে তোমাকে পিছিয়ে দেওয়া হবে; দূরে দাঁড়াও না, পাছে তোমাকে ভুলে যাবে।
11 কথাবার্তায় তার সাথে সমান হওয়ার জন্য প্রভাবিত করবেন না, এবং তার অনেক কথা বিশ্বাস করবেন না: কারণ অনেক যোগাযোগের মাধ্যমে সে আপনাকে প্রলোভিত করবে, এবং আপনার দিকে হাসলে আপনার গোপনীয়তা বেরিয়ে আসবে:
12 কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে সে তোমার কথা তুলে ধরবে এবং তোমাকে কষ্ট দিতে ও তোমাকে কারাগারে বন্দী করতে ছাড়বে না।
13 লক্ষ্য কর এবং সাবধান হও, কেননা তুমি তোমার পতনের বিপদের মধ্যে হাঁটছ: যখন তুমি এই সব শুনবে, তোমার ঘুমের মধ্যে জেগে উঠো।

14 তোমার সারা জীবন প্রভুকে ভালবাস এবং তোমার পরিত্রাণের জন্য তাকে ডাক।
15 প্রত্যেক পশু তার মত ভালবাসে, এবং প্রত্যেক মানুষ তার প্রতিবেশী ভালবাসে.
16 সমস্ত মাংস প্রকার অনুসারে একত্রিত হয়, এবং একজন মানুষ তার মতই আঁকড়ে থাকে।
17 মেষশাবক সঙ্গে নেকড়ে কি মেলামেশা আছে? তাই ধার্মিক সঙ্গে পাপী.
18 হায়েনা এবং একটি কুকুরের মধ্যে কি চুক্তি আছে? এবং ধনী এবং গরীব মধ্যে কি শান্তি?
19 বন্য গাধা যেমন মরুভূমিতে সিংহের শিকার, তেমনি ধনীরা গরীবদের খেয়ে ফেলে।
20 অহংকারী যেমন নম্রতাকে ঘৃণা করে, তেমনি ধনীরা দরিদ্রকে ঘৃণা করে।
21 একজন ধনী লোক পতন শুরু করে তার বন্ধুরা তাকে ধরে রাখে, কিন্তু একজন দরিদ্র লোককে তার বন্ধুরা তাড়িয়ে দেয়।
22 যখন একজন ধনী লোক পতন হয়, তখন তার অনেক সাহায্যকারী থাকে: সে এমন কথা বলে যা বলা যায় না, এবং তবুও লোকেরা তাকে ন্যায়সঙ্গত করে: দরিদ্র লোকটি পিছলে গেল, এবং তবুও তারা তাকেও ধমক দিল; সে বুদ্ধিমানের সাথে কথা বলেছিল, এবং তার কোন জায়গা ছিল না।
23 যখন একজন ধনী লোক কথা বলে, তখন প্রত্যেকে তার জিভ ধরে রাখে, এবং দেখ, সে যা বলে, তারা মেঘের কাছে তা প্রশংসা করে, কিন্তু দরিদ্র লোকটি যদি কথা বলে, তারা বলে, এ কী লোক? এবং যদি সে হোঁচট খায়, তারা তাকে উৎখাত করতে সাহায্য করবে৷
24 যার কোন পাপ নেই তার কাছে ধন-সম্পদ মঙ্গলজনক, আর অধার্মিকদের মুখে দারিদ্র্য মন্দ৷
25 একজন মানুষের হৃদয় তার মুখ পরিবর্তন করে, তা ভাল বা মন্দের জন্যই হোক না কেন, এবং একটি আনন্দিত হৃদয় একটি প্রফুল্ল মুখ করে তোলে।
26 একটি প্রফুল্ল মুখমন্ডল হল একটি হৃদয়ের চিহ্ন যা সমৃদ্ধিশীল; এবং দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করা মনের একটি ক্লান্তিকর শ্রম.

অধ্যায় 14

1 ধন্য সেই ব্যক্তি যে তার মুখ দিয়ে পিছলে যায় নি, এবং পাপের ভিড়ে তাকে কাঁটা দেয়নি৷
2 ধন্য সেই ব্যক্তি যার বিবেক তাকে দোষী করে নি এবং প্রভুতে তার আশা থেকে পতিত হয় নি৷
3 ধন-সম্পদ একজন কৃপণ ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়: এবং একজন ঈর্ষান্বিত লোকের অর্থ দিয়ে কি করা উচিত?
4 যে নিজের আত্মাকে ফাঁকি দিয়ে জড়ো করে সে অন্যের জন্য জড়ো করে, যে তার মাল দাঙ্গা করে খরচ করবে।
5 যে নিজের জন্য মন্দ, সে কার কাছে ভালো হবে? সে তার মাল নিয়ে আনন্দ করবে না।
6 যে নিজেকে হিংসা করে তার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই; এবং এটা তার পাপাচারের প্রতিফল।
7 এবং যদি সে ভাল কাজ করে তবে সে অনিচ্ছায় তা করে। এবং শেষ পর্যন্ত সে তার দুষ্টতা ঘোষণা করবে।
8 ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির একটি দুষ্ট চোখ আছে; সে তার মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মানুষকে তুচ্ছ করে।
9লোভী লোকের চোখ তার অংশে তৃপ্ত হয় না; আর দুষ্টের পাপ তার আত্মাকে শুকিয়ে দেয়।
10 একটি দুষ্ট চোখ তার রুটি ঈর্ষা করে, এবং সে তার টেবিলে একটি কৃপণ।
11 আমার ছেলে, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার ভাল কর, এবং প্রভুকে তার প্রাপ্য নৈবেদ্য দাও।
12 মনে রাখবেন যে মৃত্যু আসতে দীর্ঘ হবে না, এবং কবরের চুক্তি আপনার কাছে দেখানো হয় নি।
13 তোমার মৃত্যুর আগে তোমার বন্ধুর প্রতি মঙ্গল কর এবং তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার হাত বাড়িয়ে দাও এবং তাকে দাও৷
14 ভালো দিনের জন্য নিজেকে প্রতারণা করো না, এবং শুভ কামনার অংশ তোমাকে অতিক্রম করতে দিও না।
15 তুমি কি তোমার কষ্ট অন্যের জন্য ছেড়ে দেবে না? এবং আপনার শ্রম গুলি দ্বারা ভাগ করা হবে?
16 দান করুন, নিন এবং আপনার আত্মাকে পবিত্র করুন; কেননা কবরে সৌভাগ্যের কোনো খোঁজ নেই।
17 সমস্ত মাংস পোশাকের মতো পুরানো হয়ে যায়, কারণ প্রথম থেকেই এই চুক্তি ছিল, তুমি মৃত্যুতে মরবে৷
18 ঘন গাছের সবুজ পাতার মতো কিছু ঝরে পড়ে আর কিছু বেড়ে যায়; মাংস ও রক্তের প্রজন্মও তাই, একটি শেষ হয় এবং অন্যের জন্ম হয়৷
19 প্রত্যেকটি কাজ পচে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়, এবং তার কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।
20 ধন্য সেই ব্যক্তি যে জ্ঞানে ভাল জিনিসের ধ্যান করে এবং যে তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পবিত্র জিনিসের কথা চিন্তা করে৷
21 যে তার পথে তার অন্তরে চিন্তা করে সে তার গোপনীয়তাও বুঝতে পারবে৷
22 তার পিছনে যাও যে তার সন্ধান করে এবং তার পথে শুয়ে থাক।
23 যে তার জানালায় প্রবেশ করে সে তার দরজায়ও শুনবে৷
24 যে তার বাড়ির কাছে থাকবে সে তার দেওয়ালে একটি পিন বেঁধে রাখবে।
25 সে তার কাছে তার তাঁবু স্থাপন করবে এবং ভাল জিনিস যেখানে আছে সেখানে বাস করবে।
26 সে তার সন্তানদের তার আশ্রয়ের নীচে রাখবে এবং তার ডালের নীচে বাস করবে।
27 তার দ্বারা সে তাপ থেকে ঢেকে যাবে এবং তার মহিমায় সে বাস করবে৷

অধ্যায় 15

1 যে সদাপ্রভুকে ভয় করে সে ভাল কাজ করবে, আর যার বিধি-ব্যবস্থা আছে সে তাকে পাবে।
2 এবং একজন মা হিসাবে সে তার সাথে দেখা করবে এবং তাকে একজন কুমারী বিবাহিত স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে৷
3 বুদ্ধির রুটি দিয়ে সে তাকে খাওয়াবে এবং তাকে জ্ঞানের জল পান করাবে৷
4 সে তার উপরেই থাকবে, আর সরে যাবে না; এবং তার উপর নির্ভর করবে, এবং বিব্রত হবে না.
5 সে তাকে তার প্রতিবেশীদের থেকে উঁচু করবে এবং মণ্ডলীর মধ্যে তার মুখ খুলবে।
6 সে আনন্দ ও আনন্দের মুকুট পাবে এবং সে তাকে চিরস্থায়ী নামের অধিকারী করবে।

7 কিন্তু মূর্খ লোকেরা তার কাছে পৌঁছাতে পারবে না এবং পাপীরা তাকে দেখতে পাবে না।
8 কারণ সে অহংকার থেকে অনেক দূরে, এবং যারা মিথ্যাবাদী তারা তাকে মনে রাখতে পারে না।
9 একজন পাপীর মুখে প্রশংসা করা বোধগম্য নয়, কারণ এটা তাকে প্রভুর কাছ থেকে পাঠানো হয়নি।
10 কারণ জ্ঞানে প্রশংসা উচ্চারণ করা হবে, এবং প্রভু তা সফল করবেন।
11 তুমি বলো না, প্রভুর মাধ্যমেই আমি সরে গেছি, কারণ তিনি যা ঘৃণা করেন তা করা তোমার উচিত নয়।
12 তুমি বলো না, সে আমাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে, কারণ তার পাপী লোকের কোন প্রয়োজন নেই।
13 প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন; আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা এটা পছন্দ করে না।
14 তিনি নিজেই শুরু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে তার পরামর্শের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন;
15 আপনি যদি চান, আদেশ পালন করতে, এবং গ্রহণযোগ্য বিশ্বস্ততা পালন করতে.
16তিনি তোমার সম্মুখে আগুন ও জল রাখিয়াছেন; তোমার ইচ্ছা কি না তাহার দিকে তোমার হাত প্রসারিত কর।
17 মানুষের সামনে জীবন ও মৃত্যু; এবং সে পছন্দ করে কিনা তাকে দেওয়া হবে৷
18কারণ সদাপ্রভুর জ্ঞান মহান, এবং তিনি পরাক্রমশালী, এবং তিনি সব কিছু দেখেন:
19 আর যাঁরা তাঁকে ভয় করেন তাঁদের দিকে তাঁর চোখ থাকে এবং তিনি মানুষের সমস্ত কাজ জানেন৷
20 তিনি কাউকে পাপ কাজ করার আদেশ দেননি এবং কাউকে পাপ করার অনুমতিও দেননি৷

অধ্যায় 16

1 অনেক অলাভজনক সন্তানের বাসনা করো না, অধার্মিক পুত্রে আনন্দ করো না।
2 যদিও তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, তবুও তাদের মধ্যে আনন্দ করো না, তবে প্রভুর ভয় তাদের সাথে থাকবে না।
3 আপনি তাদের জীবনে বিশ্বাস করবেন না, তাদের জনসমাগমকে সম্মান করবেন না: কারণ যে ন্যায়পরায়ণ তা হাজারের চেয়ে ভাল; আর যারা অধার্মিক তাদের কাছে থাকার চেয়ে সন্তান ছাড়া মারা যাওয়াই ভালো৷
4 কারণ বুদ্ধিমান একজনের দ্বারা শহর পূর্ণ হবে, কিন্তু দুষ্টদের আত্মীয় শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে।
5 এইরকম অনেক কিছুই আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং আমার কান এর থেকেও বড় কথা শুনেছে৷
6 অধার্মিকদের মণ্ডলীতে আগুন জ্বলবে; এবং বিদ্রোহী জাতির মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে।
7 তিনি পুরানো দৈত্যদের প্রতি শান্ত হননি, যারা তাদের মূর্খতার শক্তিতে দূরে সরে গিয়েছিল।
8 লোট যেখানে বাস করেছিলেন সেই জায়গাটিকেও তিনি রেহাই দেননি, কিন্তু তাদের অহংকারের জন্য তাদের ঘৃণা করেছিলেন।
9তিনি ধ্বংসের লোকদের প্রতি করুণা করেননি, যারা তাদের পাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷
10 সেই ছয় লক্ষ পদাতিক, যারা তাদের হৃদয়ের কঠোরতায় একত্রিত হয়েছিল।
11 আর যদি লোকেদের মধ্যে একজন অনড় থাকে, তবে সে যদি শাস্তি না পেয়ে পালিয়ে যায়, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ করুণা ও ক্রোধ তার সঙ্গে আছে; তিনি ক্ষমা করতে এবং অসন্তুষ্টি ঢেলে দিতে শক্তিশালী৷
12 তাঁর করুণা যেমন মহান, তেমনি তাঁর সংশোধনও মহান: তিনি একজন মানুষকে তার কাজ অনুসারে বিচার করেন৷
13 পাপী তার লুণ্ঠন নিয়ে পালাতে পারবে না; এবং ধার্মিকের ধৈর্য নিরাশ হবে না।
14 করুণার প্রতিটি কাজের জন্য পথ তৈরি করুন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ অনুসারে পাবে৷
15 প্রভু ফরৌণকে কঠোর করলেন, যাতে তিনি তাকে না চিনতে পারেন, যাতে তার শক্তিশালী কাজগুলি বিশ্বের কাছে জানা যায়৷
16 প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি তাঁর করুণা প্রকাশিত; এবং তিনি অটলভাবে তার আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করেছেন৷
17 তুমি বলো না, আমি প্রভুর কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখব, ওপর থেকে কেউ কি আমাকে স্মরণ করবে? এত মানুষের মধ্যে আমাকে স্মরণ করা হবে না: এত অসীম সংখ্যক প্রাণীর মধ্যে আমার আত্মা কিসের জন্য?
18 দেখ, স্বর্গ, স্বর্গের স্বর্গ, গভীর, পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সে যখন দর্শন করবে তখন নড়াচড়া হবে৷
19 প্রভু যখন তাদের দিকে তাকান, তখন পর্বত ও পৃথিবীর ভিত্তি কাঁপবে৷
20 কোন হৃদয়ই এই সব বিষয়ে যোগ্যভাবে চিন্তা করতে পারে না, আর কে তার পথ কল্পনা করতে পারে?
21 এটা এমন এক ঝড়, যাকে কেউ দেখতে পায় না, কারণ তার কাজের অধিকাংশই লুকিয়ে আছে৷
22 কে তাঁর ন্যায়ের কাজ ঘোষণা করতে পারে? অথবা কে তাদের সহ্য করতে পারে? কারণ তাঁর চুক্তি অনেক দূরে, এবং সমস্ত কিছুর বিচার শেষ হয়৷
23 যে বুদ্ধি চায় সে নিরর্থক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে, আর একজন মূর্খ লোক ভুল কল্পনা করে।
24 বৎস, আমার কথা শুন, জ্ঞান শিখ, এবং আমার কথা তোমার হৃদয়ে চিহ্নিত কর।
25 আমি ওজনে মতবাদ প্রকাশ করব এবং তাঁর জ্ঞানকে সঠিকভাবে ঘোষণা করব।
26 প্রভুর কাজগুলি প্রথম থেকেই বিচারে সম্পন্ন হয়, এবং যখন তিনি সেগুলি তৈরি করেছিলেন তখন থেকেই তিনি তার অংশগুলিকে নিষ্পত্তি করেছিলেন৷
27 তিনি চিরকালের জন্য তাঁর কাজগুলিকে সজ্জিত করেছিলেন, এবং তাঁর হাতে সমস্ত প্রজন্মের জন্য তাদের প্রধান: তারা পরিশ্রম করে না, ক্লান্ত হয় না বা তাদের কাজ থেকে বিরত হয় না।
28 তাদের কেউই অন্যকে বাধা দেয় না এবং তারা কখনই তাঁর কথা অমান্য করবে না।
29 এর পর মাবুদ পৃথিবীর দিকে তাকালেন এবং তা তাঁর আশীর্বাদে পূর্ণ করলেন।
30 সমস্ত জীবন্ত জিনিস দিয়ে তিনি তার মুখ আবৃত করেছেন; এবং তারা আবার সেখানে ফিরে যাবে।

অধ্যায় 17

1 প্রভু পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আবার তাতে পরিণত করেছেন।

2 তিনি তাদের কিছু দিন এবং অল্প সময় দিলেন এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির উপরও ক্ষমতা দিলেন৷
3তিনি নিজেদের শক্তিতে তাদের সহ্য করলেন, এবং তাদের নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে করলেন,
4 এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে মানুষের ভয় রাখুন, এবং তাকে পশু এবং পাখীদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন৷
5 তারা প্রভুর পাঁচটি ক্রিয়াকলাপের ব্যবহার পেয়েছিলেন, এবং ষষ্ঠ স্থানে তিনি তাদের বোঝার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সপ্তম বক্তৃতায়, এর ধারণাগুলির একটি দোভাষী।
6 পরামর্শ, জিহ্বা, চোখ, কান ও হৃদয় দিয়েছিলেন, যা বোঝার জন্য তিনি তাদের দিয়েছেন৷
7 তিনি তাদের বোঝার জ্ঞানে পূর্ণ করলেন এবং তাদের ভাল মন্দ দেখালেন।
8তিনি তাদের হৃদয়ের উপর চোখ রাখলেন, যেন তিনি তাদের তাঁর কাজের মহত্ত্ব দেখাতে পারেন৷
9তিনি চিরকালের জন্য তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য তাদের মহিমান্বিত করলেন, যেন তারা বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁর কাজ ঘোষণা করতে পারে।
10 এবং নির্বাচিতরা তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করবে।
11 এর পাশাপাশি তিনি তাদের জ্ঞান এবং উত্তরাধিকার হিসাবে জীবন বিধান দিয়েছেন৷
12 তিনি তাদের সাথে চিরস্থায়ী চুক্তি করেছিলেন এবং তাদের বিচার করেছিলেন।
13তাদের চোখ তাঁর মহিমার মহিমা দেখেছে, আর তাদের কান তাঁর মহিমাময় কণ্ঠস্বর শুনেছে।
14 তিনি তাদের বললেন, 'সকল অন্যায় থেকে সাবধান! এবং তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার প্রতিবেশীর বিষয়ে আদেশ দিয়েছিলেন।
15 তাদের পথ চিরকাল তাঁর সামনে রয়েছে এবং তা তাঁর চোখের আড়ালে থাকবে না।
16 যৌবন থেকে প্রতিটি মানুষ মন্দের কাছে পতিত হয়; তারা পাথরের জন্য নিজেদের মাংসল হৃদয় তৈরি করতে পারেনি।
17কারণ সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহের বিভক্তিতে তিনি প্রত্যেক জাতির উপরে একজন শাসক নিযুক্ত করেছিলেন; কিন্তু ইস্রায়েল প্রভুর অংশ
18 যাঁকে, তাঁর প্রথমজাত, তিনি শাসনের সাথে লালন-পালন করেন এবং তাঁর প্রেমের আলো তাঁকে ত্যাগ করেন না৷
19 সেইজন্য তাদের সমস্ত কাজ তাঁর সামনে সূর্যের মত, এবং তাঁর দৃষ্টি সর্বদা তাদের পথের দিকে রয়েছে।
20তাদের কোন অন্যায় কাজই তাঁর কাছ থেকে লুকানো নেই, কিন্তু তাদের সমস্ত পাপ প্রভুর সামনে
21 কিন্তু সদাপ্রভু করুণাময় এবং তাঁর কারিগরী জেনেও তাদের ছেড়ে যাননি বা পরিত্যাগ করেননি, বরং তাদের রক্ষা করেননি।
22 একজন মানুষের ভিক্ষা তার কাছে একটি স্বাক্ষরের মতো, এবং সে মানুষের ভাল কাজগুলিকে চোখের মণির মতো রাখবে এবং তার পুত্র ও কন্যাদের অনুতাপ করবে৷
23 পরে তিনি উঠবেন এবং তাদের পুরস্কৃত করবেন এবং তাদের মাথার উপর তাদের প্রতিফল দেবেন।
24 কিন্তু যারা অনুতপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং যারা ধৈর্য ধরে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন।
25 প্রভুর কাছে ফিরে আসুন, এবং আপনার পাপ ত্যাগ করুন, তাঁর মুখের সামনে আপনার প্রার্থনা করুন এবং কম অসন্তুষ্ট করুন৷
26 পরমেশ্বরের দিকে ফিরে যাও এবং অন্যায় থেকে দূরে সরে যাও, কারণ তিনি তোমাকে অন্ধকার থেকে স্বাস্থ্যের আলোতে নিয়ে যাবেন এবং ঘৃণার কাজকে ঘৃণা করবেন।
27 যারা বেঁচে থাকে এবং ধন্যবাদ দেয় তাদের পরিবর্তে কে কবরে পরম মহানের প্রশংসা করবে?
28 শুকরিয়া জ্ঞাপন মৃতদের মধ্য থেকে বিনষ্ট হয়, এমন একজনের কাছ থেকে যা নেই: জীবিত ও সুস্থ হৃদয় প্রভুর প্রশংসা করবে৷
29 আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর স্নেহময়তা কত মহান, এবং যারা পবিত্রতায় তাঁর দিকে ফিরে তাদের প্রতি তাঁর করুণা!
30 কারণ সব কিছু মানুষের মধ্যে থাকতে পারে না, কারণ মানুষের পুত্র অমর নয়৷
31 সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কি? তবুও তার আলো নিভে যায়; এবং মাংস এবং রক্ত মন্দ কল্পনা করা হবে.
32 তিনি স্বর্গের উচ্চতার শক্তি দেখেন; আর সব মানুষ মাটি ও ছাই ছাড়া।

অধ্যায় 18

1 যিনি চিরকাল বেঁচে আছেন তিনিই সাধারণভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
2 একমাত্র প্রভুই ধার্মিক, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই,
3 যিনি তাঁর হাতের তালু দিয়ে বিশ্বকে শাসন করেন এবং সমস্ত কিছু তাঁর ইচ্ছাকে মেনে চলে: কারণ তিনি সকলের রাজা, তাঁর শক্তি দ্বারা পবিত্র জিনিসগুলিকে অপবিত্র থেকে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন৷
4 তিনি কাকে তাঁর কাজ ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন? কে তার মহৎ কাজ খুঁজে বের করবে?
5 কে তাঁর মহিমার শক্তি গণনা করবে? কে তার করুণার কথা বলবে?
6 প্রভুর আশ্চর্য কাজের জন্য, তাদের কাছ থেকে কিছুই নেওয়া যাবে না, তাদের কাছে কিছু রাখা যাবে না, তাদের স্থল খুঁজে পাওয়া যাবে না।
7 একজন মানুষ যখন কাজ করে, তখন সে শুরু করে; অতঃপর যখন সে চলে যাবে, তখন সে সন্দেহ করবে।
8 মানুষ কি, এবং সে কোথায় সেবা করে? তার ভাল কি এবং তার মন্দ কি?
9 একজন মানুষের দিনের সংখ্যা সর্বাধিক একশ বছর।
10 সমুদ্রের কাছে জলের ফোঁটা এবং বালির তুলনায় একটি নুড়িপাথর; তাই হাজার বছর থেকে অনন্তকালের দিন।
11 তাই ঈশ্বর তাদের প্রতি ধৈর্যশীল এবং তাদের প্রতি তাঁর করুণা ঢেলে দেন৷
12 তিনি তাদের পরিণাম মন্দ দেখেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন; তাই সে তার করুণা বাড়িয়ে দিল।
13 মানুষের করুণা তার প্রতিবেশীর প্রতি; কিন্তু সদাপ্রভুর করুণা সমস্ত মানুষের উপর রয়েছে। তিনি তাঁর মেষপালকে তিরস্কার করেন, লালন-পালন করেন, শিক্ষা দেন ও আবার আনেন।
14 যারা শাসন পায় তাদের প্রতি তিনি করুণা করেন এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর বিচারের খোঁজ করেন৷
15 বৎস, তোমার ভালো কাজের দোষ দিও না, কিছু দিলে অস্বস্তিকর শব্দও বলো না।

16 শিশির কি তাপ ঢেলে দেবে না? তাই একটি শব্দ একটি উপহার চেয়ে ভাল.
17দেখুন, উপহারের চেয়ে একটি শব্দ কি উত্তম নয়? কিন্তু দুজনেই একজন দয়ালু মানুষের সাথে।
18একজন মূর্খ বকাঝকা করবে, আর হিংসুকের দান চোখকে গ্রাস করবে।
19 আপনি কথা বলার আগে শিখুন, এবং শারীরিক ব্যবহার করুন বা আপনি কখনও অসুস্থ হবেন।
20 বিচারের আগে নিজেকে পরীক্ষা করে নাও, আর বিচারের দিনে তুমি করুণা পাবে৷
21 আপনি অসুস্থ হওয়ার আগে নিজেকে নম্র করুন, এবং পাপের সময়ে অনুতাপ দেখান৷
22 আপনার মানত যথাসময়ে পরিশোধ করতে কোন কিছুই যেন আপনাকে বাধা না দেয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ধার্মিক না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দিও না।
23 আপনি প্রার্থনা করার আগে, নিজেকে প্রস্তুত করুন; এবং প্রভুকে প্রলুব্ধকারীর মত হয়ো না৷
24 শেষের দিকে যে ক্রোধ হবে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার সময় সম্পর্কে চিন্তা কর, যখন সে তার মুখ ফিরিয়ে নেবে৷
25 যখন আপনার যথেষ্ট হবে, ক্ষুধার সময় মনে রাখবেন: এবং যখন আপনি ধনী হবেন, তখন দারিদ্র্য এবং অভাব সম্পর্কে চিন্তা করুন।
26 সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় পরিবর্তিত হয়, এবং সমস্ত কিছু শীঘ্রই প্রভুর সামনে সম্পন্ন হয়।
27 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সব বিষয়ে ভয় পাবে, এবং পাপের দিনে সে অপরাধ থেকে সাবধান থাকবে; কিন্তু একজন বোকা সময় পালন করবে না।
28 প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রজ্ঞা জানে, এবং যে তাকে খুঁজে পেয়েছে তার প্রশংসা করবে৷
29 যারা কথায় বুদ্ধিমান ছিল তারা নিজেরাই জ্ঞানী হয়ে উঠল এবং চমৎকার দৃষ্টান্ত ঢেলে দিল৷
30 তোমার অভিলাষ অনুসরণ করো না, কিন্তু তোমার ক্ষুধা থেকে নিজেকে বিরত রাখো।
31 যদি তুমি তোমার আত্মাকে সেই আকাঙ্ক্ষা দাও যা তাকে খুশি করে, তবে সে তোমার শত্রুদের কাছে হাসির পাত্র হবে যারা তোমাকে অপদস্থ করে।
32 খুব ভালো উল্লাসে আনন্দ কোরো না, তার খরচের সাথে আবদ্ধ হবেন না।
33 যখন তোমার পকেটে কিছুই নেই তখন ধার নিয়ে ভোজ করে ভিক্ষুক হয়ে যেও না, কারণ তুমি তোমার নিজের জীবনের জন্য অপেক্ষা করবে এবং কথা বলা হবে৷

অধ্যায় 19

1 একজন পরিশ্রমী লোক যাকে A মাতাল করে দেওয়া হয় সে ধনী হতে পারে না;
2 দ্রাক্ষারস ও স্ত্রীলোক বুদ্ধিমান পুরুষদের দূরে সরিয়ে দেবে;
3 পতঙ্গ এবং কীট তাকে উত্তরাধিকারী হবে, এবং একজন সাহসী লোককে নিয়ে যাওয়া হবে।
4 যে কৃতিত্ব দিতে তাড়াহুড়া করে সে হালকা মনের; এবং যে পাপ করে সে তার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে অপরাধ করবে৷
5 যে দুষ্টতায় আনন্দ পায় সে দোষী সাব্যস্ত হবে;
6 যে তার জিভকে শাসন করতে পারে সে বিবাদ ছাড়াই বাঁচবে; আর যে বকবককে ঘৃণা করে তার মন্দ কম হবে৷
7 আপনাকে যা বলা হয়েছে তা অন্যের কাছে অনুশীলন করবেন না এবং আপনি কখনই খারাপ হবেন না।
8 তা বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, অন্য মানুষের জীবনের কথা বলবেন না; এবং যদি আপনি অপরাধ ছাড়া করতে পারেন, তাদের প্রকাশ করবেন না.
9 কারণ সে তোমাকে শুনেছে এবং দেখেছে, আর সময় হলে সে তোমাকে ঘৃণা করবে৷
10 যদি তুমি কোন কথা শুনে থাকো, তবে তা তোমার সাথেই মারা যাক; এবং সাহসী হও, এটা তোমাকে ফেটে যাবে না।
11 একজন মূর্খ শিশুর প্রসবকালীন মহিলার মতো কথা বলে প্রচণ্ড কষ্ট পায়৷
12 মানুষের ঊরুতে লেগে থাকা তীরের মত, বোকার পেটের মধ্যে একটি শব্দ।
13 একজন বন্ধুকে উপদেশ দাও, হয়তো সে তা করেনি: এবং যদি সে তা করে থাকে, তাহলে সে আর করবে না৷
14 তোমার বন্ধুকে উপদেশ দাও, হয়ত সে তা না বলে থাকে; আর যদি থাকে তবে সে যেন আর না বলে।
15 একজন বন্ধুকে উপদেশ দিন: অনেক সময় এটি একটি অপবাদ, এবং প্রতিটি গল্প বিশ্বাস করবেন না।
16 এমন একজন আছে যে তার কথায় পিছলে যায়, কিন্তু তার হৃদয় থেকে নয়; আর কে আছে যে তার জিভ দিয়ে অপমান করেনি?
17 তোমার প্রতিবেশীকে ভয় দেখানোর আগে তাকে উপদেশ দাও; আর রাগ না করে পরমেশ্বরের আইনকে স্থান দিন।
18 সদাপ্রভুর ভয়ই তাঁর কাছে গৃহীত হওয়ার প্রথম ধাপ, এবং জ্ঞান তাঁর ভালবাসা লাভ করে।
19 প্রভুর আদেশের জ্ঞান হল জীবনের তত্ত্ব: এবং যারা তাকে খুশি করে এমন কাজ করে তারা অমরত্বের গাছের ফল পাবে৷
20 প্রভুর ভয়ই সমস্ত প্রজ্ঞা; এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আইনের কার্যকারিতা, এবং তাঁর সর্বশক্তির জ্ঞান।
21 যদি কোন দাস তার মনিবকে বলে, আমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করব না; যদিও পরে সে তা করে, কিন্তু যে তাকে লালন-পালন করে সে তাকে রাগান্বিত করে৷
22 দুষ্টতার জ্ঞান প্রজ্ঞা নয়, পাপীদের বিচক্ষণতার পরামর্শও নয়৷
23 দুষ্টতা আছে, একই রকম জঘন্য কাজ; এবং সেখানে একজন মূর্খ আছে যা জ্ঞানের অভাবী।
24 যার বুদ্ধি কম এবং ঈশ্বরকে ভয় করে, সে তার চেয়ে উত্তম যার অনেক জ্ঞান আছে এবং পরমেশ্বরের আইন লঙ্ঘন করে৷
25 একটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতা আছে, এবং একই অন্যায়; আর একজন আছে যে বিচার করতে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং একজন জ্ঞানী লোক আছে যে বিচারে ন্যায়সঙ্গত হয়৷
26 একজন দুষ্ট লোক আছে যে দুঃখের সাথে মাথা নিচু করে আছে; কিন্তু অন্তরে সে ছলনায় পূর্ণ,
27 মুখ নিচু করে এমন করে যেন সে শুনতে পায়নি: যেখানে সে চেনা যায় না, সেখানে সে তোমার কিছু জানার আগেই তোমার দুষ্টুমি করবে৷
28 আর যদি ক্ষমতার প্রয়োজনে তাকে পাপ করতে বাধা দেওয়া হয়, তবুও সুযোগ পেলেই সে মন্দ কাজ করবে৷

29 একজন মানুষ তার চেহারা দ্বারা পরিচিত হতে পারে, এবং তার চেহারা দ্বারা বুদ্ধিমান একজন, যখন আপনি তার সাথে দেখা হয়.
30 একজন মানুষের পোশাক, এবং অত্যধিক হাসি, এবং চলাফেরা, দেখায় সে কি।

অধ্যায় 20

1 এমন একটি তিরস্কার আছে যা শোভনীয় নয়: আবার কেউ কেউ তার জিভ ধরে রাখে এবং সে জ্ঞানী হয়।
2 গোপনে রাগ করার চেয়ে তিরস্কার করা অনেক ভাল: এবং যে তার দোষ স্বীকার করে সে আঘাত থেকে রক্ষা পাবে।
3 এটা কতইনা উত্তম, যখন আপনি অনুতপ্ত হন, অনুতাপ দেখান! তাই তুমি ইচ্ছাকৃত পাপ থেকে রক্ষা পাবে।
4যেমন একজন নপুংসক একজন কুমারীকে প্রস্ফুটিত করার লালসা করে; সে যে হিংস্রতার সাথে বিচার করে।
5 কেউ নীরবতা পালন করে, আর বুদ্ধিমান পাওয়া যায়, আর কেউ বেশি বকবক করে ঘৃণা করে।
6 কেউ কেউ তার জিভ ধরে রাখে, কারণ তার উত্তর দিতে হয় না, আর কেউ তার সময় জেনে চুপ করে থাকে।
7 একজন জ্ঞানী লোক সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তার জিহ্বা ধরে রাখবে, কিন্তু একজন বকবক ও বোকা সময়কে গুরুত্ব দেবে না।
8 যে অনেক শব্দ ব্যবহার করে তাকে ঘৃণা করা হবে; এবং যে সেখানে নিজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাকে ঘৃণা করা হবে।
9 এমন একজন পাপী আছে যে মন্দ কাজে ভালো সাফল্য পায়; এবং একটি লাভ আছে যা ক্ষতিতে পরিণত হয়।
10 এমন একটি দান আছে যা তোমার উপকারে আসবে না; এবং একটি উপহার আছে যার প্রতিফল দ্বিগুণ।
11 গৌরবের জন্য একটি অপমান আছে; এবং সেখানে আছে যে একটি নিম্ন এস্টেট থেকে তার মাথা তুলছে.
12 এমন আছে যে অল্পের বিনিময়ে অনেক কিছু কিনে সাতগুণ শোধ করে।
13 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার কথার দ্বারা তাকে প্রিয় করে তোলে, কিন্তু মূর্খদের অনুগ্রহ ঢেলে দেওয়া হবে।
14 মূর্খের দান তোমার কাছে থাকলে কোন উপকার হবে না; তার প্রয়োজনের জন্য এখনও ঈর্ষান্বিত নয়: কারণ সে একজনের জন্য অনেক কিছু পেতে চায়।
15তিনি অল্প দেন, অনেক উপহাস করেন; তিনি ক্রাইয়ারের মত মুখ খুললেন; আজ সে ধার দেয়, এবং আগামীকাল সে আবার চাইবে: এমন একজনকে ঈশ্বর এবং মানুষের ঘৃণা করা উচিত।
16 বোকা বলে, আমার কোন বন্ধু নেই, আমার সমস্ত ভাল কাজের জন্য আমার কোন ধন্যবাদ নেই এবং যারা আমার রুটি খায় তারা আমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে।
17 কতবার, কতই না তাকে উপহাস করা হবে! কারণ সে জানে না যে এটা কি আছে; এবং এটা তার কাছে সব এক যে তার ছিল না.
18 জিভ দিয়ে পিছলে যাওয়ার চেয়ে ফুটপাথে পিছলে যাওয়া উত্তম; তাই দুষ্টের পতন দ্রুত আসবে।
19 মূর্খের মুখে সব সময় একটা অকাল-কথা থাকবে।
20 মূর্খের মুখ থেকে বুদ্ধিমান বাক্য প্রত্যাখ্যান করা হবে; কারণ সে সময়মতো কথা বলবে না।
21 এমন আছে যা অভাবের দ্বারা পাপ করা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়: এবং যখন সে বিশ্রাম নেয়, তখন সে বিরক্ত হবে না।
22 এমন আছে যে লজ্জিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করে, এবং লোকেদের গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে।
23 লজ্জিততা তার বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে বিনা কারণে তার শত্রু করে তোলে।
24 একটি মিথ্যা একজন মানুষের মধ্যে একটি নোংরা দাগ, তথাপি তা অশিক্ষিতের মুখেই থাকে।
25 যে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত তার চেয়ে চোর উত্তম, কিন্তু তাদের উভয়েরই উত্তরাধিকার ধ্বংস হবে।
26 মিথ্যাবাদীর স্বভাব অসম্মানজনক, তার লজ্জা চিরকাল তার সাথে থাকে।
27 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার কথার দ্বারা নিজেকে সম্মানের জন্য উন্নীত করবে, এবং যার বুদ্ধি আছে সে মহান ব্যক্তিদের খুশি করবে।
28 যে তার জমি চাষ করে সে তার স্তূপ বাড়াবে, আর যে বড় লোককে খুশি করে সে অন্যায়ের জন্য ক্ষমা পাবে।
29 উপহার ও উপহার জ্ঞানীর চোখকে অন্ধ করে দেয় এবং তার মুখ বন্ধ করে দেয় যা সে তিরস্কার করতে পারে না।
30 যে জ্ঞান লুকিয়ে রাখা হয় এবং যে ধন জমা করা হয়, উভয়েই কি লাভ?
31 যে লোক তার জ্ঞান লুকিয়ে রাখে তার চেয়ে যে তার মূর্খতা লুকিয়ে রাখে সে ভাল।
32 প্রভুর খোঁজে ধৈর্য্য থাকা তার চেয়ে উত্তম যে পথপ্রদর্শক ছাড়া জীবন পরিচালনা করে।

অধ্যায় 21

1 আমার ছেলে, তুমি কি পাপ করেছ? তা আর করবেন না, তবে আপনার আগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।
2 সাপের মুখ থেকে পাপ থেকে পালাও, কারণ তুমি যদি এর খুব কাছে আসো, তবে সে তোমাকে কামড় দেবে: এর দাঁতগুলি সিংহের দাঁতের মতো, মানুষের প্রাণকে হত্যা করে।
3 সমস্ত অন্যায় দুই ধারের তরবারির মত, যে ক্ষত সারানো যায় না।
4 ভয় করা ও অন্যায় করা ধন-সম্পদ নষ্ট করবে; এইভাবে গর্বিত লোকদের ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে।
5 দরিদ্রের মুখ থেকে একটি প্রার্থনা ঈশ্বরের কানে পৌঁছায় এবং তার বিচার দ্রুত আসে।
6 যে তিরস্কার করাকে ঘৃণা করে সে পাপীদের পথে চলে, কিন্তু যে প্রভুকে ভয় করে সে তার অন্তর থেকে অনুতাপ করবে।
7 একজন বাগ্মী লোক দূর থেকে কাছে পরিচিত; কিন্তু বুদ্ধিমান লোক জানে কখন সে পিছলে যায়।
8 যে অন্য লোকের টাকা দিয়ে নিজের ঘর তৈরি করে সে তার সমাধির জন্য পাথর জড়ো করে।
9 দুষ্টদের মণ্ডলী হল একত্রে জড়ানো টাওয়ার মত, এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য তাদের শেষ আগুনের শিখা।
10 পাপীদের পথ পাথর দিয়ে সরল করা হয়, কিন্তু তার শেষে নরকের গর্ত।
11 যে প্রভুর নিয়ম পালন করে সে তার বোধগম্যতা লাভ করে এবং প্রভুর ভয়ের পরিপূর্ণতা হল প্রজ্ঞা।

12 যে জ্ঞানী নয় তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে না, কিন্তু এমন এক জ্ঞান আছে যা তিক্ততাকে বাড়িয়ে দেয়।
13 একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান বন্যার মত প্রচুর হবে, এবং তার পরামর্শ জীবনের একটি বিশুদ্ধ ঝর্ণার মত।
14 মূর্খের ভিতরের অংশগুলি ভাঙ্গা পাত্রের মত, যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন সে জ্ঞান রাখবে না।
15 একজন দক্ষ লোক যদি কোন জ্ঞানী কথা শোনে, তবে সে তার প্রশংসা করবে এবং তার সাথে যোগ করবে, কিন্তু বোধগম্য কেউ যখন তা শোনে না, তখন তা তাকে অসন্তুষ্ট করে এবং সে তা তার পিছনে ফেলে দেয়।
16 মূর্খের কথা বলা পথের বোঝার মত; কিন্তু জ্ঞানীদের মুখে অনুগ্রহ পাওয়া যায়।
17 তারা মণ্ডলীতে জ্ঞানী ব্যক্তির মুখের কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং তারা তাদের হৃদয়ে তাঁর কথা চিন্তা করে।
18 ধ্বংস হওয়া ঘরের মতই মূর্খের কাছে প্রজ্ঞা; আর বুদ্ধিহীনের জ্ঞান বুদ্ধিহীন কথাবার্তার মত।
19 মূর্খদের কাছে মতবাদ হল পায়ে বেড়ির মত, আর ডান হাতের ঠোঁটের মত।
20 একজন মূর্খ হাসিতে তার কণ্ঠস্বর উচ্চ করে; কিন্তু একজন জ্ঞানী লোক অল্প হাসি হাসে।
21 জ্ঞানী মানুষের কাছে শিক্ষা হল সোনার অলঙ্কার, এবং তার ডান বাহুতে একটি ব্রেসলেটের মতো।
22 মূর্খ লোকের পা শীঘ্রই তার প্রতিবেশীর বাড়িতে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ লোক তার জন্য লজ্জিত হয়।
23 একজন মূর্খ ঘরের দরজায় উঁকি মারবে, কিন্তু যে ভাল লালনপালন করে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।
24 দরজায় কথা শোনা মানুষের অভদ্রতা, কিন্তু জ্ঞানী লোক অপমানে দুঃখিত হবে।
25 কথা বলার লোকদের মুখ এমন কথা বলবে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়;
26 মূর্খদের হৃদয় তাদের মুখে, কিন্তু জ্ঞানীদের মুখ তাদের অন্তরে থাকে।
27 যখন অধার্মিক শয়তানকে অভিশাপ দেয়, তখন সে তার নিজের আত্মাকে অভিশাপ দেয়।
28 ফিসফিসকারী তার নিজের আত্মাকে কলুষিত করে এবং সে যেখানেই বাস করে তাকে ঘৃণা করা হয়।

অধ্যায় 22

1 একজন অলস লোককে একটি নোংরা পাথরের সাথে তুলনা করা হয়, এবং প্রত্যেকে তার অসম্মানের জন্য তাকে হিস হিস করবে।
2 একজন অলস লোককে গোবরের নোংরার সাথে তুলনা করা হয়: যে কেউ এটি তুলে নেয় সে তার হাত নাড়াবে।
3 একজন দুষ্ট লালন-পালনকারী তার পিতার অসম্মান যে তাকে জন্ম দিয়েছে: এবং তার ক্ষতির জন্য একটি নির্বোধ কন্যার জন্ম হয়।
4 একজন বুদ্ধিমান কন্যা তার স্বামীর জন্য উত্তরাধিকার আনবে, কিন্তু যে অসৎ জীবনযাপন করে সে তার পিতার জন্য ভারী হয়।
5 যে সাহসী সে তার পিতা ও স্বামী উভয়কেই অসম্মান করে, কিন্তু তারা উভয়েই তাকে তুচ্ছ করবে।
6 ঋতুর বাইরের গল্প শোকের সঙ্গীতের মতো: কিন্তু স্ট্রাইপ এবং প্রজ্ঞার সংশোধন কখনই সময়ের বাইরে নয়।
7 যে একজন মূর্খকে শিক্ষা দেয় সে এমন একজন যে পাত্রকে একত্রে আটকে রাখে এবং যে একজনকে ঘুম থেকে জাগায় তার মতো।
8 যে একজন বোকাকে গল্প বলে সে ঘুমের মধ্যে একজনের সাথে কথা বলে; সে তার গল্প বলার পর বলবে, ব্যাপারটা কি?
9 যদি শিশুরা সৎভাবে জীবনযাপন করে এবং তাদের কাছে কিছু থাকে তবে তারা তাদের পিতামাতার ভিত্তিকে ঢেকে দেবে।
10 কিন্তু শিশুরা অহংকারী হয়ে, অবজ্ঞা ও লালন-পালনের অভাবে তাদের আত্মীয়দের আভিজাত্যকে কলঙ্কিত করে।
11 মৃতদের জন্য কাঁদো, কারণ সে আলো হারিয়ে ফেলেছে: এবং বোকাদের জন্য কাঁদো, কারণ সে বুঝতে চায়: মৃতদের জন্য একটু কাঁদো, কারণ সে বিশ্রামে আছে: কিন্তু বোকার জীবন মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।
12 মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষ সাত দিন শোক করে; কিন্তু একজন মূর্খ এবং একজন অধার্মিক মানুষের জন্য তার জীবনের সমস্ত দিন।
13 মূর্খের সাথে বেশি কথা বলবেন না এবং যার বুদ্ধি নেই তার কাছে যাবেন না: তার থেকে সাবধান থাকুন, পাছে আপনার সমস্যা হবে এবং আপনি তার বোকাদের দ্বারা কখনই অপবিত্র হবেন না: তার কাছ থেকে চলে যান, এবং আপনি বিশ্রাম পাবেন, এবং কখনও হবেন না। পাগলামি নিয়ে বিচলিত
14 সীসার চেয়ে ভারী কি? এবং এর নাম কি বোকা ছাড়া?
15 বোঝে না এমন মানুষের চেয়ে বালি, লবণ এবং প্রচুর লোহা সহ্য করা সহজ।
16 কাঠের কাঁটা এবং দালানে বাঁধা ঝাঁকুনিতে যেমন আলগা করা যায় না, তেমনি উপদেশের দ্বারা স্থির হৃদয় কোন সময়েই ভয় পায় না।
17 বোঝার চিন্তায় স্থির থাকা হৃদয় গ্যালারির দেওয়ালে ন্যায্য প্লাস্টারের মতো।
18 একটি উঁচু স্থানে বসানো প্যালেস কখনই বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না: তাই বোকাদের কল্পনায় ভীত হৃদয় কোনো ভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।
19 যে চক্ষু ছিঁড়েছে সে অশ্রু ফেলবে, আর যে হৃদয় ছেদন করে সে তার জ্ঞান প্রকাশ করার জন্য তা করে।
20 যে পাখির দিকে পাথর ছুড়ে মারে সে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়, আর যে তার বন্ধুকে গালি দেয় সে বন্ধুত্ব ভেঙে দেয়।
21যদিও তুমি তোমার বন্ধুর দিকে তলোয়ার টেনে নিয়েছ, তবুও নিরাশ হয়ো না, কেননা অনুগ্রহ ফিরে আসতে পারে।
22 যদি তুমি তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে মুখ খুলে থাক, ভয় পেও না; কারণ একটি পুনর্মিলন হতে পারে: উপহাস, বা অহংকার, বা গোপনীয়তা প্রকাশ বা বিশ্বাসঘাতক ক্ষত ছাড়া: এই জিনিসগুলির জন্য প্রত্যেক বন্ধু চলে যাবে।
23 তোমার প্রতিবেশীর দারিদ্র্যের সময় তার প্রতি বিশ্বস্ত হও, যাতে তুমি তার সমৃদ্ধিতে আনন্দ করতে পারো: তার কষ্টের সময়ে তার প্রতি অটল থাকো, যাতে তুমি তার উত্তরাধিকারী হয়ে তার সাথে থাকতে পারো: কারণ একটি খারাপ সম্পত্তি সর্বদা অপমানিত হয় না : কিংবা ধনী যে মূর্খ তার প্রশংসা করতে হবে।
24 চুল্লির বাষ্প ও ধোঁয়া যেমন আগুনের সামনে যায়; রক্তের আগে তাই গালিগালাজ।

25 বন্ধুকে রক্ষা করতে আমি লজ্জিত হব না; আমি তার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করব না।
26 আর যদি তার দ্বারা আমার কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে যে কেউ তা শোনে তারা তার থেকে সাবধান থাকবে।
27 কে আমার মুখের সামনে প্রহর এবং আমার ঠোঁটে জ্ঞানের সীলমোহর স্থাপন করবে, যাতে আমি তাদের দ্বারা হঠাৎ পড়ে না যাই এবং আমার জিভ যেন আমাকে ধ্বংস না করে?

অধ্যায় 23

1 হে প্রভু, পিতা এবং আমার সারা জীবনের শাসনকর্তা, আমাকে তাদের পরামর্শের কাছে ছেড়ে দেবেন না এবং আমাকে তাদের কাছে পড়তে দেবেন না।
2 কে আমার চিন্তার উপর চাবুক, এবং আমার হৃদয়ের উপর জ্ঞানের শাসন স্থাপন করবে? যে তারা আমার অজ্ঞতার জন্য আমাকে রেহাই দেয় না, এবং এটি আমার পাপের দ্বারা পাস না:
3 পাছে আমার অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, এবং আমার পাপগুলি আমার ধ্বংসের দিকে বর্ধিত হয়, এবং আমি আমার প্রতিপক্ষের সামনে পড়ে যাই, এবং আমার শত্রুরা আমাকে নিয়ে আনন্দ করে, যার আশা আপনার করুণা থেকে দূরে।
4 হে প্রভু, পিতা ও আমার জীবনের ঈশ্বর, আমাকে গর্বিত চেহারা দেবেন না, কিন্তু আপনার দাসদের থেকে সর্বদা অহংকারী মন ফিরিয়ে দিন।
5 আমার কাছ থেকে নিরর্থক আশা এবং বিষণ্নতা দূরে সরিয়ে দিন এবং আপনি তাকে ধরে রাখবেন যে সর্বদা আপনার সেবা করতে চায়।
6 পেটের লোভ বা মাংসের লালসা যেন আমাকে ধরে না নেয়; আর তোমার দাসকে আমার উপর মূর্খ মনের ভার দিও না।
7 হে বাচ্চারা, মুখের শাসন শোন; যে তা পালন করে তাকে কখনই ঠোঁটে নেওয়া হবে না।
8 পাপীকে তার মূর্খতার মধ্যে ফেলে রাখা হবে: দুষ্ট বক্তা এবং অহংকারী উভয়েই এর দ্বারা পতিত হবে।
9 তোমার মুখকে শপথ করতে অভ্যস্ত করো না; পবিত্র একজনের নামকরণে নিজেকে ব্যবহার করবেন না।
10 কেননা যে দাসকে ক্রমাগত মারধর করা হয় তার গায়ে নীল চিহ্ন থাকবে না; তাই যে শপথ করে এবং ক্রমাগত ঈশ্বরের নাম নেয় সে দোষমুক্ত হবে না।
11 যে ব্যক্তি বেশি শপথ করে সে অন্যায় পূর্ণ হবে, এবং তার বাড়ি থেকে প্লেগ কখনও বিদায় নেবে না: যদি সে অপরাধ করে তবে তার পাপ তার উপর বর্তাবে: এবং যদি সে তার পাপ স্বীকার না করে তবে সে দ্বিগুণ অপরাধ করবে: এবং যদি সে নিরর্থক শপথ করে, তবে সে নির্দোষ হবে না, কিন্তু তার ঘর বিপর্যয়ে পূর্ণ হবে।
12 একটি শব্দ যা মৃত্যুর সাথে পরিহিত: ঈশ্বর মঞ্জুর করুন যে এটি জ্যাকবের উত্তরাধিকারে পাওয়া যাবে না; কারণ এই ধরনের সমস্ত জিনিস ধার্মিকতা থেকে দূরে থাকবে, এবং তারা তাদের পাপের মধ্যে দমে যাবে না।
13 তোমার মুখ দিয়ে অযৌক্তিক শপথ করো না, কারণ এতে পাপের কথা রয়েছে।
14 যখন তুমি মহাপুরুষদের মধ্যে বসে থাকো, তখন তোমার পিতা ও মাতার কথা মনে রেখো। তাদের সামনে ভুলে যেও না, এবং তাই তুমি তোমার রীতি অনুসারে বোকা হয়ে যাও, এবং তোমার জন্ম না হলে কামনা করো, এবং তোমার জন্মের দিনকে অভিশাপ দাও।
15 যে লোক আপত্তিজনক কথায় অভ্যস্ত, সে সারা জীবন কখনোই সংস্কার হবে না।
16 দুই প্রকারের মানুষ পাপ বৃদ্ধি করে, এবং তৃতীয়টি ক্রোধ আনবে: একটি উত্তপ্ত মন একটি জ্বলন্ত আগুনের মতো, এটি কখনই নিভবে না যতক্ষণ না এটি ভস্মীভূত হয়: একটি ব্যভিচারী তার মাংসের দেহে কখনও থামবে না যতক্ষণ না সে একটি জ্বাল দেয়। আগুন
17 সমস্ত রুটি একজন ব্যভিচারীর কাছে মিষ্টি, সে মারা না যাওয়া পর্যন্ত ত্যাগ করবে না।
18 যে ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সে মনে মনে এই কথা বলে, কে আমাকে দেখে? আমি অন্ধকারে ঘেরা, দেয়াল আমাকে ঢেকে রাখে, আর কোন শরীর আমাকে দেখতে পায় না; আমার ভয় পাওয়ার কি দরকার? পরমেশ্বর আমার পাপ মনে রাখবেন না:
19 এই ধরনের লোক কেবলমাত্র মানুষের চোখকে ভয় পায়, এবং জানে না যে প্রভুর চোখ সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ উজ্জ্বল, মানুষের সমস্ত পথ দেখে এবং সবচেয়ে গোপন অঙ্গগুলি বিবেচনা করে।
20 তিনি সব কিছু সৃষ্টির আগে থেকেই জানতেন; তাই তারা নিখুঁত হওয়ার পর তিনি তাদের সকলের দিকে তাকালেন।
21 এই লোকটিকে শহরের রাস্তায় শাস্তি দেওয়া হবে এবং যেখানে সে সন্দেহ করবে না সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।
22 যে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে অন্যের উত্তরাধিকারী হয় তার সাথেও এইভাবে চলবে।
23 প্রথমত, তিনি পরমেশ্বরের আইন অমান্য করেছেন; এবং দ্বিতীয়ত, সে তার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে; এবং তৃতীয়ত, তিনি ব্যভিচারে বেশ্যা খেলেছেন, এবং অন্য পুরুষের দ্বারা সন্তান নিয়ে এসেছেন।
24 তাকে মণ্ডলীতে নিয়ে আসা হবে এবং তার সন্তানদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
25 তার সন্তানেরা শিকড় ধরবে না, তার শাখাগুলি ফল দেবে না।
26 সে তার স্মৃতিকে অভিশপ্ত করে রাখবে, তার তিরস্কার মুছে যাবে না।
27 এবং যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা জানবে যে প্রভুর ভয়ের চেয়ে ভাল আর কিছুই নেই এবং প্রভুর আদেশের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে মধুর আর কিছু নেই।
28 প্রভুকে অনুসরণ করা মহান গৌরব, এবং তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করা দীর্ঘ জীবন।

অধ্যায় 24

1 প্রজ্ঞা নিজের প্রশংসা করবে এবং তার লোকেদের মধ্যে গৌরব করবে।
2 পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে সে তার মুখ খুলবে এবং তার ক্ষমতার সামনে জয়লাভ করবে।
3 আমি পরমেশ্বরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসে মেঘের মত পৃথিবীকে ঢেকে দিলাম।
4 আমি উঁচু জায়গায় বাস করতাম এবং আমার সিংহাসন মেঘলা স্তম্ভের মধ্যে।
5 আমি একাই স্বর্গের বৃত্ত প্রদক্ষিণ করেছি এবং গভীর গভীরে হেঁটেছি।

6 সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে এবং সমস্ত পৃথিবীতে, এবং প্রতিটি লোক ও জাতির মধ্যে, আমি একটি অধিকার পেয়েছি।
7 এই সব দিয়েই আমি বিশ্রামের সন্ধান করেছিলাম, আর আমি কার উত্তরাধিকারে থাকব?
8 তাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা আমাকে একটি আদেশ দিয়েছেন, এবং যিনি আমাকে আমার তাঁবুতে বিশ্রাম দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তোমার বাস যাকোবে হোক এবং তোমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েলে হোক।
9 তিনি আমাকে শুরু থেকে জগতের আগে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনই ব্যর্থ হব না।
10 পবিত্র তাঁবুতে আমি তাঁর সামনে সেবা করেছি; আর তাই আমি সায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম।
11 একইভাবে প্রিয় শহরে তিনি আমাকে বিশ্রাম দিয়েছেন এবং জেরুজালেমে আমার শক্তি ছিল৷
12 এবং আমি সম্মানিত লোকদের মধ্যে শিকড় গেড়েছি, এমনকি প্রভুর উত্তরাধিকারের অংশে।
13 আমি লিবানাসের একটি এরস গাছের মতো এবং হারমোনের পাহাড়ে একটি তেঁতুল গাছের মতো উঁচু হয়েছিলাম৷
14 আমি এন-গদ্দিতে খেজুর গাছের মতো, জেরিকোতে গোলাপ গাছের মতো, মনোরম মাঠের জলপাই গাছের মতো এবং জলের ধারে সমতল গাছের মতো বড় হয়েছি৷
15 আমি দারুচিনি ও অ্যাসপ্যালাথাসের মতো মিষ্টি গন্ধ দিয়েছিলাম, এবং আমি সেরা গন্ধরস, গালবানাম, গোমেদ এবং মিষ্টি স্টোরাক্সের মতো এবং আবাসে লোবানের ধোঁয়ার মতো একটি মনোরম গন্ধ দিয়েছিলাম।
16 টারপেনটাইন গাছের মতো আমি আমার শাখা প্রসারিত করেছি এবং আমার শাখাগুলি সম্মান ও অনুগ্রহের শাখা।
17 দ্রাক্ষালতা যেমন আমি মনোরম গন্ধ এনেছি, এবং আমার ফুলগুলি সম্মান ও ধনসম্পদের ফল৷
18 আমি ন্যায্য প্রেম, ভয়, জ্ঞান, এবং পবিত্র আশার মা: তাই, আমি চিরন্তন হয়ে, আমার সমস্ত সন্তানদের দেওয়া হয়েছে যাদের নাম তাঁর দেওয়া হয়েছে৷
19 তোমরা যারা আমাকে আকাঙ্খা কর তারা সবাই আমার কাছে এস এবং আমার ফল দিয়ে নিজেদের পূর্ণ কর।
20 কেননা আমার স্মরণার্থ মধুর চেয়েও মিষ্টি, আর আমার উত্তরাধিকার মৌচাকের চেয়েও মিষ্টি।
21 যারা আমাকে খায় তারা এখনও ক্ষুধার্ত থাকবে এবং যারা আমাকে পান করবে তারা এখনও তৃষ্ণার্ত হবে।
22 যে আমাকে মান্য করে সে কখনও বিব্রত হবে না, এবং যারা আমার দ্বারা কাজ করে তারা ভুল করবে না।
23 এই সমস্ত বিষয় হল পরমেশ্বর ঈশ্বরের চুক্তির পুস্তক, এমনকি সেই আইন যা মোশি যাকোবের মণ্ডলীদের উত্তরাধিকারের জন্য আদেশ করেছিলেন৷
24 প্রভুতে বলবান হতে নিরাশ হয়ো না; যাতে তিনি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারেন, তার প্রতি আঁকড়ে থাকুন: কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু একমাত্র ঈশ্বর, এবং তাঁর ছাড়া আর কোন ত্রাণকর্তা নেই।
25 নতুন ফলের সময় তিনি ফিসন এবং টাইগ্রিসের মতো তাঁর জ্ঞান দিয়ে সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করেন।
26 তিনি বোধশক্তিকে ইউফ্রেটিস এবং ফসল কাটার সময় জর্ডানের মত করে তোলেন।
27 তিনি জ্ঞানের মতবাদকে আলোর মতো এবং ভিনটেজের সময়ে জিওনের মতো দেখায়৷
28 প্রথম পুরুষটি তাকে পুরোপুরি চিনতে পারেনি: শেষটি তাকে আর খুঁজে পাবে না।
29 কেননা তার চিন্তা সমুদ্রের চেয়েও বেশি এবং তার পরামর্শ গভীর গভীরের চেয়েও গভীর।
30 আমিও নদী থেকে স্রোতের মতো এবং বাগানে নালার মতো বেরিয়ে এসেছি৷
31 আমি বলেছিলাম, আমি আমার সেরা বাগানে জল দেব, এবং আমার বাগানের বিছানাকে প্রচুর পরিমাণে জল দেব; এবং দেখ, আমার স্রোত একটি নদী হয়ে গেল এবং আমার নদীটি সমুদ্র হয়ে গেল।
32 আমি এখনও মতবাদকে সকালের মতো উজ্জ্বল করে দেব এবং তার আলোকে বহুদূরে পাঠাব।
33 আমি এখনও ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে মতবাদ ঢেলে দেব, এবং এটি চিরকালের জন্য সমস্ত যুগের জন্য রেখে দেব।
34 দেখ, আমি শুধু নিজের জন্যই পরিশ্রম করিনি, কিন্তু যারা জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদের সকলের জন্যই পরিশ্রম করেছি৷

অধ্যায় 25

1 তিনটি জিনিসে আমি সুসজ্জিত হয়েছিলাম, এবং ঈশ্বর এবং পুরুষ উভয়ের সামনেই আমি সুন্দর হয়ে উঠেছিলাম: ভাইদের একতা, প্রতিবেশীদের ভালবাসা, একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী যারা একসাথে সম্মত।
2 তিন ধরণের লোককে আমার আত্মা ঘৃণা করে, এবং আমি তাদের জীবনে খুব বিরক্ত হয়েছি: একজন দরিদ্র লোক যে গর্বিত, একজন ধনী লোক যে মিথ্যাবাদী এবং একজন বৃদ্ধ ব্যভিচারী যে দুষ্ট।
3 যৌবনে তুমি যদি কিছুই জোগাড় না কর, তবে তোমার বয়সে তুমি কি করে কিছু পাবে?
4 ধূসর চুলের বিচার কতই না সুন্দর এবং প্রাচীন লোকদের পরামর্শ জানা!
5 ওহে বুড়োদের জ্ঞান কত সুন্দর, এবং সম্মানিত লোকদের বোঝা ও পরামর্শ।
6 অনেক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধদের মুকুট, এবং ঈশ্বরের ভয় তাদের গৌরব।
7 আমি সুখী হওয়ার জন্য আমার হৃদয়ে নয়টি জিনিস বিচার করেছি এবং দশমটি আমি আমার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করব: একজন ব্যক্তি যার তার সন্তানদের আনন্দ আছে; এবং যে তার শত্রুর পতন দেখতে বেঁচে থাকে:
8 ভাল সে যে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সাথে থাকে, এবং যে তার জিহ্বা পড়েনি, এবং যে নিজের চেয়ে বেশি অযোগ্য পুরুষের সেবা করেনি৷
9 ভাল সেই ব্যক্তি যে বিচক্ষণতা খুঁজে পেয়েছে, এবং যারা শুনবে তাদের কানে কথা বলে৷
10 হে কত মহান তিনি যে জ্ঞান খুঁজে পান! তবুও প্রভুকে ভয় করে তার উপরে কেউ নেই৷
11 কিন্তু প্রভুর ভালবাসা আলোকিত হওয়ার জন্য সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে৷
12 প্রভুর ভয় হল তাঁর ভালবাসার সূচনা এবং বিশ্বাস হল তাঁর প্রতি আবদ্ধ হওয়ার শুরু৷
13আমাকে হৃদয়ের মড়ক ছাড়া অন্য কোন মড়ক দাও, আর কোন দুষ্টতা, কিন্তু একজন নারীর দুষ্টতা।

14 এবং যে কোন কষ্ট, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কষ্ট যারা আমাকে ঘৃণা করে: এবং কোন প্রতিশোধ, কিন্তু শত্রুদের প্রতিশোধ।
15 সাপের মাথার উপরে কোন মাথা নেই; এবং শত্রুর ক্রোধের উপরে কোন ক্রোধ নেই।
16 একজন দুষ্ট মহিলার সঙ্গে ঘর করার চেয়ে আমি সিংহ ও ড্রাগনের সঙ্গে বাস করেছি৷
17 স্ত্রীলোকের দুষ্টতা তার মুখ পরিবর্তন করে এবং তার মুখকে চটের মত কালো করে দেয়।
18 তার স্বামী তার প্রতিবেশীদের মধ্যে বসবে; এবং যখন সে শুনবে তখন তিক্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে৷
19 সমস্ত দুষ্টতা একজন মহিলার দুষ্টতার কাছে সামান্যই: একজন পাপীর অংশ তার উপর পড়ুক।
20 বালুকাময় পথে উঠা যেমন বৃদ্ধের পায়ের কাছে, তেমনি একজন স্ত্রীও শান্ত পুরুষের কাছে কথায় পরিপূর্ণ।
21 নারীর সৌন্দর্যে পদস্খলন করো না, তাকে আনন্দের জন্য কামনা করো না৷
22 একজন মহিলা, যদি সে তার স্বামীকে বজায় রাখে তবে রাগ, নির্লজ্জতা এবং অনেক নিন্দায় পরিপূর্ণ।
23 একজন দুষ্ট মহিলা সাহস কমিয়ে দেয়, ভারী মুখ ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয় তৈরি করে; যে মহিলা তার স্বামীকে কষ্টে সান্ত্বনা দেয় না সে দুর্বল হাত এবং দুর্বল হাঁটু তৈরি করে।
24 নারী থেকেই পাপের সূচনা হয়েছিল, এবং তার মাধ্যমে আমরা সকলেই মারা যাই৷
25 জলকে কোন পথ না দিন; না একটি দুষ্ট নারী বিদেশে gad স্বাধীনতা.
26 সে যদি তোমার ইচ্ছা মতো না যায়, তবে তাকে তোমার মাংস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং তাকে তালাকের বিল দাও এবং তাকে ছেড়ে দাও।

অধ্যায় 26

1 ধন্য সেই ব্যক্তি যার সৎ স্ত্রী আছে, কারণ তার দিন সংখ্যা দ্বিগুণ হবে৷
2 একজন গুণী নারী তার স্বামীকে আনন্দিত করে এবং সে তার জীবনের বছরগুলো শান্তিতে পূর্ণ করবে।
3 একজন ভাল স্ত্রী হল একটি ভাল অংশ, যা প্রভুকে ভয় করে তাদের অংশে দেওয়া হবে৷
4 একজন মানুষ ধনী হোক বা দরিদ্র, প্রভুর প্রতি যদি তার হৃদয় ভাল থাকে, তবে সে সর্বদা আনন্দিত মুখের সাথে আনন্দ করবে।
5 তিনটি জিনিস যা আমার হৃদয় ভয় পায়; এবং চতুর্থটির জন্য আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম: একটি শহরের অপবাদ, একটি অশান্ত জনতার একত্রিত হওয়া এবং একটি মিথ্যা অভিযোগ: এগুলি মৃত্যুর চেয়েও খারাপ৷
6 কিন্তু হৃদয়ের দুঃখ এবং দুঃখ হল একজন মহিলা যে অন্য মহিলার প্রতি ঈর্ষান্বিত, এবং জিভের চাবুক যা সকলের সাথে যোগাযোগ করে৷
7 একজন দুষ্ট স্ত্রী হল একটি জোয়াল যা এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে৷
8 একজন মাতাল মহিলা এবং বিদেশী গাদ্দার খুব রাগ করে, সে তার নিজের লজ্জা ঢাকবে না।
9 একজন নারীর ব্যভিচার তার উদ্ধত চেহারা এবং চোখের পাতায় পরিচিত হতে পারে।
10 তোমার মেয়ে যদি নির্লজ্জ হয়, তবে তাকে অযত্নে রাখো, পাছে সে অত্যধিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নিজেকে অপব্যবহার করে।
11 একটি নির্বোধ চোখের দিকে খেয়াল রেখো, যদি সে তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে তবে আশ্চর্য হবেন না৷
12 সে তার মুখ খুলবে, একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো যখন সে একটি ঝর্ণা পাবে এবং তার কাছের প্রতিটি জল পান করবে: প্রতিটি হেজের কাছে সে বসে থাকবে এবং প্রতিটি তীরের বিরুদ্ধে তার কাঁপুনি খুলবে।
13 স্ত্রীর অনুগ্রহ তার স্বামীকে আনন্দ দেয়, এবং তার বিচক্ষণতা তার হাড়কে মোটা করে তোলে।
14 একজন নীরব এবং প্রেমময় নারী প্রভুর একটি উপহার; এবং একটি মন ভাল নির্দেশিত হিসাবে এত মূল্যবান কিছুই নেই.
15 একজন লজ্জিত এবং বিশ্বস্ত মহিলা একটি দ্বিগুণ অনুগ্রহ, এবং তার মহাদেশীয় মনকে মূল্য দেওয়া যায় না।
16 সূর্য যেমন আকাশে উদিত হয়; একজন ভালো স্ত্রীর সৌন্দর্যও তার ঘরের সাজে।
17 পবিত্র দীপাধারে যেমন পরিষ্কার আলো রয়েছে; পাকা বয়সে মুখের সৌন্দর্যও তাই।
18 সোনার স্তম্ভগুলি যেমন রূপোর কোলের উপরে; তাই একটি ধ্রুবক হৃদয় সঙ্গে ফর্সা পা.
19 বৎস, তোমার যুগের ফুলকে সুরক্ষিত রাখ; আর অপরিচিতদের কাছে তোমার শক্তি দিও না।
20 যখন আপনি সমস্ত ক্ষেতের মাধ্যমে একটি ফলপ্রসূ অধিকার লাভ করেন, তখন আপনার মজুতের মঙ্গলের উপর ভরসা করে আপনার নিজের বীজ দিয়ে এটি বপন করুন।
21 সুতরাং আপনার জাতি যা আপনি ছেড়ে যাবেন তা মহিমান্বিত হবে, তাদের উত্তম বংশধরের আস্থা রয়েছে।
22 একজন বেশ্যাকে থুতু হিসাবে গণ্য করা হবে; কিন্তু একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর মৃত্যুর বিরুদ্ধে একটি টাওয়ার।
23 একজন দুষ্ট নারীকে একজন দুষ্ট পুরুষের অংশ হিসেবে দেওয়া হয়, কিন্তু একজন ধার্মিক নারী তাকে দেওয়া হয় যে প্রভুকে ভয় করে।
24 একজন অসৎ স্ত্রীলোক লজ্জাকে তুচ্ছ করে, কিন্তু একজন সৎ স্ত্রীলোক তার স্বামীকে সম্মান করে।
25 একজন নির্লজ্জ নারীকে কুকুরের মত গণ্য করা হবে; কিন্তু যে লজ্জিত সে সদাপ্রভুকে ভয় করবে।
26 যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে সম্মান করে তার বিচার হবে সকলের কাছে জ্ঞানী। কিন্তু যে তার অহংকারে তাকে অসম্মান করে সে সকলের মধ্যে অধার্মিক বলে গণ্য হবে৷
27 শত্রুদের তাড়ানোর জন্য একজন উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী মহিলা এবং তিরস্কারের সন্ধান করা হবে।
28 দুটি জিনিস আমার হৃদয়কে দুঃখ দেয়; এবং তৃতীয়টি আমাকে রাগান্বিত করে: একজন যুদ্ধবাজ যে দারিদ্র্য ভোগ করে; এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা সেট করা হয় না; এবং যে ধার্মিকতা থেকে পাপে ফিরে আসে; মাবুদ এমন একজনকে তলোয়ার জন্য প্রস্তুত করেন।
29 একজন বণিক খুব কমই নিজেকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে; এবং একটি হাকস্টার পাপ থেকে মুক্ত করা হবে না.

অধ্যায় 27

1 অনেকে সামান্য বিষয়ের জন্য পাপ করেছে; আর যে প্রাচুর্যের অন্বেষণ করে সে তার চোখ ফিরিয়ে নেবে।
2 নখ যেমন পাথরের সংযোগস্থলের মধ্যে দ্রুত আটকে যায়; তাই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পাপ আটকে থাকে।
3 যদি একজন মানুষ নিজেকে সদাপ্রভুর ভয়ে অধ্যবসায়ী না রাখে, তবে তার গৃহ শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে।
4 চালনি দিয়ে চালনা করলে আবর্জনা থেকে যায়; তাই তার কথাবার্তায় মানুষের নোংরামি।
5 চুল্লি কুম্ভকারের পাত্র প্রমাণ করে; তাই মানুষের বিচার তার যুক্তিতে।
6 ফল ঘোষণা করে যে গাছটি সাজানো হয়েছে; মানুষের অন্তরে অহংকার কথাও তাই।
7 তুমি তার কথা শোনার আগে তার প্রশংসা করো না; কারণ এটা পুরুষদের বিচার।
8 তুমি যদি ধার্মিকতার অনুসরণ কর, তবে তুমি তাকে পাবে এবং তাকে একটি মহিমান্বিত লম্বা পোশাকের মতো পরিয়ে দেবে৷
9 পাখী তাদের মত প্রতি অবলম্বন করবে; তাই সত্য তাদের কাছে ফিরে আসবে যারা তার মধ্যে অনুশীলন করে।
10 সিংহ যেমন শিকারের অপেক্ষায় থাকে; তাই যারা অন্যায় কাজ করে তাদের জন্য পাপ।
11 একজন ধার্মিক মানুষের বক্তৃতা সর্বদা জ্ঞানের সাথে হয়; কিন্তু বোকা চাঁদের মত বদলে যায়।
12 যদি তুমি অবিবেচকদের মধ্যে হও, তবে সময়কে লক্ষ্য কর; কিন্তু সব সময় বুদ্ধিমানদের মধ্যে থাকুন৷
13 মূর্খদের বক্তৃতা বিরক্তিকর, এবং তাদের খেলা হল পাপের অযৌক্তিকতা।
14 যে বেশি শপথ করে তার কথা চুলকে সোজা করে দেয়; এবং তাদের ঝগড়া একজনের কান বন্ধ করে দেয়।
15 গর্বিতদের ঝগড়া রক্তপাত, এবং তাদের নিন্দা কানে বেদনাদায়ক।
16 যে গোপন বিষয় আবিষ্কার করে সে তার কৃতিত্ব হারায়; এবং তার মনের বন্ধু খুঁজে পাবে না.
17 তোমার বন্ধুকে ভালোবাসো এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত হও, কিন্তু তুমি যদি তার গোপনীয়তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো, তবে তাকে আর অনুসরণ করো না৷
18 একজন মানুষ যেমন তার শত্রুকে ধ্বংস করেছে; তাই তুমি তোমার প্রতিবেশীর ভালবাসা হারিয়েছ।
19যেমন একজন পাখিকে তার হাত থেকে যেতে দেয়, সেভাবে তুমি কি তোমার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দিয়েছ এবং তাকে আর পাবে না?
20তাঁর পিছনে আর অনুসরণ কোরো না, কারণ তিনি অনেক দূরে; সে ফাঁদ থেকে পালানোর মত হরিণের মত।
21 একটি ক্ষত হিসাবে, এটি আবদ্ধ হতে পারে; এবং গালি দেওয়ার পরে মিলন হতে পারে: কিন্তু যে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আশাহীন।
22 যে চোখ মেলে সে মন্দ কাজ করে, আর যে তাকে জানে সে তার কাছ থেকে চলে যাবে৷
23 তুমি উপস্থিত হলে সে মিষ্টি কথা বলবে এবং তোমার কথার প্রশংসা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার মুখ খোঁচাবে এবং তোমার কথার নিন্দা করবে।
24 আমি অনেক কিছু ঘৃণা করেছি, কিন্তু তার মত কিছুই নেই; কারণ প্রভু তাকে ঘৃণা করবেন।
25 যে কেউ উঁচু জায়গায় পাথর ছুঁড়ে তা নিজের মাথায় দেয়; এবং প্রতারণামূলক আঘাত ক্ষত তৈরি করবে।
26 যে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে পড়ে যাবে, এবং যে একটি ফাঁদ স্থাপন করবে তাকে সেখানে ধরা হবে।
27 যে দুষ্টতা করে, তা তার উপরেই পতিত হবে এবং কোথা থেকে তা আসে সে জানবে না।
28 উপহাস ও তিরস্কার গর্বিতদের থেকে; কিন্তু প্রতিশোধ, সিংহের মত, তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে।
29 ধার্মিকদের পতনে যারা আনন্দ করে তারা ফাঁদে পড়বে; এবং তাদের মৃত্যুর আগে যন্ত্রণা তাদের গ্রাস করবে।
30 বিদ্বেষ ও ক্রোধ, এগুলিও জঘন্য কাজ৷ এবং পাপী মানুষ উভয়ই পাবে।

অধ্যায় 28

1 যে প্রতিশোধ নেয় সে প্রভুর কাছ থেকে প্রতিশোধ পাবে এবং সে অবশ্যই তার পাপ স্মরণে রাখবে।
2 তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতি যে আঘাত করেছে তাকে ক্ষমা কর, তাই তুমি প্রার্থনা করলে তোমার পাপও ক্ষমা করা হবে৷
3 একজন মানুষ অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে, আর সে কি প্রভুর কাছে ক্ষমা চায়?
4 তিনি নিজের মতো একজন মানুষের প্রতি দয়া করেন না, এবং তিনি কি নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চান?
5 সে যদি শুধু মাংসিকই ঘৃণা পোষণ করে তবে কে তার পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করবে?
6 তোমার শেষ স্মরণ কর, শত্রুতা বন্ধ কর; কলুষতা ও মৃত্যুকে স্মরণ কর এবং হুকুম পালন কর।
7 আজ্ঞাগুলি মনে রেখো, এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করো না: সর্বোচ্চের চুক্তি মনে রেখো, এবং অজ্ঞতার দিকে চোখ বুলিয়ে নাও৷
8 ঝগড়া থেকে দূরে থাক, আর তুমি তোমার পাপ কমিয়ে ফেলবে, কারণ একজন ক্রুদ্ধ লোক বিবাদ জ্বালাবে,
9 একজন পাপী ব্যক্তি বন্ধুদের অশান্তি সৃষ্টি করে এবং যারা শান্তিতে থাকে তাদের মধ্যে বিতর্ক করে।
10 আগুনের ব্যাপার যেমন, তেমনি তা জ্বলে; এবং মানুষের শক্তি যেমন তার ক্রোধ; তার ধন-সম্পদ অনুসারে তার রাগ বেড়ে যায়। এবং তারা যত বেশি শক্তিশালী, তারা তত বেশি স্ফীত হবে।
11 তাড়াহুড়ো করা ঝগড়া আগুন জ্বালায়;
12 যদি তুমি স্ফুলিঙ্গে ফুঁ দাও, তবে তা জ্বলবে; যদি তুমি তার উপর থুথু দাও, তবে তা নিভে যাবে, এবং এই দুটিই তোমার মুখ থেকে বের হয়।
13 ফিসফিসকারী এবং দ্বিগুণ ভাষায় অভিশাপ দাও, কারণ তারা শান্তিতে থাকা অনেককে ধ্বংস করেছে।
14 একটি গীবতকারী জিহ্বা অনেককে বিরক্ত করেছে এবং জাতি থেকে অন্য জাতিতে তাড়িয়ে দিয়েছে; শক্তিশালী শহরগুলিকে তা টেনে এনেছে এবং মহান ব্যক্তিদের বাড়িগুলিকে উচ্ছেদ করেছে৷
15 একটি গীবতকারী জিহ্বা সদাচারী নারীদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের শ্রম থেকে বঞ্চিত করেছে।
16 যে কেউ তা শোনে সে কখনই বিশ্রাম পাবে না এবং শান্তভাবে বাস করবে না৷
17 চাবুকের আঘাত মাংসে চিহ্ন তৈরি করে, কিন্তু জিভের আঘাত হাড় ভেঙ্গে দেয়।

18 তরবারির ধারে অনেকেরই পতন হয়েছে, কিন্তু জিভের আঘাতে পতিত হয়েছে এমন নয়।
19 ভাল যে তার বিষ দ্বারা রক্ষা করা হয়; যে তার জোয়াল টেনে নেয়নি, তার ব্যান্ডে বাঁধা হয়নি।
20 কারণ এর জোয়াল লোহার জোয়াল এবং তার ব্যান্ডগুলি পিতলের ব্যান্ড।
21 এর মৃত্যু একটি মন্দ মৃত্যু, কবর তার চেয়ে ভাল ছিল।
22 যারা ঈশ্বরকে ভয় করে তাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব থাকবে না, তাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে না।
23 প্রভুকে পরিত্যাগ করলে তার মধ্যে পড়বে; এবং তা তাদের মধ্যে জ্বলবে এবং নিভবে না; এটা তাদের উপর সিংহের মত পাঠানো হবে এবং চিতাবাঘের মত তাদের গ্রাস করবে।
24দেখ, তুমি কাঁটা দিয়ে তোমার সম্পত্তি রক্ষা করো, তোমার সোনা ও রূপা বেঁধে রাখো,
25 আর তোমার কথাকে ভারসাম্যে ওজন কর, তোমার মুখের জন্য একটি দরজা ও দণ্ড তৈরি কর।
26 সাবধান তুমি এর দ্বারা পিছলে যেও না, পাছে যে অপেক্ষায় আছে তার সামনে পড়ে যাও।

অধ্যায় 29

1 যে করুণাময় সে তার প্রতিবেশীকে ঋণ দেবে; আর যে তার হাতকে শক্তিশালী করে সে আজ্ঞা পালন করে।
2 তোমার প্রতিবেশীকে তার প্রয়োজনের সময় ধার দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে যথাসময়ে আবার পরিশোধ কর।
3 তোমার কথা রাখো, এবং তার সাথে বিশ্বস্ততার সাথে আচরণ কর, এবং তুমি সবসময় তোমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসটি খুঁজে পাবে।
4 অনেকে, যখন তাদের কিছু ধার দেওয়া হয়েছিল, তখন তা পাওয়া গেছে বলে গণ্য করেছিল এবং তাদের সাহায্য করেছিল এমন সমস্যায় ফেলেছিল।
5 যতক্ষণ না সে গ্রহণ করবে, সে একজন মানুষের হাতে চুম্বন করবে; এবং তার প্রতিবেশীর অর্থের জন্য সে বিনয়ীভাবে কথা বলবে: কিন্তু যখন তাকে শোধ করতে হবে, সে সময়কে দীর্ঘায়িত করবে, এবং দুঃখের শব্দগুলি ফিরিয়ে দেবে এবং সময়ের অভিযোগ করবে।
6 যদি সে জয়লাভ করে, তবে সে খুব কমই অর্ধেক পাবে, এবং সে গণনা করবে যেন সে এটি পেয়েছিল: যদি না হয়, তবে সে তাকে তার অর্থ থেকে বঞ্চিত করেছে, এবং সে তাকে অকারণে একজন শত্রু পেয়েছে: সে তাকে অভিশাপ দিয়ে মূল্য দেয় এবং রেলিং; এবং সম্মানের জন্য সে তাকে অসম্মান দেবে।
7 তাই অনেকে প্রতারণার ভয়ে অন্য পুরুষদের খারাপ কাজের জন্য ধার দিতে অস্বীকার করেছে।
8তবুও একজন গরীব সম্পত্তির লোকের প্রতি তুমি ধৈর্য ধর এবং তাকে করুণা করতে দেরি করো না।
9 আজ্ঞার জন্য গরীবকে সাহায্য কর, তার দারিদ্র্যের জন্য তাকে ফিরিয়ে দিও না।
10 আপনার ভাই এবং আপনার বন্ধুর জন্য আপনার টাকা হারান, এবং এটি হারিয়ে যেতে একটি পাথরের নিচে মরিচা না.
11 পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে তোমার ধন জমা কর, তাতে তোমাকে সোনার চেয়েও বেশি লাভ হবে।
12 তোমার ভাণ্ডারে ভিক্ষা বন্ধ করে রাখ, আর তা তোমাকে সমস্ত কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে।
13 এটি একটি শক্তিশালী ঢাল এবং শক্তিশালী বর্শার চেয়ে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবে।
14 একজন সৎ লোক তার প্রতিবেশীর জামিন হয়, কিন্তু যে নির্বোধ সে তাকে ত্যাগ করবে।
15 তোমার জামিনের বন্ধুত্ব ভুলে যেও না, কারণ সে তোমার জন্য তার জীবন দিয়েছে।
16 একজন পাপী তার জামিনের ভাল সম্পত্তি উচ্ছেদ করবে:
17 আর যে অকৃতজ্ঞ মনের সে তাকে বিপদে ফেলে দেবে যে তাকে উদ্ধার করেছে।
18 সুরাটিশিপ অনেক ভাল সম্পত্তিকে পূর্বাবস্থায় ফেলেছে, এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাদের কাঁপিয়ে দিয়েছে: শক্তিশালী লোকেরা এটি তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে তারা বিচিত্র জাতির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।
19 একজন দুষ্ট লোক প্রভুর আদেশ লঙঘন করে সে জামিনে পড়ে যাবে এবং যে লাভের জন্য অন্য লোকের ব্যবসা করে এবং অনুসরণ করে সে মামলায় পড়বে।
20 তোমার শক্তি অনুসারে তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য কর, এবং সাবধান হও যে তুমি নিজেও একই রকমের মধ্যে না পড়ো।
21 জীবনের প্রধান জিনিস হল জল, রুটি, বস্ত্র এবং লজ্জা ঢাকবার ঘর।
22 একজন দরিদ্র লোকের জীবন অন্যের বাড়িতে নাজুক ভাড়ার চেয়ে, নীচু কুটিরে থাকা ভাল।
23 অল্প হোক বা বেশি, তুমি সন্তুষ্ট থাকো, যেন তোমার ঘরের তিরস্কার না হয়।
24 কারণ ঘরে ঘরে যাওয়া একটি দুর্বিষহ জীবন, কারণ আপনি যেখানে অপরিচিত, সেখানে আপনি মুখ খুলতে সাহস করেন না।
25 তুমি আমোদপ্রমোদ করবে, ভোজ করবে এবং ধন্যবাদ পাবে না;
26 হে অচেনা, আসো, একটা টেবিল সজ্জিত কর এবং তোমার যা প্রস্তুত আছে তা আমাকে খাওয়াও।
27 হে বিদেশী, একজন সম্মানিত লোককে স্থান দাও; আমার ভাইকে থাকতে এসেছে, আর আমার ঘরের প্রয়োজন আছে।
28 একজন বুদ্ধিমান লোকের জন্য এই বিষয়গুলি দুঃখজনক। ঘরের ঘরের উত্থান, এবং ঋণদাতার নিন্দা।

অধ্যায় 30

1 যে তার ছেলেকে ভালবাসে সে তাকে প্রায়ই লাঠি অনুভব করে, যাতে সে শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে আনন্দ পায়।
2 যে তার ছেলেকে শাস্তি দেয় সে তার মধ্যে আনন্দ পাবে এবং তার পরিচিতদের মধ্যে তাকে নিয়ে আনন্দ করবে।
3 যে তার ছেলেকে শিক্ষা দেয় সে শত্রুকে দুঃখ দেয় এবং তার বন্ধুদের সামনে সে তাকে নিয়ে আনন্দ করবে।
4 তার বাবা মারা গেলেও সে যেন মরেনি, কারণ সে তার নিজের মতো একজনকে রেখে গেছে।
5 তিনি জীবিত থাকাকালীন তাঁকে দেখেছিলেন ও আনন্দ করতেন। তিনি মারা গেলেও তিনি দুঃখ পাননি।

6 তিনি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তার বন্ধুদের প্রতি সদয় প্রতিদানকারী একজনকে রেখে গেছেন।
7 যে তার ছেলেকে খুব বেশি করে সে তার ক্ষত বাঁধবে; এবং প্রতিটি কান্নার সময় তার অন্ত্রগুলি বিরক্ত হবে।
8 একটি ঘোড়া যা ভাঙা হয় না সে মস্তক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং একটি শিশু নিজের কাছে রেখে যায় ইচ্ছাকৃত।
9 তোমার সন্তানকে কোকড়াও, সে তোমাকে ভয় দেখাবে: তার সাথে খেলো, সে তোমাকে ভারী করে তুলবে।
10 তার সাথে হাসাহাসি করো না, পাছে তুমি তার সাথে দুঃখ পাবে, পাছে শেষ পর্যন্ত তুমি দাঁতে দাঁত ঘষবে৷
11 যৌবনে তাকে স্বাধীনতা দিও না, তার মূর্খতার দিকে চোখ বুলিয়ে দিও না।
12যৌবনে তার ঘাড় নীচু কর, এবং শিশুকালে তাকে পাশ দিয়ে প্রহার কর, পাছে সে একগুঁয়ে হয়ে যায় এবং তোমার অবাধ্য হয় এবং তোমার হৃদয়ে দুঃখ নিয়ে আসে।
13 তোমার ছেলেকে শাস্তি দাও এবং তাকে শ্রমে আটকে রাখো, পাছে তার অশ্লীল আচরণ তোমার কাছে অপরাধ না হয়।
14 দরিদ্র, দরিদ্র, দৃঢ় এবং শক্তিশালী, একজন ধনী লোক যে তার শরীরে কষ্ট পায় তার চেয়ে ভাল।
15স্বাস্থ্য ও দেহের উত্তম সম্পত্তি সমস্ত সোনার উপরে, এবং অসীম সম্পদের উপরে শক্তিশালী দেহ।
16 সুস্থ দেহের উপরে কোন ধন নেই, এবং হৃদয়ের আনন্দের উপরে কোন আনন্দ নেই।
17 তিক্ত জীবন বা ক্রমাগত অসুস্থতার চেয়ে মৃত্যু ভাল।
18 মুখ বন্ধ করার জন্য ঢেলে দেওয়া উপাদেয় জিনিসগুলি কবরের উপরে রাখা মাংসের ময়লা।
19 মূর্তির কাছে নৈবেদ্য কি উপকার করে? কেননা তা খেতেও পারে না, গন্ধও নিতে পারে না৷
20 তিনি তার চোখ দিয়ে দেখেন এবং হাহাকার করেন, যেমন একজন নপুংসক যে একজন কুমারীকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
21 তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করো না, এবং তোমার নিজের পরামর্শে নিজেকে কষ্ট দিও না৷
22 হৃদয়ের আনন্দ মানুষের জীবন, আর মানুষের আনন্দ তার দিনকে দীর্ঘায়িত করে।
23 নিজের আত্মাকে ভালবাসুন এবং আপনার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিন, আপনার থেকে দুঃখ দূর করুন, কারণ দুঃখ অনেককে হত্যা করেছে এবং তাতে কোন লাভ নেই।
24 হিংসা ও ক্রোধ জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে, এবং সতর্কতা সময়ের আগে বয়স নিয়ে আসে।
25 একজন প্রফুল্ল ও ভালো হৃদয় তার মাংস ও খাবারের প্রতি যত্নবান হবে।

অধ্যায় 31

1 ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা মাংসকে গ্রাস করে, আর তার যত্ন নিদ্রা দূর করে।
2যত্ন যত্ন একজন মানুষকে ঘুমাতে দেবে না, যেমন ঘামাচি রোগ ঘুম ভাঙে,
3 ধনীদের একত্রে ধন সংগ্রহ করতে প্রচুর পরিশ্রম আছে; এবং যখন সে বিশ্রাম নেয়, তখন সে তার উপাদেয় খাবারে পরিপূর্ণ হয়।
4 দরিদ্র তার দরিদ্র সম্পত্তিতে পরিশ্রম করে; এবং যখন সে চলে যায়, তখনও সে অভাবী থাকে৷
5 যে সোনা ভালবাসে সে ধার্মিক হবে না, এবং যে দুর্নীতির অনুসরণ করে তার যথেষ্ট হবে৷
6 সোনা অনেকের ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং তাদের ধ্বংস উপস্থিত ছিল।
7 এটা তাদের কাছে একটি হোঁচটর কারণ যারা এটির উদ্দেশ্যে বলিদান করে, এবং প্রত্যেক বোকাকে তা নিয়ে নেওয়া হবে৷
8 ধন্য সেই ধনী যাকে দোষ নেই, আর সোনার পিছনে ছুটেনি।
9 সে কে? এবং আমরা তাকে ধন্য বলব, কারণ তিনি তাঁর লোকদের মধ্যে আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন৷
10 এর দ্বারা কারা পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং নিখুঁত পাওয়া গেছে? তাহলে তাকে মহিমান্বিত করুক। কে অসন্তুষ্ট হতে পারে, এবং অসন্তুষ্ট না? বা মন্দ কাজ করেছেন, এবং তা করেননি?
11 তার মাল প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং মণ্ডলী তার ভিক্ষা ঘোষণা করবে।
12 যদি তুমি প্রচুর পরিমাণে টেবিলে বসে থাক, তবে তার উপর লোভ করো না এবং বল না, এতে অনেক মাংস আছে।
13 মনে রাখবেন যে একটি দুষ্ট চোখ একটি মন্দ জিনিস: এবং একটি চোখের চেয়ে আরও খারাপ কি সৃষ্টি করা হয়েছে? তাই এটি প্রতিটি অনুষ্ঠানে কাঁদে।
14 তোমার হাত যেদিকে তাকাবে তা প্রসারিত করো না, এবং তার সাথে থালায় ফেলে দিও না।
15 নিজের প্রতিবেশীর বিচার করো না এবং প্রতিটি বিষয়ে বুদ্ধিমান হও৷
16 তোমার সামনে যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছে, সেগুলি যেমন একজন মানুষ হয়ে উঠবে তেমন খাও; আর খেয়াল রাখো, পাছে তোমাকে ঘৃণা করা হবে।
17 শিষ্টাচারের জন্য প্রথমে ত্যাগ করুন; এবং অতৃপ্ত হয়ো না, পাছে তুমি অসন্তুষ্ট হবে।
18 তুমি যখন অনেকের মধ্যে বসে থাকো, তখন সবার আগে তোমার হাত বাড়িয়ে দিও না।
19 একজন মানুষের ভাল লালনপালনের জন্য খুব সামান্যই যথেষ্ট, এবং সে তার বিছানায় তার বাতাস কম আনে না।
20 পরিমিত আহারে সুন্দর ঘুম আসে: সে তাড়াতাড়ি উঠে, এবং তার বুদ্ধি তার সাথে থাকে: কিন্তু দেখার যন্ত্রণা, কলর এবং পেটের ব্যথা, একজন অতৃপ্ত মানুষের সাথে থাকে।
21 আর যদি তোমাকে খেতে বাধ্য করা হয়, তবে উঠে যাও, বমি করো, আর তুমি বিশ্রাম পাবে৷
22 আমার ছেলে, আমার কথা শোন, আমাকে তুচ্ছ করো না, এবং শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তা তুমি পাবে: তোমার সমস্ত কাজে দ্রুত হও, তাই তোমার কাছে কোন অসুস্থতা আসবে না।
23 যে তার মাংসের ব্যাপারে উদার, লোকেরা তার সম্পর্কে ভাল কথা বলবে; এবং তার ভাল গৃহস্থালির রিপোর্ট বিশ্বাস করা হবে.
24কিন্তু যে তার মাংসের জন্য কৃপণ তার বিরুদ্ধে সমস্ত শহর বচসা করবে; এবং তার কৃপণতার সাক্ষ্য সন্দেহ করা হবে না.

25 দ্রাক্ষারসে তোমার বীরত্ব দেখাও না; কারণ মদ অনেককে ধ্বংস করেছে৷
26 চুল্লি চুবিয়ে কিনারাকে প্রমাণ করে;
27 দ্রাক্ষারস একজন মানুষের জীবনের মতোই উত্তম, যদি তা পরিমিতভাবে পান করা হয়: তাহলে মদ ছাড়া মানুষের জীবন কি? এটা মানুষের আনন্দ করার জন্য করা হয়েছিল।
28 পরিমাপযোগ্যভাবে মাতাল এবং ঋতুতে মদ হৃদয়ের আনন্দ এবং মনের প্রফুল্লতা আনে:
29কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান করলে মন তিক্ত হয়, ঝগড়া ও ঝগড়া হয়।
30 মাতাল মূর্খের ক্রোধ বৃদ্ধি করে যতক্ষণ না সে অপরাধ করে; তা শক্তি হ্রাস করে এবং ক্ষত সৃষ্টি করে।
31 তোমার প্রতিবেশীকে দ্রাক্ষারস নিয়ে তিরস্কার করো না, এবং তার আনন্দে তাকে তুচ্ছ করো না: তাকে কোন অযৌক্তিক কথা দাও না এবং তাকে পান করার জন্য প্ররোচনা দিয়ে তাকে চাপ দিও না।

অধ্যায় 32

1 যদি তোমাকে একটি ভোজের কর্তা করা হয়, তবে নিজেকে উপরে তুলবেন না, তবে তাদের মধ্যে একজনের মতো হোন; তাদের জন্য পরিশ্রমী যত্ন নিন, এবং তাই বসুন.
2 এবং যখন আপনি আপনার সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলেছেন, তখন আপনার স্থানটি গ্রহণ করুন, যাতে আপনি তাদের সাথে আনন্দ করতে পারেন এবং আপনার ভোজের সুশৃঙ্খলতার জন্য একটি মুকুট পান৷
3 কথা বল, তুমি যে অগ্রজ, কেননা তা তোমার হয়ে ওঠে, কিন্তু সঠিক বিচারের সাথে; এবং সঙ্গীত বাধা না.
4 যেখানে একজন সঙ্গীতজ্ঞ আছে সেখানে শব্দ ঢালাও না, এবং সময়ের বাইরে জ্ঞান প্রকাশ করো না।
5 ওয়াইনের ভোজসভায় মিউজিকের একটি কনসার্ট হল সোনায় সেট করা কার্বাঙ্কেলের স্বাক্ষর হিসাবে।
6 যেমন সোনার কাজ করা পান্নার চিহ্ন, তেমনি মনোরম ওয়াইন সহ মিউজিকের সুর।
7 যুবক, যদি তোমার প্রয়োজন হয় তবে কথা বল: এবং তবুও যখন তোমাকে দুবার জিজ্ঞাসা করা হয় তখন খুব কমই।
8 তোমার কথা সংক্ষিপ্ত হোক, অল্প কথায় অনেক কিছু বোঝা যায়; একজনের মত হও যে জানে এবং তবুও তার জিহ্বা ধরে রাখে।
9 তুমি যদি মহাপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে নিজেকে তাদের সমকক্ষ করো না; এবং যখন প্রাচীন পুরুষদের জায়গায়, অনেক শব্দ ব্যবহার করবেন না.
10 বজ্রপাতের আগে; এবং একজন লজ্জিত লোকের আগে অনুগ্রহ করতে হবে।
11 কখনও কখনও উঠুন, এবং শেষ হবেন না; কিন্তু দেরি না করে বাড়ি নিয়ে যাও।
12 সেখানে তোমার আমোদ-প্রমোদ নাও, যা ইচ্ছা করো, কিন্তু অহংকারী কথা বলে পাপ করো না।
13 আর এইসবের জন্য যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর ভাল জিনিস দিয়ে তোমাকে পরিপূর্ণ করেছেন তাঁকে আশীর্বাদ কর।
14 যে প্রভুকে ভয় করে সে তার শাসন পাবে; আর যারা তাকে তাড়াতাড়ি খোঁজে তারা অনুগ্রহ পাবে৷
15 যে আইন অন্বেষণ করে সে তাতে পূর্ণ হবে, কিন্তু ভণ্ড লোক তাতে অসন্তুষ্ট হবে৷
16 যারা প্রভুকে ভয় করে তারা বিচার পাবে এবং ন্যায়বিচারকে আলোর মত জ্বালাবে।
17 একজন পাপী লোক তিরস্কার করা হবে না, কিন্তু তার ইচ্ছা অনুযায়ী একটি অজুহাত খুঁজে পায়.
18 একজন পরামর্শদাতা ব্যক্তি বিবেচনা করবেন; কিন্তু একজন অদ্ভুত এবং গর্বিত মানুষ ভয়ে ভয় পায় না, এমনকি যখন সে নিজে থেকে পরামর্শ ছাড়াই কাজ করে থাকে।
19 উপদেশ ছাড়া কিছুই করো না; এবং যখন আপনি একবার করে ফেলেছেন, অনুতাপ করবেন না।
20 এমন পথে যেও না যেখানে তুমি পড়ে যাও এবং পাথরের মধ্যে হোঁচট খাবে না।
21 সরলভাবে আত্মবিশ্বাসী হবেন না।
22 আর তোমার নিজের সন্তানদের থেকে সাবধান।
23 প্রতিটি ভাল কাজের জন্য আপনার নিজের আত্মাকে বিশ্বাস করুন; কারণ এই আদেশ পালন করা হয়.
24 যে প্রভুতে বিশ্বাস করে সে আদেশের প্রতি মনোযোগ দেয়; এবং যে তার উপর আস্থা রাখে সে কখনই খারাপ হবে না।

অধ্যায় 33

1 যে মাবুদকে ভয় করে তার কোন মন্দ ঘটবে না; কিন্তু প্রলোভনে আবারও সে তাকে উদ্ধার করবে৷
2 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আইনকে ঘৃণা করে না; কিন্তু সেখানে যে মুনাফিক সে ঝড়ের মধ্যে থাকা জাহাজের মত।
3 একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আইনের উপর আস্থা রাখে; এবং আইন তার কাছে বিশ্বস্ত, একটি বাণী হিসাবে.
4 কি বলবে তা প্রস্তুত কর, আর তাই তোমার কথা শোনা হবে: এবং নির্দেশ বেঁধে দাও, তারপর উত্তর দাও।
5 মূর্খের হৃদয় গাড়ির চাকার মত; এবং তার চিন্তা একটি ঘূর্ণায়মান axletree মত.
6 অশ্বারোহী ঘোড়া ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী বন্ধুর মত, সে তার উপরে বসে থাকা প্রত্যেকের নীচে থাকে।
7 কেন একটি দিন অন্য দিনকে ছাড়িয়ে যায়, যখন বছরের সমস্ত দিনের আলো সূর্যের হয়?
8 প্রভুর জ্ঞানের দ্বারা তারা আলাদা ছিল: এবং তিনি ঋতু এবং উত্সব পরিবর্তন করেছিলেন৷
9 তাদের মধ্যে কিছুকে তিনি উচ্চ দিন করেছেন, এবং সেগুলিকে পবিত্র করেছেন এবং কিছুকে তিনি সাধারণ দিন করেছেন৷
10 এবং সমস্ত মানুষ মাটি থেকে, এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল:
11 অনেক জ্ঞানে সদাপ্রভু তাদের ভাগ করেছেন এবং তাদের পথ ভিন্ন করেছেন।
12 তাদের মধ্যে কিছুকে তিনি আশীর্বাদ করেছেন এবং উন্নীত করেছেন এবং কিছুকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং নিজের কাছে স্থাপন করেছেন; কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন এবং নত করেছেন এবং তাদের জায়গা থেকে সরে গেছেন।

13 যেমন মাটি কুম্ভকারের হাতে থাকে, তার ইচ্ছামতো তা সাজানোর জন্য, তেমনি মানুষ তার হাতে থাকে যিনি তাকে তৈরি করেছেন, তাকে তার মতো সেরা হিসাবে প্রদান করা।
14 মন্দের বিরুদ্ধে মঙ্গল এবং জীবন মৃত্যুর বিরুদ্ধে স্থির করা হয়েছে৷ তাই ধার্মিক পাপীর বিরুদ্ধে এবং পাপী ধার্মিকের বিরুদ্ধে৷
15 তাই পরমেশ্বরের সমস্ত কাজের দিকে তাকাও; এবং সেখানে দুটি এবং দুটি, একটি আরেকটির বিরুদ্ধে৷
16 আমি সবার শেষে জাগ্রত হয়েছিলাম, যে আঙ্গুর সংগ্রহকারীদের পিছনে জড়ো হয়; প্রভুর আশীর্বাদে আমি লাভবান হয়েছিলাম এবং আঙ্গুর সংগ্রহকারীর মত আমার দ্রাক্ষারস মাড়াই।
17 মনে করুন যে, আমি শুধু নিজের জন্যই পরিশ্রম করিনি, কিন্তু যারা শিখতে চায় তাদের জন্য।
18 হে জনগণের মহামানবগণ, আমার কথা শোন এবং মণ্ডলীর অধিপতিগণ, কান দিয়ে শোন।
19 তোমার ছেলে ও স্ত্রীকে, তোমার ভাই ও বন্ধুকে তুমি জীবিত অবস্থায় তোমার উপর ক্ষমতা দিও না এবং তোমার জিনিসপত্র অন্যকে দিও না: পাছে সে তোমাকে অনুতপ্ত করে, এবং তুমি আবার তার জন্য মিনতি করবে।
20 যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে এবং তোমার মধ্যে নিঃশ্বাস আছে, ততদিন নিজেকে কারো হাতে তুলে দিও না।
21 কারণ আপনি তাদের সৌজন্যের প্রতি দাঁড়ানোর চেয়ে আপনার সন্তানেরা আপনাকে খুঁজতে হবে।
22 তোমার সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেকে প্রাধান্য বজায় রাখ; তোমার সম্মানে একটা দাগ ফেলে দিও না।
23 যে সময়ে তুমি তোমার দিন শেষ করবে এবং তোমার জীবন শেষ করবে, তোমার উত্তরাধিকার বণ্টন কর।
24 গাধার জন্য পশুখাদ্য, কাঠি এবং বোঝা; এবং রুটি, সংশোধন, এবং কাজ, একটি চাকর জন্য.
25 তুমি যদি তোমার দাসকে পরিশ্রম করতে দাও, তবে তুমি বিশ্রাম পাবে, কিন্তু যদি তুমি তাকে অলসভাবে ছেড়ে দাও, তবে সে মুক্তি চাইবে।
26 একটি জোয়াল এবং একটি কলার ঘাড় নীচু করে, তেমনি একজন দুষ্ট দাসের জন্য অত্যাচার ও যন্ত্রণা।
27 তাকে পরিশ্রম করতে পাঠাও, যেন সে অলস না হয়; কারণ অলসতা অনেক মন্দ শিক্ষা দেয়৷
28 তাকে কাজ করার জন্য সেট করুন, যেমন তার জন্য উপযুক্ত: যদি সে বাধ্য না হয় তবে আরও ভারী বেড়ি পরিয়ে দিন।
29 কিন্তু কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না; এবং বিচক্ষণতা ছাড়া কিছুই করবেন না।
30 যদি তোমার কোন দাস থাকে, তবে সে তোমার মতই থাকুক, কারণ তুমি তাকে মূল্য দিয়ে কিনেছ।
31 যদি তোমার কোন দাস থাকে, তবে তাকে ভাইয়ের মত করে অনুরোধ কর, কেননা তোমার নিজের মনের মতই তাকে প্রয়োজন; তুমি যদি তাকে মন্দ অনুনয় কর এবং সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়, তবে তুমি তাকে খুঁজতে কোন পথে যাবে?

অধ্যায় 34

1 বুদ্ধিহীন মানুষের আশা নিরর্থক এবং মিথ্যা; স্বপ্ন বোকাদের উত্থাপন করে।
2 যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে সে তার মত যে ছায়া ধরে, এবং বাতাসের পিছনে যায়।
3 স্বপ্নের দর্শন হল একটি জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের সাদৃশ্য, এমনকি একটি মুখের সাথে একটি মুখের সাদৃশ্য৷
4 একটি অশুচি জিনিস কি শুদ্ধ হতে পারে? এবং যে জিনিস মিথ্যা থেকে সত্য কি আসতে পারে?
5 ভবিষ্যদ্বাণী, কল্পকাহিনী, এবং স্বপ্ন, নিরর্থক: এবং হৃদয় কল্পনা করে, একজন মহিলার হৃদয় যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে৷
6 যদি তোমার দর্শনে পরমেশ্বরের কাছ থেকে তাদের পাঠানো না হয়, তবে তাদের প্রতি তোমার মন বসবে না।
7 কারণ স্বপ্ন অনেককে প্রতারিত করেছে, এবং যারা তাদের উপর আস্থা রাখে তারা ব্যর্থ হয়েছে।
8 আইন মিথ্যা ছাড়া নিখুঁত পাওয়া যায়, আর বিশ্বস্ত মুখের কাছে জ্ঞান হল পরিপূর্ণতা।
9 যে ব্যক্তি ভ্রমণ করেছে সে অনেক কিছু জানে; এবং যার অনেক অভিজ্ঞতা আছে সে জ্ঞান ঘোষণা করবে।
10 যার অভিজ্ঞতা নেই সে খুব কম জানে, কিন্তু যে ভ্রমণ করেছে সে বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ।
11 আমি যখন ভ্রমণ করেছি, আমি অনেক কিছু দেখেছি; এবং আমি প্রকাশ করতে পারি তার চেয়ে বেশি বুঝি।
12 আমি প্রায়ই মৃত্যুর ঝুঁকিতে ছিলাম, তবুও আমি এই সমস্ত কিছুর জন্য উদ্ধার পেয়েছি৷
13 যারা প্রভুকে ভয় করে তাদের আত্মা বেঁচে থাকবে; কারণ তাদের আশা তাঁরই উপর রয়েছে যিনি তাদের রক্ষা করেন৷
14 যে সদাপ্রভুকে ভয় করে সে ভয় পায় না বা ভয় পায় না; কারণ সে তার আশা।
15 ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রভুকে ভয় করে, সে কার দিকে তাকায়? এবং তার শক্তি কে?
16কারণ সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাদের উপর যারা তাকে ভালবাসে, তিনি তাদের শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দৃঢ় অবস্থান, তাপ থেকে রক্ষা, এবং দুপুরে সূর্য থেকে একটি আবরণ, হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা এবং পতন থেকে সাহায্যকারী।
17 তিনি আত্মাকে উত্থিত করেন এবং চোখকে আলোকিত করেন; তিনি স্বাস্থ্য, জীবন ও আশীর্বাদ দেন।
18 যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জিত জিনিস উৎসর্গ করে, তার নৈবেদ্য হাস্যকর; এবং অন্যায় মানুষের উপহার গ্রহণ করা হয় না.
19 পরমেশ্বর দুষ্টদের নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট হন না; অনেক বলিদানের দ্বারাও তিনি পাপের জন্য শান্ত হন না৷
20 যে ব্যক্তি গরীবদের দ্রব্যের নৈবেদ্য আনে সে তার পিতার চোখের সামনে পুত্রকে হত্যা করে৷
21 অভাবীদের রুটি তাদের জীবন;
22 যে তার প্রতিবেশীর জীবন্ত কেড়ে নেয় সে তাকে হত্যা করে; আর যে তার মজুরকে প্রতারণা করে সে রক্তপাতকারী।
23 যখন একজন নির্মাণ করে আর অন্যজন টেনে নামায়, তখন তাদের পরিশ্রম ছাড়া আর কি লাভ?
24 যখন একজন প্রার্থনা করে এবং অন্যজন অভিশাপ দেয়, তখন প্রভু কার রব শুনবেন?
25 মৃতদেহ স্পর্শ করার পর যে নিজেকে ধুয়ে ফেলে, সে যদি আবার স্পর্শ করে, তবে তার ধোয়ার কি লাভ?
26 তাই কি এমন একজন লোকের সাথে যে তার পাপের জন্য উপবাস করে এবং আবার যায় এবং একই কাজ করে: কে তার প্রার্থনা শুনবে? অথবা তার নম্রতা তার কি লাভ?

অধ্যায় 35

1 যে বিধি-ব্যবস্থা পালন করে সে যথেষ্ট নৈবেদ্য আনে;
2 যে ভাল পাওনা দেয় সে মিহি ময়দা দেয়; এবং যে দান করে সে প্রশংসা করে।
3 দুষ্টতা থেকে সরে যাওয়া প্রভুর পছন্দনীয় বিষয়; এবং অধর্ম পরিত্যাগ একটি প্রায়শ্চিত্ত.
4 তুমি প্রভুর সামনে খালি উপস্থিত হবে না।
5 কারণ এই সমস্ত কিছুই হুকুমের জন্যই করতে হবে৷
6 ধার্মিকদের নৈবেদ্য বেদীকে মোটা করে, আর তার সুগন্ধ পরমেশ্বরের সামনে থাকে৷
7 একজন ধার্মিক ব্যক্তির আত্মত্যাগ গ্রহণযোগ্য। এবং এর স্মারক কখনই বিস্মৃত হবে না।
8 সদাপ্রভুকে ভাল চোখে তার সম্মান দাও, তোমার হাতের প্রথম ফলকে হ্রাস করো না।
9 তোমার সমস্ত উপহারে প্রফুল্ল মুখ দেখাও এবং তোমার দশমাংশ আনন্দের সাথে উৎসর্গ কর।
10 পরমেশ্বরকে দান কর, যেমন তিনি তোমাকে সমৃদ্ধ করেছেন; এবং আপনি যেমন অর্জিত হয়েছে, একটি প্রফুল্ল চোখে দিতে.
11 কারণ প্রভু প্রতিদান দেন, এবং আপনাকে সাতগুণ দেবেন৷
12 উপহার দিয়ে কলুষিত মনে করো না; এই ধরনের জন্য তিনি গ্রহণ করবেন না: এবং অন্যায় বলিদান বিশ্বাস করবেন না; কারণ প্রভুই বিচারক, এবং তাঁর কাছে মানুষের কোন সম্মান নেই৷
13 তিনি দরিদ্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করবেন না, কিন্তু নিপীড়িতদের প্রার্থনা শুনবেন।
14তিনি অনাথদের মিনতি তুচ্ছ করবেন না; না বিধবা, যখন সে তার অভিযোগ ঢেলে দেয়৷
15 বিধবার গাল বেয়ে কি অশ্রু ঝরে না? এবং যে তাদের পতন ঘটায় তার বিরুদ্ধে কি তার আর্তনাদ নয়?
16 যে প্রভুর সেবা করে সে অনুগ্রহের সাথে গৃহীত হবে এবং তার প্রার্থনা মেঘের কাছে পৌঁছাবে৷
17 নম্র মানুষের প্রার্থনা মেঘকে ভেদ করে, এবং যতক্ষণ না তা কাছে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সান্ত্বনা পাবে না৷ এবং প্রস্থান করবে না, যতক্ষণ না পরমেশ্বর ন্যায়পরায়ণভাবে বিচার করবেন এবং বিচার করবেন।
18 কারণ প্রভু শিথিল হবেন না, পরাক্রমশালীও তাদের প্রতি ধৈর্য ধরবেন না, যতক্ষণ না তিনি নির্দয় লোকদের কোমর দিয়ে আঘাত করেন এবং জাতিদের প্রতি প্রতিশোধ না দেন; যতক্ষণ না তিনি গর্বিতদের দলকে কেড়ে নেন এবং অধার্মিকদের রাজদণ্ড ভেঙ্গে না ফেলেন;
19 যতক্ষণ না তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুসারে এবং মানুষের কাজের জন্য তাদের যন্ত্রানুযায়ী প্রতিদান দেন; যতক্ষণ না তিনি তাঁর লোকদের বিচার করেন এবং তাঁর করুণাতে তাদের আনন্দিত করেন।
20 দুঃখের সময় করুণা ঋতুপূর্ণ, খরার সময় বৃষ্টির মেঘের মতো।

অধ্যায় 36

1 হে সকলের প্রভু ঈশ্বর, আমাদের প্রতি করুণা কর এবং আমাদের দেখ:
2 আর সেই সমস্ত জাতিদের উপর তোমার ভয় পাঠাও যারা তোমার খোঁজ করে না।
3 বিদেশী জাতির বিরুদ্ধে তোমার হাত তুল, এবং তারা তোমার শক্তি দেখতে দাও।
4 তুমি যেমন তাদের সামনে আমাদের মধ্যে পবিত্র হয়েছ, তেমনি তুমি আমাদের সামনে তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হও।
5 এবং তারা তোমাকে জানুক, যেমন আমরা তোমাকে জানি, হে ঈশ্বর, তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।
6 নতুন চিহ্ন দেখাও এবং অন্যান্য অদ্ভুত আশ্চর্য কাজ কর: তোমার হাত ও তোমার ডান হাত মহিমান্বিত কর, যাতে তারা তোমার আশ্চর্য কাজগুলিকে প্রকাশ করতে পারে৷
7 ক্রোধ উত্থাপন করুন এবং ক্রোধ ঢেলে দিন: শত্রুকে হরণ করুন এবং শত্রুকে ধ্বংস করুন।
8 স্বল্প সময়ের জন্য, চুক্তি মনে রাখবেন, এবং তারা আপনার বিস্ময়কর কাজগুলি ঘোষণা করুক।
9 যে পালিয়ে যায় সে আগুনের ক্রোধে পুড়ে যায়; এবং যারা জনগণকে অত্যাচার করে তাদের ধ্বংস হোক।
10 জাতিদের শাসকদের মাথার নীচে আঘাত কর, যারা বলে, আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।
11 যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্রিত কর এবং প্রথম থেকেই তাদের উত্তরাধিকারী হও।
12 হে সদাপ্রভু, তোমার নামে ডাকা লোকদের প্রতি এবং ইস্রায়েলের প্রতি করুণা কর, যাদের তুমি তোমার প্রথম সন্তানের নাম রেখেছ।
13 হে তোমার পবিত্র শহর, তোমার বিশ্রামের স্থান জেরুজালেমের প্রতি করুণা কর।
14 তোমার অকথ্য বাণী দিয়ে সায়নকে পূর্ণ কর, এবং তোমার প্রজাকে তোমার মহিমায় পূর্ণ কর:
15 তুমি শুরু থেকে যাদের অধিকার করেছ তাদের কাছে সাক্ষ্য দাও, এবং তোমার নামে নবীদের উত্থাপন কর।
16 যারা তোমার জন্য অপেক্ষা করে তাদের পুরস্কৃত কর এবং তোমার ভাববাদীদের বিশ্বস্ত বলে গণ্য কর।
17 হে সদাপ্রভু, তোমার লোকদের উপরে হারোণের আশীর্বাদ অনুসারে তোমার দাসদের প্রার্থনা শুনুন, যাতে পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা সবাই জানতে পারে যে আপনিই প্রভু, চিরস্থায়ী ঈশ্বর।
18 পেট সব মাংস খেয়ে ফেলে, তবুও একটা মাংস অন্য মাংসের চেয়ে ভালো।
19 তালু যেমন বিভিন্ন ধরনের হরিণের স্বাদ গ্রহণ করে, তেমনি মিথ্যা কথা বোঝার হৃদয়ও দেয়।
20 একটি কৃপণ হৃদয় ভারাক্রান্ত করে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে প্রতিদান দেবে৷
21 একজন নারী প্রত্যেক পুরুষকে গ্রহণ করবে, তবুও একটি কন্যা অন্যটির চেয়ে উত্তম৷
22 একজন নারীর সৌন্দর্য মুখমণ্ডলকে আনন্দিত করে, আর একজন পুরুষ এর থেকে ভালো আর কিছুই পছন্দ করে না।
23 যদি তার জিহ্বায় দয়া, নম্রতা এবং সান্ত্বনা থাকে তবে তার স্বামী অন্য পুরুষদের মতো নয়৷
24 যে একজন স্ত্রী লাভ করে সে একটি অধিকার শুরু করে, তার নিজের মতো সাহায্য এবং বিশ্রামের স্তম্ভ৷
25 যেখানে কোন হেজ নেই, সেখানে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, এবং যার কোন স্ত্রী নেই সে শোক করে ঘুরে বেড়াবে।

26 একজন সুনিযুক্ত চোরকে কে বিশ্বাস করবে, যে শহর থেকে শহরে চলে যায়? এমন একজন লোককে কে বিশ্বাস করবে যার কোন ঘর নেই, এবং রাত যেখানে তাকে নিয়ে যায় সেখানেই থাকে?

অধ্যায় 37

1 প্রত্যেক বন্ধু বলে, আমিও তার বন্ধু; কিন্তু এমন একজন বন্ধু আছে, যে কেবল নামেই বন্ধু।
2 এটা কি মৃত্যুতে দুঃখ নয়, যখন একজন সঙ্গী ও বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়?
3 হে দুষ্ট কল্পনা, তুমি কোথা থেকে এসেছ পৃথিবীকে ছলনায় ঢেকে দিতে?
4 এমন একজন সঙ্গী আছে, যে বন্ধুর সমৃদ্ধিতে আনন্দ করে, কিন্তু বিপদের সময় তার বিরুদ্ধে হবে।
5 একজন সঙ্গী আছে, যে তার বন্ধুকে পেটের জন্য সাহায্য করে, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বাকলার তুলে নেয়।
6 তোমার মনে তোমার বন্ধুকে ভুলে যেও না, এবং তোমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে তাকে উদাসীন করো না।
7 প্রত্যেক পরামর্শদাতা পরামর্শের প্রশংসা করে; কিন্তু কিছু আছে যে নিজের জন্য পরামর্শ দেয়।
8 একজন পরামর্শদাতা থেকে সাবধান থাকুন এবং তার কী প্রয়োজন তা আগে জেনে নিন। কারণ সে নিজের জন্য পরামর্শ করবে; পাছে সে তোমার উপর ঘুঁটি ফেলে,
9 আর তোমায় বল, তোমার পথ ভালো, আর তার পরে সে ওপারে দাঁড়াবে, তোমার কি হবে তা দেখার জন্য।
10 যে তোমাকে সন্দেহ করে তার সাথে পরামর্শ করো না এবং তোমার ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তোমার পরামর্শ গোপন করো।
11 এমন কোন স্ত্রীলোকের সাথে পরামর্শ করবেন না যাকে সে ঈর্ষান্বিত করবে; যুদ্ধের বিষয়ে কাপুরুষের সাথেও নয়; বা বিনিময় সংক্রান্ত একটি বণিক সঙ্গে; বা বিক্রয়ের একজন ক্রেতার সাথেও নয়; অথবা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ একটি ঈর্ষান্বিত মানুষ সঙ্গে; অথবা একজন নির্দয় মানুষের সাথে দয়া স্পর্শ করে না; অথবা কোন কাজের জন্য অলস সঙ্গে; অথবা কাজ শেষ করার জন্য এক বছরের জন্য নিয়োগের সাথে; বা বেশি ব্যবসার অলস চাকরের সাথেও নয়: পরামর্শের বিষয়ে তাদের কথা শুনবেন না।
12 কিন্তু সর্বদা একজন ধার্মিক লোকের সাথে থাকুন, যাকে আপনি প্রভুর আদেশ পালন করতে জানেন, যার মন আপনার মনের মতো, এবং যদি আপনি গর্ভপাত করেন তবে আপনার সাথে দুঃখিত হবে।
13 এবং আপনার নিজের হৃদয়ের পরামর্শ স্থির থাকুক, কারণ আপনার কাছে এর চেয়ে বিশ্বস্ত আর কেউ নেই।
14 কারণ একজন মানুষের মন কখনও কখনও তাকে সাতটির বেশি প্রহরী বলতে চায় না, যারা উপরে একটি উঁচু টাওয়ারে বসে আছে।
15 আর সর্বোপরি সর্বোৎকৃষ্টের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন সত্যে তোমার পথ দেখান।
16 প্রতিটি উদ্যোগের আগে যুক্তিকে যেতে দিন এবং প্রতিটি কাজের আগে পরামর্শ দিন।
17 চেহারা হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তনের লক্ষণ।
18 চারটি জিনিস দেখা যায়: ভাল এবং মন্দ, জীবন এবং মৃত্যু: কিন্তু জিহ্বা তাদের উপর সর্বদা রাজত্ব করে।
19 এমন একজন আছেন যিনি জ্ঞানী এবং অনেককে শিক্ষা দেন, তবুও নিজের জন্য অলাভ।
20 এমন একজন আছে যে কথায় জ্ঞান প্রকাশ করে, এবং তাকে ঘৃণা করা হয়: সে সমস্ত খাবারের নিঃস্ব হবে।
21 কারণ প্রভুর কাছ থেকে তাকে অনুগ্রহ দেওয়া হয় না, কারণ সে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।
22 আরেকজন নিজের কাছে জ্ঞানী; এবং বুদ্ধির ফল তার মুখে প্রশংসনীয়।
23 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার লোকেদের নির্দেশ দেন; এবং তার বোঝার ফল ব্যর্থ হয় না।
24 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আশীর্বাদে পূর্ণ হবে; এবং যারা তাকে দেখবে তারা সবাই তাকে খুশি মনে করবে।
25মানুষের জীবনের দিনগুলি গণনা করা যেতে পারে, কিন্তু ইস্রায়েলের দিনগুলি অগণিত।
26 একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার লোকদের মধ্যে গৌরবের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার নাম চিরস্থায়ী হবে।
27 বৎস, তোমার জীবনে তোমার আত্মাকে প্রমাণ কর, এবং দেখো এর জন্য কি মন্দ আছে, এবং তাকে তা দিও না।
28 কারণ সমস্ত জিনিসই সমস্ত মানুষের পক্ষে লাভজনক নয়, এবং প্রত্যেকটি জিনিসেই প্রত্যেকের আত্মা খুশি হয় না।
29কোনো সুস্বাদু জিনিসে অতৃপ্ত হয়ো না, মাংসের প্রতি খুব লোভী হয়ো না।
30 কারণ অতিরিক্ত মাংস অসুস্থতা নিয়ে আসে, এবং সারফেটিং কলারে পরিণত হবে।
31 সার্ফেইটিং করে অনেকের মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু যে মনোযোগ দেয় সে তার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে।

অধ্যায় 38

1 একজন চিকিত্সককে সম্মানের সাথে সম্মান করুন তার জন্য আপনি যে ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য, কারণ প্রভু তাকে সৃষ্টি করেছেন।
2 কারণ পরমেশ্বরের কাছ থেকে আরোগ্য আসে এবং তিনি রাজার সম্মান পাবেন।
3 চিকিত্সকের দক্ষতা তার মাথা উঁচু করবে: এবং মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে সে প্রশংসিত হবে।
4 প্রভু পৃথিবী থেকে ওষুধ তৈরি করেছেন; যে জ্ঞানী সে তাদের ঘৃণা করবে না।
5 জল কি কাঠ দিয়ে মিষ্টি করা হয়নি, যাতে এর গুণ জানা যায়?
6 এবং তিনি মানুষকে দক্ষতা দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁর বিস্ময়কর কাজের জন্য সম্মানিত হন।
7 এইভাবে তিনি মানুষকে সুস্থ করেন এবং তাদের ব্যথা দূর করেন।
8 এই ধরনের apothecary একটি মিষ্টান্ন তৈরি করে; তাঁর কাজের শেষ নেই। এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি,
9 আমার ছেলে, তোমার অসুস্থতায় অবহেলা করো না, তবে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন।
10 পাপ থেকে দূরে সরে যাও এবং তোমার হাতকে সঠিকভাবে নির্দেশ কর এবং তোমার হৃদয়কে সমস্ত পাপাচার থেকে শুচি কর।

11 একটি মিষ্টি গন্ধ, এবং মিহি ময়দা একটি স্মারক দিন; এবং একটি চর্বি নৈবেদ্য করা, হচ্ছে না হিসাবে.
12 তারপর চিকিত্সককে স্থান দিন, কারণ প্রভুই তাকে সৃষ্টি করেছেন: তাকে আপনার কাছ থেকে যেতে দেবেন না, কারণ আপনার তার প্রয়োজন আছে৷
13 এমন একটা সময় আসে যখন তাদের হাতে ভালো সাফল্য থাকে।
14 কারণ তারা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে তিনি তা সফল করেন, যা তারা আয়ু দীর্ঘ করার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রতিকার দেয়।
15 যে তার সৃষ্টিকর্তার সামনে পাপ করে, সে চিকিত্সকের হাতে পড়ুক৷
16 আমার ছেলে, মৃতদের উপর অশ্রু ঝরতে দাও, এবং বিলাপ করতে শুরু কর, যেন তুমি নিজের বড় ক্ষতি করেছ; এবং তারপর প্রথা অনুযায়ী তার শরীর ঢেকে রাখুন, এবং তার দাফনকে অবহেলা করবেন না।
17 তিক্তভাবে কাঁদুন, এবং মহান আর্তনাদ করুন, এবং বিলাপ ব্যবহার করুন, যেমন তিনি যোগ্য, এবং এক বা দুই দিন, পাছে আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হবে: এবং তারপরে আপনার ভারীতার জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিন।
18 কারণ ভারাক্রান্ত থেকে মৃত্যু আসে, আর হৃদয়ের ভারাক্রান্ততা শক্তিকে ভেঙে দেয়৷
19 দুঃখের মধ্যেও দুঃখ থাকে, আর দরিদ্রের জীবন হল হৃদয়ের অভিশাপ৷
20 হৃদয়ে কোন ভারি ভাব নিও না: এটাকে তাড়িয়ে দাও এবং শেষ প্রান্তে সদস্য হও।
21 এটা ভুলে যেও না, কারণ আর কোন ফেরানো নেই: তুমি তার ভাল করবে না, কিন্তু নিজের ক্ষতি করবে৷
22 আমার বিচার মনে রেখো, কারণ তোমারও তাই হবে৷ গতকাল আমার জন্য, এবং আজ আপনার জন্য.
23 মৃত ব্যক্তি যখন বিশ্রাম পায়, তখন তার স্মরণ বিশ্রাম করুক; এবং তার জন্য সান্ত্বনা পান, যখন তার আত্মা তার কাছ থেকে চলে যায়৷
24 একজন পণ্ডিত ব্যক্তির জ্ঞান অবসরের সুযোগে আসে, এবং যার সামান্য ব্যবসা আছে সে জ্ঞানী হবে৷
25 যে লাঙ্গল ধরে, যে গর্বিত, যে বলদ চালনা করে, এবং তাদের পরিশ্রমে নিয়োজিত, এবং যার কথা বলদের কথা বলে সে কীভাবে জ্ঞান পাবে?
26 সে তার মনকে ফুরফুরা করতে দেয়; এবং kine পশুখাদ্য দিতে অধ্যবসায়ী হয়.
27 তাই প্রত্যেক ছুতোর ও কারিগর, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে: এবং যারা সীল কাটে এবং কবর দেয়, এবং প্রচুর বৈচিত্র্য তৈরি করতে অধ্যবসায়ী, এবং জাল চিত্রকল্পে নিজেদের দেয়, এবং একটি কাজ শেষ করার লক্ষ্য রাখে:
28 কামারও ন্যাড়ার কাছে বসে, এবং লোহার কাজের কথা বিবেচনা করে, আগুনের বাষ্প তার মাংসকে নষ্ট করে, এবং সে চুল্লির তাপের সাথে লড়াই করে: হাতুড়ি ও ন্যাড়ার শব্দ তার কানে থাকে, এবং তার তিনি যে জিনিস তৈরি করেন তার নমুনার দিকে চোখ এখনও তাকায়; সে তার কাজ শেষ করার জন্য তার মন স্থির করে, এবং এটি নিখুঁতভাবে পালিশ করতে দেখে:
29 তাই কুমোর তার কাজে বসে আছে, এবং তার পা দিয়ে চাকা ঘুরছে, যে সর্বদা তার কাজে মনোযোগী, এবং তার সমস্ত কাজ সংখ্যা অনুসারে করে;
30 তিনি তাঁর বাহু দিয়ে কাদামাটি তৈরি করেন এবং তাঁর পায়ের সামনে তাঁর শক্তিকে নত করেন৷ তিনি এটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রয়োগ করেন; এবং তিনি চুল্লি পরিষ্কার করতে অধ্যবসায়ী:
31 এই সমস্তই তাদের হাতে ভরসা করে, এবং প্রত্যেকেই তার কাজে জ্ঞানী৷
32 এগুলি ছাড়া একটি শহর বাস করতে পারে না: এবং তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাস করবে না বা উপরে ও নীচে যাবে না।
33 জনসাধারণের পরামর্শে তাদের খোঁজ করা হবে না, মণ্ডলীতে উচ্চে বসবে না: তারা বিচারকের আসনে বসবে না, বা রায়ের বাক্য বুঝতে পারবে না: তারা ন্যায়বিচার এবং রায় ঘোষণা করতে পারে না; যেখানে দৃষ্টান্ত বলা হয় সেখানে তাদের পাওয়া যাবে না৷
34 কিন্তু তারা পৃথিবীর অবস্থা বজায় রাখবে, এবং তাদের সমস্ত ইচ্ছা তাদের নৈপুণ্যের কাজে।

অধ্যায় 39

1 কিন্তু যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের আইনে মন দেয় এবং তার ধ্যানে মগ্ন থাকে, সে সমস্ত প্রাচীনের জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে নিমগ্ন থাকবে৷
2 তিনি বিখ্যাত লোকদের কথা পালন করবেন: এবং যেখানে সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেখানেও তিনি থাকবেন।
3 তিনি কবরের বাক্যগুলির গোপনীয়তা খুঁজে বের করবেন এবং অন্ধকার দৃষ্টান্তের সাথে পরিচিত হবেন৷
4 তিনি মহান পুরুষদের মধ্যে সেবা করবেন, এবং রাজপুত্রদের সামনে উপস্থিত হবেন: তিনি বিচিত্র দেশে ভ্রমণ করবেন; কারণ তিনি মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের পরীক্ষা করেছেন৷
5 যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রভুর কাছে তাড়াতাড়ি আশ্রয় নেওয়ার জন্য সে তার হৃদয় দেবে এবং পরমেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করবে এবং প্রার্থনায় মুখ খুলবে এবং তার পাপের জন্য প্রার্থনা করবে।
6 মহান প্রভু যখন চাইবেন, তখন তিনি বুদ্ধির আত্মায় পূর্ণ হবেন: তিনি জ্ঞানী বাক্যগুলি ঢেলে দেবেন এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবেন৷
7 সে তার পরামর্শ ও জ্ঞানকে নির্দেশ করবে, এবং তার গোপন বিষয় নিয়ে সে ধ্যান করবে।
8 সে যা শিখেছে তা প্রকাশ করবে এবং প্রভুর চুক্তির নিয়মে গৌরব করবে৷
9 অনেকে তার বুদ্ধির প্রশংসা করবে; এবং যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে, ততদিন তা মুছে যাবে না; তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হবে না, তাঁর নাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বেঁচে থাকবে।
10 জাতিগণ তাঁহার প্রজ্ঞা প্রকাশ করিবে, মণ্ডলী তাহার প্রশংসা করিবে।
11 যদি সে মারা যায় তবে সে হাজারের চেয়েও বড় নাম রেখে যাবে, আর যদি সে বেঁচে থাকে তবে সে তা বাড়িয়ে দেবে।
12 তবুও আমার আরও কিছু বলার আছে, যা আমি ভেবেছি; কারণ আমি পূর্ণ চন্দ্রের মত পরিপূর্ণ।
13 হে পবিত্র সন্তানেরা, আমার কথা শোন এবং মাঠের স্রোতের ধারে গোলাপের মত ফুটে উঠো।

14 এবং তোমরা লোবানের মতো মিষ্টি গন্ধ দাও, এবং লিলির মতো ফুলে উঠো, গন্ধ পাঠাও, এবং প্রশংসার গান গাও, প্রভুর সমস্ত কাজে আশীর্বাদ কর৷
15তাঁর নামকে মহিমান্বিত কর, এবং তোমাদের ঠোঁটের গান ও বীণা দিয়ে তাঁর প্রশংসা কর, এবং তাঁর প্রশংসা করার সময় এইভাবে বলুন:
16 প্রভুর সমস্ত কাজ অত্যধিক ভাল, এবং তিনি যা কিছু আদেশ করবেন তা যথাসময়ে সম্পন্ন হবে৷
17 আর কেউ বলতে পারবে না, এটা কি? এটা কেন? কারণ সুবিধাজনক সময়ে তাদের সকলকে খুঁজে বের করা হবে: তাঁর আদেশে জল স্তূপের মতো দাঁড়িয়েছিল, এবং তাঁর মুখের কথায় জলের আধার৷
18 তাঁর আদেশে যা খুশি তাই করা হয়; এবং কেউ বাধা দিতে পারে না, যখন সে রক্ষা করবে।
19 সমস্ত মানুষের কাজ তাঁর সামনে রয়েছে এবং তাঁর চোখ থেকে কিছুই লুকানো যায় না।
20 তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত দেখতে পান; এবং তার সামনে বিস্ময়কর কিছু নেই।
21 একজন মানুষের বলার দরকার নেই, এটা কি? এটা কেন? কারণ তিনি তাদের ব্যবহারের জন্য সবকিছু তৈরি করেছেন৷
22তাঁর আশীর্বাদ শুষ্ক ভূমিকে নদীর মত ঢেকে দিল এবং বন্যার মত জল ঢেকে দিল।
23 তিনি যেমন জলকে লবণে পরিণত করেছেন, তেমনি জাতিরা তার ক্রোধের উত্তরাধিকারী হবে।
24 যেমন তাঁর পথ পবিত্রের জন্য সহজ; তাই তারা দুষ্টদের হোঁচট খায়।
25 কারণ ভাল জিনিসগুলি শুরু থেকেই সৃষ্ট হয়, তাই পাপীদের জন্য মন্দ জিনিস৷
26 মানুষের জীবনের পুরো ব্যবহারের জন্য প্রধান জিনিসগুলি হল জল, আগুন, লোহা এবং লবণ, গমের আটা, মধু, দুধ, আঙ্গুরের রক্ত, তেল এবং পোশাক৷
27 এই সব কিছুই ধার্মিকদের জন্য মঙ্গলজনক, তাই পাপীদের কাছে এগুলি মন্দে পরিণত হয়৷
28 এমন কিছু আত্মা আছে যারা প্রতিশোধের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের ক্রোধে ব্যথার আঘাতে শুয়ে আছে; ধ্বংসের সময় তারা তাদের শক্তি ঢেলে দেয় এবং যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তার ক্রোধকে শান্ত করে।
29 আগুন, শিলাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু, এগুলি প্রতিশোধের জন্য তৈরি করা হয়েছিল;
30 বন্য পশুদের দাঁত, এবং বিচ্ছু, সাপ, এবং তলোয়ার যা দুষ্টদের ধ্বংসের জন্য শাস্তি দেয়।
31 তারা তাঁর আদেশে আনন্দ করবে, এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন তারা পৃথিবীতে প্রস্তুত থাকবে; এবং যখন তাদের সময় হবে, তারা তাঁর আদেশ লঙঘন করবে না।
32 সেইজন্য প্রথম থেকেই আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম, এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করেছি এবং সেগুলি লিখে রেখেছি৷
33 সদাপ্রভুর সমস্ত কাজই ভাল; এবং তিনি যথাসময়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দেবেন।
34 যাতে কেউ বলতে না পারে, এটা তার চেয়েও খারাপ, কারণ সময়ের সাথে সাথে তারা সবই ভালোভাবে অনুমোদিত হবে৷
35 আর তাই তোমরা সমস্ত হৃদয় ও মুখ দিয়ে প্রভুর প্রশংসা কর এবং প্রভুর নামকে আশীর্বাদ কর৷

অধ্যায় 40

1 প্রত্যেক মানুষের জন্য মহা কষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং আদম সন্তানদের উপর একটি ভারী জোয়াল রয়েছে, যেদিন তারা তাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়ে যায়, যেদিন তারা সমস্ত কিছুর মায়ের কাছে ফিরে আসে।
2 তাদের ভবিষ্যত বিষয়ের কল্পনা, এবং মৃত্যুর দিন, তাদের চিন্তাভাবনাকে বিরক্ত করে এবং হৃদয়ে ভয়ের কারণ হয়;
3 তাঁর কাছ থেকে যিনি গৌরবের সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর কাছে যিনি মাটি ও ছাইতে নত;
4 যে বেগুনি ও মুকুট পরে, তার কাছ থেকে লিনেন ফ্রক পরা তার কাছে৷
5 ক্রোধ, হিংসা, কষ্ট, অস্থিরতা, মৃত্যুর ভয়, ক্রোধ এবং কলহ, এবং বিছানায় বিশ্রামের সময় তার রাতের ঘুম, তার জ্ঞান পরিবর্তন করে।
6 একটু বা কিছুই তার বিশ্রাম নয়, এবং পরে সে তার ঘুমের মধ্যে, পাহারাদার দিনের মতো, তার হৃদয়ের দর্শনে উদ্বিগ্ন, যেন সে যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেয়েছে।
7 যখন সব নিরাপদ, তিনি জেগে ওঠে, এবং আশ্চর্য যে ভয় কিছুই ছিল না.
8 মানুষ ও পশু উভয়েরই এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং তা পাপীদের সাতগুণ বেশি।
9 মৃত্যু, এবং রক্তপাত, কলহ, এবং তলোয়ার, বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, এবং আঘাত;
10 এই জিনিসগুলি দুষ্টদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তাদের জন্য বন্যা এসেছিল৷
11 পৃথিবীর যা কিছু আছে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং জলের মধ্যে যা আছে তা সমুদ্রে ফিরে আসবে।
12 সমস্ত ঘুষ এবং অন্যায় মুছে ফেলা হবে; কিন্তু সত্য লেনদেন চিরকাল স্থায়ী হবে।
13 অন্যায়ের মাল নদীর মত শুকিয়ে যাবে, বৃষ্টিতে প্রচন্ড বজ্রপাতের মত শব্দে বিলীন হয়ে যাবে।
14 যখন সে তার হাত খুলবে তখন সে আনন্দ করবে;
15 অধার্মিকদের সন্তানেরা অনেক শাখা বের করবে না, কিন্তু তারা শক্ত পাথরের উপর অশুচি শিকড়ের মত।
16 নদীর প্রতিটি জলে এবং তীরে জন্মানো আগাছা সমস্ত ঘাসের আগে টেনে নিয়ে যাবে।
17 দানশীলতা সবচেয়ে ফলদায়ক বাগানের মত, এবং করুণা চিরকাল স্থায়ী হয়।
18 পরিশ্রম করা এবং একজন মানুষের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা একটি মধুর জীবন; কিন্তু যে ধন খুঁজে পায় সে উভয়ের উপরে।
19সন্তান এবং একটি নগরের নির্মাণ একজন পুরুষের নাম অব্যাহত রাখে: কিন্তু একজন নির্দোষ স্ত্রী তাদের উভয়ের উপরে গণ্য হয়।
20 দ্রাক্ষারস ও সঙ্গীত হৃদয়কে আনন্দ দেয়, কিন্তু জ্ঞানের প্রেম তাদের উভয়ের উপরে।
21 নল ও স্তবক মধুর সুর বানায়, কিন্তু উভয়ের উপরে একটি মনোরম জিহ্বা।
22 তোমার চোখ অনুগ্রহ ও সৌন্দর্য কামনা করে, কিন্তু সবুজ থাকা অবস্থায় উভয় শস্যের চেয়েও বেশি।
23 একজন বন্ধু এবং সঙ্গী কখনও ভুল করে না: কিন্তু উভয়ের উপরে তার স্বামীর সাথে একজন স্ত্রী।

24 ভাই ও সাহায্য দুঃসময়ের বিরুদ্ধে; কিন্তু ভিক্ষা তাদের উভয়ের চেয়ে বেশি সরবরাহ করবে।
25 সোনা ও রৌপ্য পাকে শক্ত করে তোলে, কিন্তু পরামর্শ তাদের উভয়ের উপরে সম্মানিত হয়।
26 ধন ও শক্তি হৃদয়কে উত্থিত করে; কিন্তু প্রভুর ভয় তাদের উভয়ের উপরে: প্রভুর ভয়ে কোন অভাব নেই এবং সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন নেই৷
27 সদাপ্রভুর ভয় একটি ফলদায়ক বাগান, এবং তাকে সমস্ত গৌরবের উপরে আবৃত করে।
28 আমার ছেলে, ভিখারির জীবন যাপন করো না; ভিক্ষা করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।
29 যে অন্য ব্যক্তির টেবিলের উপর নির্ভর করে তার জীবন জীবনের জন্য গণনা করা হয় না; কারণ সে অন্য পুরুষের মাংস দিয়ে নিজেকে কলুষিত করে, কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ভালভাবে লালিত-পালিত হয়।
30 নির্লজ্জের মুখে ভিক্ষা করা মিষ্টি, কিন্তু তার পেটে আগুন জ্বলবে।

অধ্যায় 41

1 হে মৃত্যু, তোমার স্মরণ কতটা তিক্ত যে একজন মানুষের কাছে যে তার সম্পত্তিতে বিশ্রামে থাকে, সেই ব্যক্তির কাছে যাকে বিরক্ত করার কিছু নেই, এবং যার সব কিছুতেই সমৃদ্ধি রয়েছে: হ্যাঁ, তার কাছে যে এখনও গ্রহণ করতে সক্ষম। মাংস
2 হে মৃত্যু, তোমার শাস্তি দরিদ্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য, এবং যার শক্তি লোপ পায়, যে এখন শেষ যুগে, এবং সমস্ত কিছুতে বিরক্ত, এবং যে হতাশাগ্রস্ত এবং ধৈর্য হারিয়েছে তার কাছে!
3 মৃত্যুদণ্ডকে ভয় পেয়ো না, মনে রেখো যাঁরা তোমার আগে এবং পরেও৷ কারণ এটি সমস্ত মানুষের জন্য প্রভুর বাক্য৷
4 আর কেন তুমি পরমেশ্বরের সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে? আপনি দশ, বা একশ বা হাজার বছর বেঁচে থাকলে কবরে কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই।
5 পাপীদের সন্তানেরা জঘন্য সন্তান, এবং তারা যারা অধার্মিকদের বাসস্থানে পরিচিত।
6 পাপীদের সন্তানদের উত্তরাধিকার বিনষ্ট হবে, এবং তাদের বংশধরদের চিরকালের জন্য নিন্দিত হবে।
7 সন্তানেরা একজন অধার্মিক পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, কারণ তার জন্য তাদের নিন্দা করা হবে।
8 ধিক্ তোমাদের, অধার্মিক লোকেরা, যারা পরমেশ্বর ঈশ্বরের আইন পরিত্যাগ করেছে! কারণ যদি তোমরা বাড়াও, তবে তা তোমাদের ধ্বংস হবে৷
9 আর যদি তোমরা জন্মাও, তবে অভিশাপের জন্য জন্মগ্রহণ করবে; আর যদি মরে যাও, অভিশাপ তোমাদের অংশ হবে৷
10 পৃথিবীর যা কিছু আছে তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে; তাই অধার্মিকরা অভিশাপ থেকে ধ্বংসের দিকে যাবে।
11 মানুষের শোক তাদের দেহের জন্য; কিন্তু পাপীদের একটি খারাপ নাম মুছে ফেলা হবে।
12 তোমার নামের প্রতি যত্নশীল হও; কেননা তা তোমার সাথে এক হাজার সোনার ভাণ্ডারের উপরে চলতে থাকবে।
13 একটি ভাল জীবন মাত্র কয়েক দিন আছে, কিন্তু একটি ভাল নাম চিরকাল স্থায়ী হয়.
14 আমার সন্তানেরা, শান্তিতে শাসন কর: কারণ যে জ্ঞান লুকানো আছে এবং যে ধন দেখা যায় না, উভয়েই লাভ কি?
15 যে লোক তার বুদ্ধি লুকিয়ে রাখে তার চেয়ে যে তার মূর্খতা লুকিয়ে রাখে সে ভাল।
16অতএব আমার কথা অনুসারে লজ্জিত হও, কারণ সমস্ত লজ্জাকে ধরে রাখা ভাল নয়৷ না এটা সম্পূর্ণরূপে সব জিনিস অনুমোদিত হয়.
17 পিতা ও মাতার সম্মুখে ব্যভিচারের জন্য লজ্জিত হও: এবং একজন রাজপুত্র ও পরাক্রমশালী ব্যক্তির সামনে মিথ্যার জন্য;
18 একজন বিচারক এবং শাসকের সামনে একটি অপরাধ; একটি মণ্ডলী এবং লোকেদের সামনে অন্যায়ের; আপনার সঙ্গী এবং বন্ধুর সামনে অন্যায় আচরণ;
19 এবং আপনি যেখানে বাস করেন সেই স্থানের বিষয়ে এবং ঈশ্বরের ও তাঁর চুক্তির সত্যতার বিষয়ে চুরির বিষয়ে; এবং মাংসের উপর আপনার কনুই দিয়ে হেলান দিতে; এবং দিতে এবং নিতে অবজ্ঞা;
20 যারা তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে তাদের সামনে নীরবতা। এবং একটি বেশ্যার দিকে তাকাতে;
21 এবং তোমার আত্মীয়ের কাছ থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিতে; অথবা একটি অংশ বা একটি উপহার কেড়ে নিতে; অথবা অন্য পুরুষের স্ত্রীর দিকে তাকানো।
22 অথবা তার দাসীর সাথে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা এবং তার বিছানার কাছে না আসা; বা বন্ধুদের সামনে আপব্রেডিং বক্তৃতা; এবং আপনি দেওয়ার পরে, নিন্দা করবেন না;
23 অথবা আপনি যা শুনেছেন তা পুনরাবৃত্তি এবং আবার বলার; এবং গোপনীয়তা প্রকাশের।
24 তাহলে তুমি সত্যিই লজ্জিত হবে এবং সমস্ত লোকের কাছে তোমার অনুগ্রহ পাবে৷

অধ্যায় 42

1 এই বিষয়গুলির জন্য আপনি লজ্জিত হবেন না, এবং এর দ্বারা পাপ করার জন্য কাউকে গ্রহণ করবেন না:
2 পরমেশ্বরের আইন, এবং তাঁর চুক্তি; এবং অধার্মিকদের ন্যায়সঙ্গত করার জন্য বিচারের;
3 আপনার অংশীদার এবং ভ্রমণকারীদের সাথে হিসাব করা; অথবা বন্ধুদের ঐতিহ্যের উপহার;
ভারসাম্য এবং ওজনের সঠিকতা; বা অনেক বা সামান্য পাওয়ার;
5 এবং ব্যবসায়ীদের উদাসীন বিক্রি; শিশুদের অনেক সংশোধন; এবং একজন দুষ্ট বান্দার পক্ষকে রক্তপাত করতে।
6 নিশ্চিত রাখা ভাল, যেখানে একটি মন্দ স্ত্রী; এবং চুপ, যেখানে অনেক হাত আছে.
7 সংখ্যা ও ওজনে সমস্ত কিছু সরবরাহ করুন; এবং আপনি যা দেন বা গ্রহণ করেন তা লিখিতভাবে রাখুন।
8 মূর্খ ও মূর্খদের জানাতে লজ্জিত হবেন না, এবং চরম বৃদ্ধ যারা অল্পবয়স্কদের সাথে বিতর্ক করে: এইভাবে আপনি সত্যই জ্ঞানী হবেন এবং সমস্ত জীবিত মানুষের কাছে অনুমোদিত হবেন৷

9 বাবা মেয়ের জন্য জেগে ওঠে, যখন কেউ জানে না; আর তার যত্ন ঘুম কেড়ে নেয়। এবং বিবাহিত, পাছে তাকে ঘৃণা করা হয়:
10 তার কুমারীত্বে, পাছে সে অপবিত্র হয় এবং তার পিতার বাড়িতে সন্তানের সাথে লাভ করে; এবং একটি স্বামী আছে, পাছে সে নিজেকে খারাপ ব্যবহার করতে পারে; এবং যখন সে বিবাহিত হয়, পাছে সে বন্ধ্যা না হয়।
11 একজন নির্লজ্জ কন্যার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখো, পাছে সে তোমার শত্রুদের কাছে তোমাকে হাসির পাত্রে পরিণত করে, নগরে একটি কথার কথা এবং লোকেদের মধ্যে তিরস্কারের কারণ হয় এবং লোকদের সামনে তোমাকে লজ্জিত করে।
12 প্রত্যেকের শরীরের সৌন্দর্য দেখো না এবং নারীদের মাঝে বসো না।
13 কারণ পোশাক থেকে পতঙ্গ আসে, আর নারী থেকে দুষ্টতা আসে৷
14 একজন ভদ্র মহিলার চেয়ে একজন পুরুষের মর্মাহত হওয়া ভাল, একজন মহিলা, আমি বলি, যা লজ্জা ও তিরস্কার নিয়ে আসে৷
15 আমি এখন প্রভুর কাজগুলি মনে রাখব এবং আমি যা দেখেছি তা ঘোষণা করব: প্রভুর কথায় তাঁর কাজ৷
16 সূর্য যে আলো দেয় সে সব কিছু দেখে এবং তার কাজ প্রভুর মহিমায় পরিপূর্ণ৷
17 প্রভু সাধুদেরকে তাঁর সমস্ত বিস্ময়কর কাজ ঘোষণা করার ক্ষমতা দেননি, যা সর্বশক্তিমান প্রভু দৃঢ়ভাবে স্থির করেছেন, যাতে যা কিছু আছে তা তাঁর মহিমার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
18 তিনি গভীর ও হৃদয়ের সন্ধান করেন এবং তাদের ছলনাগুলি বিবেচনা করেন: কারণ প্রভু যা কিছু জানা যায় তা জানেন এবং তিনি জগতের চিহ্নগুলি দেখেন৷
19 তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা ঘোষণা করেন এবং লুকানো জিনিসগুলির ধাপগুলি প্রকাশ করেন৷
20 কোন চিন্তাই তাকে এড়াতে পারে না, কোন কথাই তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে না।
21 তিনি তাঁর প্রজ্ঞার চমৎকার কাজগুলিকে সাজিয়েছেন, এবং তিনি চিরকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন: তাঁর কাছে কিছু যোগ করা যাবে না, তাকে কমানো যাবে না এবং তার কোন পরামর্শদাতার প্রয়োজন নেই৷
22 আহা তাঁর সমস্ত কাজ কতই না ভালো! এবং যাতে একজন মানুষ একটি স্ফুলিঙ্গ পর্যন্ত দেখতে পারে৷
23 এই সমস্ত জিনিসগুলি বেঁচে থাকে এবং চিরকালের জন্য সমস্ত ব্যবহারের জন্য থাকে এবং সেগুলি সবই বাধ্য৷
24 সমস্ত জিনিস একে অপরের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ: এবং তিনি কিছুই অসিদ্ধ করেননি৷
25 একটি জিনিস ভাল বা অন্য জিনিস স্থাপন করে: এবং কে তাঁর মহিমা দেখে পূর্ণ হবে?

অধ্যায় 43

1 উচ্চতার গর্ব, স্পষ্ট আকাশ, স্বর্গের সৌন্দর্য, তার মহিমান্বিত প্রদর্শনের সাথে;
2 সূর্য যখন আবির্ভূত হয়, তার উদিত হওয়ার সময় ঘোষণা করে একটি বিস্ময়কর যন্ত্র, পরমেশ্বরের কাজ:
3 দুপুরবেলা তা দেশকে ঢেকে দেয়, আর কে তার জ্বলন্ত তাপ সহ্য করতে পারে?
4 একজন মানুষ চুল্লিতে ফুঁ দিচ্ছেন, কিন্তু সূর্য তিনগুণ বেশি পাহাড়কে পুড়িয়ে দিচ্ছে; অগ্নিদগ্ধ বাষ্প নিঃশ্বাস নিচ্ছে এবং উজ্জ্বল রশ্মি পাঠাচ্ছে, তা চোখকে ম্লান করে দিচ্ছে।
5 মহান সদাপ্রভু যিনি এটা তৈরী করেছেন; এবং তার আদেশে দ্রুত দৌড়াচ্ছে।
6 তিনি চন্দ্রকেও তার ঋতুতে পরিচর্যা করার জন্য সময়ের ঘোষণা এবং জগতের চিহ্ন হিসাবে তৈরি করেছিলেন।
7 চাঁদ থেকে ভোজের চিহ্ন, একটি আলো যা তার পরিপূর্ণতা হ্রাস করে।
8 মাসটি তার নাম অনুসারে ডাকা হয়, তার পরিবর্তনে আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, উপরে সৈন্যবাহিনীর একটি যন্ত্র, স্বর্গের আকাশে জ্বলজ্বল করছে;
9 স্বর্গের সৌন্দর্য, তারার মহিমা, প্রভুর উচ্চতম স্থানে আলো প্রদানকারী একটি অলঙ্কার।
10 পবিত্রের আদেশে তারা তাদের নিয়মে দাঁড়াবে, এবং তাদের ঘড়িতে কখনই অজ্ঞান হবে না।
11 রংধনুর দিকে তাকাও এবং যিনি এটি তৈরি করেছেন তার প্রশংসা করুন; খুব সুন্দর এটা তার উজ্জ্বলতা.
12 এটি একটি মহিমান্বিত বৃত্ত দিয়ে স্বর্গকে ঘিরে রেখেছে এবং পরমেশ্বরের হাত এটিকে বাঁকিয়েছে৷
13 তাঁর আদেশে তিনি তুষারকে আলাদা করে ফেলেন এবং দ্রুততার সাথে তাঁর বিচারের বিদ্যুত পাঠান।
14 এর মাধ্যমে ধন-সম্পদ খোলা হয় এবং মেঘ পাখির মত উড়ে যায়।
15 তাঁর মহান শক্তিতে তিনি মেঘকে শক্ত করেন এবং শিলাবৃষ্টিগুলো ছোট করে দেন।
16তাঁর দৃষ্টিতে পাহাড়গুলো কেঁপে ওঠে, তাঁর ইচ্ছায় দখিনা বাতাস বয়ে যায়।
17 বজ্রের আওয়াজ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলে: উত্তরের ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ও তাই করে: পাখির মতো উড়ে বেড়ায় সে তুষারকে ছড়িয়ে দেয়, এবং তার নিচে পড়ে যাওয়া ফড়িংদের আলোর মতো।
18 এর শুভ্রতার সৌন্দর্যে চক্ষু বিস্মিত হয়, এবং এর বৃষ্টিতে হৃদয় বিস্মিত হয়।
19 খরস্রোতা লবণ হিসাবে তিনি পৃথিবীতে ঢেলে দেন, এবং জমাটবদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ দণ্ডের উপরে পড়ে থাকে।
20 যখন উত্তরের ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়, এবং জল বরফে জমে যায়, তখন এটি জলের প্রতিটি জমায়েতের উপর থাকে এবং জলকে বক্ষবন্ধনীর মতো পরিধান করে।
21 এটা পর্বতকে গ্রাস করে, মরুভূমিকে পুড়িয়ে দেয় এবং ঘাসকে আগুনের মতো গ্রাস করে।
22 সকলের বর্তমান প্রতিকার হল কুয়াশা দ্রুত আসছে, তাপ সতেজ হওয়ার পরে শিশির আসছে।
23 তাঁর পরামর্শে তিনি গভীরকে শান্ত করেন এবং সেখানে দ্বীপগুলি রোপণ করেন৷
24 যারা সমুদ্রে যাত্রা করে তারা তার বিপদের কথা বলে; এবং যখন আমরা এটি আমাদের কান দিয়ে শুনি, তখন আমরা অবাক হই।
25 কেননা তাতে অদ্ভুত ও আশ্চর্য কাজ, বিভিন্ন রকমের জন্তু ও তিমি সৃষ্টি হয়েছে।
26তাঁর দ্বারাই তাদের শেষ সফলতা লাভ করে এবং তাঁর কথার দ্বারাই সব কিছু গঠিত হয়৷
27 আমরা অনেক কথা বলতে পারি, কিন্তু কম বলতে পারি: তাই সংক্ষেপে, তিনিই সব।

28 আমরা কীভাবে তাঁকে মহিমান্বিত করতে পারব? কারণ তিনি তাঁর সমস্ত কাজের চেয়ে মহান৷
29 সদাপ্রভু ভয়ানক ও মহা মহান, তাঁর শক্তি অপূর্ব।
30 যখন তোমরা প্রভুকে মহিমান্বিত কর, তখন যতটা পার তাকে মহিমান্বিত কর; কেননা এখনও তিনি অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাবেন: এবং যখন আপনি তাকে উন্নত করবেন, তখন আপনার সমস্ত শক্তি ব্যয় করুন এবং ক্লান্ত হবেন না; কারণ তুমি কখনই যথেষ্ট দূরে যেতে পারবে না।
31 কে তাকে দেখেছে, সে আমাদের বলতে পারে? এবং কে তাকে তার মত বড় করতে পারে?
32 এর থেকেও অনেক বড় জিনিস লুকিয়ে আছে, কারণ আমরা তাঁর অল্প কিছু কাজ দেখেছি৷
33 কারণ প্রভু সব কিছু সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি ধার্মিককে জ্ঞান দিয়েছেন৷

অধ্যায় 44

1 এখন আমরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং আমাদের জন্মদাতা আমাদের পিতাদের প্রশংসা করি।
2 প্রভু প্রথম থেকেই তাঁর মহান শক্তির মাধ্যমে তাদের দ্বারা মহান মহিমা করেছেন৷
3 যেমন তাদের রাজ্যে শাসন করেছে, পুরুষরা তাদের ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত, তাদের বোধগম্যতার দ্বারা পরামর্শ দিয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছে:
4 জনগণের নেতারা তাদের পরামর্শের দ্বারা, এবং তাদের জ্ঞানের দ্বারা লোকেদের সাথে মিলিত হয়, জ্ঞানী এবং বাগ্মী তাদের নির্দেশ:
5 যেমন বাদ্যযন্ত্রের সুর খুঁজে পাওয়া, এবং লিখিতভাবে শ্লোক আবৃত্তি করা:
6 ধনী ব্যক্তিরা ক্ষমতায় সজ্জিত, তাদের বাসস্থানে শান্তিতে বসবাস করে:
7 এই সমস্তই তাদের বংশে সম্মানিত হয়েছিল এবং তাদের সময়ের গৌরব ছিল।
8 তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা তাদের পিছনে একটি নাম রেখে গেছে, যাতে তাদের প্রশংসা করা হয়।
9আর কিছু কিছু আছে যাদের কোন স্মৃতি নেই; যারা ধ্বংস হয়ে গেছে, যেন তারা কখনও ছিল না; এবং তারা এমন হয়ে গেছে যেন তারা কখনও জন্মায়নি; এবং তাদের পরে তাদের সন্তানদের.
10 কিন্তু এঁরা ছিলেন করুণাময় ব্যক্তি, যাদের ধার্মিকতা ভুলে যায়নি৷
11 তাদের বংশের সাথে সর্বদা একটি ভাল উত্তরাধিকার থাকবে, এবং তাদের সন্তানেরা চুক্তির মধ্যে থাকবে।
12 তাদের বীজ দ্রুত স্থির থাকে, এবং তাদের সন্তানেরা তাদের জন্য।
13 তাদের বংশ চিরকাল থাকবে, তাদের গৌরব মুছে যাবে না।
14 তাদের মৃতদেহ শান্তিতে সমাহিত করা হয়েছে; কিন্তু তাদের নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে।
15 লোকেরা তাদের জ্ঞানের কথা বলবে এবং মণ্ডলী তাদের প্রশংসা করবে।
16 হনোক প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং সমস্ত প্রজন্মের জন্য অনুতাপের উদাহরণ হয়ে অনুবাদ করা হয়েছিল৷
17 নোহকে নিখুঁত এবং ধার্মিক পাওয়া গিয়েছিল; ক্রোধের সময় তাকে পৃথিবীর বিনিময়ে নেওয়া হয়েছিল; তাই বন্যার সময় তাকে পৃথিবীতে অবশিষ্টাংশ হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল৷
18তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী চুক্তি করা হয়েছিল, যেন বন্যায় সমস্ত মানুষ আর ধ্বংস না হয়৷
19 অব্রাহাম অনেক লোকের একজন মহান পিতা ছিলেন: মহিমায় তাঁর মতো কেউ ছিল না;
20 যিনি পরমেশ্বরের আইন পালন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে চুক্তি করেছিলেন: তিনি তাঁর দেহে চুক্তি স্থাপন করেছিলেন; এবং যখন সে প্রমাণিত হল, তখন তাকে বিশ্বস্ত পাওয়া গেল৷
21অতএব তিনি তাকে শপথ করে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তার বংশে জাতিদের আশীর্বাদ করবেন, এবং তিনি তাকে পৃথিবীর ধূলিকণার মতো বৃদ্ধি করবেন, এবং তার বংশকে তারার মতো উন্নীত করবেন এবং তাদের সমুদ্র থেকে সমুদ্রে উত্তরাধিকারী করবেন, এবং নদী থেকে ভূমির চরম অংশ পর্যন্ত।
22 ইসহাকের সাথে তিনি একইভাবে তাঁর পিতা অব্রাহামের জন্য সমস্ত মানুষের আশীর্বাদ এবং চুক্তি স্থাপন করেছিলেন এবং যাকোবের মাথায় এটি স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাকে তার আশীর্বাদে স্বীকার করেছেন, এবং তাকে একটি উত্তরাধিকার দিয়েছেন, এবং তার অংশ ভাগ করেছেন; তিনি তাদের বারোটি গোত্রের মধ্যে ভাগ করেছিলেন।

অধ্যায় 45

1 আর তিনি তাঁর মধ্য থেকে একজন করুণাময় ব্যক্তিকে বের করে আনলেন, যিনি সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, এমনকী মূসা, ঈশ্বর ও মানুষের প্রিয়, যাঁর স্মরণার্থ ধন্য৷
2 তিনি তাঁকে মহিমান্বিত সাধুদের মত করে তুলেছিলেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলেন, যাতে তাঁর শত্রুরা তাঁকে ভয় করে।
3 তাঁর কথার দ্বারা তিনি আশ্চর্য কাজগুলি বন্ধ করে দিলেন এবং রাজাদের সামনে তাঁকে মহিমান্বিত করলেন এবং তাঁর লোকদের জন্য তাঁকে একটি আদেশ দিলেন এবং তাঁর মহিমার অংশ তাঁকে দেখালেন।
4 তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও নম্রতায় তাঁকে পবিত্র করেছিলেন এবং সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন৷
5 তিনি তাকে তার কণ্ঠস্বর শোনালেন, এবং তাকে অন্ধকার মেঘের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, এবং তার মুখের সামনে তাকে আদেশ দিয়েছিলেন, এমন কি জীবন ও জ্ঞানের আইন, যাতে তিনি যাকোবকে তার চুক্তি এবং ইস্রায়েলকে তার বিচার শিক্ষা দিতে পারেন।
6 তিনি হারোণকে উন্নীত করলেন, তার মতো একজন পবিত্র মানুষ, এমনকি তার ভাই লেবি বংশের।
7 তিনি তাঁর সাথে চিরস্থায়ী চুক্তি করেছিলেন এবং লোকেদের মধ্যে তাঁকে যাজকত্ব দিয়েছিলেন; তিনি তাকে সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত করেছিলেন এবং তাকে মহিমান্বিত পোশাক পরিয়েছিলেন।
8 তিনি তাঁর উপর নিখুঁত মহিমা স্থাপন করেছিলেন; এবং তাকে সমৃদ্ধ পোশাক, ব্রীচ, লম্বা পোশাক এবং এফোদ দিয়ে শক্তিশালী করলেন।
9 এবং তিনি তাকে ডালিম দিয়ে এবং চারপাশে অনেক সোনার ঘণ্টা দিয়ে ঘিরে ফেললেন, যাতে তিনি যেতে

পারেন এমন একটি শব্দ এবং একটি আওয়াজ হতে পারে যা মন্দিরে শোনা যায়, তাঁর লোকদের সন্তানদের স্মরণার্থে;
10 পবিত্র পোশাকের সঙ্গে সোনা, নীল রেশম ও বেগুনি, সূচিকর্মের কাজ, বিচারের বক্ষবন্ধনী এবং ঊরীম ও থুম্মিমের সঙ্গে;
11 পেঁচানো লাল রঙের সঙ্গে, ধূর্ত কারিগরের কাজ, সীলমোহরের মতো মূল্যবান পাথর খোদাই করা এবং সোনায় সেট করা, রত্নশিল্পীর কাজ, ইস্রায়েলের গোষ্ঠীর সংখ্যা অনুসারে একটি স্মারক হিসাবে খোদাই করা একটি লেখা।
12 তিনি মিত্রের উপর সোনার একটি মুকুট স্থাপন করেছিলেন, যেখানে পবিত্রতা, সম্মানের অলঙ্কার, একটি দামী কাজ, চোখের আকাঙ্ক্ষা, সুন্দর এবং সুন্দর খোদাই করা ছিল।
13 তাঁর আগে এমন কেউ ছিল না, কখনও কোনও অপরিচিত ব্যক্তিও সেগুলি পরেনি, তবে কেবল তাঁর ছেলেমেয়েরা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের চিরকালের জন্য।
14 তাদের বলি প্রতিদিন দুবার করে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে হবে।
15 মূসা তাঁকে পবিত্র করলেন এবং তাঁকে পবিত্র তেল দিয়ে অভিষেক করলেন: এটি তাঁর কাছে চিরস্থায়ী চুক্তির দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং তাঁর বংশের জন্য, যতক্ষণ আকাশ থাকবে, তারা তাঁর সেবা করবে এবং যাজকত্বের কার্য সম্পাদন করবে, এবং তাঁর নামে লোকদের আশীর্বাদ করুন।
16 তিনি তাকে প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য, ধূপ ও সুগন্ধী উত্সর্গ করার জন্য জীবিত সমস্ত লোকদের মধ্যে থেকে তাকে বেছে নিয়েছিলেন, স্মরণার্থের জন্য, তার লোকেদের জন্য পুনর্মিলন করার জন্য।
17 তিনি তাঁকে তাঁর আদেশ এবং বিচারের বিধিতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, যেন তিনি যাকোবকে সাক্ষ্যগুলি শেখান এবং ইস্রায়েলকে তাঁর আইনে অবহিত করেন।
18 অপরিচিত লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং মরুভূমিতে তাঁকে অপদস্ত করেছিল, এমনকী দাথান ও আবিরনের পক্ষের লোকেরা এবং কোরের মণ্ডলীকেও ক্রোধ ও ক্রোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।
19 সদাপ্রভু এই দেখেছিলেন এবং তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং তাঁর ক্রোধে তারা ভস্মীভূত হয়েছিল; তিনি তাদের উপর আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, অগ্নিশিখা দিয়ে তাদের ভস্মীভূত করেছিলেন।
20 কিন্তু তিনি হারোণকে আরও সম্মানিত করলেন, এবং তাকে একটি উত্তরাধিকার দিলেন, এবং বৃদ্ধির প্রথম ফল তাকে ভাগ করলেন। বিশেষ করে তিনি প্রচুর পরিমাণে রুটি প্রস্তুত করেছিলেন:
21 কারণ তারা প্রভুর উত্সর্গগুলি খায়, যা তিনি তাঁকে এবং তাঁর বংশকে দিয়েছেন৷
22 যদিও লোকদের দেশে তার কোন উত্তরাধিকার ছিল না, লোকদের মধ্যে তার কোন অংশও ছিল না, কারণ প্রভু নিজেই তার অংশ এবং উত্তরাধিকার।
23 গৌরবের তৃতীয়জন হলেন ইলিয়াসরের পুত্র ফিনিস, কারণ তিনি প্রভুর ভয়ে উদ্যোগী ছিলেন এবং হৃদয়ের সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন: যখন লোকেরা ফিরে গিয়েছিল এবং ইস্রায়েলের জন্য পুনর্মিলন করেছিল।
24 তাই তাঁর সঙ্গে শান্তির চুক্তি করা হয়েছিল যে, তিনি পবিত্র স্থান ও তাঁর লোকদের প্রধান হবেন এবং তিনি ও তাঁর বংশধরদের চিরকালের জন্য যাজকত্বের মর্যাদা পেতে হবে:
25 যিহূদার বংশের যিশয়ের পুত্র দায়ূদের সঙ্গে করা চুক্তি অনুসারে রাজার উত্তরাধিকার কেবলমাত্র তার বংশধরদের কাছেই হবে: হারোণের উত্তরাধিকারও তার বংশের কাছেই হবে।
26 ঈশ্বর আপনাকে আপনার হৃদয়ে বুদ্ধি দিন যাতে তিনি তাঁর লোকদের ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন, যাতে তাদের ভাল জিনিসগুলি বিলুপ্ত না হয় এবং তাদের মহিমা চিরকাল স্থায়ী হয়।

অধ্যায় 46

1 নেভের পুত্র যীশু যুদ্ধে বীর ছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে মোশির উত্তরসূরি ছিলেন, যিনি তাঁর নাম অনুসারে ঈশ্বরের মনোনীতদের রক্ষা করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে যে শত্রুরা উঠেছিলেন তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মহান করা হয়েছিল, যাতে তিনি ইস্রায়েলকে তাদের উত্তরাধিকারে বসাতে পারেন৷
2 তিনি যখন তাঁর হাত তুলে শহরগুলোর বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলেছিলেন তখন তিনি কতই না মহিমান্বিত হয়েছিলেন!
3 তার আগে কে এমন দাঁড়িয়েছিল? কারণ প্রভু নিজেই তাঁর শত্রুদের তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন৷
4 সূর্য কি তার দ্বারা ফিরে যায় নি? আর একদিন ছিল না দুই দিন?
5 তিনি পরম প্রভুকে ডাকলেন, যখন শত্রুরা তাঁকে চারদিক থেকে চাপা দিয়েছিল; মহান প্রভু তার কথা শুনলেন।
6 এবং প্রবল শক্তির শিলাবৃষ্টি দিয়ে তিনি যুদ্ধকে জাতিদের উপর প্রচণ্ডভাবে পতিত করলেন, এবং বেথ-হোরনের বংশধরে যারা প্রতিরোধ করেছিল তাদের তিনি ধ্বংস করলেন, যাতে জাতিগুলি তাদের সমস্ত শক্তি জানতে পারে, কারণ তিনি সদাপ্রভুর সামনে যুদ্ধ করেছিলেন। , এবং তিনি পরাক্রমশালী এক অনুসরণ.
7 মোশির সময়েও তিনি করুণার কাজ করেছিলেন, তিনি এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব, যাতে তারা মণ্ডলীকে প্রতিরোধ করেছিলেন এবং লোকেদের পাপ থেকে বিরত রেখেছিলেন এবং দুষ্টদের বচসাকে শান্ত করেছিলেন।
8 এবং ছয় লক্ষ লোক পায়ে হেঁটে, তাদের দুজনকে ঐতিহ্যের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল, এমনকী দুধ ও মধুর প্রবাহিত দেশেও।
9 প্রভু কালেবকেও শক্তি দিয়েছিলেন, যেটি তার বার্ধক্য পর্যন্ত তার সাথে ছিল: যাতে সে দেশের উচ্চ স্থানগুলিতে প্রবেশ করেছিল এবং তার বীজ এটি একটি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিল:
10 যাতে ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানরা বুঝতে পারে যে প্রভুকে অনুসরণ করা ভাল৷
11 এবং বিচারকদের বিষয়ে, নামধারী প্রত্যেকে, যাদের হৃদয়ে ব্যভিচার ছিল না বা প্রভুর কাছ থেকে সরে যায়নি, তাদের স্মৃতি ধন্য হোক।
12 তাদের হাড়গুলি তাদের জায়গা থেকে ফুলে উঠুক, এবং তাদের সন্তানদের উপর সম্মানিত তাদের নাম অব্যাহত থাকুক।

13 স্যামুয়েল, সদাপ্রভুর নবী, তাঁর প্রভুর প্রিয়, একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর লোকেদের উপর শাসকদের অভিষিক্ত করেছিলেন।
14 প্রভুর আইন অনুসারে তিনি মণ্ডলীর বিচার করতেন এবং প্রভু যাকোবকে সম্মান করতেন৷
15 তাঁর বিশ্বস্ততার দ্বারা তিনি একজন সত্যিকারের নবী পেয়েছিলেন এবং তাঁর কথার দ্বারা তিনি দর্শনে বিশ্বস্ত বলে পরিচিত ছিলেন।
16 তিনি পরাক্রমশালী প্রভুকে ডাকলেন, যখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে চারদিক থেকে চাপা দিয়েছিল, যখন তিনি স্তন্যপান করা ভেড়ার বাচ্চা উৎসর্গ করেছিলেন।
17 আর প্রভু স্বর্গ থেকে বজ্রধ্বনি করলেন, এবং প্রচণ্ড শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনালেন৷
18 আর তিনি টাইরীয়দের শাসকদের এবং পলেষ্টীয়দের সমস্ত রাজপুত্রদের ধ্বংস করলেন।
19 এবং তার দীর্ঘ ঘুমের আগে তিনি সদাপ্রভুর সামনে এবং তাঁর অভিষিক্তদের সামনে প্রতিবাদ করলেন, আমি কোন মানুষের জিনিসপত্র, জুতোর মতনও নিইনি: এবং কেউ তাকে দোষারোপ করেনি।
20 এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এবং রাজাকে তাঁর শেষ দেখালেন, এবং লোকেদের দুষ্টতা মুছে ফেলার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীতে পৃথিবী থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন।

অধ্যায় 47

1আর তাঁর পরে দাউদের সময়ে নাথন ভাববাণী বলার জন্য উঠলেন।
2 মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য থেকে যেমন চর্বি দূর করা হয়, তেমনি ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্য থেকে দায়ূদকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।
3 তিনি বাচ্চাদের মত সিংহের সাথে এবং মেষশাবকের মত ভাল্লুকের সাথে খেলতেন।
4 তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন তিনি দৈত্যকে হত্যা করেননি? তিনি কি লোকদের কাছ থেকে তিরস্কার দূর করেননি, যখন তিনি গুলতিতে পাথর দিয়ে হাত তুলেছিলেন এবং গলিয়াতের গর্বকে মারতেন?
5 কারণ তিনি পরম প্রভুকে ডাকলেন; এবং তিনি সেই শক্তিশালী যোদ্ধাকে হত্যা করার জন্য তার ডান হাতে তাকে শক্তি দিয়েছিলেন এবং তার লোকদের শিং স্থাপন করেছিলেন।
6 তাই লোকেরা তাকে দশ হাজার দিয়ে সম্মান করল এবং প্রভুর আশীর্বাদে তার প্রশংসা করল, যাতে তিনি তাকে মহিমার মুকুট দিয়েছিলেন।
7 কারণ তিনি চারদিকে শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন এবং পলেষ্টীয়দের তার প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং আজ অবধি তাদের শিং ভেঙ্গে দিয়েছেন।
8তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি মহিমাপূর্ণ বাক্য দ্বারা পরম পবিত্রতমের প্রশংসা করেছেন; তিনি তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে গান গেয়েছিলেন, এবং তাকে ভালবাসতেন যিনি তাকে তৈরি করেছিলেন।
9তিনি বেদীর সামনে গায়কদেরও দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে তারা তাদের কণ্ঠে মধুর সুর করতে পারে এবং প্রতিদিন তাদের গানে গুণগান গাইতে পারে।
10 তিনি তাদের উত্সবগুলিকে সুশোভিত করেছিলেন এবং শেষ অবধি গৌরবের সময়গুলি ঠিক করেছিলেন, যাতে তারা তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করতে পারে এবং সকাল থেকে মন্দিরটি ধ্বনিত হয়৷
11 সদাপ্রভু তাঁর পাপ দূর করলেন এবং তাঁর শিং চিরকালের জন্য উঁচু করলেন; তিনি তাঁকে রাজাদের চুক্তি এবং ইস্রায়েলে গৌরবের সিংহাসন দিলেন।
12তাঁর পরে একজন জ্ঞানী পুত্রের জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর জন্য তিনি বড় হয়ে বাস করতেন৷
13 শলোমন শান্তিময় সময়ে রাজত্ব করেছিলেন এবং সম্মানিত ছিলেন; কারণ ঈশ্বর তাঁর চারপাশে শান্ত করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর নামে একটি ঘর তৈরি করতে পারেন এবং চিরকালের জন্য তাঁর পবিত্র স্থান প্রস্তুত করতে পারেন৷
14 তুমি তোমার যৌবনে কত জ্ঞানী ছিলে এবং বন্যার মত, বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিলে!
15 তোমার আত্মা সমস্ত পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে, এবং তুমি অন্ধকার দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্ণ করেছ।
16 তোমার নাম বহুদূর পর্যন্ত দ্বীপে গেছে; এবং তোমার শান্তির জন্য তুমি প্রিয় ছিলে৷
17 তোমার গান, প্রবাদ, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যার জন্য দেশগুলো তোমাকে দেখে অবাক হয়েছিল।
18 প্রভু ঈশ্বরের নামে, যাকে ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর বলা হয়, আপনি টিনের মতো সোনা সংগ্রহ করেছিলেন এবং সিসার মতো রূপাকে বহুগুণ করেছিলেন৷
19 তুমি নারীদের কাছে তোমার কোমর নত করেছিলে, এবং তোমার দেহ দ্বারা তোমাকে বশীভূত করা হয়েছিল।
20 তুমি তোমার সম্মান নষ্ট করেছ এবং তোমার বংশকে কলুষিত করেছ, যাতে তুমি তোমার সন্তানদের উপর ক্রোধ এনেছ এবং তোমার মূর্খতার জন্য দুঃখিত হয়েছ।
21 তাই রাজ্য ভাগ হয়ে গেল এবং ইফ্রয়িম থেকে বিদ্রোহী রাজ্য শাসন করল।
22 কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর করুণা কখনই ত্যাগ করবেন না, তাঁর কোন কাজ বিনষ্ট হবে না, তিনি তাঁর নির্বাচিতদের বংশধরকেও বিলুপ্ত করবেন না, এবং যে তাঁকে ভালোবাসে তার বীজ তিনি কেড়ে নেবেন না; সেইজন্য তিনি যাকোবকে একটি অবশিষ্টাংশ দিয়েছেন। , এবং তার থেকে দায়ূদের কাছে একটি শিকড়।
23 এইভাবে শলোমনকে তার পিতৃপুরুষদের কাছে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল, এবং তার বংশ থেকে তিনি রবিয়ামকে রেখে গেলেন, এমন কি লোকেদের মূর্খতা এবং এমন একজন যাকে বোধগম্য ছিল না, যে তার পরামর্শের মাধ্যমে লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। নবাটের পুত্র যারবিয়ামও ছিলেন, যিনি ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন এবং ইফ্রয়িমকে পাপের পথ দেখিয়েছিলেন:
24 আর তাদের পাপ বহুগুণ বেড়ে গেল যে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।
25 কারণ তারা সমস্ত দুষ্টতা খুঁজছিল, যতক্ষণ না তাদের উপর প্রতিশোধ আসে।

অধ্যায় 48

1 তারপর ইলিয়াস ভাববাদী আগুনের মত উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর বাক্য প্রদীপের মত জ্বলে উঠল।

2তিনি তাদের উপর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এনেছিলেন, এবং তাঁর উদ্যোগে তিনি তাদের সংখ্যা হ্রাস করেছিলেন।
3 প্রভুর বাক্যে তিনি স্বর্গ বন্ধ করলেন এবং তিনবার আগুন নামিয়ে দিলেন।
4 হে ইলিয়াস, তোমার আশ্চর্য কাজের জন্য তুমি কত সম্মানিত হয়েছ! আর কে তোমার মত গৌরব করতে পারে!
5 যিনি একজন মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু থেকে এবং তাঁর আত্মাকে মৃতের স্থান থেকে, পরমেশ্বরের বাক্য দ্বারা পুনরুত্থিত করেছেন:
6যিনি রাজাদের বিনাশ করেন, এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের বিছানা থেকে
7 কে সিনাইতে প্রভুর তিরস্কার এবং হোরেবে প্রতিশোধের বিচার শুনেছিল:
8 যিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজাদের এবং তাঁর পরে উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য ভাববাদীদের অভিষিক্ত করেছেন:
9যিনি আগুনের ঘূর্ণিতে এবং অগ্নিদগ্ধ ঘোড়ার রথে তুলে নেওয়া হয়েছিল৷
10 যাকে তাদের সময়ে তিরস্কারের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, প্রভুর বিচারের ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য, এটি ক্রোধে ফেটে যাওয়ার আগে, এবং পিতার হৃদয়কে পুত্রের দিকে ফিরিয়ে দিতে এবং জ্যাকবের গোত্রগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে।
11 ধন্য তারা যারা তোমাকে দেখেছে এবং প্রেমে ঘুমিয়েছে; কারণ আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব।
12 ইলিয়াস ছিলেন, যিনি ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা আবৃত ছিলেন: এবং এলিসিয়াস তাঁর আত্মায় পূর্ণ ছিলেন: তিনি জীবিত থাকাকালীন, তিনি কোন রাজপুত্রের উপস্থিতিতে অনুপ্রাণিত হননি, কেউ তাকে বশীভূত করতে পারেননি।
13 কোন কথাই তাকে জয় করতে পারেনি; এবং তার মৃত্যুর পর তার দেহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।
14 তিনি তাঁর জীবনে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে তাঁর কাজগুলি বিস্ময়কর ছিল৷
15 এই সমস্ত কিছুর জন্য লোকেরা অনুতপ্ত হয় নি বা তাদের পাপ থেকে দূরে সরে যায় নি, যতক্ষণ না তারা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল; তবুও দায়ূদের বংশে একটি ছোট লোক এবং একজন শাসক রইল। :
16 যাঁদের মধ্যে কেউ ঈশ্বরের সন্তুষ্টিজনক কাজ করেছে, আবার কেউ পাপ করেছে৷
17 ইজেকিয়াস তার শহরকে সুরক্ষিত করেছিলেন এবং তার মধ্যে জল এনেছিলেন: তিনি লোহা দিয়ে শক্ত পাথর খনন করেছিলেন এবং জলের জন্য কূপ তৈরি করেছিলেন।
18তাঁর সময়ে সন্‌হেরীব উঠে এসে রাবসেসকে পাঠালেন, এবং সিয়োনের বিরুদ্ধে হাত তুলে গর্বিতভাবে গর্ব করলেন।
19 তখন তাদের হৃদয় ও হাত কাঁপছিল, এবং তারা প্রসবকালীন মহিলাদের মতো যন্ত্রণায় কাঁপছিল৷
20 কিন্তু তারা করুণাময় প্রভুকে ডাকল, এবং তাঁর দিকে তাদের হাত প্রসারিত করল: এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র স্বর্গ থেকে তাদের কথা শুনলেন এবং এসয়ের পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করলেন।
21 তিনি আসিরীয়দের বাহিনীকে আঘাত করলেন এবং তাঁর দূত তাদের ধ্বংস করলেন।
22 কারণ যিহিষ্কিয় সেই কাজ করেছিলেন যা প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর পিতা দায়ূদের পথে শক্তিশালী ছিলেন, যেমন ভাববাদী এষয়, যিনি তাঁর দর্শনে মহান ও বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁকে আদেশ করেছিলেন।
23তাঁর সময়ে সূর্য পিছিয়ে গেল এবং তিনি রাজার আয়ু দীর্ঘ করলেন।
24তিনি এক চমৎকার আত্মার দ্বারা দেখেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে হবে, এবং যারা সিয়োনে শোক করছিল তাদের তিনি সান্ত্বনা দিলেন।
25 তিনি দেখিয়েছিলেন যে চিরকালের জন্য কী ঘটতে হবে, এবং গোপন বিষয়গুলি বা কখনই আসবে৷

অধ্যায় 49

1 জোসিয়াসের স্মরণ হল সেই সুগন্ধির সংমিশ্রণের মত যা আতরের শিল্প দ্বারা তৈরি করা হয়: এটি সমস্ত মুখে মধুর মতো মিষ্টি এবং মদের ভোজসভায় সঙ্গীতের মতো।
2 তিনি লোকেদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ আচরণ করেছিলেন এবং অন্যায়ের জঘন্য কাজগুলো দূর করেছিলেন।
3 তিনি তাঁর হৃদয়কে প্রভুর দিকে পরিচালিত করেছিলেন এবং অধার্মিকদের সময়ে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন৷
4 দায়ূদ, ইজেকিয়া ও জোসিয়াস ছাড়া সকলেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ তারা পরমেশ্বরের আইন পরিত্যাগ করেছিল, এমনকি যিহূদার রাজারাও ব্যর্থ হয়েছিল।
5 তাই তিনি তাদের ক্ষমতা অন্যদের হাতে দিলেন, এবং তাদের গৌরব এক বিচিত্র জাতিকে দিলেন৷
6 যিরমিয়র ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তারা পবিত্র স্থানের মনোনীত শহরটি পুড়িয়ে ফেলল এবং রাস্তাগুলিকে জনশূন্য করে দিল।
7 কারণ তারা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল, যিনি তবুও একজন ভাববাদী ছিলেন, তার মায়ের গর্ভে পবিত্র হয়েছিলেন, যাতে তিনি মূলোৎপাটন করতে পারেন, কষ্ট দিতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন৷ এবং যাতে সে গড়ে তুলতে পারে এবং রোপণ করতে পারে৷
8 ইজেকিয়েলই সেই মহিমান্বিত দর্শন দেখেছিলেন, যা তাঁকে করুবীদের রথে দেখানো হয়েছিল।
9 কারণ তিনি বৃষ্টির চিত্রের নীচে শত্রুদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যারা সঠিক পথে চলেছে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন৷
10 এবং বারোজন ভাববাদীর মধ্যে স্মৃতিসৌধকে আশীর্বাদ করা হোক, এবং তাদের হাড়গুলি তাদের জায়গা থেকে আবার ফুলে উঠুক: কারণ তারা জ্যাকবকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং নিশ্চিত আশা দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছিল।
11 আমরা কিভাবে জোরাবেলকে বড় করব? এমনকি তিনি ডান হাতের সিগনেট হিসাবে ছিলেন:
12 জোসেদেকের পুত্র যীশুও তাই ছিলেন: যিনি তাদের সময়ে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন এবং প্রভুর জন্য একটি পবিত্র মন্দির স্থাপন করেছিলেন, যা চিরকালের গৌরবের জন্য প্রস্তুত ছিল৷
13 এবং নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন নিমিয়াস, যার খ্যাতি মহান, যিনি আমাদের জন্য পতিত প্রাচীরগুলিকে উঁচু করেছিলেন, এবং গেট ও বারগুলি স্থাপন করেছিলেন এবং আমাদের ধ্বংসাবশেষকে আবার তুলেছিলেন৷

14 কিন্তু পৃথিবীতে হনোকের মত কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি; কারণ তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷
15 সেখানেও যোষেফের মতো একজন যুবক জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি তাঁর ভাইদের গভর্নর ছিলেন, লোকেদের থাকার জায়গা, যাদের হাড়গুলি প্রভুর কাছে সম্মানিত৷
16 সেম ও শেঠ মানুষের মধ্যে অনেক সম্মানের অধিকারী ছিলেন, এবং আদমও সৃষ্টির সমস্ত জীবের উপরে ছিলেন।

অধ্যায় 50

1 মহাযাজক শিমোন, ওনিয়াসের পুত্র, যিনি তাঁর জীবনে আবার বাড়িটি মেরামত করেছিলেন এবং তাঁর সময়ে মন্দিরটিকে সুরক্ষিত করেছিলেন:
2 এবং তাঁর দ্বারা ভিত্তি থেকে দ্বিগুণ উচ্চতা, মন্দিরের চারপাশে প্রাচীরের উচ্চ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল:
3তাঁর সময়ে জল গ্রহণের কুন্ডটি সমুদ্রের মতো কম্পাসে ছিল, পিতলের থালা দিয়ে আবৃত ছিল:
4 তিনি মন্দিরটি যাতে পড়ে না যায় তার যত্ন নিলেন এবং শহরটিকে অবরোধের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করলেন:
5 পবিত্র স্থান থেকে বেরিয়ে আসার সময় লোকেদের মধ্যে তিনি কেমন সম্মানিত হলেন!
6তিনি ছিলেন মেঘের মাঝে সকালের তারার মত এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতন।
7 পরমেশ্বরের মন্দিরে সূর্যের আলোর মতো, এবং উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে রংধনু যেমন আলো দেয়:
8 এবং বছরের বসন্তে গোলাপের ফুলের মতো, জলের নদীর ধারে লিলির মতো এবং গ্রীষ্মের সময় লোবান গাছের ডালের মতো:
9 ধূপধূনোর মধ্যে আগুন ও ধূপের মতো, এবং সমস্ত রকমের মূল্যবান পাথর দিয়ে সেট করা সোনার পাত্রের মতো:
10 এবং একটি সুন্দর জলপাই গাছের মতো যা ফল ধরে, এবং একটি তেঁতুল গাছের মতো যা মেঘ পর্যন্ত বেড়ে ওঠে৷
11 যখন তিনি সম্মানের পোশাক পরিধান করলেন এবং গৌরবের পরিপূর্ণতা পরিধান করলেন, যখন তিনি পবিত্র বেদীর কাছে গেলেন, তখন তিনি পবিত্রতার পোশাকটিকে সম্মানজনক করলেন৷
12 যখন তিনি পুরোহিতদের হাত থেকে অংশগুলি নিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেই বেদীর চুলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, লিবানাসের একটি ছোট এরস গাছের মতো চারপাশে ঘিরে রেখেছিলেন; আর খেজুর গাছের মত তারা তাকে ঘিরে ধরল।
13 হারোণের সমস্ত ছেলেরা তাদের মহিমায় এবং ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর সামনে তাদের হাতে সদাপ্রভুর নৈবেদ্য ছিল।
14আর বেদীর সেবা শেষ করলো, যেন সে পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমানের নৈবেদ্য শোভা পায়,
15 তিনি পেয়ালার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আঙ্গুরের রক্ত ঢেলে বেদীর পাদদেশে ঢেলে দিলেন এক সুগন্ধময় সুগন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার কাছে।
16 তারপর হারোণের ছেলেরা চিৎকার করে রৌপ্য তূরী বাজালেন এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে স্মরণার্থে প্রচণ্ড আওয়াজ করলেন।
17 তখন সকলে একত্রে ত্বরা করলো এবং তাদের প্রভু সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল।
18 গায়করাও তাদের কণ্ঠে গুণগান গেয়েছিল, অনেক রকমের ধ্বনিতে মিষ্টি সুর তৈরি হয়েছিল।
19 প্রভুর পবিত্রতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁর সেবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা করুণাময় তাঁর সামনে প্রার্থনার মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল৷
20 তারপর তিনি নীচে গিয়ে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর উপরে তাঁর হাত তুললেন, তাঁর ঠোঁটে মাবুদের আশীর্বাদ করতে এবং তাঁর নামে আনন্দ করতে।
21 তারা পরমেশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার প্রণাম করলো।
22 তাই এখন তোমরা সকলের ঈশ্বরকে আশীর্বাদ কর, যিনি সর্বত্র আশ্চর্যজনক কাজ করেন, যিনি গর্ভ থেকে আমাদের দিনগুলিকে উন্নত করেন এবং তাঁর করুণা অনুসারে আমাদের সাথে ব্যবহার করেন৷
23 তিনি আমাদের হৃদয়ের আনন্দ দান করেন এবং ইস্রায়েলে আমাদের জীবনে চিরকাল শান্তি থাকতে পারে।
24 তিনি আমাদের প্রতি তাঁর করুণা নিশ্চিত করবেন এবং তাঁর সময়ে আমাদের উদ্ধার করবেন!
25 দুটি জাতি আছে যা আমার হৃদয় ঘৃণা করে, এবং তৃতীয়টি কোন জাতি নয়:
26 যারা শমরিয়া পর্বতে বসে আছে, তারা যারা পলেষ্টীয়দের মধ্যে বাস করে এবং যারা সিখেমে বাস করে তারা বোকা।
27 জেরুজালেমের সিরাখের পুত্র যীশু এই পুস্তকে বোধগম্যতা ও জ্ঞানের নির্দেশনা লিখেছেন, যিনি তাঁর অন্তর থেকে জ্ঞান ঢেলে দিয়েছেন৷
28 ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই বিষয়ে অনুশীলন করবে৷ এবং যে তার অন্তরে সেগুলি রাখে সে জ্ঞানী হবে৷
29 কারণ সে যদি সেগুলি করে তবে সে সব বিষয়ে শক্তিশালী হবে: কারণ প্রভুর আলো তাকে নেতৃত্ব দেয়, যিনি ধার্মিকদের জ্ঞান দেন৷ প্রভুর নাম চিরকাল ধন্য হোক। আমীন, আমীন।

অধ্যায় 51

1 সিরাচের পুত্র যীশুর প্রার্থনা। হে প্রভু ও রাজা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব এবং হে আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বর, তোমার প্রশংসা করব: আমি তোমার নামের প্রশংসা করি:
2 কেননা তুমিই আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী, এবং তুমি আমার দেহকে ধ্বংসের হাত থেকে, এবং অপবাদের জিভের ফাঁদ থেকে, এবং মিথ্যা কথা বলে এমন ঠোঁট থেকে রক্ষা করেছ এবং আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সাহায্যকারী হয়েছ:
3 এবং তোমার নামের অনেক করুণা ও মহিমা অনুসারে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাদের দাঁত থেকে যারা আমাকে গ্রাস করতে প্রস্তুত ছিল, এবং যারা আমার জীবন খোঁজে তাদের হাত থেকে এবং বহুবিধ দুঃখ-কষ্ট থেকে। আমার ছিল;
4 চারদিকে আগুনের দমবন্ধ থেকে, এবং আগুনের মাঝখান থেকে যা আমি জ্বালাইনি;
5 নরকের পেটের গভীরতা থেকে, অশুচি জিভ থেকে এবং মিথ্যা কথা থেকে।

6 অধার্মিক জিহ্বা থেকে রাজার প্রতি দোষারোপ করে আমার আত্মা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছেছিল, আমার জীবন নীচে নরকের কাছে ছিল।
7 তারা আমাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল, এবং আমাকে সাহায্য করার জন্য কেউ ছিল না: আমি মানুষের সাহায্যের জন্য খুঁজলাম, কিন্তু কেউ ছিল না।
8 তখন আমি ভেবেছিলাম, হে প্রভু, তোমার করুণার উপর এবং তোমার পুরানো কাজের উপর, কিভাবে তুমি তোমার জন্য অপেক্ষা করা লোকদের উদ্ধার কর এবং শত্রুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা কর।
9 তারপর আমি পৃথিবী থেকে আমার মিনতি তুলে নিলাম এবং মৃত্যু থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলাম।
10 আমি প্রভু, আমার প্রভুর পিতাকে ডেকেছিলাম, তিনি আমার কষ্টের দিনে, এবং অহংকার সময়ে, যখন কোন সাহায্য নেই, তিনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না।
11 আমি নিরন্তর তোমার নামের প্রশংসা করব এবং ধন্যবাদের সাথে প্রশংসার গান গাইব; এবং তাই আমার প্রার্থনা শোনা হয়েছিল:
12 কেননা তুমি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছ, এবং মন্দ সময় থেকে আমাকে উদ্ধার করেছ; সেইজন্য হে প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব, তোমার প্রশংসা করব এবং তাদের নাম আশীর্বাদ করব।
13 যখন আমি এখনও ছোট ছিলাম, বা কখনও আমি বিদেশে গিয়েছিলাম, তখন আমি আমার প্রার্থনায় খোলাখুলিভাবে জ্ঞান চেয়েছিলাম।
14 আমি মন্দিরের সামনে তার জন্য প্রার্থনা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজব।
15 এমনকি ফুল থেকে আঙ্গুর পাকা পর্যন্ত আমার হৃদয় তার জন্য আনন্দিত হয়েছে: আমার পা সঠিক পথে চলেছিল, আমার যৌবন থেকে আমি তার সন্ধান করেছি।
16 আমি আমার কান একটু নিচু করেছিলাম, এবং তাকে গ্রহণ করেছি এবং অনেক শিক্ষা পেয়েছি।
17 তাতে আমি লাভবান হয়েছি, তাই যিনি আমাকে জ্ঞান দেন তাঁরই প্রশংসা করব।
18 কারণ আমি তার অনুসরণ করার ইচ্ছা করেছিলাম, এবং আমি আন্তরিকভাবে যা ভাল তা অনুসরণ করেছি। তাই আমি বিব্রত হবে না.
19 আমার আত্মা তার সাথে কুস্তি করেছে, এবং আমার কৃতকর্মে আমি সঠিক ছিলাম: আমি আমার হাত উপরে স্বর্গের দিকে প্রসারিত করেছি এবং তার সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার জন্য বিলাপ করেছি।
20 আমি আমার আত্মাকে তার দিকে পরিচালিত করেছিলাম, এবং আমি তাকে শুদ্ধতায় পেয়েছি: আমার হৃদয় শুরু থেকেই তার সাথে যুক্ত ছিল, তাই আমাকে ত্যাগ করা হবে না।
21 তাকে খুঁজতে আমার মন অস্থির ছিল, তাই আমি ভাল সম্পত্তি পেয়েছি।
22 প্রভু আমার পুরস্কারের জন্য আমাকে একটি জিহ্বা দিয়েছেন এবং আমি তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা করব।
23 তোমরা অশিক্ষিত, আমার কাছে এসো এবং শিক্ষার ঘরে বাস কর।
24 কেন তোমরা ধীর হচ্ছ, এবং তোমাদের প্রাণ খুব তৃষ্ণার্ত দেখে তোমরা এসব বিষয়ে কি বলছ?
25 আমি মুখ খুলে বললাম, টাকা ছাড়াই তাকে কিনে নাও।
26 তোমার ঘাড় জোয়ালের নীচে রাখ, তোমার আত্মা শিক্ষা লাভ করুক, তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।
27 তোমার চোখ দিয়ে দেখ, আমার সামান্য পরিশ্রম আছে এবং আমার কাছে অনেক বিশ্রাম আছে।
28 প্রচুর অর্থ দিয়ে শিখুন এবং তার দ্বারা প্রচুর সোনা পান।
29 তোমার প্রাণ তাঁর করুণাতে আনন্দ করুক, তাঁর প্রশংসায় লজ্জিত হও না।
30 আপনার কাজ মাঝে মাঝে করুন, এবং তিনি আপনাকে আপনার পুরস্কার দেবেন।

Book of Baruch

বারুকের বই

অধ্যায় 1

1এবং এই বইয়ের কথাগুলো হল, নেরিয়ার ছেলে বারূক, মাসিয়াসের ছেলে, সিদেকিয়ের ছেলে, আসাদিয়ার ছেলে, চেলকিয়ার ছেলে, ব্যাবিলনে লিখেছিলেন,
2 পঞ্চম বছরের এবং মাসের সপ্তম দিনে, কল্‌দীয়রা জেরুজালেম দখল করে আগুনে পুড়িয়ে দিল।
3আর বারূক এই পুস্তকের কথাগুলি যিহূদার রাজা যোয়াকিমের পুত্র যিকোনিয়ার কথা শুনে এবং যে সমস্ত লোক বইটি শুনতে এসেছিল তাদের কানে পড়ে শোনালেন,
4 এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের, রাজার পুত্রদের, প্রাচীনদের এবং সমস্ত লোকের শ্রবণে, সর্বনিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যন্ত, এমনকি সুদ নদীর ধারে ব্যাবিলনে বসবাসকারী সকলের কথা শোনার মধ্যে।
5 তখন তারা কাঁদল, উপবাস করল এবং প্রভুর সামনে প্রার্থনা করল।
6তারা প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করল।
7আর তারা তা জেরুজালেমে মহাযাজক যোয়াকিমের কাছে পাঠিয়ে দিল, যিনি চেলসিয়ার ছেলে, শালোমের ছেলে, যাজকদের কাছে এবং তাঁর সাথে জেরুজালেমে পাওয়া সমস্ত লোকের কাছে।
8 একই সময়ে যখন তিনি সদাপ্রভুর ঘরের পাত্রগুলি পেয়েছিলেন, যেগুলিকে মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেগুলিকে যিহূদা দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য, সিভান মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ রূপার পাত্রগুলি, যা সেদেকিয়াস যাদার রাজা যোসিয়াসের পুত্র তৈরি করেছিলেন,
9 এর পর ব্যাবিলনের রাজা নবুচোদোনোসর জেকোনিয়াস, রাজপুত্র, বন্দী, বীরপুরুষ এবং দেশের লোকদের জেরুজালেম থেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে এসেছিলেন।
10 তারা বলল, 'দেখুন, আমরা তোমাদের কাছে হোমবলি, পাপ-উৎসর্গ ও ধূপ কেনার জন্য টাকা পাঠিয়েছি, আর তোমরা মান্না প্রস্তুত কর এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বেদিতে উত্সর্গ কর৷
11 এবং ব্যাবিলনের রাজা নবুচোদোনোসরের জীবনের জন্য এবং তাঁর পুত্র বালথাসারের জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে তাদের দিনগুলি স্বর্গের দিনের মতো পৃথিবীতে থাকে:
12 এবং প্রভু আমাদের শক্তি দেবেন এবং আমাদের চোখকে আলোকিত করবেন, এবং আমরা ব্যাবিলনের রাজা নবুচোদোনোসরের ছায়ায় এবং তার পুত্র বালথাসারের ছায়ায় বাস করব এবং আমরা বহু দিন তাদের সেবা করব এবং তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাব। .
13 আমাদের জন্যও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; এবং আজ পর্যন্ত প্রভুর ক্রোধ এবং তাঁর ক্রোধ আমাদের থেকে প্রত্যাহার হয়নি৷
14 আর তোমরা এই পুস্তকটি পাঠ করবে যা আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, প্রভুর গৃহে, উত্সব ও বিশেষ দিনগুলিতে স্বীকারোক্তি করার জন্য৷
15 আর তোমরা বলবে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুরই ধার্মিকতা, কিন্তু আমাদের মুখের বিভ্রান্তি, যেমনটা আজকের দিনে ঘটছে, যিহূদার ও জেরুজালেমের বাসিন্দাদের কাছে,
16 এবং আমাদের রাজাদের কাছে, আমাদের রাজপুত্রদের কাছে, আমাদের পুরোহিতদের কাছে, আমাদের ভাববাদীদের কাছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে:
17কারণ আমরা প্রভুর সামনে পাপ করেছি,
18 এবং তাঁহার অবাধ্য হইয়াছিল, এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথায় কান দেয় নাই, তিনি আমাদের প্রকাশ্যে যে আজ্ঞাগুলি দিয়েছিলেন তা পালন করার জন্য।
19 যেদিন সদাপ্রভু আমাদের পূর্বপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অবাধ্য হয়েছি এবং তাঁর রব না শুনে অবহেলা করেছি।
20 সেইজন্য দুষ্টতাগুলি আমাদের সঙ্গে লেগে গেল এবং অভিশাপ, যা প্রভু তাঁর দাস মোশির দ্বারা নিযুক্ত করেছিলেন যখন তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, আমাদেরকে এমন একটি দেশ দেওয়ার জন্য যেখানে দুধ ও মধু প্রবাহিত হয়, এই দিন দেখতে হয়.
21তবুও আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথায় কান দেইনি, তিনি আমাদের কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন সেই ভাববাদীদের সমস্ত কথা অনুসারে।
22কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার নিজের দুষ্ট মনের কল্পনার অনুসরণ করে, বিচিত্র দেবতাদের সেবা করার জন্য এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করার জন্য।

অধ্যায় 2

1 তাই সদাপ্রভু তাঁর বাক্যটি ভাল করেছেন, যা তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের বিচারকদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন যারা ইস্রায়েলের বিচার করতেন, আমাদের রাজাদের বিরুদ্ধে, আমাদের শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকদের বিরুদ্ধে,
2 মোশির বিধি-ব্যবস্থায় যা লেখা আছে সেই অনুসারে জেরুজালেমে যেমন ঘটল, সমগ্র স্বর্গের নীচে কখনও ঘটেনি এমন মহামারী আমাদের উপর নিয়ে আসার জন্য;
3 একজন মানুষ তার নিজের ছেলের মাংস এবং তার নিজের মেয়ের মাংস খায়।
4 তাছাড়া তিনি তাদের আমাদের চারপাশের সমস্ত রাজ্যের বশীভূত হতে, আশেপাশের সমস্ত লোকদের মধ্যে তিরস্কার ও জনশূন্য হওয়ার জন্য তুলে দিয়েছেন, যেখানে প্রভু তাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।
5 এইভাবে আমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, উন্নীত হইনি, কারণ আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং তাঁর কথার প্রতি বাধ্য হইনি৷
6 আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ধার্মিকতা প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে লজ্জার প্রকাশ, যেমন আজ দেখা যাচ্ছে।
7 কেননা এই সমস্ত মহামারী আমাদের উপর এসে পড়েছে, যা মাবুদ আমাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন
8তবুও আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি নি, যেন আমরা প্রত্যেককে তার দুষ্ট হৃদয়ের কল্পনা থেকে ফিরিয়ে দিতে পারি।
9 সেইজন্য প্রভু মন্দের জন্য আমাদের ওপর নজর রেখেছিলেন এবং প্রভু আমাদের ওপর তা নিয়ে এসেছেন, কারণ প্রভু তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে ধার্মিক যা তিনি আমাদের আদেশ করেছেন৷
10 তবুও আমরা তাঁর কথায় কান দেইনি, প্রভুর আদেশে চলার জন্য, যা তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন৷
11এবং এখন, হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যিনি আপনার লোকদেরকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন

পরাক্রমশালী হস্ত, উচ্চ বাহু, নিদর্শন, আশ্চর্য এবং মহান শক্তি দিয়ে, এবং নিজের নাম অর্জন করেছেন, যেমন এই দিন প্রদর্শিত হয়:
12 হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমরা পাপ করেছি, আমরা অধার্মিক কাজ করেছি, তোমার সমস্ত নিয়মে আমরা অন্যায় করেছি।
13 তোমার ক্রোধ আমাদের উপর থেকে সরে যাক, কেননা আমরা জাতিদের মধ্যে অল্প অল্প রয়ে গেছি, যেখানে তুমি আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ।
14 হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রার্থনা এবং আমাদের মিনতি শুনুন, এবং আপনার নিজের জন্য আমাদের উদ্ধার করুন, এবং যারা আমাদের দূরে নিয়ে গেছে তাদের দৃষ্টিতে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন:
15 যাতে সমস্ত পৃথিবী জানতে পারে যে আপনিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, কারণ ইস্রায়েল ও তার বংশধররা আপনার নামে ডাকে।
16 হে সদাপ্রভু, তোমার পবিত্র ঘর থেকে নীচের দিকে তাকাও এবং আমাদের বিবেচনা কর: হে প্রভু, আমাদের কথা শুনতে তোমার কান অবনত কর।
17 তোমার চোখ খুলে দেখ; কারণ যারা কবরে রয়েছে, যাদের আত্মা তাদের দেহ থেকে নেওয়া হয়েছে, তারা প্রভুকে প্রশংসা বা ধার্মিকতা দেবে না:
18কিন্তু যে আত্মা খুব বিরক্তিকর, যে আত্মা নতজানু এবং দুর্বল হয়ে যায়, এবং যে চোখ ব্যর্থ হয় এবং ক্ষুধার্ত আত্মা, হে প্রভু, তোমাকে প্রশংসা ও ধার্মিকতা দেবে।
19 তাই হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমাদের পূর্বপুরুষদের ও আমাদের রাজাদের ধার্মিকতার জন্য আমরা আপনার কাছে বিনীত মিনতি করি না।
20কেননা তুমি আমাদের উপর তোমার ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছ, যেমন তুমি তোমার দাস ভাববাদীদের মাধ্যমে বলেছ,
21 সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ব্যাবিলনের রাজার সেবা করার জন্য তোমার কাঁধ অবনত কর; আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছিলাম সেখানেই তোমরা থাকবে।
22কিন্তু যদি তোমরা প্রভুর রব না শুনো, ব্যাবিলনের রাজার সেবা কর,
23 আমি যিহূদার শহরগুলি থেকে এবং জেরুজালেমের বাইরে থেকে, আনন্দের কণ্ঠস্বর, আনন্দের কণ্ঠস্বর, বরের কণ্ঠস্বর এবং কনের কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেব; এবং সমস্ত দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বাসিন্দাদের
24 কিন্তু আমরা ব্যাবিলনের রাজার সেবা করার জন্য আপনার কথায় কান দিতাম না; তাই আপনি আপনার দাস ভাববাদীদের দ্বারা যে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ আমাদের রাজাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অস্থিগুলির দ্বারা আপনি সেই কথাগুলিকে ভাল করেছেন৷ তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।
25আর দেখ, তাহারা দিনের উত্তাপে ও রাত্রির তুষারপাতের জন্য বাহির হইয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ, তরবারি ও মহামারীতে তাহারা মহা দুর্দশায় মারা গেল।
26 আর তোমার নামে যে গৃহ ডাকা হয়, সেই গৃহটিকে তুমি ধ্বংস করেছ, যেমন আজ দেখা যাচ্ছে, ইস্রায়েল-কুল ও যিহূদার বংশের দুষ্টতার জন্য।
27 হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি তোমার সমস্ত মঙ্গল এবং তোমার সেই মহান করুণা অনুসারে আমাদের সাথে ব্যবহার করেছ।
28যেদিন তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের সামনে বিধি-ব্যবস্থা লিখতে তাকে আদেশ দিয়েছিলে, সেই দিনে তোমার দাস মোশির মাধ্যমে তুমি যেমন কথা বলেছিলে,
29 যদি তোমরা আমার কণ্ঠস্বর না শুনো, তবে নিশ্চয়ই এই বিশাল জনতা জাতির মধ্যে অল্প সংখ্যক হয়ে যাবে, যেখানে আমি তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেব।
30 কারণ আমি জানতাম যে, তারা আমার কথা শুনবে না, কারণ তারা এক কঠিন লোক, কিন্তু তাদের বন্দিদশায় তারা নিজেদের মনে রাখবে।
31 এবং জানবে যে আমিই তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, কারণ আমি তাদের শোনার জন্য হৃদয় ও কান দেব।
32 এবং তারা তাদের বন্দিদশা দেশে আমার প্রশংসা করবে, এবং আমার নাম সম্পর্কে চিন্তা করবে,
33 এবং তাদের শক্ত ঘাড় এবং তাদের মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসো, কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ মনে রাখবে, যারা প্রভুর সামনে পাপ করেছিল।
34 এবং আমি তাদের সেই দেশে ফিরিয়ে আনব যা আমি তাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং তারা সেই দেশের প্রভু হবে: এবং আমি তাদের বৃদ্ধি করব এবং তাদের হ্রাস করা হবে না।
35 এবং আমি তাদের সাথে তাদের ঈশ্বর হওয়ার জন্য একটি চিরস্থায়ী চুক্তি করব এবং তারা আমার লোক হবে এবং আমি আর আমার ইস্রায়েলের লোকদের যে দেশ দিয়েছি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেব না।

অধ্যায় 3

1 হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যন্ত্রণাগ্রস্ত আত্মা তোমার কাছে কাঁদছে।
2 হে মাবুদ, শোন ও করুণা কর; কারণ তুমি করুণাময়: এবং আমাদের প্রতি করুণা কর, কারণ আমরা তোমার আগে পাপ করেছি৷
3 কেননা তুমি চিরকাল ধৈর্য্য ধারণ কর, আর আমরা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হই।
4 হে সর্বশক্তিমান প্রভু, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এখন মৃত ইস্রায়েলীয়দের এবং তাদের সন্তানদের প্রার্থনা শুনুন, যারা আপনার সামনে পাপ করেছে, এবং তাদের ঈশ্বর আপনার কথায় কান দেয়নি, কারণ এই মহামারীগুলি আমাদের সাথে লেগে আছে। .
5আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের কথা মনে রেখো না, কিন্তু এই সময়ে তোমার শক্তি ও নাম নিয়ে চিন্তা কর।
6 কেননা তুমিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আর হে মাবুদ, আমরা তোমার প্রশংসা করব।
7 আর এই কারণেই তুমি আমাদের অন্তরে ভয় জাগিয়েছ, এই উদ্দেশ্যে যে আমরা তোমার নাম ধরে ডাকি এবং আমাদের বন্দীদশায় তোমার প্রশংসা করি, কারণ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্ত অন্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, যা তোমার আগে পাপ করেছিল৷
8দেখুন, আজও আমরা আমাদের বন্দীদশায় রয়েছি, যেখানে আপনি আমাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন, তিরস্কার ও অভিশাপের জন্য এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সমস্ত অন্যায়, যা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই অনুসারে প্রতিশোধ নিতে হবে।

9 হে ইস্রায়েল, জীবনের আজ্ঞাগুলি শোন: প্রজ্ঞা বুঝতে কান দাও।
10 ইস্রায়েল কি করে হল, তুমি তোমার শত্রুদের দেশে, তুমি যে বিদেশী দেশে বৃদ্ধ হয়ে গেছ, মৃতদের দ্বারা তুমি অপবিত্র হয়েছ,
11 যারা কবরে নামবে তাদের সাথে তুমি কি গণনা করছ?
12 তুমি জ্ঞানের ঝর্ণা ত্যাগ করেছ।
13 কারণ আপনি যদি ঈশ্বরের পথে চলতেন তবে আপনি চিরকাল শান্তিতে বসবাস করতেন৷
14 জানুন কোথায় প্রজ্ঞা, কোথায় শক্তি, কোথায় বুদ্ধি; যাতে আপনি জানতে পারেন দিন কোথায় এবং জীবন কোথায়, চোখের আলো এবং শান্তি কোথায়।
15 কে তার স্থান খুঁজে পেয়েছে? বা কে তার ধন ভান্ডারে এসেছে?
16 বিধর্মীদের রাজপুত্ররা কোথায় পরিণত হয়েছে, এবং যেমন পৃথিবীতে পশুদের শাসন করেছে;
17 তারা যারা আকাশের পাখিদের সাথে তাদের বিনোদন করেছিল, এবং তারা যারা রূপা ও সোনা জমা করেছিল, যেখানে লোকেরা ভরসা করে এবং তাদের পাওয়ার কোন শেষ নেই?
18কারণ যাঁরা রৌপ্য দিয়ে কাজ করেছিলেন, এবং খুব যত্নবান ছিলেন এবং যাঁদের কাজগুলি অলক্ষ্য৷
19 তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং কবরে নেমে গেছে এবং অন্যরা তাদের জায়গায় উঠে এসেছে।
20 যুবকরা আলো দেখেছে এবং পৃথিবীতে বাস করেছে; কিন্তু জ্ঞানের পথ তারা জানে না,
21 না তার পথ বুঝতে পারে, না এটা ধরে রাখে; তাদের সন্তানরা সেই পথ থেকে অনেক দূরে ছিল।
22 এটা চানানে শোনা যায় নি, থেমনেও দেখা যায় নি।
23 আগারেনিরা যারা পৃথিবীতে জ্ঞানের সন্ধান করে, মেরান এবং থেম্যানের বণিক, উপকথার লেখক এবং বোঝার বাইরে অনুসন্ধানকারী; এর মধ্যে কেউই জ্ঞানের পথ জানে না, বা তার পথ মনে রাখে না।
24হে ইস্রায়েল, ঈশ্বরের ঘর কত মহান! আর তার দখলের জায়গা কত বড়!
25 মহান, এবং কোন শেষ নেই; উচ্চ, এবং পরিমাপযোগ্য।
26 সেখানে শুরু থেকেই বিখ্যাত দৈত্যরা ছিল, যারা এত বড় মাপের এবং যুদ্ধে পারদর্শী ছিল।
27 প্রভু যাদের বেছে নেন নি, তিনি তাদের জ্ঞানের পথ দেননি৷
28 কিন্তু তারা ধ্বংস হয়েছিল, কারণ তাদের জ্ঞান ছিল না, এবং তাদের নিজের মূর্খতার কারণে ধ্বংস হয়েছিল৷
29 কে স্বর্গে উঠে তাকে নিয়ে গেছে এবং মেঘ থেকে নামিয়ে এনেছে?
30 কে সমুদ্রের ওপারে গিয়ে তাকে খুঁজে পেয়েছে এবং খাঁটি সোনার জন্য তাকে নিয়ে আসবে?
31 কেউ তার পথ জানে না, তার পথের কথাও ভাবে না৷
32 কিন্তু যিনি সব কিছু জানেন তিনি তাকে জানেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাকে খুঁজে পেয়েছেন: যিনি পৃথিবীকে চিরকালের জন্য প্রস্তুত করেছেন তিনি চারপায়ের পশু দিয়ে পূর্ণ করেছেন৷
33 যে আলো পাঠায়, আর তা চলে যায়, সে আবার ডাকে, আর সে ভয়ে তার কথা মেনে নেয়৷
34 তারা তাদের ঘড়ির মধ্যে জ্বলজ্বল করে, এবং আনন্দিত: যখন তিনি তাদের ডাকেন, তারা বলে, এই আমরা আছি; এবং তাই তারা প্রফুল্লতার সাথে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে আলো দেখাল৷
35 ইনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর তুলনায় অন্য কাউকে গণ্য করা হবে না৷
36 তিনি জ্ঞানের সমস্ত পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং তা তাঁর দাস যাকোবকে এবং তাঁর প্রিয় ইস্রায়েলকে দিয়েছেন৷
37 পরে তিনি পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং মানুষের সাথে কথা বললেন৷

অধ্যায় 4

1 এই হল ঈশ্বরের আদেশের পুস্তক, এবং আইন যা চিরকাল স্থায়ী: যারা এটি পালন করে তারা সকলেই জীবিত হবে; কিন্তু যেমন ছেড়ে দিলে তা মারা যাবে।
2 হে জ্যাকব, তুমি ফিরাও এবং একে আঁকড়ে ধর; তার আলোর সামনে হেঁটে যাও, যাতে তুমি আলোকিত হতে পার।
3 তোমার সম্মান অন্যের কাছে দিও না, আর তোমার কাছে লাভজনক জিনিসগুলি অপরিচিত জাতিকে দিও না।
4 হে ইস্রায়েল, আমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের কাছে যা খুশি তা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে৷
5 হে আমার প্রজা, ইস্রায়েলের স্মরনস্থল, আনন্দ কর।
6 তোমরা জাতিদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলে, তোমাদের ধ্বংসের জন্য নয়, কিন্তু তোমরা ঈশ্বরকে ক্রোধে প্ররোচিত করেছিলে, তাই তোমাদের শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল৷
7 কারণ ঈশ্বরের কাছে নয় বরং শয়তানদের কাছে বলি দিয়ে যিনি তোমাদের তৈরি করেছেন, তোমরা তাঁকে উত্তেজিত করেছ৷
8 তোমরা সেই চিরস্থায়ী ঈশ্বরকে ভুলে গেছ, যিনি তোমাদের লালন-পালন করেছেন৷ আর তোমরা জেরুজালেমকে দুঃখ দিয়েছ, যে তোমাদের লালনপালন করেছিল৷
9 কারণ যখন সে দেখল ঈশ্বরের ক্রোধ তোমাদের ওপর আসছে, তখন সে বলল, হে সিয়োনের বাসিন্দারা, শোন, ঈশ্বর আমার ওপর মহা শোক নিয়ে এসেছেন৷
10 কেননা আমি আমার ছেলেমেয়েদের বন্দীত্ব দেখেছি, যা অনন্তকাল তাদের উপর নিয়ে এসেছে।
11 আমি আনন্দে তাদের লালন-পালন করেছি; কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে তাদের বিদায় দিলেন৷
12 কেউ যেন আমাকে নিয়ে আনন্দ না করে, একজন বিধবা, এবং অনেকের ত্যাগী, যারা আমার সন্তানদের পাপের জন্য উজাড় হয়ে গেছে; কারণ তারা ঈশ্বরের আইন থেকে সরে গেছে।
13 তারা তাঁর বিধিগুলি জানত না, তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে চলত না, তাঁর ধার্মিকতায় শাসনের পথে হাঁটত না।
14 যারা সিয়োনের আশেপাশে বাস করে তারা আসুক এবং আমার পুত্র ও কন্যাদের বন্দীত্বের কথা স্মরণ কর, যা অনন্তকাল তাদের উপর নিয়ে এসেছে৷
15কারণ তিনি দূর থেকে তাদের বিরুদ্ধে একটি জাতিকে নিয়ে এসেছেন, একটি নির্লজ্জ জাতি এবং একটি বিচিত্র ভাষা, যারা বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা করে না, শিশুকেও করুণা করে না৷
16 এরা বিধবার প্রিয় সন্তানদের নিয়ে গেছে, এবং মেয়ে ছাড়া যে একা ছিল তাকে ছেড়ে দিয়েছে।
17 কিন্তু আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?
18কেননা যিনি তোমাদের উপর এই মহামারী এনেছেন তিনি তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

19 হে আমার সন্তানরা, তোমার পথে যাও, তোমার পথে যাও, কারণ আমি নির্জন হয়ে পড়েছি।
20 আমি শান্তির পোশাক খুলে দিয়েছি এবং আমার প্রার্থনার চট পরিয়েছি; আমি আমার দিনে অনন্তকালের কাছে ক্রন্দন করব।
21 হে আমার সন্তানরা, প্রফুল্ল হও, প্রভুর কাছে কান্নাকাটি কর, এবং তিনি তোমাদের শত্রুদের শক্তি ও হাত থেকে উদ্ধার করবেন৷
22 কেননা আমার আশা অনন্তকালের উপর, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন; এবং পবিত্রের কাছ থেকে আমার কাছে আনন্দ এসেছে, রহমতের কারণে যা শীঘ্রই আমাদের ত্রাণকর্তার কাছ থেকে তোমাদের কাছে আসবে৷
23 কারণ আমি তোমাকে শোক ও কান্নাকাটি করে বিদায় দিয়েছি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে চিরকালের জন্য আনন্দ ও আনন্দের সাথে আবার আমার কাছে দেবেন।
24 এখন যেমন সিয়োনের প্রতিবেশীরা তোমার বন্দীত্ব দেখেছে, তেমনি তারা খুব শীঘ্রই আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমার পরিত্রাণ দেখতে পাবে, যা তোমার কাছে মহা মহিমা ও অনন্তকালের উজ্জ্বলতা নিয়ে আসবে।
25 আমার সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের উপর যে ক্রোধ এসেছে তা ধৈর্য সহকারে সহ্য কর, কারণ তোমার শত্রু তোমাকে তাড়না করেছে৷ কিন্তু শীঘ্রই তুমি তার ধ্বংস দেখতে পাবে এবং তার ঘাড় মাড়াবে।
26 আমার সূক্ষ্ম লোকেরা রুক্ষ পথে চলে গেছে, শত্রুদের হাতে ধরা পালের মত তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
27 হে আমার সন্তানরা, সান্ত্বনা বোধ কর এবং ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি কর, কারণ যিনি তোমাদের উপর এই সব নিয়ে এসেছেন তাঁর কথা তোমাদের মনে থাকবে৷
28 কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিপথে যাওয়ার জন্য আপনার মন ছিল, তাই, ফিরে এসে, তাকে আরও দশগুণ খুঁজুন।
29 কারণ যিনি এই মহামারীগুলি তোমাদের উপর নিয়ে এসেছেন তিনি তোমাদের পরিত্রাণের সাথে অনন্ত আনন্দ নিয়ে আসবেন৷
30 হে জেরুজালেম, মন ভালো কর, কারণ যিনি তোমাকে এই নাম দিয়েছেন তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন।
31 দুর্ভাগা তারা যারা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তোমার পতনে আনন্দ করেছে।
32 তোমার ছেলেমেয়েরা যে শহরগুলোর সেবা করত তারা দুঃখজনক;
33 কারণ সে যেমন তোমার ধ্বংসে আনন্দিত হয়েছিল এবং তোমার পতনে আনন্দিত হয়েছিল, তেমনি সে তার নিজের ধ্বংসের জন্য দুঃখিত হবে।
34কারণ আমি তার বিশাল জনতার আনন্দ কেড়ে নেব, তার অহংকার শোকে পরিণত হবে।
35 কেননা অনন্তকাল থেকে তার উপর আগুন আসবে, দীর্ঘস্থায়ী হবে; এবং তিনি একটি মহান সময়ের জন্য শয়তানদের বসবাস করা হবে.
36 হে জেরুজালেম, তোমার চারপাশে পূর্ব দিকে তাকাও এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমার কাছে যে আনন্দ আসে তা দেখ৷
37 দেখ, তোমার ছেলেরা এসেছে, যাদের তুমি বিদায় দিয়েছ, তারা পবিত্রের কথায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে একত্রিত হয়েছে, ঈশ্বরের মহিমায় আনন্দ করছে।

অনুচ্ছেদ 5

1 হে জেরুজালেম, শোক ও দুঃখ-কষ্টের পোশাক খুলে দাও এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যে মহিমা আসে তা চিরকালের জন্য পরিধান কর।
2 ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা ধার্মিকতার একটি দ্বিগুণ পোশাক পরুন; এবং চিরন্তন মহিমা আপনার মাথায় একটি মুকুট সেট করুন.
3 কারণ ঈশ্বর স্বর্গের নীচের সমস্ত দেশে তোমার উজ্জ্বলতা দেখাবেন৷
4 কারণ তোমার নাম ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরকাল ডাকা হবে, ধার্মিকতার শান্তি এবং ঈশ্বরের উপাসনার মহিমা।
5 হে জেরুজালেম, ওঠো, উঁচুতে দাঁড়াও, পূর্ব দিকে তাকাও, আর দেখ তোমার সন্তানেরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পবিত্রের কথায় জড়ো হয়েছে, ঈশ্বরের স্মরণে আনন্দ করছে।
6 কারণ তারা তোমার কাছ থেকে পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল, এবং তাদের শত্রুদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ঈশ্বর তাদের রাজ্যের সন্তানদের মত মহিমা সহকারে আপনার কাছে নিয়ে আসেন।
7 কারণ ঈশ্বর নিযুক্ত করেছেন যে প্রত্যেকটি উঁচু পাহাড়, এবং দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন তীরগুলি নীচে ফেলে দেওয়া হবে এবং উপত্যকাগুলিকে ভরাট করা হবে, যাতে ভূমি সমান হয়, যাতে ইস্রায়েল ঈশ্বরের মহিমায় নিরাপদে যেতে পারে,
8 এমনকি কাঠ এবং প্রতিটি সুগন্ধি গাছও ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েলকে ছায়া দেবে।
9 কারণ ঈশ্বর তাঁর মহিমার আলোতে ইস্রায়েলকে তাঁর কাছ থেকে আসা করুণা ও ধার্মিকতার সাথে আনন্দের সাথে নেতৃত্ব দেবেন৷

Letter of Jeremiah

Jeremiah চিঠি

অধ্যায় 1

1 একটি চিঠির একটি অনুলিপি, যা জেরেমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিল যাদেরকে ব্যাবিলনের রাজা বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যেতেন, তাদের প্রত্যয়ন করার জন্য, যেমনটি তাকে ঈশ্বরের আদেশ দিয়েছিলেন।
2 ঈশ্বরের সামনে তোমরা যে পাপ করেছিলে তার জন্য, ব্যাবিলনীয়দের রাজা নবুচোডোনোসরের হাতে বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে৷
3 তাই যখন তোমরা ব্যাবিলনে আসবে, তখন তোমরা সেখানে বহু বছর এবং দীর্ঘ সময় অর্থাৎ সাত প্রজন্ম ধরে থাকবে৷ তারপর আমি তোমাদের সেখান থেকে শান্তিতে নিয়ে আসব৷
4 এখন তোমরা ব্যাবিলনে রূপা, সোনা ও কাঠের দেবতাদের কাঁধে বয়ে দেখতে পাবে, যা জাতিদের ভয় দেখায়।
5 তাই সাবধান থেকো য়েন তোমরা কোনভাবেই অপরিচিত লোকদের মত না হও, না হও এবং তাদের মধ্যেও হও না, যখন তোমরা তাদের সামনে ও পিছনে জনতাকে উপাসনা করতে দেখবে৷
6 কিন্তু মনে মনে বল, হে প্রভু, আমাদের অবশ্যই তোমার উপাসনা করা উচিত৷
7 কারণ আমার দেবদূত আপনার সাথে আছেন এবং আমি নিজেই আপনার আত্মার যত্ন নিচ্ছি৷
8 তাদের জিভের জন্য, এটি কারিগর দ্বারা পালিশ করা হয়, এবং তারা নিজেরাই সোনা দিয়ে বাঁধা এবং রৌপ্য দিয়ে বিছিয়ে দেয়; তবুও তারা মিথ্যা, এবং কথা বলতে পারে না।
9 এবং সোনা নিয়ে, যেমন একজন কুমারী যে সমকামী হতে ভালোবাসে, তারা তাদের দেবতাদের মাথার জন্য মুকুট তৈরি করে।
10 কখনও কখনও যাজকরাও তাদের দেবতাদের কাছ থেকে সোনা ও রৌপ্য বহন করে এবং নিজেদেরকে দান করে৷
11 হ্যাঁ, তারা তা থেকে সাধারণ বেশ্যাদের দেবে এবং তাদের পোশাক দিয়ে সাজিয়ে দেবে, রূপোর দেবতা, সোনা ও কাঠের দেবতা।
12 তবুও এই দেবতারা মরিচা ও পতঙ্গ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, যদিও তারা বেগুনি পোশাকে আবৃত থাকে।
13 মন্দিরের ধুলোর কারণে তারা তাদের মুখ মুছে দেয়, যখন তাদের গায়ে অনেক কিছু থাকে৷
14 আর যে তাকে অপমান করে তাকে হত্যা করতে পারে না সে রাজদণ্ড ধারণ করে, যেন সে দেশের একজন বিচারক।
15 তার ডান হাতে একটি ছোরা এবং একটি কুড়ালও রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ এবং চোর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না৷
16 যে কারণে তারা দেবতা বলে পরিচিত নয়, তাই তাদের ভয় কোরো না।
17 কারণ একটি পাত্রের মতো যা একজন মানুষ ব্যবহার করে যখন এটি ভেঙে যায় তখন তার মূল্য নেই; তাদের দেবতাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়: যখন তারা মন্দিরে স্থাপন করা হয়, তখন যারা প্রবেশ করে তাদের পায়ের ধুলোয় তাদের চোখ ভরে যায়।
18 এবং যেভাবে রাজাকে অপমান করে তার জন্য চারদিকে দরজাগুলি নিশ্চিত করা হয়, মৃত্যু ভোগ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: ঠিক তেমনি পুরোহিতেরা তাদের মন্দিরগুলি দরজা, তালা এবং বার দিয়ে উপোস করে, পাছে তাদের দেবতা ডাকাতদের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়।
19 তারা তাদের মোমবাতি জ্বালায়, হ্যাঁ, নিজের চেয়েও বেশি, যার একটি তারা দেখতে পায় না।
20 তারা মন্দিরের একটি রশ্মির মতো, তবুও তারা বলে যে তাদের হৃদয় মাটি থেকে বেরিয়ে আসা জিনিসগুলির দ্বারা গ্রাস করা হয়েছে; এবং যখন তারা তাদের এবং তাদের পোশাক খায়, তারা তা অনুভব করে না।
21 মন্দির থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাতে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়৷
22 তাদের শরীর ও মাথার উপরে বাদুড়, গিলে, পাখি এবং বিড়ালও বসে।
23 এর দ্বারা তোমরা জানতে পারবে যে তারা কোন দেবতা নয়, তাই তাদের ভয় কোরো না।
24 তাদের সুন্দর করার জন্য তাদের চারপাশে সোনা থাকা সত্ত্বেও, তারা মরিচা মুছে না দিলেও তারা উজ্জ্বল হবে না, কারণ তারা যখন গলিত হয়েছিল তখন তারা তা অনুভব করেনি।
25 যে জিনিসের মধ্যে দম নেই, সেগুলো সবচেয়ে বেশি দামে কেনা হয়।
26 তারা কাঁধে বহন করা হয়, তাদের পা নেই যার দ্বারা তারা পুরুষদের কাছে ঘোষণা করে যে তারা কোন মূল্যবান নয়।
27 যারা তাদের সেবা করে তারাও লজ্জিত হয়; কারণ তারা যদি যে কোন সময় মাটিতে পড়ে যায়, তারা নিজেদের থেকে আবার উঠতে পারে না; কেউ যদি তাদের সোজা করে রাখে তবে তারা নিজেদের থেকে সরে যেতে পারে না; না, যদি তারা নত হয়, তারা কি নিজেদের সোজা করতে পারে?
28 তাদের কাছে যে জিনিসগুলি বলি দেওয়া হয়, তাদের পুরোহিতরা বিক্রি করে এবং অপব্যবহার করে৷ একইভাবে তাদের স্ত্রীরা তার কিছু অংশ লবণে রাখে; কিন্তু দরিদ্র ও নপুংশকদের তারা তা থেকে কিছুই দেয় না।
29 ঋতুমতী মহিলারা এবং প্রসবকালীন মহিলারা তাদের বলি খায়: এই জিনিসগুলির দ্বারা তোমরা জানতে পারবে যে তারা কোন দেবতা নয়: তাদের ভয় করো না।
30 কেন তাদের দেবতা বলা যায়? কারণ নারীরা রূপা, সোনা ও কাঠের দেবতাদের সামনে মাংস স্থাপন করে।
31 এবং পুরোহিতেরা তাদের মন্দিরে বসে, তাদের কাপড় ছিঁড়ে, তাদের মাথা ও দাড়ি কামানো এবং তাদের মাথায় কিছুই নেই।
32 তারা তাদের দেবতাদের সামনে গর্জন ও কান্নাকাটি করে, যেমন মানুষ মারা গেলে উৎসবে করে।
33 যাজকরাও তাদের পোশাক খুলে ফেলে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পোশাক পরিয়ে দেয়।
34 কেউ তাদের প্রতি মন্দ কাজ করুক বা ভাল করুক, তারা তার প্রতিদান দিতে পারবে না; তারা রাজাকে বসাতেও পারবে না, তাকে নামাতেও পারবে না।
35 একইভাবে, তারা ধন-সম্পদও দিতে পারে না, অর্থও দিতে পারে না; যদিও একজন মানুষ তাদের কাছে মানত করে এবং তা পালন না করে, তবে তাদের তার প্রয়োজন হবে না।
36 তারা কোন মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, দুর্বলকে শক্তিশালীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে না।
37 তারা একজন অন্ধকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে না, তার কষ্টে কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

38 তারা বিধবার প্রতি দয়া দেখাতে পারে না, অনাথদের মঙ্গল করতে পারে না।
39 তাদের কাঠের দেবতা, সোনা ও রৌপ্য দিয়ে মোড়ানো সেই পাথরের মত যা পাহাড় থেকে খোদাই করা হয়েছে; যারা তাদের পূজা করে তারা লজ্জা পাবে।
40 একজন মানুষ কীভাবে ভাববে এবং বলবে যে তারা দেবতা, এমনকি ক্যালদীয়রাও তাদের অসম্মান করে?
41 তারা যদি একজন বোবাকে দেখতে পায় যে কথা বলতে পারে না, তারা তাকে নিয়ে আসে এবং বেলকে অনুরোধ করে যেন সে বুঝতে পারে, যেন সে কথা বলতে পারে।
42তবুও তারা নিজেরাই এটা বুঝতে পারে না, তাদের ছেড়ে চলে যায়, কারণ তাদের কোন জ্ঞান নেই।
43 মহিলারাও পথের মধ্যে দড়ি দিয়ে বসে, সুগন্ধির জন্য তুষ পোড়ায়; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি পাশ দিয়ে যাওয়া কেউ টানাটানি করে, তার সাথে শোয়, সে তার সঙ্গীকে তিরস্কার করে যে তাকে নিজের মতো যোগ্য মনে করা হয়নি। , না তার কর্ড ভাঙ্গা.
44 তাদের মধ্যে যা কিছু করা হয় তা মিথ্যে; তাহলে কীভাবে ভাবা যায় বা বলা যায় যে তারা দেবতা?
45 তারা কাঠমিস্ত্রি এবং স্বর্ণকারের তৈরি: তারা আর কিছুই হতে পারে না, যা শ্রমিকরা তাদের হতে হবে।
46 এবং যারা তাদের তৈরি করেছে তারা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না; তাহলে তাদের দিয়ে যে জিনিসগুলো তৈরি হয় সেগুলো দেবতা হবে কি করে?
47 কারণ যারা পরে আসছে তাদের কাছে তারা মিথ্যা ও তিরস্কার রেখে গেছে।
48 কারণ যখন তাদের উপর কোন যুদ্ধ বা মহামারী আসে, তখন পুরোহিতেরা নিজেদের সাথে পরামর্শ করে, তারা তাদের সাথে কোথায় লুকিয়ে থাকবে।
49তাহলে কিভাবে মানুষ বুঝতে পারে না যে তারা কোন দেবতা নয়, যারা নিজেদেরকে যুদ্ধ বা মহামারী থেকে বাঁচাতে পারে না?
50 সেগুলি কাঠের, এবং রূপা ও সোনা দিয়ে মোড়ানো দেখে, পরে জানা যাবে যে সেগুলি মিথ্যা।
51 এবং সমস্ত জাতি ও রাজাদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে তারা কোন দেবতা নয়, কিন্তু মানুষের হাতের কাজ এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কোন কাজ নেই।
52 তাহলে কে না জানে যে তারা কোন দেবতা নয়?
53 কারণ তারা দেশে রাজা স্থির করতে পারে না বা মানুষের জন্য বৃষ্টি দিতে পারে না।
54 তারা তাদের নিজের কারণের বিচার করতে পারে না বা অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে না, অক্ষম, কারণ তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে কাকের মতো।
55 কাঠের দেবতাদের ঘরে আগুন পড়লে বা সোনা বা রৌপ্য দিয়ে ঢেকে রাখলে তাদের পুরোহিতরা পালিয়ে যাবে এবং পালিয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিজেরাই পুড়ে যাবে রশ্মির মতো।
56 তাছাড়া তারা কোন রাজা বা শত্রুকে সহ্য করতে পারে না; তাহলে কিভাবে এটা ভাবা যায় বা বলা যায় যে তারা দেবতা?
57 সেই কাঠের দেবতাও নয়, যাকে রূপা বা সোনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, চোর বা ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।
58 যাঁদের সোনা, রূপা ও জামাকাপড় পরা হয়, যাঁরা শক্তিশালী, তারা নিয়ে যায় এবং দূরে চলে যায়।
59 তাই এই ধরনের মিথ্যা দেবতার চেয়ে রাজা হওয়া ভাল যে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করে, নইলে এমন একটি বাড়িতে লাভজনক পাত্র, যা মালিকের ব্যবহার করতে হবে; বা একটি বাড়িতে একটি দরজা হতে, সেখানে এই ধরনের জিনিস রাখা, এই ধরনের মিথ্যা দেবতা তুলনায়. বা একটি প্রাসাদে কাঠের স্তম্ভ, এই ধরনের মিথ্যা দেবতাদের চেয়ে।
60 কারণ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররা উজ্জ্বল এবং তাদের অফিস করতে পাঠানো হয়েছে, তারা বাধ্য।
61 একইভাবে বিদ্যুৎ চমকালে তা সহজেই দেখা যায়; এবং একই পদ্ধতির পরে প্রতিটি দেশে বাতাস বয়ে যায়।
62 এবং ঈশ্বর যখন মেঘকে সমগ্র বিশ্বের উপর দিয়ে যেতে আদেশ করেন, তখন তারা যা আদেশ করেন তাই করে।
63 এবং পাহাড় ও কাঠকে গ্রাস করার জন্য উপরে থেকে পাঠানো আগুন যেমন আদেশ করা হয়েছে তা করে, কিন্তু এগুলি তাদের মতো নয় দেখাতে বা শক্তিতে নয়।
64 তাই এটা অনুমান করা যায় না বা বলা যায় না যে তারা দেবতা, তারা কারণ বিচার করতে পারে না, মানুষের প্রতি ভালো করতেও পারে না।
65অতএব জেনেও যে তারা কোন দেবতা নয়, তাদের ভয় করো না।
66 কারণ তারা রাজাদের অভিশাপ বা আশীর্বাদ করতে পারে না।
67 তারা জাতিদের মধ্যে স্বর্গে চিহ্ন দেখাতে পারে না, সূর্যের মতো আলো দিতে পারে না, চাঁদের মতো আলোও দিতে পারে না।
68 জন্তুরা তাদের চেয়ে ভাল: কারণ তারা আড়ালে গিয়ে নিজেদের সাহায্য করতে পারে।
69 তাহলে এটা কোনভাবেই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় না যে তারা দেবতা, তাই তাদের ভয় করবেন না।
70 কেননা শসা বাগানে স্কয়ারক্রো যেমন কিছুই রাখে না; তেমনি তাদের কাঠের দেবতারা রূপা ও সোনা দিয়ে ঢেকে রাখে।
71 এবং একইভাবে তাদের কাঠের দেবতা, এবং রৌপ্য ও সোনা দিয়ে সাজানো, একটি বাগানের সাদা কাঁটার মতো, যার উপরে প্রতিটি পাখি বসে থাকে। যেমন একটি মৃতদেহ, যা অন্ধকারে পূর্ব দিকে।
72 এবং তাদের উপরে পচে যাওয়া উজ্জ্বল বেগুনি রঙের দ্বারা তোমরা তাদের দেবতা নয় বলে জানবে; এবং পরে তারা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে এবং দেশে নিন্দিত হবে।
73 সেইজন্য সেই ধার্মিক ব্যক্তিই উত্তম যার কোন মূর্তি নেই, কারণ সে নিন্দা থেকে দূরে থাকবে।



আজারিয়ার প্রার্থনা

অধ্যায় 1

1 তারা আগুনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং প্রভুর আশীর্বাদ করতে করতে চলতে লাগল৷
2 তখন আজরিয়া উঠে দাঁড়ালেন এবং এইভাবে প্রার্থনা করলেন; আর আগুনের মাঝে মুখ খুলে বলল,
3 হে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য, তোমার নাম চিরকালের জন্য প্রশংসা ও মহিমান্বিত হওয়ার যোগ্য।
4 কারণ তুমি আমাদের প্রতি যা কিছু করেছ তাতে তুমি ধার্মিক: হ্যাঁ, তোমার সমস্ত কাজ সত্য, তোমার পথ সঠিক এবং তোমার সমস্ত বিচার সত্য৷
5 তুমি আমাদের এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের পবিত্র নগরী এমনকি জেরুজালেমের প্রতি যা কিছু এনেছ তাতে তুমি সত্যিকারের বিচার করেছ, কারণ সত্য ও বিচার অনুসারে তুমি আমাদের পাপের জন্য এই সমস্ত কিছু আমাদের উপর এনেছ।
6কেননা আমরা পাপ করেছি এবং অন্যায় করেছি, তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি।
7 সব কিছুতেই আমরা লঙ্ঘন করেছি, তোমার আজ্ঞা মান্য করি নি, পালন করি নি, তুমি আমাদের আজ্ঞা অনুসারে কাজ করি নি, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়।
8 সেইজন্য তুমি আমাদের উপর যা কিছু এনেছ এবং আমাদের প্রতি যা কিছু করেছ সবই তুমি সত্য বিচারে করেছ।
9 এবং আপনি আমাদের অনাচারী শত্রুদের হাতে, ঈশ্বরের সবচেয়ে ঘৃণাপূর্ণ পরিত্যাগকারী এবং একজন অন্যায় রাজার হাতে এবং সমস্ত বিশ্বের সবচেয়ে দুষ্টের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
10 আর এখন আমরা মুখ খুলতে পারি না, তোমার দাসদের কাছে আমরা লজ্জা ও নিন্দিত হয়েছি। এবং যারা তোমার উপাসনা করে তাদের কাছে।
11 তবুও তোমার নামের জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করো না, তোমার চুক্তি বাতিল করো না।
12 এবং আপনার প্রিয় ইব্রাহিমের জন্য, আপনার দাস ইসাকের জন্য এবং আপনার পবিত্র ইস্রায়েলের জন্য আপনার দয়া আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না;
13 যাঁদের কাছে তুমি কথা বলেছ এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, তুমি তাদের বীজকে আকাশের তারার মতো এবং সমুদ্রের তীরে থাকা বালির মতো বাড়িয়ে দেবে৷
14কেননা হে প্রভু, আমরা যে কোন জাতির চেয়ে ছোট হয়ে গেছি এবং আমাদের পাপের কারণে আজ সারা পৃথিবীতেই আমাদের অধীন রাখা হয়েছে।
15 এই সময়ে রাজপুত্র, ভাববাদী, নেতা, হোমবলি, বলিদান, নৈবেদ্য, ধূপ, বা আপনার সামনে বলিদান করার এবং করুণা পাওয়ার জায়গা নেই৷
16 তবুও অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং নম্র আত্মায় আমাদের গ্রহণ করা হোক।
17 যেমন মেষ ও ষাঁড়ের পোড়ানো-উৎসর্গের মত, এবং যেমন দশ হাজার মোটাতাজা মেষশাবকের মধ্যে; তেমনি আজকে আমাদের বলি তোমার সামনে থাকুক, এবং মঞ্জুর কর যেন আমরা সম্পূর্ণভাবে তোমার পিছনে যেতে পারি; কারণ তারা এতে লজ্জা পাবে না। তোমার উপর আস্থা রাখো।
18 এবং এখন আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আপনাকে অনুসরণ করি, আমরা আপনাকে ভয় করি এবং আপনার মুখের সন্ধান করি।
19 আমাদের লজ্জিত করবেন না, কিন্তু আপনার প্রেমময় দয়া এবং আপনার অগণিত করুণা অনুসারে আমাদের সাথে ব্যবহার করুন।
20 তোমার আশ্চর্য কাজ অনুসারে আমাদেরও উদ্ধার কর এবং হে প্রভু, তোমার নামের গৌরব কর, এবং যারা তোমার দাসদের ক্ষতি করে তারা সকলে লজ্জিত হোক।
21 এবং তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও শক্তিতে বিস্মিত হোক এবং তাদের শক্তি ভেঙ্গে যাক;
22 এবং তাদের জানাতে দিন যে আপনিই ঈশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের মহিমান্বিত৷
23 আর রাজার দাসেরা, যারা সেগুলো ঢুকিয়েছিল, তারা রোসিন, পিচ, টো এবং ছোট কাঠ দিয়ে চুলা গরম করতে ক্ষান্ত হয়নি;
24 যাতে শিখা চুল্লি থেকে ঊনচল্লিশ হাত উপরে প্রবাহিত হয়।
25 আর তা মধ্য দিয়ে চলে গেল এবং চুল্লির আশেপাশে যে সব ক্যালদীয়দের পাওয়া গেল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলল।
26 কিন্তু সদাপ্রভুর দূত আজরিয়া ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে উনুনে নেমে এলেন এবং চুলা থেকে আগুনের শিখা নিভিয়ে দিলেন৷
27 এবং চুল্লির মাঝখানে একটি আর্দ্র বাঁশির মতো বাতাস তৈরি করলেন, যাতে আগুন তাদের কিছুতেই স্পর্শ করেনি, তাদের ক্ষতি বা কষ্টও দেয়নি।
28তখন তিনজন, এক মুখের মতো, চুল্লিতে ঈশ্বরের প্রশংসা, মহিমা ও আশীর্বাদ করলেন, বললেন,
29 হে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু ঈশ্বর, তুমি ধন্য: এবং চিরকালের জন্য সকলের উপরে প্রশংসিত ও মহিমান্বিত হও।
30 এবং ধন্য তোমার মহিমান্বিত এবং পবিত্র নাম: এবং চিরকালের জন্য সকলের উপরে প্রশংসিত ও উচ্চতর হতে হবে৷
31 তোমার পবিত্র মহিমার মন্দিরে তুমি ধন্য: এবং চিরকালের জন্য সকলের উপরে প্রশংসিত ও মহিমান্বিত হও৷
32 ধন্য তুমি যে গভীরতা দেখছ এবং করুবিদের উপরে বসে আছ, এবং চিরকালের জন্য সকলের উপরে প্রশংসা ও মহিমান্বিত হও।
33 তোমার রাজ্যের মহিমান্বিত সিংহাসনে তুমি ধন্য এবং চিরকালের জন্য সকলের উপরে প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।
34 স্বর্গের আকাশে তুমি ধন্য: এবং সর্বোপরি চিরকালের জন্য প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

35 হে প্রভুর সমস্ত কাজ, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে সর্বোপরি
মহিমান্বিত কর,
36 হে স্বর্গ, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর
এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
37 হে প্রভুর ফেরেশতাগণ, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে সর্বোপরি
মহিমান্বিত কর।
38 হে স্বর্গের উপরে থাকা সমস্ত জলরাশি, তোমরা
প্রভুকে আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য
তাঁর প্রশংসা কর।
39 হে প্রভুর সমস্ত শক্তি, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে সর্বোপরি
মহিমান্বিত কর৷
40 হে সূর্য ও চন্দ্র, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর; প্রশংসা
কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
41 হে স্বর্গের নক্ষত্রগণ, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ কর।
42 হে প্রতিটি ঝরনা এবং শিশির, তোমরা প্রভুর আশীর্বাদ
কর: প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত
কর৷
43 হে সমস্ত বায়ু, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর,
চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং সকলের উপরে
মহিমান্বিত কর,
44 হে অগ্নি ও তাপ, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর; তাঁর
প্রশংসা কর ও মহিমান্বিত কর৷ সব আছে চিরকালের
জন্য।
45 হে শীত ও গ্রীষ্ম, তোমরা প্রভুর আশীর্বাদ কর,
চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা ও মহিমা কর৷
46 হে শিশির ও তুষার ঝড়, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর।
47 হে রাত্রি ও দিন, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর;
চিরকালের জন্য তাঁকে সকলের উপরে আশীর্বাদ কর ও
মহিমান্বিত কর।
48 হে আলো ও অন্ধকার, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
49 হে বরফ এবং ঠান্ডা, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে সর্বোপরি
মহিমান্বিত কর।
50 হে তুষার ও তুষার, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য সর্বোপরি তাঁকে
মহিমান্বিত কর।
51 হে বিদ্যুত ও মেঘ, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর;
প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
52 হে পৃথিবী সদাপ্রভুর আশীর্বাদ করুক; চিরকালের
জন্য তাঁর প্রশংসা ও মহিমা কর।
53 হে পর্বত ও ছোট পাহাড়, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ
কর: চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং সকলের
উপরে মহিমান্বিত কর।
54 হে পৃথিবীতে জন্মানো সমস্ত প্রাণী, তোমরা প্রভুকে
আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে
মহিমান্বিত কর৷
55 হে পর্বতমালা, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং সর্বোপরি
মহিমান্বিত কর।
56 হে সাগর ও নদী, তোমরা প্রভুর আশীর্বাদ কর,
চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং সকলের উপরে
মহিমান্বিত কর।
57 ওহে তিমিরা, এবং জলে চলাফেরাকারী সকল, প্রভুকে
আশীর্বাদ কর: চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং
সর্বোত্তম কর।
58 হে আকাশের সকল পাখীগণ, তোমরা প্রভুর আশীর্বাদ
কর, সর্বকালের জন্য তাঁর প্রশংসা কর এবং সর্বোত্তম
কর।
59 হে সকল পশু ও গবাদি পশুরা, তোমরা প্রভুর
আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে
মহিমান্বিত কর।
60 হে মানবসন্তানগণ, তোমরা প্রভুর আশীর্বাদ কর;
প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
61 হে ইস্রায়েল, তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্বাদ কর;
চিরকাল তাঁর প্রশংসা কর এবং সর্বোপরি মহিমান্বিত কর।
62 হে সদাপ্রভুর পুরোহিতেরা, প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং সর্বকালের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত কর।
63 হে প্রভুর দাসেরা, তোমরা প্রভুকে আশীর্বাদ কর:
প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য সর্বোপরি তাঁকে
মহিমান্বিত কর৷
64 হে ধার্মিকদের আত্মা ও আত্মা, তোমরা প্রভুকে
আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে
সকলের উপরে মহিমান্বিত কর।
65 হে পবিত্র এবং নম্র হৃদয়ের মানুষ, তোমরা প্রভুকে
আশীর্বাদ কর: প্রশংসা কর এবং চিরকালের জন্য তাঁকে
সর্বোপরি মহিমান্বিত কর।
66 হে আনানিয়া, আজারিয়াস এবং মিসায়েল, প্রভুকে
আশীর্বাদ করুন: চিরকালের জন্য তাঁর প্রশংসা করুন
এবং সর্বোপরি তাঁর মহিমান্বিত হোন: কারণ তিনি
আমাদের নরক থেকে উদ্ধার করেছেন এবং মৃত্যুর হাত
থেকে রক্ষা করেছেন এবং চুল্লির মধ্য থেকে আমাদের
উদ্ধার করেছেন। এবং জ্বলন্ত শিখা: আগুনের মধ্য
থেকেও তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন৷
67 হে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দাও, কারণ তিনি করুণাময়;
তাঁর করুণা চিরকাল স্থায়ী।
68 হে সকলে যারা সদাপ্রভুর উপাসনা কর, দেবগণের
ঈশ্বরকে আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রশংসা কর এবং তাঁকে
ধন্যবাদ দাও, কারণ তাঁর করুণা চিরকাল স্থায়ী।



সুজানা

অধ্যায় 1

1 ব্যাবিলনে যোয়াকিম নামে এক লোক বাস করত।
2 আর তিনি একজন স্ত্রীকে বিয়ে করলেন, যার নাম সুজানা, চেলসিয়াসের মেয়ে, খুব সুন্দরী মহিলা এবং প্রভুকে ভয় করতেন৷
3 তার বাবা-মাও ধার্মিক ছিলেন এবং মোশির আইন অনুসারে তাদের মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
4 এখন যোয়াকিম একজন মহান ধনী ব্যক্তি ছিলেন, এবং তার বাড়ির সাথে মিলিত একটি সুন্দর বাগান ছিল, এবং ইহুদীরা তার কাছে আশ্রয় নিত৷ কারণ তিনি অন্য সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন।
5 একই বছর বিচারক হওয়ার জন্য জনগণের প্রাচীনদের মধ্যে দুজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেমন প্রভু বলেছিলেন যে প্রাচীন বিচারকদের কাছ থেকে ব্যাবিলন থেকে দুষ্টতা এসেছিল, যারা লোকেদের শাসন করতেন বলে মনে হয়েছিল।
6 এরা যোয়াকিমের বাড়িতে অনেক কিছু রাখত, আর যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ির মামলা ছিল, সবই তাঁদের কাছে এল৷
7 দুপুরবেলা যখন লোকেরা চলে গেল, তখন সুজানা তার স্বামীর বাগানে বেড়াতে গেল।
8 আর সেই দুই বৃদ্ধ তাকে প্রতিদিন ঢুকতে ও হাঁটতে দেখলেন৷ যাতে তাদের লালসা তার প্রতি স্ফীত হয়।
9 এবং তারা তাদের নিজেদের মন বিকৃত করেছে, এবং তাদের চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা স্বর্গের দিকে তাকাতে না পারে এবং ন্যায়বিচারের কথা মনে রাখতে পারে না৷
10 এবং যদিও তারা উভয়েই তার প্রেমে আহত হয়েছিল, তবুও কেউ তার দুঃখ প্রকাশ করার সাহস করেনি।
11 কারণ তারা তাদের লালসা প্রকাশ করতে লজ্জিত হয়েছিল, তারা তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিল৷
12তবুও তারা তাকে দেখার জন্য দিন দিন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখত।
13 আর একজন অপরজনকে বলল, চল এখন বাড়ি যাই, কারণ রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে৷
14 তারপর তারা বেরিয়ে গিয়ে একজনকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার ফিরে এসে একই জায়গায় এলো৷ এবং তার পরে তারা একে অপরকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা তাদের কামনার কথা স্বীকার করেছিল: তারপর তারা উভয়ে একসাথে একটি সময় নির্ধারণ করেছিল, যখন তারা তাকে একা পাবে।
15 এবং এটি পড়ে গেল, যখন তারা উপযুক্ত সময় দেখছিল, সে আগের মতোই কেবল দুটি দাসীর সাথে ভিতরে গেল, এবং সে বাগানে নিজেকে ধুয়ে ফেলতে চাইছিল: কারণ এটি গরম ছিল৷
16 এবং সেখানে দুই বৃদ্ধ ছাড়া আর কোন দেহ ছিল না, যারা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল এবং তাকে দেখছিল৷
17 তারপর সে তার দাসীদের বলল, আমার জন্য তেল এবং ধোয়ার বল নিয়ে এস এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দাও যাতে আমি আমাকে ধুয়ে দিতে পারি।
18 এবং তিনি তাদের কথা মতোই করলেন, এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দিলেন, এবং তিনি তাদের যা আদেশ করেছিলেন তা আনার জন্য তারা নিজেরাই গোপন দরজায় বেরিয়ে গেল; কিন্তু তারা প্রবীণদের দেখতে পেল না, কারণ তারা লুকিয়ে ছিল৷
19 দাসীরা যখন চলে গেল, তখন দুই বৃদ্ধ উঠে তার কাছে দৌড়ে এসে বললেন,
20 দেখ, বাগানের দরজা বন্ধ, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না, এবং আমরা তোমার প্রেমে পড়েছি; তাই আমাদের সাথে সম্মতি দিন এবং আমাদের সাথে শয়ন করুন।
21 তুমি যদি না চাও, আমরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব যে, তোমার সঙ্গে একজন যুবক ছিল, আর সেইজন্য তুমি তোমার দাসীকে তোমার কাছ থেকে বিদায় করে দিয়েছ৷
22 তারপর সুজানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি সব দিক দিয়েই ক্ষতবিক্ষত, কারণ আমি যদি এই কাজটি করি তবে তা আমার জন্য মৃত্যু; আর যদি আমি তা না করি তবে আমি তোমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারব না৷
23 সদাপ্রভুর চোখে পাপ করার চেয়ে তোমার হাতে না পড়া আমার পক্ষে ভাল।
24 এই বলে সুজানা জোরে চিৎকার করে উঠল, আর দুই প্রবীণ তার বিরুদ্ধে চিৎকার করল।
25 তারপর একজন দৌড়ে গিয়ে বাগানের দরজা খুলে দিল।
26 তাই বাড়ির চাকরেরা বাগানে কান্নার আওয়াজ শুনে তার প্রতি কী করা হয়েছে তা দেখার জন্য গোপন দরজায় ছুটে গেল৷
27 কিন্তু প্রবীণরা যখন তাদের বিষয় ঘোষণা করলেন, তখন দাসেরা খুব লজ্জিত হল, কারণ সুজানাকে নিয়ে এমন কোনও রিপোর্ট কখনও হয়নি৷
28 এবং পরের দিন, যখন লোকেরা তার স্বামী জোয়াকিমের কাছে একত্রিত হয়েছিল, তখন দুই প্রবীণও তাকে হত্যা করার জন্য সুজানার বিরুদ্ধে দুষ্টু কল্পনায় পূর্ণ হয়েছিল;
29 তিনি লোকদের সামনে বললেন, যোয়াকিমের স্ত্রী চেলসিয়ার কন্যা সুজানাকে ডেকে পাঠাও৷ এবং তাই তারা পাঠিয়েছে।
30 তাই সে তার বাবা, মা, তার সন্তানদের এবং তার সমস্ত আত্মীয়দের সাথে এল৷
31 এখন সুজানা একজন অত্যন্ত সূক্ষ্ম মহিলা এবং দেখতে সুন্দর ছিল৷
32 এবং এই দুষ্ট লোকেরা তার মুখ খুলতে আদেশ করেছিল, (কারণ সে ঢাকা ছিল) যাতে তারা তার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়।

33 তাই তার বন্ধুরা এবং যারা তাকে দেখেছিল তারা সবাই কাঁদছিল।
34 তখন সেই দুই বৃদ্ধ লোকদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তার মাথায় হাত রাখলেন।
35 আর সে কাঁদতে কাঁদতে স্বর্গের দিকে তাকাল, কারণ তার হৃদয় প্রভুতে বিশ্বাস করেছিল।
36 আর প্রবীণরা বললেন, আমরা বাগানে একা হাঁটতে হাঁটতে এই স্ত্রীলোকটি দু'জন দাসী নিয়ে ভিতরে এসে বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাসীদের বিদায় দিল।
37 তখন সেখানে লুকিয়ে থাকা এক যুবক তার কাছে এসে তার সঙ্গে শুয়ে পড়ল।
38 তারপর আমরা যারা বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম, এই দুষ্টতা দেখে তাদের কাছে দৌড়ে গেলাম।
39 এবং যখন আমরা তাদের একসাথে দেখলাম, আমরা যে লোকটিকে ধরে রাখতে পারিনি, কারণ সে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, এবং দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল।
40 কিন্তু এই স্ত্রীলোকটিকে ধরে নিয়ে আমরা যুবকটি কে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু সে আমাদের কিছু বলল না, আমরা এইসব সাক্ষ্য দিচ্ছি।
41তখন মণ্ডলী তাহাদিগকে বিশ্বাস করিল, যাহারা লোকেদের বৃদ্ধ ও বিচারক, তাহাতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল।
42 তারপর সুজানা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে চিরস্থায়ী ঈশ্বর, যিনি গোপন কথা জানেন এবং সবকিছু হওয়ার আগেই তিনি জানেন:
43 তুমি জানো যে তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, আর দেখ, আমাকে মরতে হবে; যদিও এই লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণভাবে উদ্ভাবন করেছে এমন কাজ আমি কখনও করিনি।
44 আর প্রভু তার কণ্ঠস্বর শুনলেন।
45অতএব যখন তাকে মৃত্যুদণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন প্রভু এক যুবকের পবিত্র আত্মাকে উত্থাপন করেছিলেন যার নাম ছিল ড্যানিয়েল:
46 কে চিৎকার করে বলল, আমি এই মহিলার রক্ত থেকে পরিষ্কার হয়েছি।
47তখন সমস্ত লোক যীশুর দিকে ফিরিয়া গেল এবং কহিল, তুমি যে কথা বলছ তার মানে কি?
48 তখন তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইস্রায়েল-সন্তানরা, তোমরা কি এমন মূর্খ যে, সত্যের পরীক্ষা বা জ্ঞান ছাড়াই তোমরা ইস্রায়েলের কন্যাকে দোষী করেছ?
49 আবার বিচারের জায়গায় ফিরে যাও, কারণ তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।
50 সেইজন্য সমস্ত লোক তাড়াহুড়ো করে আবার ফিরে গেল, এবং প্রবীণরা তাঁকে বললেন, আসুন, আমাদের মধ্যে বসুন এবং আমাদের দেখান, কারণ ঈশ্বর আপনাকে একজন প্রাচীনের সম্মান দিয়েছেন।
51 তখন দানিয়েল তাদের বললেন, 'এই দুজনকে অন্যের থেকে দূরে রাখো, আমি তাদের পরীক্ষা করব।'
52 তাই যখন তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের একজনকে ডেকে বললেন, ওহে তুমি যে দুষ্টতায় বৃদ্ধ হয়েছ, এখন তোমার পাপগুলি প্রকাশ পেয়েছে যা তুমি আগে করেছ।
53 কেননা তুমি মিথ্যা বিচার ঘোষণা করেছ এবং নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করেছ এবং দোষীদের মুক্তি দিয়েছ; যদিও প্রভু বলেছেন, নির্দোষ ও ধার্মিকদের হত্যা করবে না।
54 এখন, যদি তুমি তাকে দেখে থাকো, তাহলে বলো, কোন গাছের নিচে তুমি তাদের একসাথে থাকতে দেখেছ? কে উত্তর দিল, একটা মাস্তিক গাছের নিচে।
55 দানিয়েল বললেন, "খুব ভাল! তুমি তোমার নিজের মাথার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছ; কারণ এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের ফেরেশতা তোমাকে দুই ভাগ করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন।
56 তাই তিনি তাকে একপাশে রাখলেন এবং অন্যটিকে আনতে আদেশ করলেন এবং বললেন, 'হে তুমি চানানের বংশধর, যিহূদার নয়, সৌন্দর্য তোমাকে প্রতারিত করেছে এবং লালসা তোমার হৃদয়কে বিকৃত করেছে।'
57 তোমরা ইস্রায়েলের কন্যাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার করেছ, এবং তারা ভয়ে তোমাদের সাথে ছিল।
58 তাই এখন বলুন, কোন গাছের নিচে আপনি তাদের একত্রে নিয়ে গেলেন? কে উত্তর দিলো, একটা হোলম গাছের নিচে।
59 তখন দানিয়েল তাকে বললেন, 'আচ্ছা! তুমি তোমার নিজের মাথার বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলেছ, কারণ ঈশ্বরের ফেরেশতা তোমাকে দুই টুকরো করার জন্য তলোয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছেন, যাতে তিনি তোমাকে ধ্বংস করেন।
60 তাতে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করল, যিনি তাঁর উপর বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন।
61 আর তারা দুই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে উঠল, কারণ দানিয়েল তাদের নিজের মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
62 এবং মোশির আইন অনুসারে তারা তাদের প্রতি এমন আচরণ করেছিল যা তারা তাদের প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণভাবে করতে চেয়েছিল এবং তারা তাদের হত্যা করেছিল। এভাবে সেদিনই রক্ষা পায় নিরীহ রক্ত।
63 তাই চেলসিয়াস এবং তার স্ত্রী তাদের কন্যা সুজানা, তার স্বামী জোয়াকিম এবং সমস্ত আত্মীয়ের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তার মধ্যে কোন অসততা পাওয়া যায়নি।
64 সেই দিন থেকে দানিয়েলের লোকদের কাছে খুব সুনাম হল।

Bel and the Dragon



বেল এবং ড্রাগন

অধ্যায় **1**

1 এবং রাজা আস্তিয়াজ তার পূর্বপুরুষদের কাছে একত্রিত হলেন এবং পারস্যের সাইরাস তার রাজ্য লাভ করলেন।
2 আর দানিয়েল রাজার সাথে কথা বললেন, এবং তাঁর সমস্ত বন্ধুদের চেয়ে সম্মানিত হলেন।
3 এখন ব্যাবিলনদের বেল নামে একটি মূর্তি ছিল এবং তার জন্য প্রতিদিন বারোটি বড় মাপের মিহি আটা, চল্লিশটি ভেড়া এবং ছয়টি মদের পাত্র খরচ হত।
4আর রাজা ইহার পূজা করিতেন এবং প্রতিদিন ইহার পূজা করিতে যাইতেন; কিন্তু দানিয়েল আপন ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। রাজা তাকে বললেন, তুমি বেলের উপাসনা কর না কেন?
5 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, কারণ আমি হাত দিয়ে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা করতে পারি না, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরকে, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রাণীর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে।
6 তখন রাজা তাকে বললেন, তুমি কি মনে কর না যে বেল একজন জীবন্ত ঈশ্বর? তুমি কি দেখ না সে প্রতিদিন কত খায় ও পান করে?
7তখন দানিয়েল হেসে বললেন, হে মহারাজ, প্রতারিত হবেন না, কেননা এর ভিতরে শুধু কাদামাটি, আর বাইরে পিতল, আর কখনও কিছু খাননি বা পান করেননি।
8 তখন রাজা রেগে গেলেন এবং তাঁর পুরোহিতদের ডেকে বললেন, "যদি তোমরা আমাকে না বল যে, এই সব খরচ কে গ্রাস করে, তাহলে তোমরা মারা যাবে।
9 কিন্তু আপনি যদি আমাকে প্রমাণ করতে পারেন যে বেল তাদের গ্রাস করেছে, তাহলে ড্যানিয়েল মারা যাবে, কারণ সে বেলের বিরুদ্ধে নিন্দার কথা বলেছে। দানিয়েল বাদশাহকে বললেন, তোমার কথা মতই হোক।
10 এখন বেলের পুরোহিতেরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পাশে ছিল সত্তর দশজন। রাজা দানিয়েলের সঙ্গে বেলের মন্দিরে গেলেন।
11তখন বেলের যাজকরা বললেন, দেখুন, আমরা বাইরে যাচ্ছি; কিন্তু হে রাজা, আপনি মাংস গায়ে দিন এবং দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করুন এবং দ্রুত দরজা বন্ধ করুন এবং আপনার নিজের স্বাক্ষর দিয়ে তা বন্ধ করুন।
12 আর আগামীকাল যখন আপনি ভিতরে আসবেন, যদি আপনি না দেখতে পান যে বেল সব খেয়ে ফেলেছে, তবে আমরা মৃত্যুবরণ করব: নইলে ড্যানিয়েল, যে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলছে।
13 এবং তারা এটিকে খুব কমই বিবেচনা করেছিল: কারণ টেবিলের নীচে তারা একটি গোপন প্রবেশদ্বার তৈরি করেছিল, যার দ্বারা তারা ক্রমাগত প্রবেশ করেছিল এবং সেই জিনিসগুলি গ্রাস করেছিল।
14 তাই তারা চলে গেলে রাজা বেলের সামনে খাবার রাখলেন। দানিয়েল তার দাসদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা ছাই আনতে এবং যা তারা একাই রাজার সামনে সমস্ত মন্দিরে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তারপর তারা বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রাজার সিগনেট দিয়ে সিল করে দিল এবং চলে গেল।
15 রাত্রে যাজকেরা তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন, যেমন তাদের ইচ্ছা ছিল, এবং সমস্ত খাওয়া-দাওয়া করলেন।
16 ভোরবেলা রাজা উঠলেন, দানিয়েল তাঁর সঙ্গে।
17 রাজা বললেন, ড্যানিয়েল, সীলমোহরগুলো কি সুস্থ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ, তারা সুস্থ হও।'
18 এবং ময়দা খোলার সাথে সাথে রাজা টেবিলের দিকে তাকালেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে বেল, তুমি মহান এবং তোমার সাথে কোন ছলনা নেই।
19 তখন ড্যানিয়েল হেসে উঠল, এবং রাজাকে ধরে রাখল যে সে যেন ভিতরে না যায়, এবং বলল, এখন ফুটপাথ দেখ, আর কার পদচিহ্নগুলো ভালো করে চিহ্নিত কর।
20 রাজা বললেন, আমি পুরুষ, নারী ও শিশুদের পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তখন রাজা রেগে গেলেন,
21 এবং যাজকদের তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, যাঁরা তাঁকে গোপন দরজা দেখালেন, যেখানে তারা এসেছিলেন এবং টেবিলের উপর যা ছিল তা খেয়ে ফেললেন।
22অতএব রাজা তাদের হত্যা করলেন এবং বেলকে দানিয়েলের হাতে তুলে দিলেন, যিনি তাঁকে ও তাঁর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।
23 আর সেই জায়গায় একটা বড় ড্রাগন ছিল, যাকে ব্যাবিলনের লোকেরা পূজা করত।
24 রাজা দানিয়েলকে বললেন, "তুমিও কি বলবে যে এটা পিতলের? দেখ, সে বেঁচে আছে, সে খায় ও পান করে; আপনি বলতে পারবেন না যে তিনি কোন জীবন্ত দেবতা নন, তাই তাকে পূজা করুন।
25 তখন দানিয়েল রাজাকে বললেন, আমি আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করব, কারণ তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর।
26কিন্তু হে মহারাজ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তলোয়ার বা লাঠি ছাড়াই এই ড্রাগনটিকে মেরে ফেলব। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ছুটি দিচ্ছি।
27তখন দানিয়েল পিচ, চর্বি ও চুল নিয়ে সেগুলোকে একত্রিত করলেন এবং তা থেকে গলদ তৈরি করলেন; তিনি এটি ড্রাগনের মুখে রাখলেন, ফলে ড্রাগনটি ভেঙ্গে পড়ল; এবং ড্যানিয়েল বললেন, দেখ, এরা দেবতা। উপাসনা
28 এই কথা শুনে ব্যাবিলনের লোকেরা ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করল এবং রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলল, রাজা একজন ইহুদী হয়ে গেছেন এবং তিনি বেলকে ধ্বংস করেছেন, তিনি ড্রাগনটিকে মেরে ফেলেছেন এবং পুরোহিতদের হত্যা করেছেন।
29 তখন তারা রাজার কাছে এসে বলল, দানিয়েলকে আমাদের উদ্ধার করুন, নইলে আমরা আপনাকে ও আপনার বাড়ি ধ্বংস করব।
30এখন রাজা যখন দেখলেন যে তারা তাকে কষ্ট দিচ্ছে, বাধ্য করছে, তখন তিনি দানিয়েলকে তাদের হাতে তুলে দিলেন।
31যিনি তাঁকে সিংহের খাদে ফেলে দিলেন, যেখানে তিনি ছয় দিন ছিলেন।
32 আর সেই গুহায় সাতটি সিংহ ছিল, এবং তারা তাদের প্রতিদিন দুটি মৃতদেহ ও দুটি ভেড়া দিত; যা তাদের দেওয়া হয়নি, যাতে তারা দানিয়েলকে গ্রাস করতে পারে।
33 ইহুদীতে হাব্বাকুক নামে একজন ভাববাদী ছিলেন, যিনি হাঁড়ি তৈরি করতেন এবং একটি পাত্রে রুটি ভেঙ্গে ক্ষেতের মধ্যে যাচ্ছিলেন, যাতে তা কাটানোর জন্য নিয়ে আসেন।
34 কিন্তু সদাপ্রভুর দূত হাব্বাকুককে বললেন, যাও, তোমার যে রাতের খাবার ব্যাবিলনে আছে তা সিংহের খাদে থাকা দানিয়েলের কাছে নিয়ে যাও।
35 আর হাব্বাকুক বললেন, প্রভু, আমি ব্যাবিলনকে দেখিনি; আমিও জানি না গুদামটা কোথায়।
36 তারপর প্রভুর দূত তাকে মুকুট ধরে নিয়ে তার মাথার চুল দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন এবং তার আত্মার প্রবলতায় তাকে ব্যাবিলনে খাদের ওপরে স্থাপন করলেন।
37 আর হাব্বাকুক চিৎকার করে বললেন, হে দানিয়েল, ড্যানিয়েল, ঈশ্বর তোমাকে যে রাতের খাবার পাঠিয়েছেন তা নাও।
38 আর দানিয়েল বললেন, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে স্মরণ করেছ; যারা তোমাকে খোঁজে ও তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাদের পরিত্যাগ করো নি।
39তখন দানিয়েল উঠিয়া আহার করিলেন, এবং সদাপ্রভুর দূত হব্বাকুককে তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের স্থানে বসাইলেন।
40 সপ্তম দিনে রাজা দানিয়েলকে বিলাপ করতে গেলেন, আর যখন তিনি গুহার কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, দানিয়েল বসে আছেন।
41 তখন রাজা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'দানিয়েলের মহান প্রভু ঈশ্বর, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।'
42 আর তিনি তাকে টেনে বের করে আনলেন এবং যাঁরা তাঁর ধ্বংসের কারণ ছিল তাদের গুহায় ফেলে দিলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা তাঁর মুখের সামনে গ্রাস হয়ে গেল।



Prayer of Manasseh

মনঃশির প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জ্যাকব এবং তাদের ধার্মিক বংশের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তার সমস্ত অলঙ্কার সহ; তোমার আদেশের দ্বারা সমুদ্রকে বেঁধে রেখেছে; যিনি আপনার ভয়ঙ্কর ও মহিমান্বিত নাম দ্বারা গভীরকে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তা বন্ধ করে দিয়েছেন; যাঁকে সমস্ত মানুষ ভয় পায় এবং তোমার ক্ষমতার সামনে কাঁপে। কারণ আপনার মহিমার মহিমা বহন করা যায় না, এবং পাপীদের প্রতি আপনার রাগান্বিত হুমকি গুরুত্বপূর্ণ: কিন্তু আপনার করুণাময় প্রতিশ্রুতি অপরিমিত এবং অন্বেষণযোগ্য; কেননা তুমি পরমেশ্বর প্রভু, মহান করুণাময়, ধৈর্যশীল, পরম করুণাময় এবং মানুষের মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত। আপনি, হে প্রভু, আপনার মহান ধার্মিকতা অনুসারে যারা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদের জন্য অনুতাপ ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: এবং আপনার অসীম করুণা পাপীদের জন্য অনুতাপ নিযুক্ত করেছেন যাতে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে। অতএব, হে প্রভু, আপনি ধার্মিকদের ঈশ্বর, আপনি ধার্মিকদের জন্য অনুতাপ নিযুক্ত করেন নি, যেমন অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের জন্য, যারা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেনি; কিন্তু আপনি আমার জন্য অনুতাপ নিযুক্ত করেছেন যে একজন পাপী, কারণ আমি সমুদ্রের বালির সংখ্যার চেয়েও বেশি পাপ করেছি। হে সদাপ্রভু, আমার পাপ বহুগুণ বেড়েছে: আমার পাপ বহুগুণ বেড়েছে, এবং আমি আমার পাপের জন্য স্বর্গের উচ্চতা দেখার যোগ্য নই। আমি অনেক লোহার ব্যান্ড দিয়ে প্রণাম করেছি, আমি আমার মাথা তুলতে পারি না, কোনো মুক্তিও নেই: কারণ আমি তোমার ক্রোধ প্ররোচিত করেছি এবং তোমার সামনে খারাপ কাজ করেছি: আমি তোমার ইচ্ছা পালন করিনি, তোমার আদেশ পালন করিনি: আমি সেট করেছি। জঘন্য কাজ করে, এবং বহুগুণ অপরাধ করেছে। তাই এখন আমি আমার হৃদয়ের নতজানু, আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। আমি পাপ করেছি, হে প্রভু, আমি পাপ করেছি, এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি: তাই, আমি বিনীতভাবে আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে ক্ষমা করুন, হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পাপ দিয়ে আমাকে ধ্বংস করবেন না। আমার জন্য মন্দ সংরক্ষণ করে চিরকাল আমার উপর রাগ করো না; পৃথিবীর নিচের অংশে আমাকে নিন্দা করো না। কেননা তুমিই ঈশ্বর, এমনকী যারা অনুতপ্ত তাদেরও ঈশ্বর; এবং আমার মধ্যে আপনি আপনার সমস্ত মঙ্গল প্রকাশ করবেন: কারণ আপনি আমাকে রক্ষা করবেন, যে আপনার মহান করুণা অনুসারে অযোগ্য। তাই আমি আমার জীবনের সমস্ত দিন চিরকাল তোমার প্রশংসা করব; কারণ আকাশের সমস্ত শক্তি তোমার প্রশংসা করে এবং চিরকালের জন্য তোমারই মহিমা। আমীন।



প্রথম ম্যাকাবিস

অধ্যায় 1

1এবং এমন হল, ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডার, ম্যাসিডোনিয়ান,
যিনি চেট্টিম দেশ থেকে বেরিয়ে এসে পারস্য ও মাদীয়দের রাজা
দারিয়ুসকে পরাজিত করেছিলেন, তার স্থলাভিষিক্ত তিনি প্রথম গ্রীসের
উপরে রাজত্ব করেছিলেন,
2 এবং অনেক যুদ্ধ করে, অনেক শক্তিশালী দখলে জয়লাভ করে
এবং পৃথিবীর রাজাদের হত্যা করে,
3 এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে গেলেন, এবং বহু জাতির লুটের
জিনিসপত্র নিয়ে গেলেন, এতটা যে পৃথিবী তাঁর সামনে শান্ত ছিল;
অতঃপর তাকে উন্নীত করা হয় এবং তার হৃদয় উঁচু করা হয়।
4 এবং তিনি একটি শক্তিশালী শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন
এবং দেশ, জাতি এবং রাজাদের উপর শাসন করেছিলেন, যারা তাঁর
উপনদী হয়েছিলেন।
5 এই ঘটনার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বুঝতে পারলেন যে
তাঁর মৃত্যু হবে৷
6 সেইজন্য তিনি তাঁর ভৃত্যদের ডেকেছিলেন, যাঁরা সম্মানিত ছিলেন,
এবং যৌবনকাল থেকেই তাঁর সাথে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, এবং
তিনি জীবিত থাকাকালীন তাদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করেছিলেন।
7 তাই আলেকজান্ডার বারো বছর রাজত্ব করেন, তারপর মারা যান।
8 আর তাঁর দাসেরা প্রত্যেককে তাঁর জায়গায় শাসন করতেন।
9 এবং তার মৃত্যুর পর তারা সবাই নিজেদের উপর মুকুট পরল;
অনেক বছর ধরে তাদের ছেলেরা তাই করেছিল, আর পৃথিবীতে
মন্দতা বেড়ে গিয়েছিল।
10 এবং তাদের মধ্য থেকে একটি দুষ্ট শিকড় বের হয়েছিল
অ্যান্টিওকাস উপাধি নামক এপিফেনেস, অ্যান্টিওকাস রাজার পুত্র,
যিনি রোমে জিম্মি ছিলেন এবং তিনি গ্রীকদের রাজ্যের একশত
পঁয়ত্রিশ বছরে রাজত্ব করেছিলেন।
11 সেই দিনগুলিতে ইস্রায়েল থেকে দুষ্ট লোকেরা বের হয়ে গিয়েছিল,
যারা অনেককে প্ররোচিত করেছিল এবং বলেছিল, আসুন আমরা যাই
এবং আমাদের চারপাশের জাতিদের সাথে একটি চুক্তি করি, কারণ
তাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা অনেক দুঃখ
পেয়েছি।
12 তাই এই যন্ত্রটি তাদের ভালই খুশি করেছিল৷
13 তখন কিছু লোক এখানে এতটাই এগিয়ে ছিল যে, তারা রাজার
কাছে গেল, যিনি তাদের বিধর্মীদের নিয়ম অনুসারে কাজ করার
লাইসেন্স দিয়েছিলেন:
14 তারপর তারা জাতিদের রীতি অনুসারে জেরুজালেমে
অনুশীলনের জায়গা তৈরি করেছিল:
15 এবং নিজেদেরকে সুন্নত করা হয়নি, এবং পবিত্র চুক্তি পরিত্যাগ
করেছিল, এবং নিজেদেরকে জাতিদের সাথে যুক্ত করেছিল এবং
অপকর্ম করার জন্য বিক্রি হয়েছিল৷
16 এখন যখন অ্যান্টিওকাসের আগে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন
তিনি মিশরে রাজত্ব করার চিন্তা করেছিলেন যাতে তিনি দুটি রাজ্যের
আধিপত্য পেতে পারেন।
17 সেইজন্য তিনি রথ, হাতি, ঘোড়সওয়ার এবং একটি বড় নৌবাহিনী
নিয়ে একটি বিশাল জনতা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করলেন,
18 এবং মিশরের রাজা টলেমীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু
টলেমী তাকে ভয় পেয়ে পালিয়েছিলেন; এবং অনেক মারা গিয়েছিল।
19 এইভাবে তারা মিশর দেশে শক্তিশালী শহরগুলি পেয়েছিল এবং
তিনি সেখানকার লুটের জিনিসপত্র নিয়েছিলেন।
20 আর অ্যান্টিওকাস মিশরকে পরাজিত করার পর, তিনি আবার
একশত চল্লিশ বছরে ফিরে আসেন, এবং ইস্রায়েল ও জেরুজালেমের
বিরুদ্ধে একটি বিশাল জনতা নিয়ে যুদ্ধ করেন,
21 এবং গর্বের সাথে মন্দিরে প্রবেশ করে সোনার বেদী, আলোর
দীপাধার এবং তার সমস্ত পাত্র কেড়ে নিলেন,
22 এবং শোভা রুটির টেবিল, ঢালা পাত্র এবং শিশি. এবং সোনার
ধূপধূনো, ঘোমটা, মুকুট এবং মন্দিরের সামনে সোনার অলঙ্কার, যা
তিনি টেনে নিয়েছিলেন।
23 তিনি রূপা, সোনা এবং মূল্যবান পাত্রগুলিও নিয়ে গেলেন, তিনি যে
গুপ্ত ধন খুঁজে পেয়েছিলেন তাও তিনি নিয়েছিলেন।
24 আর তিনি সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে নিজের দেশে চলে গেলেন,
একটা বড় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে খুব গর্বের সাথে কথা বললেন।
25 সেইজন্য ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায়, যেখানে তারা ছিল সেখানে
মহা শোকের ছায়া ছিল৷
26 যাতে রাজপুত্র ও প্রবীণরা শোক প্রকাশ করে, কুমারী ও যুবকদের
দুর্বল করে দেওয়া হয় এবং মহিলাদের সৌন্দর্য পরিবর্তিত হয়।
27 প্রত্যেক বরই বিলাপ করলো, আর যে বিয়ের আসরে বসেছিল সে
খুব কষ্টে ছিল,
28 সেখানকার বাসিন্দাদের জন্যও জমি স্থানান্তরিত হল এবং
যাকোবের সমস্ত গৃহ বিভ্রান্তিতে ঢেকে গেল।
29 এবং দুই বছর সম্পূর্ণরূপে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজা তাঁর
প্রধান কর আদায়কারীকে যিহূদার শহরগুলিতে পাঠালেন, যিনি প্রচুর
জনতা নিয়ে জেরুজালেমে এসেছিলেন,
30 এবং তাদের কাছে শান্তির কথা বলল, কিন্তু সবই ছিল প্রতারণা,
কারণ যখন তারা তাকে বিশ্বাস করেছিল, তখন তিনি হঠাৎ শহরের
ওপর পড়ে গেলেন, এবং তাকে খুব কষ্ট দিয়েছিলেন এবং ইস্রায়েলের
অনেক লোককে ধ্বংস করেছিলেন৷
31 আর তিনি শহরের লুটের জিনিসপত্র নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে
দিলেন এবং চারপাশের বাড়িঘর ও দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।
32কিন্তু স্ত্রীলোক ও শিশুরা তাদের বন্দী করে গবাদি পশু অধিকার
করল।
33 তারপর তারা দায়ূদ-শহরকে একটি বড় ও মজবুত প্রাচীর ও
শক্তিশালী বুরুজ দিয়ে গড়ে তুলেছিল এবং তাদের জন্য এটিকে
শক্তিশালী করে তুলেছিল।
34 এবং তারা সেখানে একটি পাপী জাতি, দুষ্ট লোকদের স্থাপন
করেছিল এবং সেখানে নিজেদেরকে শক্তিশালী করেছিল৷
35তারা অস্ত্রশস্ত্র ও খাবারের জিনিসপত্র দিয়েও তা সঞ্চয় করে রাখল
এবং জেরুজালেমের লুটের জিনিসপত্র একত্র করে সেখানেই রাখল,
আর তাতে তারা একটা কঠিন ফাঁদে পরিণত হল।
36 কেননা তা ছিল পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে অপেক্ষা করার জায়গা এবং
ইস্রায়েলের দুষ্ট প্রতিপক্ষ।
37 এইভাবে তারা পবিত্র স্থানের চারপাশে নির্দোষ রক্তপাত করেছিল
এবং তা অপবিত্র করেছিল:
38 এত বেশি যে জেরুজালেমের বাসিন্দারা তাদের কারণে পালিয়ে
গিয়েছিল: যার ফলে শহরটি অপরিচিতদের আবাসস্থলে পরিণত
হয়েছিল এবং তার মধ্যে যারা জন্মেছিল তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে
উঠেছিল; এবং তার নিজের সন্তানরা তাকে ছেড়ে চলে গেল।
39 তার পবিত্র স্থান মরুভূমির মত নষ্ট হয়ে গেছে, তার ভোজ শোকে
পরিণত হয়েছে, তার বিশ্রামবার তার সম্মানকে অপমানে পরিণত
করেছে৷
40 তার গৌরব যেমন ছিল, তেমনি তার অসম্মানও বেড়েছে এবং তার
মহিমা শোকে পরিণত হয়েছে৷
41 তাছাড়া রাজা অ্যান্টিওকাস তাঁর সমগ্র রাজ্যকে লিখেছিলেন যে,
সকলে যেন এক প্রজা হয়,
42 এবং প্রত্যেকেরই তার আইন ত্যাগ করা উচিত: তাই রাজার
আদেশ অনুসারে সমস্ত জাতি একমত হল।
43 হ্যাঁ, অনেক ইস্রায়েলীয়ও তাঁর ধর্মে সম্মত হয়েছিল, এবং মূর্তির
কাছে বলিদান করেছিল এবং বিশ্রামবারকে অপবিত্র করেছিল৷
44 কারণ রাজা জেরুজালেম এবং যিহূদার শহরগুলিতে
বার্তাবাহকদের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা দেশের
অদ্ভুত আইন মেনে চলে,
45 এবং মন্দিরে হোমবলি, বলি এবং পেয় নৈবেদ্য নিষিদ্ধ করুন৷ এবং
তারা যেন বিশ্রামবার ও উৎসবের দিনগুলোকে অপবিত্র করে।
46 আর পবিত্র স্থান ও পবিত্র লোকদের অপবিত্র কর।
47 বেদী, খাঁজ, মূর্তিগুলির চ্যাপেল স্থাপন করুন, এবং শূকরের মাংস
এবং অশুচি জন্তু বলিদান করুন:
48 যাতে তারা তাদের সন্তানদেরও সুন্নত না করে রেখে যায় এবং
তাদের আত্মাকে সমস্ত রকমের অশুচিতা ও অপবিত্রতা দিয়ে ঘৃণ্য
করে তোলে৷
49 শেষ পর্যন্ত তারা আইন ভুলে যেতে পারে, এবং সমস্ত অধ্যাদেশ
পরিবর্তন করতে পারে।
50 আর যে কেউ রাজার হুকুম অনুসারে কাজ না করবে, সে বলেছিল,
তাকে মরতে হবে।
51 একইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্যের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং
সমস্ত লোকদের উপরে তত্ত্বাবধায়কদের নিযুক্ত করেছিলেন, যিহূদার
শহরগুলিকে নগরে শহরে বলিদানের আদেশ দিয়েছিলেন।

52 তখন অনেক লোক তাদের কাছে জড়ো হয়েছিল, যারা আইন পরিত্যাগ করেছিল তাদের প্রত্যেককে বোঝানোর জন্য। তাই তারা দেশে অন্যায় করেছে।
53 এবং ইস্রায়েলীয়দের গোপন স্থানে তাড়িয়ে দিল, এমনকি তারা যেখানেই সাহায্যের জন্য পালিয়ে যেতে পারে।
54 এখন একশত পঁয়তাল্লিশ বছরের ক্যাসলিউ মাসের পনেরোতম দিনে, তারা বেদীর উপরে ধ্বংসের ঘৃণ্য মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং যিহূদার শহরগুলির চারপাশে প্রতিমা বেদি তৈরি করেছিল।
55 এবং তাদের বাড়ির দরজায় এবং রাস্তায় ধূপ জ্বালিয়েছিল।
56 তারা বিধি-ব্যবস্থার পুস্তকগুলিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলল।
57 আর যার কাছে নিয়মের কোন বই পাওয়া যায় বা কেউ যদি আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে, রাজার আদেশ ছিল, তারা যেন তাকে হত্যা করে।
58 এইভাবে তারা তাদের কর্তৃত্ব অনুসারে প্রতি মাসে ইস্রায়েলীয়দের কাছে, যতগুলি শহরে পাওয়া গিয়েছিল তাদের কাছে এইভাবে করত।
59 এখন মাসের পঞ্চাশতম দিনে তারা ঈশ্বরের বেদীর উপরে মূর্তি বেদীতে বলিদান করল।
60 সেই সময়ে আজ্ঞা অনুসারে তারা কতিপয় স্ত্রীলোককে হত্যা করেছিল, যা তাদের সন্তানদের খৎনা করাতে বাধ্য করেছিল।
61 এবং তারা শিশুদের গলায় ঝুলিয়ে দিল, তাদের বাড়িঘরে গুলি চালাল, এবং যারা তাদের সুন্নত করেছিল তাদের মেরে ফেলল।
62তবুও ইস্রায়েলের অনেকে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল এবং নিজেদের মধ্যে কোন অশুচি জিনিস খাবে না বলে নিশ্চিত ছিল।
63 সেইজন্য তারা মরতে চেয়েছিল, যাতে তারা মাংসে নাপাক না হয় এবং তারা যেন পবিত্র চুক্তিকে অপবিত্র করতে না পারে, তাই তারা মারা গেল।
64 আর ইস্রায়েলের উপর ভীষণ রাগ হল।

অধ্যায় 2

1 সেই সময়ে যোহনের পুত্র মত্তথিয়াস, শিমিয়োনের পুত্র, যোয়ারিব-সন্তানদের একজন যাজক, জেরুজালেম থেকে উঠলেন এবং মোদীনে বাস করলেন।
2 এবং তার পাঁচ পুত্র ছিল, জোয়ানান, যাকে ক্যাডিস বলা হয়:
3 সাইমন; থাসি বলা হয়:
4 জুডাস, যাকে ম্যাকাবিউস বলা হত:
5 ইলিয়াসর, যার নাম আভারান: এবং যোনাথন, যার উপনাম ছিল আপ্ফুস।
6যখন তিনি যিহূদা ও জেরুজালেমে সংঘটিত ধর্মনিন্দা দেখলেন,
7তিনি বললেন, "হায় আমার! কেন আমি আমার লোকদের, এবং পবিত্র নগরীর এই দুর্দশা দেখতে এবং সেখানে বাস করার জন্য জন্ম নিয়েছিলাম, যখন এটি শত্রুদের হাতে এবং অভয়ারণ্যটি অপরিচিতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল?
8তার মন্দির গৌরবহীন মানুষের মত হয়ে গেছে।
9তার গৌরবময় পাত্রগুলোকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়, তার শিশুরা রাস্তায় নিহত হয়, তার যুবকরা শত্রুদের তলোয়ার দিয়ে মারা যায়।
10 কোন জাতি তার রাজ্যে অংশ নেয়নি এবং তার লুণ্ঠিত জিনিসপত্র পায়নি?
11 তার সমস্ত অলঙ্কার কেড়ে নেওয়া হয়েছে; স্বাধীন নারীর সে দাসদাসে পরিণত হয়।
12 আর দেখ, আমাদের পবিত্র স্থান, এমনকী আমাদের সৌন্দর্য ও গৌরবও নষ্ট হয়ে গেছে, আর অইহুদীরা তা অপবিত্র করেছে।
13 তাহলে কিসের জন্য আমরা আর বাঁচব?
14 তারপর ম্যাটাথিয়াস ও তাঁর ছেলেরা তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে, চট পরে, এবং খুব কষ্টে শোক করে।
15 এরই মধ্যে রাজার কর্মচারীরা, যেমন জনগণকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল, তাদের বলিদানের জন্য মোদীন শহরে এসেছিল।
16 এবং যখন অনেক ইস্রায়েল তাদের কাছে এসেছিল, তখন মাত্তাথিয়াস ও তাঁর ছেলেরা একত্রিত হলেন।
17 তারপর রাজার কর্মচারীরা উত্তর দিলেন, এবং এই জ্ঞানী ম্যাটাথিয়াসকে বললেন, আপনি একজন শাসক এবং এই শহরের একজন সম্মানিত ও মহান ব্যক্তি এবং পুত্র ও ভাইদের দ্বারা শক্তিশালী:
18অতএব এখন আপনি প্রথমে আসুন এবং রাজার আদেশ পালন করুন, যেমন সমস্ত জাতিগণ করেছে, হ্যাঁ, এবং যিহূদার লোকেরাও এবং যারা জেরুজালেমে থেকে গেছে: তাই আপনি এবং আপনার পরিবার রাজার সংখ্যায় হবেন। বন্ধুরা, এবং আপনি এবং আপনার সন্তানদের রৌপ্য এবং সোনা এবং অনেক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।
19 তখন ম্যাটাথিয়াস উত্তর দিলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, যদিও রাজার অধীনস্থ সমস্ত জাতি তাঁর আনুগত্য করে এবং প্রত্যেকে তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং তাঁর আদেশে সম্মতি দেয়:
20তবুও আমি, আমার ছেলেরা ও আমার ভাইয়েরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিয়মে চলব।
21 ঈশ্বর নিষেধ করুন যে আমরা আইন ও বিধিগুলিকে পরিত্যাগ করি।
22 আমরা রাজার কথায় কর্ণপাত করব না, আমাদের ধর্ম থেকে যেতে হবে, ডানে বা বাঁ দিকে।
23 যখন তিনি এই কথাগুলি বলে চলে গেলেন, তখন রাজার আদেশ অনুসারে একজন ইহুদী মোদীনের বেদীতে বলি দিতে সকলের সামনে এল।
24 যা দেখে ম্যাটাথিয়াস উদ্যমে জ্বলে উঠলেন, এবং তাঁর লাগাম কাঁপতে লাগলেন, বিচার অনুসারে তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করতে রাজি হলেন না; তাই তিনি দৌড়ে গিয়ে বেদীর উপরে তাঁকে হত্যা করলেন।
25 এছাড়াও রাজার প্রশাসক, যিনি লোকদের বলিদান করতে বাধ্য করেছিলেন, তিনি সেই সময় হত্যা করেছিলেন এবং বেদীটি তিনি টেনে নামিয়েছিলেন।
26 এইভাবে তিনি ঈশ্বরের আইনের জন্য উদ্যোগের সাথে আচরণ করেছিলেন যেমন ফিনিস সালোমের পুত্র জাম্বরির প্রতি করেছিলেন।
27 এবং ম্যাটাথিয়াস সারা শহরে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, যে কেউ আইনের প্রতি উদগ্রীব, এবং চুক্তি রক্ষা করে, সে আমাকে অনুসরণ করুক।
28 তাই তিনি ও তাঁর ছেলেরা পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন এবং শহরের মধ্যে যা কিছু ছিল তা রেখে গেলেন।
29 তারপর অনেকে যারা ন্যায়বিচার ও বিচারের সন্ধান করছিল তারা সেখানে বসবাস করতে মরুভূমিতে নেমে গেল:
30 তারা, তাদের সন্তান এবং তাদের স্ত্রী; এবং তাদের গবাদি পশু; কারণ তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট বেড়েছে।
31 দায়ূদ নগরের জেরুজালেমে রাজার দাসদের এবং যোদ্ধাদের যখন বলা হল যে, কিছু লোক যারা রাজার আদেশ অমান্য করেছিল, তারা প্রান্তরের গোপন স্থানে নেমে গেছে,
32 তারা অনেক সংখ্যক তাদের পিছনে তাড়া করল এবং তাদের ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করল এবং বিশ্রামবারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।
33 তারা তাদের বলল, 'তোমরা যা করেছ তা-ই যথেষ্ট। বেরিয়ে এসে রাজার আদেশ অনুসারে কাজ কর, তাহলে তোমরা বাঁচবে।
34 কিন্তু তারা বলল, আমরা বিশ্রামবারকে অপবিত্র করার জন্য রাজার আদেশ পালন করব না।
35তাই তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল।
36তবুও তারা তাদের কোন উত্তর দেয়নি, তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে নি বা তারা যেখানে লুকিয়ে ছিল তা বন্ধ করেনি;
37 কিন্তু বললেন, 'আসুন আমরা সবাই আমাদের নির্দোষতায় মৃত্যুবরণ করি। আকাশ ও পৃথিবী আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, তোমরা আমাদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলে।
38 তাই তারা বিশ্রামবারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উঠেছিল এবং তারা তাদের স্ত্রী-সন্তান ও তাদের গবাদি পশুসহ এক হাজার লোককে হত্যা করেছিল।
39এখন যখন ম্যাটাথিয়াস এবং তার বন্ধুরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তারা তাদের জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন।
40 এবং তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে বলল, যদি আমরা সবাই আমাদের ভাইদের মতো করে থাকি এবং জাতিদের বিরুদ্ধে আমাদের জীবন ও আইনের জন্য লড়াই না করি, তবে তারা এখন আমাদেরকে পৃথিবী থেকে দ্রুত উচ্ছেদ করবে।

41 সেই সময় তারা বলেছিল, 'কেউ বিশ্রামবারে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে আসবে, আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব৷ আমরাও সকলে মরব
না, আমাদের ভাইদের মতো যারা গুপ্ত স্থানে হত্যা করা হয়েছিল৷
42 তখন সেখানে তাঁর কাছে একদল অ্যাসিডিয়ান এসেছিল যারা
ইস্রায়েলের শক্তিশালী পুরুষ ছিল, এমনকি যারা স্বেচ্ছায় আইনের
প্রতি নিবেদিত ছিল।
43 এছাড়াও যারা নিপীড়নের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই
তাদের সাথে মিলিত হয়েছিল এবং তাদের কাছে থাকার জায়গা ছিল৷
44 তাই তারা তাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ক্রোধে
পাপী লোকদের এবং তাদের ক্রোধে দুষ্ট লোকদের আঘাত করেছিল,
কিন্তু বাকিরা সাহায্যের জন্য জাতিদের কাছে পালিয়ে গিয়েছিল।
45 তখন ম্যাটাথিয়াস এবং তার বন্ধুরা চারপাশে ঘুরে বেদীগুলিকে
টেনে নামিয়ে দিল৷
46 আর ইস্রায়েলের উপকূলে যে সমস্ত শিশুকে তারা খৎনা-বিহীন
দেখতে পেল, তাদের বীরত্বের সাথে খৎনা করানো হল।
47 তারা গর্বিত লোকদের পিছনে তাড়া করল এবং তাদের হাতে কাজ
সফল হল।
48 তাই তারা অইহুদীদের হাত থেকে এবং রাজাদের হাত থেকে আইন
উদ্ধার করল, তারা পাপীকে জয়ী হতে দিল না৷
49 এখন যখন ম্যাটাথিয়াসের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি
তাঁর ছেলেদের বললেন, এখন অহংকার ও তিরস্কার শক্তি পেয়েছে,
ধ্বংসের সময় এবং ক্রোধের ক্রোধ এসেছে:
50 তাই এখন, আমার ছেলেরা, তোমরা বিধি-ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী
হও এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের চুক্তির জন্য তোমাদের জীবন দাও৷
51 আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সময়ে যা করেছিলেন তা স্মরণ
করার জন্য আহ্বান করুন; তাই তোমরা মহান সম্মান ও চিরস্থায়ী নাম
পাবে৷
52 আব্রাহাম কি প্রলোভনের মধ্যে বিশ্বস্ত ছিলেন না এবং তা তাঁর
কাছে ধার্মিকতার জন্য গণ্য করা হয়েছিল?
53 যোষেফ তাঁর সঙ্কটের সময়ে আদেশ পালন করলেন এবং মিশরের
প্রভু হলেন।
54 আমাদের পিতা ফিনিস উদ্যোগী এবং উত্সাহী হয়ে চিরস্থায়ী
যাজকত্বের চুক্তি পেয়েছিলেন।
55 ঈসা মসিহকে ইস্রায়েলে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল।
56 মণ্ডলীর জমির উত্তরাধিকার পাওয়ার আগে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য
কালেব।
57 দাউদ করুণাময় হওয়ার জন্য একটি চিরস্থায়ী রাজ্যের সিংহাসন
অধিকার করেছিলেন।
58 আইনের জন্য উদ্যোগী এবং উত্সাহী হওয়ার জন্য ইলিয়াসকে
স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
59 আনানিয়া, আজরিয়া এবং মিসায়েল বিশ্বাস করে আগুন থেকে
রক্ষা পেয়েছিলেন।
60 দানিয়েল তার নির্দোষতার জন্য সিংহের মুখ থেকে উদ্ধার
হয়েছিল।
61 এবং এইভাবে সমস্ত যুগে তোমরা বিবেচনা কর, যে তাঁর উপর
আস্থা রাখে কেউ পরাজিত হবে না৷
62 তাহলে পাপী মানুষের কথায় ভয় পেয়ো না, কারণ তার মহিমা হবে
গোবর ও কীট।
63 আজকে তাকে উঁচু করা হবে এবং আগামীকাল তাকে খুঁজে পাওয়া
যাবে না, কারণ সে তার ধূলায় ফিরে গেছে, এবং তার চিন্তা ব্যর্থ
হয়েছে৷
64 অতএব, আমার ছেলেরা, সাহসী হও এবং আইনের পক্ষে নিজেকে
পুরুষ হিসাবে দেখাও; কারণ এর দ্বারা তোমরা গৌরব অর্জন করবে৷
65 আর দেখ, আমি জানি যে তোমার ভাই শিমোন একজন
পরামর্শদাতা, সর্বদা তার কথায় কান দাও: তিনি তোমাদের পিতা
হবেন৷
66 জুডাস ম্যাকাবিউসের জন্য, তিনি যৌবন থেকে পরাক্রমশালী
এবং শক্তিশালী ছিলেন: তাকে আপনার অধিনায়ক হতে দিন এবং
লোকদের যুদ্ধে লড়ুন।
67 যারা আইন মান্য করে তাদের সবাইকে নিয়ে নাও এবং তোমার
লোকদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও।
68 সম্পূর্ণরূপে বিধর্মীদের প্রতিদান দিন, এবং আইনের
আদেশগুলিতে মনোযোগ দিন।
69 তাই তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে
একত্রিত হলেন৷
70 আর তিনি একশো ছিয়াল্লিশ বছরে মারা গেলেন, এবং তাঁর ছেলেরা
তাঁকে মোদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিতে দাফন করলেন এবং
সমস্ত ইস্রায়েল তাঁর জন্য বড় বিলাপ করল।

অধ্যায় 3

1তারপর তাঁর পুত্র যিহূদা, যাকে ম্যাকাবিউস বলা হয়, তাঁর জায়গায়
উঠলেন।
2 এবং তার সমস্ত ভাইয়েরা তাকে সাহায্য করেছিল এবং তার পিতার
সাথে যারা ছিল তারাও তাই করেছিল এবং তারা প্রফুল্লতার সাথে
ইস্রায়েলের যুদ্ধ করেছিল৷
3 তাই তিনি তাঁর লোকদের মহান সম্মান পেয়েছিলেন, এবং একটি
দৈত্যের মতো একটি বক্ষবন্ধনী পরিয়েছিলেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর
যুদ্ধের জোতা বেঁধেছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর তরবারি
দিয়ে সেনাদের রক্ষা করেছিলেন।
4তাঁর কাজকর্মে তিনি ছিলেন সিংহের মত, এবং শিকারের জন্য
গর্জনকারী সিংহের চাকার মত।
5 কারণ তিনি দুষ্টদের তাড়া করলেন, তাদের খুঁজে বের করলেন এবং
যারা তাঁর লোকদের বিরক্ত করত তাদের পুড়িয়ে ফেললেন।
6 সেইজন্য দুষ্টরা তাঁর ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, এবং সমস্ত
অন্যায়কারীরা বিচলিত হল, কারণ তাঁর হাতে পরিত্রাণ সফল
হয়েছিল।
7 তিনি অনেক রাজাকেও দুঃখিত করেছিলেন এবং যাকোবকে তাঁর
কাজ দিয়ে খুশি করেছিলেন, এবং তাঁর স্মৃতি চিরকালের জন্য ধন্য।
8 তাছাড়া তিনি যিহূদার শহরগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান
থেকে অধার্মিকদের ধ্বংস করেছিলেন এবং ইস্রায়েলের ক্রোধ
ফিরিয়ে দিয়েছিলেন:
9 যাতে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর কাছে
গ্রহণ করেছিলেন যারা ধ্বংস হতে প্রস্তুত ছিল৷
10 তখন অ্যাপোলোনিয়াস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য
অইহুদীদের এবং শমরিয়া থেকে একটি বড় দলকে একত্রিত
করলেন।
11 যিহূদা এই জিনিসটি বুঝতে পেরে তার সাথে দেখা করতে এগিয়ে
গেল, এবং তাই সে তাকে আঘাত করে মেরে ফেলল: অনেকে পড়ে
গিয়ে মারা গেল, কিন্তু বাকিরা পালিয়ে গেল৷
12 সেইজন্য জুডাস তাদের লুটের জিনিসপত্র নিয়েছিল এবং
অ্যাপোলোনিয়াসের তলোয়ারও নিয়েছিল এবং তার সাথে সে
সারাজীবন লড়াই করেছিল।
13 এখন যখন সিরিয়ার সেনাবাহিনীর একজন রাজপুত্র সেরোন
শুনলেন যে জুডাস তার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিশ্বস্তদের একটি
দল এবং দল তার কাছে জড়ো করেছে;
14 তিনি বললেন, আমি রাজ্যে আমার নাম ও সম্মান পাব; কারণ
আমি যিহূদা ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, যারা রাজার আদেশকে
অবজ্ঞা করে।
15 তাই তিনি তাকে উপরে যাবার জন্য প্রস্তুত করলেন, এবং তাকে
সাহায্য করার জন্য এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ
নেওয়ার জন্য তার সাথে অধার্মিকদের একটি শক্তিশালী দল গেল।
16 আর তিনি যখন বেথহোরোনের উপরে উঠার কাছে এলেন, তখন
যিহূদা একটি ছোট দল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।
17 কে, যখন তারা দলটিকে তাদের সাথে দেখা করতে আসতে
দেখেছিল, তখন তারা যিহূদাকে বলল, আমরা এত অল্প হয়েও এত
বিশাল এবং এত শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব কেন?
18 যাঁকে জুডাস উত্তর দিল, 'অনেকের হাতে গুটিকয়েক থাকা কঠিন
কিছু নয়৷ এবং স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে এটা সব এক, একটি বিশাল
জনসমাগম, বা একটি ছোট কোম্পানীর সঙ্গে বিতরণ করা হয়:
19 কেননা যুদ্ধের বিজয় কোন সৈন্যদলের ভিড়ে দাঁড়ায় না; কিন্তু
শক্তি স্বর্গ থেকে আসে।
20 তারা আমাদের এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ধ্বংস করতে এবং
আমাদের লুণ্ঠন করতে অনেক অহংকার ও পাপাচারে আমাদের
বিরুদ্ধে আসে:
21 কিন্তু আমরা আমাদের জীবন এবং আমাদের আইনের জন্য লড়াই
করি৷

22 সেইজন্য প্রভু নিজেই তাদের আমাদের মুখের সামনে উড়িয়ে
দেবেন, আর তোমরা তাদের ভয় কোরো না৷
23 এখন তিনি কথা বলা ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি হঠাৎ
তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং এর ফলে সেরন ও তাঁর সৈন্যদল
তাঁর সামনে পরাস্ত হল।
24 এবং তারা বেথহোরোনের তলদেশ থেকে সমভূমি পর্যন্ত তাদের
তাড়া করল, যেখানে তাদের প্রায় আটশো লোককে হত্যা করা
হয়েছিল; আর অবশিষ্টাংশ পলেষ্টীয়দের দেশে পালিয়ে গেল।
25 তারপর শুরু হল যিহূদা ও তার ভাইদের ভয়, এবং তাদের
চারপাশের জাতিগুলির উপর একটি অতিশয় মহা ভয় দেখা দিল:
26 যখন তার খ্যাতি রাজার কাছে পৌঁছেছিল এবং সমস্ত জাতি
জুডাসের যুদ্ধের কথা বলেছিল৷
27 রাজা অ্যান্টিওকাস যখন এই সব কথা শুনলেন, তখন তিনি
ক্রোধে পরিপূর্ণ হলেন; তাই তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত বাহিনীকে,
এমনকি একটি খুব শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠালেন এবং একত্রিত
করলেন৷
28 তিনি তার ধনও খুললেন, এবং তার সৈন্যদের এক বছরের জন্য
বেতন দিলেন, যখনই তাদের প্রয়োজন হবে তাদের প্রস্তুত থাকতে
নির্দেশ দিলেন।
29 তা সত্ত্বেও, যখন তিনি দেখলেন যে তার ধন-সম্পদ ব্যর্থ হয়েছে
এবং দেশে উপাসনার পরিমাণ কম ছিল, কারণ বিরোধ ও মহামারী, যা
তিনি পুরানো সময়ের আইনগুলি কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশে নিয়ে
এসেছিলেন;
30 তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি আর চার্জ সহ্য করতে পারবেন না,
বা তিনি আগের মতো এত উদারভাবে দেওয়ার মতো উপহারও
পাবেন না: কারণ তিনি তাঁর আগেকার রাজাদের চেয়ে বেশি ছিলেন।
31 সেইজন্য তিনি মনে মনে খুব বিভ্রান্ত হয়ে পারস্যে যাবেন,
সেখানকার দেশগুলোর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করবেন এবং প্রচুর
অর্থ সংগ্রহ করবেন বলে স্থির করলেন।
32 তাই তিনি লিসিয়াস নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকীয়
রক্তের একজনকে ইউফ্রেটিস নদী থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত
রাজার কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে রেখে গেলেন:
33 এবং তাঁর ছেলে অ্যান্টিওকাসকে লালন-পালন করার জন্য,
যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসেন।
34 তাছাড়া তিনি তাঁর হাতে তাঁর অর্ধেক সৈন্যবাহিনী এবং
হাতিগুলিকে সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যা করতে চান তার সমস্ত
কিছুর দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন, সেইসাথে যারা যিহূদা ও
জেরুজালেমে বাস করত তাদের বিষয়েও:
35 বুদ্ধি করে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্য পাঠাবেন, যাতে তিনি
ইস্রায়েলের শক্তি এবং জেরুজালেমের অবশিষ্টাংশকে ধ্বংস ও
মূলোৎপাটন করতে পারেন এবং সেই জায়গা থেকে তাদের স্মৃতিসৌধ
সরিয়ে নিতে পারেন;
36 এবং তিনি যেন অপরিচিত লোকদের তাদের সমস্ত জায়গায়
বসিয়ে দেন এবং তাদের জমি ভাগ করে দেন।
37 এইভাবে রাজা অবশিষ্ট সৈন্যদের অর্ধেক নিয়ে গেলেন এবং তার
রাজকীয় শহর অ্যান্টিওক থেকে চলে গেলেন, একশ সাতচল্লিশ
বছরে; ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে তিনি উঁচু দেশের মধ্য দিয়ে গেলেন।
38 তারপর লিসিয়াস রাজার বন্ধুদের মধ্যে ডোরিমেনিসের ছেলে
টলেমি, নিকানোর এবং গর্গিয়াসকে বেছে নিলেন।
39 রাজার আদেশ অনুসারে তিনি তাদের সঙ্গে চল্লিশ হাজার পদাতিক
ও সাত হাজার ঘোড়সওয়ারকে যিহূদার দেশে যেতে এবং তা ধ্বংস
করতে পাঠালেন।
40 তাই তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং সমতল
দেশে এসে ইমাউসের কাছে ডেরা করল৷
41 দেশের বণিকরা তাদের খ্যাতির কথা শুনে অনেক সোনা ও রূপা
নিয়ে চাকরদের নিয়ে শিবিরে ঢুকে ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাস হিসেবে
কিনে নিল: সিরিয়া ও পলেষ্টীয়দের দেশেরও এক শক্তি। তাদের সাথে
নিজেদেরকে যুক্ত করেছে।
42 এখন যখন জুডাস এবং তার ভাইয়েরা দেখল যে দুর্দশা বেড়েছে,
এবং বাহিনী তাদের সীমানায় শিবির স্থাপন করেছে: কারণ তারা
জানত যে রাজা কীভাবে লোকদের ধ্বংস করার এবং তাদের
সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন;
43 তারা একে অপরকে বলল, আসুন আমরা আমাদের লোকদের
ক্ষয়প্রাপ্ত ভাগ্য ফিরিয়ে দেই এবং আমাদের লোকদের ও পবিত্র
স্থানের জন্য যুদ্ধ করি।
44 তারপর মণ্ডলী একত্রিত হয়েছিল, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
হতে পারে এবং তারা প্রার্থনা করতে পারে এবং করুণা ও করুণা
চাইতে পারে৷
45 জেরুজালেম এখন মরুভূমির মতো শূন্য হয়ে পড়েছিল, সেখানে
তার সন্তানদের মধ্যে কেউ ছিল না যারা ভিতরে বা বাইরে গিয়েছিল:
পবিত্র স্থানটিও পদদলিত হয়েছিল এবং বিদেশীরা শক্তিশালী দখল
রেখেছিল; সেই জায়গায় বিধর্মীদের আবাস ছিল; এবং জ্যাকবের কাছ
থেকে আনন্দ কেড়ে নেওয়া হল, এবং বীণা সহ পাইপ বন্ধ হয়ে গেল।
46 সেইজন্য ইস্রায়েলীয়রা একত্রিত হয়ে জেরুজালেমের বিপরীতে
মাসফায় এসে উপস্থিত হল৷ কারণ ইস্রায়েলে তারা আগে যেখানে
প্রার্থনা করেছিল সেখানে মাসফা ছিল৷
47তখন তারা সেই দিন উপবাস করল, চট পরল, মাথায় ছাই ফেলল
এবং কাপড় ছিঁড়ল,
48 এবং বিধি-ব্যবস্থার পুস্তক খুললেন, যেখানে জাতিগণ তাদের মূর্তির
মতো আঁকতে চেয়েছিল৷
49 তারা যাজকদের পোশাক, প্রথম ফল এবং দশমাংশ নিয়ে এল৷
তারা নাসরীয়দের উত্তেজিত করেছিল, যারা তাদের দিন পূর্ণ করেছিল৷
50 তখন তারা স্বর্গের দিকে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল, 'এগুলো
দিয়ে আমরা কি করব এবং কোথায় নিয়ে যাব?'
51 কেননা তোমার পবিত্র স্থানকে পদদলিত ও অপবিত্র করা হয়েছে,
আর তোমার যাজকরা ভারাক্রান্ত ও অধঃপতিত হয়েছে।
52 আর দেখ, জাতিগণ আমাদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের
বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে: তারা আমাদের বিরুদ্ধে কী কল্পনা করে,
আপনি জানেন।
53 হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কি করে তাদের
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব?
54 তারপর তারা তূরী বাজিয়ে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল৷
55 এবং এর পরে জুডাস লোকেদের উপরে অধিনায়ক নিযুক্ত
করেছিলেন, এমনকি হাজার হাজার, শতকের উপরে, পঞ্চাশেরও
বেশি এবং দশজনের উপরে।
56 কিন্তু যাঁরা ঘর তৈরি করছিলেন, বা স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে
আবদ্ধ ছিলেন, বা আংগুর ক্ষেত লাগিয়েছিলেন, বা ভয় পেয়েছিলেন,
যাঁদের তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা প্রত্যেকে নিজের ঘরে ফিরে
যাবে, আইন অনুসারে।
57 তাই শিবিরটি সরিয়ে ইমাউসের দক্ষিণ দিকে তাঁবু স্থাপন করা হল।
58 এবং জুডাস বলল, নিজেদেরকে সজ্জিত কর এবং সাহসী মানুষ
হও, এবং দেখ যে তোমরা সকালের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকো, যাতে
তোমরা এই জাতির সাথে যুদ্ধ করতে পার, যারা আমাদের ও
আমাদের পবিত্র স্থানকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে
একত্রিত হয়েছে:
59 কারণ আমাদের লোকদের এবং আমাদের পবিত্র স্থানের দুর্দশা
দেখার চেয়ে যুদ্ধে মারা যাওয়া আমাদের পক্ষে ভাল।
60 তবুও, স্বর্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন আছে, তিনি তাই করুন।

অধ্যায় 4

1 তারপর গর্গিয়াসকে পাঁচ হাজার পদাতিক এবং এক হাজার সেরা
ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে রাতেই শিবির থেকে বের করে দেওয়া হল।
2 শেষ পর্যন্ত সে ইহুদীদের শিবিরে ছুটে গিয়ে হঠাৎ তাদের আঘাত
করতে পারে। আর দুর্গের লোকেরাই ছিল তার পথপ্রদর্শক।
3এখন যিহূদা যখন তা শুনল তখন সে নিজেই এবং তার সাথে থাকা
বীরদের সরিয়ে দিল, যেন সে ইম্মাউসে রাজার সৈন্যবাহিনীকে
আঘাত করতে পারে,
4 তখনও বাহিনী ক্যাম্প থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।
5 মধ্যম সময়ে গর্গিয়াস রাত্রিবেলা যিহূদা শিবিরে এলেন; আর
সেখানে কাউকে না পেয়ে পাহাড়ে তাদের খোঁজ করলেন, কারণ তিনি
বললেন, এই লোকগুলো আমাদের কাছ থেকে পালিয়েছে।
6কিন্তু দিন নামার সাথে সাথে, জুডাস নিজেকে তিন হাজার লোকের
সাথে সমভূমিতে দেখাল, তবুও তাদের মনে কোন বর্ম বা তলোয়ার
ছিল না।

7 তারা জাতিদের শিবির দেখতে পেল যে, এটি শক্তিশালী ও সুসজ্জিত
এবং ঘোড়সওয়ারদের চারপাশে ঘিরে রয়েছো এবং তারা যুদ্ধ
বিশেষজ্ঞ ছিল.
8 তখন যিহূদা তার সঙ্গে থাকা লোকদের বলল, 'তোমরা তাদের
জনতাকে ভয় পেয়ো না, তাদের আক্রমণ থেকে ভয় পেয়ো না।
9 মনে রেখো, আমাদের পিতৃপুরুষদের কীভাবে লোহিত সাগরে
উদ্ধার করা হয়েছিল, যখন ফরৌণ সৈন্য নিয়ে তাদের তাড়া করেছিল।
10 তাই এখন আসুন আমরা স্বর্গের কাছে কান্নাকাটি করি, যদি
সদাপ্রভু আমাদের প্রতি দয়া করেন, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের
চুক্তির কথা স্মরণ করেন, এবং আজকের দিনে আমাদের সামনে এই
বাহিনীকে ধ্বংস করেন:
11 যাতে সমস্ত জাতি জানতে পারে যে ইস্রায়েলকে উদ্ধার ও
রক্ষাকারী একজন আছেন৷
12 তখন অপরিচিত লোকেরা তাদের চোখ তুলে দেখল যে, তারা
তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে।
13 তাই তারা শিবিরের বাইরে যুদ্ধ করতে গেল৷ কিন্তু যারা যিহূদার
সঙ্গে ছিল তারা তাদের তূরী বাজাল৷
14 তাই তারা যুদ্ধে যোগ দিল, এবং বিধর্মীরা অসন্তুষ্ট হয়ে সমভূমিতে
পালিয়ে গেল।
15 তথাপি তাদের সকলের পশ্চাৎভাগকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা
হয়েছিল: কারণ তারা গাজেরা, ইদুমিয়া, অ্যাজোটাস এবং জামনিয়ার
সমভূমি পর্যন্ত তাদের তাড়া করেছিল, যাতে তিন হাজার লোকের
উপর তাদের হত্যা করা হয়েছিল।
16 এইভাবে, যিহূদা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে তার বাহিনী নিয়ে
আবার ফিরে এল,
17 এবং লোকদের বললেন, আমাদের সামনে যুদ্ধ আছে বলে লুটের
লোভ কোরো না।
18 এবং গর্গিয়াস এবং তার বাহিনী এখানে পর্বতে আমাদের কাছে
রয়েছে: কিন্তু এখন তোমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং
তাদের পরাস্ত কর, এবং এর পরে তোমরা সাহসের সাথে লুটের
জিনিসপত্র নিতে পারবে৷
19যিহূদা যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাদের মধ্যে একটা
অংশ পাহাড়ের বাইরে তাকিয়ে দেখা গেল।
20 তারা যখন বুঝতে পারল যে, ইহুদীরা তাদের বাহিনীকে তাড়া
দিয়েছে এবং তাঁবু জ্বালিয়ে দিচ্ছে; যে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল তার জন্য
যা করা হয়েছিল তা ঘোষণা করা হয়েছিল:
21অতএব তারা যখন এইসব বুঝতে পারল, তখন তারা খুব ভয় পেল,
এবং সমভূমিতে যিহূদার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে,
22 তারা প্রত্যেকে অপরিচিতদের দেশে পালিয়ে গেল।
23 তারপর যিহূদা তাঁবুগুলি লুণ্ঠন করতে ফিরে এল, সেখানে তারা
প্রচুর সোনা, রূপা, নীল রেশম এবং সমুদ্রের বেগুনি রঙ এবং প্রচুর
ধন-সম্পদ পেয়েছিল।
24 এর পরে তারা বাড়িতে গিয়ে ধন্যবাদের গান গাইল এবং স্বর্গে প্রভুর
প্রশংসা করল, কারণ এটা ভাল, কারণ তাঁর করুণা চিরস্থায়ী৷
25 এইভাবে সেই দিন ইস্রায়েলের একটা বড় পরিত্রাণ হয়েছিল।
26 এখন যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই এসে লুসিয়াসকে বললো,
27 তিনি যখন এই কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি বিস্মিত ও
নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি ইস্রায়েলের প্রতি যা করতে চান
তেমন কিছুই করা হয়নি বা রাজা তাকে যা আদেশ দিয়েছিলেন
সেরকম কিছুই ঘটেনি৷
28 সেইজন্য পরের বছর লাইসিয়াসের অনুসরণে ত্রিশ হাজার
মনোনীত পদদলীয় সৈন্য এবং পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারকে একত্র
করলেন, যেন তিনি তাদের বশীভূত করেন।
29 তাই তারা ইদুমিয়ায় এসে বেথসুরাতে তাঁবু ফেলল, আর যিহূদা দশ
হাজার লোকের সাথে তাদের দেখা করল।
30 আর সেই শক্তিশালী সৈন্যদলকে দেখে তিনি প্রার্থনা করে বললেন,
হে ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা, তুমি ধন্য, যে তোমার দাস দাউদের হস্তে
সেই বীরের দৌরাত্ম্যকে দমন করেছ, এবং বিদেশীদের দলকে তার
হাতে তুলে দিয়েছিলে। শৌলের পুত্র যোনাথন এবং তার অস্ত্রবাহক;
31 তোমার প্রজা ইস্রায়েলের হাতে এই সৈন্যবাহিনীকে বন্ধ কর, এবং
তাদের শক্তি ও ঘোড়সওয়ারের কাছে তারা লজ্জিত হোক।
32 ওদের সাহস না কর এবং তাদের শক্তির সাহস নষ্ট কর, এবং
তাদের ধ্বংসে কেঁপে উঠুক।
33 যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের তলোয়ার দিয়ে তাদের নিক্ষেপ
কর, এবং যারা তোমার নাম জানে তারা ধন্যবাদ দিয়ে তোমার প্রশংসা
করুক।
34 তাই তারা যুদ্ধে যোগ দিল; এবং লিসিয়াসের দলের প্রায় পাঁচ
হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল, এমনকি তাদের আগেও তারা
নিহত হয়েছিল।
35এখন যখন লিসিয়াস তার সৈন্যবাহিনীকে পালিয়ে যেতে দেখলেন,
এবং যিহূদার সৈন্যদের পুরুষত্ব এবং তারা কীভাবে বীরত্বের সাথে
বাঁচতে বা মরতে প্রস্তুত ছিল, তখন তিনি অ্যান্টিওকিয়ায় গিয়ে একদল
অপরিচিত লোককে জড়ো করলেন এবং তার সৈন্যবাহিনীকে আরও
বড় করলেন। তার চেয়ে, তিনি আবার যিহূদিয়ায় আসার ইচ্ছা
করেছিলেন৷
36তখন যিহূদা ও তার ভাইয়েরা বলল, দেখ, আমাদের শত্রুরা
অস্বস্তিতে পড়েছে; আসুন আমরা পবিত্র স্থানকে পবিত্র ও উৎসর্গ
করতে যাই।
37 এই বলে সমস্ত দল একত্র হয়ে সিয়োন পর্বতে উঠল৷
38 এবং যখন তারা পবিত্র স্থানটি নির্জন, বেদী অপবিত্র, এবং
দ্বারগুলি পুড়িয়ে ফেলতে দেখল, এবং প্রাঙ্গণে জঙ্গলের মতো বা
পর্বতগুলির মধ্যে ঝোপঝাড় বেড়ে উঠতে দেখল, হ্যাঁ, এবং
যাজকদের কক্ষগুলিকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে;
39 তারা তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলল, বড় বিলাপ করল এবং
তাদের মাথায় ছাই ফেলল,
40 এবং তারা তাদের মুখের উপর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল, এবং
তূরী বাজিয়ে অ্যালার্ম বাজিয়ে স্বর্গের দিকে চিৎকার করে উঠল৷
41 তারপর যিহূদা দুর্গের মধ্যে যারা ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার
জন্য কিছু লোককে নিযুক্ত করল, যতক্ষণ না সে পবিত্র স্থানটি
পরিষ্কার না করে।
42 তাই তিনি নির্দোষ কথাবার্তার যাজকদের বেছে নিয়েছিলেন, যাঁরা
বিধি-ব্যবস্থায় খুশি ছিলেন৷
43যিনি পবিত্র স্থানকে শুচি করেছেন এবং অশুচি পাথরগুলোকে
অশুচি স্থানে সরিয়ে দিয়েছেন।
44 এবং যখন তারা পোড়ানো-কোরবানীর বেদীটি নিয়ে কি করা উচিত
তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যেটি অপবিত্র ছিল৷
45তারা এটাকে টেনে নামিয়ে দেওয়াই ভাল মনে করল, পাছে এটা
তাদের কাছে অপমানজনক না হয়, কারণ জাতিরা এটাকে নাপাক
করেছিল, তাই তারা এটাকে টেনে নামিয়েছিল,
46 এবং মন্দিরের পাহাড়ে একটি সুবিধাজনক জায়গায় পাথরগুলি
রাখলেন, যতক্ষণ না তাদের সাথে কী করা উচিত তা দেখানোর জন্য
একজন ভাববাদী আসেন৷
47 তারপর তারা বিধি অনুসারে পুরো পাথর নিয়েছিল এবং আগের
মতো একটি নতুন বেদী তৈরি করেছিল৷
48 এবং পবিত্র স্থান এবং মন্দিরের মধ্যেকার জিনিসগুলি তৈরি
করলেন এবং প্রাঙ্গণগুলিকে পবিত্র করলেন৷
49 তারা নতুন পবিত্র পাত্রও তৈরী করল এবং মন্দিরে প্রদীপ,
পোড়ানো-কোরবানীর বেদী, ধূপ ও টেবিল নিয়ে আসল।
50 আর তারা বেদীর উপরে ধূপ জ্বালিয়েছিল, এবং দীপাধারের উপরে
যে প্রদীপগুলি ছিল তা তারা জ্বালিয়েছিল, যাতে তারা মন্দিরে আলো
দিতে পারে।
51 তাছাড়া তারা টেবিলের ওপর রুটিগুলো রাখল, ওড়না বিছিয়ে দিল
এবং তারা যে সব কাজ তৈরি করতে শুরু করেছিল তা শেষ করল৷
52 এখন নবম মাসের পঞ্চাশতম দিনে, যাকে ক্যাসলিউ মাস বলা হয়,
একশো আটচল্লিশতম বছরে, তারা সকালে উঠেছিল,
53 এবং বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে পোড়ানো-উৎসর্গের নতুন বেদীর
উপরে উৎসর্গ করলেন।
54 দেখুন, কোন সময়ে এবং কোন দিনে জাতিগণ এটিকে অপবিত্র
করেছিল, এমনকি সেই সময়েও এটি গান, সিথার্ন, বীণা এবং করতাল
দিয়ে উত্সর্গ করা হয়েছিল৷
55 তখন সমস্ত লোক মুখ থুবড়ে পড়ল, স্বর্গের ঈশ্বরের উপাসনা ও
প্রশংসা করল, যিনি তাদের ভাল সাফল্য দিয়েছেন।
56 আর এইভাবে তারা আট দিন বেদীর উৎসর্গ পালন করল এবং
আনন্দের সাথে হোমবলি উৎসর্গ করল এবং উদ্ধার ও প্রশংসার বলি
উৎসর্গ করল।

57 তারা মন্দিরের সামনের অংশ সোনার মুকুট ও ঢাল দিয়ে সজ্জিত করেছিল; এবং ফটকগুলি এবং প্রকোষ্ঠগুলিকে তারা নতুন করে তুলল এবং তাদের উপরে দরজা ঝুলিয়ে দিল৷
58 এইভাবে লোকদের মধ্যে খুব আনন্দ হল, কারণ জাতিদের তিরস্কার দূর হল৷
59আর যিহূদা এবং তার ভাইয়েরা ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর সাথে এই আদেশ দিয়েছিল যে, বেদীর উত্সর্গের দিনগুলি তাদের মরসুমে বছরের পর বছর ধরে আট দিনের ব্যবধানে রাখা হবে, ক্যাসলিউ মাসের পঞ্চাশতম দিন থেকে। , আনন্দ এবং আনন্দের সাথে।
60 সেই সময়েও তারা সিয়োন পর্বতকে উঁচু প্রাচীর ও চারপাশে শক্তিশালী বুরুজ দিয়ে গড়ে তুলেছিল, পাছে অইহুদীরা এসে আগে যেমন করে তা মাড়িয়ে না দেয়।
61 এবং তারা এটি রক্ষা করার জন্য সেখানে একটি গ্যারিসন স্থাপন করেছিল এবং এটি রক্ষা করার জন্য বেথসুরাকে সুরক্ষিত করেছিল; যাতে ইদুমিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরক্ষা থাকতে পারে।

অনুচ্ছেদ 5

1আশেপাশের জাতিগণ যখন শুনল যে, বেদী নির্মাণ করা হয়েছে এবং পবিত্র স্থানটি আগের মতই নতুন করা হয়েছে, তখন তাদের খুব অসন্তুষ্ট হল।
2 সেইজন্য তারা তাদের মধ্যে থাকা ইয়াকুবের প্রজন্মকে ধ্বংস করার চিন্তা করেছিল এবং তারপরে তারা লোকদের হত্যা ও ধ্বংস করতে শুরু করেছিল।
3 তারপর যিহূদা ইদুমিয়াতে এষৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে আরাবত্তিনে যুদ্ধ করেছিল, কারণ তারা গায়েলকে ঘেরাও করেছিল; এবং তিনি তাদের বিরাট পতন ঘটিয়েছিলেন এবং তাদের সাহসকে হ্রাস করেছিলেন এবং তাদের লুটপাট নিয়েছিলেন।
4 এছাড়াও তিনি বিন-সন্তানদের আঘাতের কথা স্মরণ করলেন, যারা লোকদের জন্য ফাঁদ ও অপরাধ ছিল, কারণ তারা পথে তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল।
5 তাই তিনি তাদের বুরুজগুলিতে বন্ধ করে দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন এবং সেই জায়গার বুরুজগুলি এবং সেখানে যা কিছু ছিল তা আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
6 পরে তিনি অম্মোনদের কাছে চলে গেলেন, যেখানে তিনি তাদের সেনাপতি টিমোথিউসের সাথে একটি শক্তিশালী শক্তি এবং প্রচুর লোক খুঁজে পেলেন।
7 তাই তিনি তাদের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন, যতক্ষণ না তারা তার সামনে অস্বস্তিতে পড়েছিল; তিনি তাদের আঘাত করলেন।
8আর তিনি যাসর দখল করে সেখানকার শহরগুলো সহ যিহূদিয়াতে ফিরে গেলেন।
9তখন গালাদে যে জাতিগুলো ছিল তারা তাদের ধ্বংস করার জন্য ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে একত্রিত হল। কিন্তু তারা দাথেমার দুর্গে পালিয়ে গেল।
10 এবং যিহূদা ও তার ভাইদের কাছে চিঠি পাঠালেন, আমাদের চারপাশে থাকা জাতিগণ আমাদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে৷
11 এবং তারা এসে সেই দুর্গটি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যেখানে আমরা পালিয়ে এসেছি, টিমোথিউস তাদের সেনাপতি ছিলেন৷
12 তাই এখন আসুন, এবং তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হয়েছে৷
13 হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত ভাই যারা টোবির জায়গায় ছিল তাদের হত্যা করা হয়েছে: তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদেরও তারা বন্দী করে নিয়ে গেছে এবং তাদের জিনিসপত্র বহন করেছে; তারা সেখানে প্রায় এক হাজার লোককে ধ্বংস করেছে।
14 এই চিঠিগুলি যখন পাঠ করছিল, তখন দেখ, গালীল থেকে আরও কিছু বার্তাবাহক তাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলেন, তারা এই বিজ্ঞতার কথা জানালেন,
15 আর বললেন, টলেমাইস, টাইরাস, সিডন এবং সমস্ত গালীলের অইহুদীরা আমাদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে৷
16 এখন যখন যিহূদা এবং লোকেরা এই কথাগুলি শুনল, তখন সেখানে একটি বড় মণ্ডলী একত্রিত হয়েছিল, তাদের ভাইদের জন্য, যারা সমস্যায় পড়েছিল এবং তাদের উপর আক্রমণ করেছিল তাদের জন্য তাদের কী করা উচিত তা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য।
17 তখন যিহূদা তার ভাই শিমোনকে বলল, "তোমাকে লোক বেছে নাও এবং গিয়ে তোমার ভাইদের যারা গালীলে আছে তাদের উদ্ধার কর, কারণ আমি ও আমার ভাই যোনাথন গালাদ দেশে যাব৷
18তাই তিনি সখরিয়র পুত্র যোষেফকে এবং লোকদের সেনাপতি আজরিয়াকে যিহূদিয়াতে সৈন্যদের অবশিষ্টাংশের কাছে রেখে গেলেন।
19 যাঁকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, 'এই লোকদের দায়িত্ব নিন এবং দেখুন যে আমরা আবার না আসা পর্যন্ত তোমরা জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না৷'
20 এখন শিমোনকে গালীলে যাওয়ার জন্য তিন হাজার লোক এবং যিহূদাকে গালাদ দেশের জন্য আট হাজার লোক দেওয়া হয়েছিল৷
21 তারপর শিমোন গালীলে গেলেন, সেখানে তিনি জাতিদের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন, যাতে বিধর্মীরা তার দ্বারা অস্বস্তিতে পড়েছিল৷
22 এবং তিনি টলেমাইসের ফটকের কাছে তাদের তাড়া করলেন; এবং সেখানে প্রায় তিন হাজার লোককে বিধর্মীদের হত্যা করা হয়েছিল, যাদের লুটের জিনিস তিনি নিয়েছিলেন।
23 আর যাঁরা গালীলে, আরবাত্তিসে, তাঁদের স্ত্রী-সন্তান ও তাঁদের যা কিছু ছিল, তাঁরা যীশুকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং মহা আনন্দে তাদের যিহূদিয়াতে নিয়ে গেলেন।
24 জুডাস ম্যাকাবিউস ও তাঁর ভাই যোনাথনও জর্ডান পার হয়ে প্রান্তরে তিন দিনের পথ ভ্রমণ করলেন।
25 যেখানে তারা নবাথীয়দের সাথে মিলিত হয়েছিল, যারা তাদের কাছে শান্তিতে এসেছিল এবং গালাদ দেশে তাদের ভাইদের সাথে যা ঘটেছিল তা তাদের বলেছিল:
26 এবং কিভাবে তাদের অনেককে বোসোরা, এবং বোসোর, এবং আলেমা, ক্যাসফোর, মেকড এবং কারনাইমে বন্দী করা হয়েছিল; এই সমস্ত শহর শক্তিশালী এবং মহান:
27 আর গালাদ দেশের বাকি শহরগুলোতে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল, এবং আগামীকাল তারা দুর্গের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্যদল আনতে এবং তাদের দখল করতে এবং একদিনের মধ্যে তাদের ধ্বংস করার জন্য নিযুক্ত করেছিল।
28 এরপর জুডাস এবং তার দল হঠাৎ মরুভূমির পথ দিয়ে বোসোরার দিকে ফিরে গেল; এবং তিনি যখন শহর জয় করলেন, তখন তিনি তরবারির ধারে সমস্ত পুরুষকে মেরে ফেললেন, এবং তাদের সমস্ত লুটের জিনিসপত্র নিয়ে নগরটিকে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন,
29 যেখান থেকে তিনি রাত্রে চলে গেলেন এবং দুর্গের কাছে এলেন।
30 এবং ভোরবেলা তারা উপরে তাকাত, এবং দেখ, সেখানে অসংখ্য লোক মই ও অন্যান্য যুদ্ধের ইঞ্জিন বহন করে দুর্গ দখল করার জন্য, কারণ তারা তাদের আক্রমণ করেছিল।
31তখন যিহূদা দেখল যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এবং নগরের কান্না স্বর্গে উঠল, তূরী বাজছে এবং প্রচন্ড শব্দ হল,
32 তিনি তার বাহিনীকে বললেন, আজ তোমার ভাইদের জন্য যুদ্ধ কর।
33 তাই তিনি তাদের পিছনে তিন দলে এগিয়ে গেলেন, তারা তাদের তূরী বাজালেন এবং প্রার্থনার সাথে চিৎকার করলেন।
34তখন টিমোথিউসের সৈন্যরা জানত যে তিনি ম্যাকাবিউস, তাঁহার কাছ হইতে পলায়ন করিলেন; সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রচণ্ড বধ করিলেন; তাই সেদিন তাদের মধ্যে প্রায় আট হাজার লোক নিহত হয়েছিল।
35 এই হল, জুডাস মাসফার দিকে ফিরে গেল; এবং আক্রমণ করার পরে সে সেখানকার সমস্ত পুরুষদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল এবং এর লুটের জিনিসপত্র নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল।
36 সেখান থেকে তিনি গিয়ে কাস্ফোন, মাগেদ, বসর এবং গালাদ দেশের অন্যান্য শহরগুলি নিয়ে গেলেন।
37 এই ঘটনার পর তীমোথিয়স আর এক দলকে জড়ো করে নদীর ওপারে রাফনের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন।
38 তাই যিহূদা সেই বাহিনীকে গুপ্তচর করার জন্য লোক পাঠাল, যারা তাকে এই কথা বলেছিল, আমাদের চারপাশে থাকা সমস্ত জাতি তাদের কাছে একত্রিত হয়েছে, এমনকি একটি খুব বড় দলও৷

39 তিনি আরবদেরও তাদের সাহায্য করার জন্য ভাড়া করেছেন এবং
তারা স্রোতের ওপারে তাদের তাঁবু স্থাপন করেছে, আপনার বিরুদ্ধে
এসে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এই বলে জুডাস তাদের সাথে দেখা করতে
গেল।
40 তখন টিমোথিউস তাঁর সেনাপতিদের বললেন, "যদি জুডাস এবং
তার সৈন্যরা নদীর ধারে আসে, সে যদি প্রথমে আমাদের কাছে যায়,
আমরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারব না৷ কারণ তিনি আমাদের
বিরুদ্ধে প্রবলভাবে জয়ী হবেন।
41 কিন্তু যদি সে ভয় পায় এবং নদীর ওপারে শিবির স্থাপন করে, তবে
আমরা তার কাছে যাব এবং তার বিরুদ্ধে জয়ী হব।
42 যিহূদা যখন স্রোতের কাছে এলো, তখন তিনি লোকদের ব্যবস্থার
শিক্ষকদের স্রোতের ধারে থাকতে দিলেন; যাঁদের তিনি হুকুম দিয়ে
বললেন, কাউকে শিবিরে থাকতে দিও না, সবাই যুদ্ধে আসুক।
43 তাই তিনি প্রথমে তাদের কাছে গেলেন এবং তাঁর পরে সমস্ত লোক৷
তারপর সমস্ত জাতি তাঁর সামনে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের অস্ত্র ফেলে
দিয়ে কার্নাইমের মন্দিরে পালিয়ে গেল৷
44 কিন্তু তারা শহরটি দখল করে নিয়ে মন্দিরে যা কিছু ছিল তা পুড়িয়ে
দিল৷ এইভাবে কার্নাইমকে পরাজিত করা হয়েছিল, তারা জুডাসের
সামনে আর দাঁড়াতে পারেনি।
45 তারপর যিহূদা গালাদ দেশে থাকা সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের, ছোট
থেকে বড়, এমনকি তাদের স্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়ে এবং তাদের
জিনিসপত্র, একটি খুব বড় দলকে একত্রিত করেছিল, যাতে তারা শেষ
পর্যন্ত দেশে আসতে পারে। জুডিয়া।
46 এখন যখন তারা ইফ্রোনে এলো, (এটি তাদের যাওয়ার পথে একটি
বড় শহর ছিল, খুব সুগঠিত) তারা সেখান থেকে ডান বা বাম দিকে
ফিরতে পারেনি, তবে তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটা
47 তখন নগরের লোকেরা সেগুলো বন্ধ করে দিল এবং পাথর দিয়ে
দরজা বন্ধ করে দিল।
48 তখন যিহূদা তাদের কাছে শান্তির সাথে এই বলে পাঠাল, 'আমাদের
দেশের মধ্য দিয়ে যেতে দাও আমাদের দেশে যেতে, আর কেউ
তোমাদের ক্ষতি করবে না৷ আমরা কেবল পায়ে হেঁটেই পার হব, কিন্তু
তারা তাঁর কাছে মুখ খুলবে না৷
49 সেইজন্য যিহূদা সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে ঘোষণা করার আদেশ
দিয়েছিল যে, সে যেখানে ছিল সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার তাঁবু স্থাপন
করবে।
50 এইভাবে সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছিল এবং সেই সমস্ত দিন এবং সারা
রাত শহর আক্রমণ করেছিল, যতক্ষণ না শহরটি তার হাতে তুলে
দেওয়া হয়েছিল৷
51 তারপর তিনি তরবারির ধারে সমস্ত পুরুষকে মেরে ফেললেন, এবং
শহরটিকে আক্রমণ করলেন এবং সেখানকার লুটের জিনিসপত্র
নিয়ে গেলেন এবং নিহতদের উপর দিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে চলে
গেলেন।
52 এর পরে তারা জর্ডান পার হয়ে বৈৎসানের সামনের বিশাল
সমভূমিতে গেল।
53 আর যিহূদা যারা পিছনে এসেছিল তাদের একত্রিত করল এবং
যিহূদিয়া দেশে না আসা পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে লোকদের উৎসাহিত
করল।
54 তাই তারা আনন্দ ও উল্লাসে সিয়োন পর্বতে উঠে গেল, সেখানে
তারা হোমবলি নিবেদন করল, কারণ শান্তিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত
তাদের একজনকেও হত্যা করা হয়নি৷
55 এখন কি সময় যিহূদা ও যোনাথন গালাদ দেশে ছিলেন এবং
টলেমাইসের আগে গালীলে তাঁর ভাই শিমোন,
56 জাকারিয়ার পুত্র যোষেফ এবং সেনাপতি আজরিয়াস তাদের
বীরত্বপূর্ণ কাজ ও যুদ্ধের মতো কাজের কথা শুনলেন৷
57 সেইজন্য তারা বলেছিল, আমাদেরও একটা নাম দেওয়া হোক এবং
আমাদের চারপাশে থাকা জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি৷
58 তাই যখন তারা তাদের সংগে থাকা সেনাদলের দায়িত্ব দিল, তখন
তারা জামনিয়ার দিকে গেল।
59 তখন গর্গিয়াস ও তাঁর লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শহরের
বাইরে এলেন।
60 আর তাই হল, যোষেফ ও আজরাসকে তাড়া করে যিহূদিয়ার
সীমানা পর্যন্ত তাড়া করা হল; এবং সেই দিন ইস্রায়েলীয়দের প্রায় দুই
হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল।
61 এইভাবে ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে একটি মহান উৎখাত
হয়েছিল, কারণ তারা জুডাস এবং তার ভাইদের প্রতি বাধ্য ছিল না,
কিন্তু কিছু সাহসী কাজ করার কথা ভেবেছিল।
62 তাছাড়া এই লোকেরা তাদের বংশ থেকে আসেনি, যাদের হাত দ্বারা
ইস্রায়েলকে উদ্ধার করা হয়েছিল৷
63 তথাপি যিহূদা এবং তার ভাইয়েরা সমস্ত ইস্রায়েলের এবং সমস্ত
জাতিদের কাছে, যেখানেই তাদের নাম শোনা গিয়েছিল তাদের কাছে
খুব বিখ্যাত ছিল;
64 মানুষ আনন্দের সাথে তাদের কাছে সমবেত হয়েছিল।
65পরে যিহূদা তার ভাইদের নিয়ে বের হয়ে গেল এবং দক্ষিণ দিকের
দেশে এষৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, যেখানে সে হেব্রোণ ও তার
শহরগুলিকে আক্রমণ করেছিল এবং এর দুর্গ ভেঙে ফেলেছিল এবং
তার চারপাশের বুরুজগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিল।
66 সেখান থেকে তিনি পলেষ্টীয়দের দেশে যাওয়ার জন্য চলে গেলেন
এবং শমরিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেন।
67 সেই সময় কিছু যাজক, তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক, যুদ্ধে
নিহত হয়েছিল, কারণ তারা বিনা পরামর্শে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিল।
68 তাই যিহূদা পলেষ্টীয়দের দেশে আজোটাসের দিকে ফিরে গেল,
এবং যখন সে তাদের বেদীগুলিকে টেনে নামিয়ে দিল, এবং তাদের
খোদাই করা মূর্তিগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলল এবং তাদের
শহরগুলিকে লুণ্ঠন করল, তখন সে যিহূদিয়া দেশে ফিরে গেল।

অধ্যায় 6

1 সেই সময়ে রাজা অ্যান্টিওকাস উচ্চ দেশগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ
করতে গিয়ে বলতে শুনলেন যে, পারস্যের এলিমাইস একটি শহর
ছিল যা ধন, রৌপ্য ও সোনার জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল;
2 এবং সেখানে একটি খুব সমৃদ্ধ মন্দির ছিল, যেখানে সোনার
আচ্ছাদন, বক্ষবন্ধনী এবং ঢাল ছিল, যা ম্যাসিডোনীয় রাজা ফিলিপের
পুত্র আলেকজান্ডার, যিনি গ্রীসিয়ানদের মধ্যে প্রথম রাজত্ব
করেছিলেন, সেখানে রেখে গিয়েছিলেন৷
3 সেইজন্য তিনি এসে শহরটি দখল করতে ও লুটপাট করতে
চেয়েছিলেন৷ কিন্তু তিনি তা করতে পারলেন না, কারণ শহরের
লোকেরা সতর্ক করে দিয়েছিল৷
4তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উঠিলেন; তাই তিনি পলায়ন করিলেন, এবং
অতি কষ্ট সহ্য করে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং ব্যাবিলনে ফিরে
গেলেন।
5 সেইসঙ্গে একজন এসেছেন যিনি তাঁকে পারস্যে এই খবর
দিয়েছিলেন যে, যে সৈন্যবাহিনী যিহূদিয়া দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছিল,
তাদের পলায়ন করা হয়েছে৷
6 আর সেই লাইসিয়াস, যিনি সর্বপ্রথম বিরাট শক্তি নিয়ে বের
হয়েছিলেন, তাকে ইহুদীদের থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ এবং যে
বর্ম, শক্তি এবং লুটের ভাণ্ডার দ্বারা তারা শক্তিশালী হয়েছিল, যা তারা
সৈন্যদের কাছ থেকে পেয়েছিল, যাদের তারা ধ্বংস করেছিল:
7 এছাড়াও তারা জেরুজালেমের বেদীর উপরে যে জঘন্য জিনিসটি
স্থাপন করেছিলেন তা তারা ভেঙে ফেলেছিল এবং তারা পূর্বের মতো
উঁচু প্রাচীর দিয়ে পবিত্র স্থান এবং তার শহর বেথসুরাকে ঘিরে
রেখেছিল।
8 রাজা যখন এই কথাগুলি শুনলেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন
এবং বেদনার্ত হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাকে তার বিছানায় শুইয়ে
দিলেন, এবং শোকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি যেভাবে
চেয়েছিলেন তা তার কাছে ঘটেনি৷
9 এবং সেখানে তিনি অনেক দিন ধরে ছিলেন: কারণ তার শোক
ক্রমশ বেড়েই চলেছে, এবং তিনি হিসেব করলেন যে তার মৃত্যু হবে৷
10 সেইজন্য তিনি তাঁর সমস্ত বন্ধুদের ডেকে বললেন, আমার চোখ
থেকে ঘুম চলে গেছে, এবং আমার হৃদয় খুব যত্নের জন্য ব্যর্থ হয়েছে৷
11 এবং আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কি ক্লেশের মধ্যে এসেছি,
এবং এটা কত বড় দুঃখের বন্যা, যেখানে আমি এখন আছি! কারণ
আমি আমার শক্তিতে উদার ও প্রিয় ছিলাম৷
12 কিন্তু এখন আমি জেরুজালেমে যে মন্দ কাজগুলি করেছি তা
আমার মনে আছে এবং আমি সেখানে যে সমস্ত সোনা ও রূপার পাত্র
ছিল তা নিয়েছিলাম এবং যিহূদিয়ার বাসিন্দাদের বিনা কারণে ধ্বংস
করতে পাঠিয়েছিলাম৷

13 তাই আমি বুঝতে পারি যে এই কারণেই এই সমস্যাগুলি আমার
উপর এসে পড়েছে, এবং দেখ, আমি এক বিচিত্র দেশে মহা শোকের
মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।
14 তারপর তিনি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন ফিলিপকে ডাকলেন,
যাকে তিনি তাঁর সমস্ত রাজ্যের শাসনকর্তা করেছিলেন।
15 এবং তাকে মুকুট, তার পোশাক, এবং তার স্বাক্ষর, শেষ পর্যন্ত তিনি
তার পুত্র অ্যান্টিওকাসকে লালন-পালন করবেন এবং রাজ্যের জন্য
তাকে লালন-পালন করবেন।
16 এইভাবে রাজা অ্যান্টিওকাস সেখানে মৃত্যুবরণ করলেন একশ
উনচল্লিশতম বছরে।
17 এখন যখন লিসিয়াস জানতে পারলেন যে রাজা মারা গেছেন,
তখন তিনি তাঁর ছেলে অ্যান্টিওকাসকে, যাকে তিনি ছোট থেকে বড়
করেছিলেন, তাঁর জায়গায় রাজত্ব করার জন্য বসিয়েছিলেন এবং তাঁর
নাম তিনি ইউপাটর রাখলেন।
18 এই সময় টাওয়ারে যারা ছিল তারা ইস্রায়েলীয়দের পবিত্র স্থানের
চারপাশে বন্ধ করে রেখেছিল এবং সর্বদা তাদের আঘাত ও জাতিদের
শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিল।
19 সেইজন্য যিহূদা, তাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, তাদের ঘেরাও
করার জন্য সমস্ত লোককে একত্রিত করেছিল।
20 তাই তারা একত্রিত হয়েছিল, এবং একশো পঞ্চাশতম বছরে তাদের
ঘেরাও করেছিল, এবং সে তাদের বিরুদ্ধে গুলি করার জন্য মাউন্ট
এবং অন্যান্য ইঞ্জিন তৈরি করেছিল।
21 তবে যারা অবরোধ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন বেরিয়ে
এসেছিল, যাদের সাথে ইস্রায়েলের কিছু অধার্মিক লোক যোগ
দিয়েছে:
22 তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি বিচার করতে এবং
আমাদের ভাইদের প্রতিশোধ নিতে কতদিন থাকবেন?
23 আমরা আপনার পিতার সেবা করতে এবং তিনি আমাদের মত
করতে এবং তাঁর আদেশ পালন করতে ইচ্ছুক ছিলাম;
24 যে কারণে আমাদের জাতির তারা টাওয়ারটি ঘেরাও করে এবং
আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে: তাছাড়া আমাদের মধ্যে যতজনকে
তারা আলোকিত করতে পারে তারা হত্যা করেছে এবং আমাদের
উত্তরাধিকার লুণ্ঠন করেছে।
25 তারা শুধু আমাদের বিরুদ্ধেই হাত বাড়ায়নি, কিন্তু তাদের সীমানার
বিরুদ্ধেও হাত বাড়ায়নি।
26 আর দেখ, আজ তারা জেরুজালেমের বুরুজটা ঘেরাও করছে,
সেটা দখল করার জন্য; পবিত্র স্থান ও বেথসুরাকে তারা সুরক্ষিত
করেছে।
27 তাই আপনি যদি তাদের দ্রুত বাধা না দেন তবে তারা এর চেয়ে বড়
কাজ করবে, আপনি তাদের শাসন করতে পারবেন না।
28 এই কথা শুনে রাজা রেগে গেলেন এবং তাঁর সমস্ত বন্ধুদের, তাঁর
সেনাপতিদের এবং ঘোড়ার চালকদের একত্র করলেন।
29 অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং সমুদ্রের দ্বীপ থেকে ভাড়াটে সৈন্যদল
তাঁর কাছে এসেছিল।
30 তাতে তাঁর সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পদাতিক, বিশ হাজার
ঘোড়সওয়ার এবং যুদ্ধে অনুশীলন করা দুই ত্রিশটি হাতি।
31 তারা ইদুমিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল এবং বেথসুরার বিরুদ্ধে ঘাঁটি
গেড়েছিল, যা তারা বহুদিন ধরে যুদ্ধের ইঞ্জিন তৈরি করেছিল; কিন্তু
বেথসুরার লোকেরা বেরিয়ে এসে তাদের আগুনে পুড়িয়ে দিল এবং
বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করল।
32 এই বলে যিহূদা টাওয়ার থেকে সরিয়ে রাজার শিবিরের সামনে
বাথজাকারিয়াতে ডেরা দিল।
33 তারপর রাজা খুব ভোরে উঠলেন এবং তাঁর সৈন্যদল নিয়ে
বাথজাকারিয়ার দিকে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে গেলেন, যেখানে তাঁর
সৈন্যবাহিনী তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং তূরী
বাজিয়েছিল।
34 এবং শেষ পর্যন্ত তারা হাতিদের যুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারে, তারা
তাদের আঙ্গুর এবং তুঁতের রক্ত দেখায়।
35 তাছাড়া তারা জন্তুদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল,
এবং প্রতিটি হাতির জন্য তারা ডাকের কোট এবং মাথায় পিতলের
শিরস্ত্রাণে সজ্জিত এক হাজার লোককে নিযুক্ত করেছিল; এবং এর
পাশে, প্রতিটি পশুর জন্য সেরা পাঁচশত ঘোড়সওয়ার নিযুক্ত করা
হয়েছিল।
36 এগুলি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রস্তুত ছিল: পশুটি যেখানেই ছিল এবং
যেখানেই পশুটি গিয়েছিল, তারাও গিয়েছিল, তারা তার কাছ থেকে
সরে যায়নি।
37 এবং জন্তুদের উপরে কাঠের শক্ত টাওয়ার ছিল, যা তাদের
প্রত্যেককে ঢেকে রেখেছিল এবং তাদের কাছে দ্রুত যন্ত্রের সাথে
জর্জরিত ছিল: সেখানেও প্রত্যেকে দুই ত্রিশজন শক্তিশালী লোক ছিল,
যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, শাসনকারী ভারতীয়দের পাশে।
তাকে.
38 অশ্বারোহীদের অবশিষ্টাংশের জন্য, তারা তাদের এদিক ওদিক
যজমানদের দুই অংশে স্থাপন করেছিল এবং তাদের কী করতে হবে
তা ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং র্যাঙ্কের মাঝখানে সর্বত্র ব্যবহার করা
হয়েছিল।
39 এখন সূর্য যখন সোনা ও পিতলের ঢালের উপর আলোকিত হল,
তখন পর্বতগুলি তা দিয়ে জ্বলজ্বল করল এবং আগুনের প্রদীপের
মতো জ্বলল।
40 তাই রাজার সেনাবাহিনীর কিছু অংশ উঁচু পাহাড়ে এবং কিছু অংশ
নীচের উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে, তারা নিরাপদে ও সুশৃঙ্খলভাবে
অগ্রসর হল।
41 সেইজন্য যারা তাদের জনতার কোলাহল, সৈন্যদলের পদযাত্রা
এবং জোতা বাজানোর শব্দ শুনেছিল, তারা সবাই নড়ে উঠল, কারণ
সৈন্যদল ছিল অত্যন্ত মহান ও শক্তিশালী।
42তখন যিহূদা ও তাহার সৈন্যদল নিকটে আসিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিল,
এবং রাজার সৈন্যের ছয়শত সৈন্য নিহত হইল।
43 ইলিয়াজারও, যার নাম সাভারান, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে
রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত পশুদের মধ্যে একটি, বাকি সকলের
চেয়ে উচ্চতর, এবং ধরে নিলেন যে রাজা তার উপরে আছেন,
44 নিজেকে বিপদে ফেলুন, শেষ পর্যন্ত তিনি তার লোকদের উদ্ধার
করতে পারেন এবং তাকে একটি চিরস্থায়ী নাম পেতে পারেন:
45 সেইজন্য তিনি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাহসের সাথে তার উপর
দৌড়েছিলেন, ডানদিকে এবং বাম দিকে হত্যা করেছিলেন, যাতে তারা
উভয় পক্ষ থেকে তার থেকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।
46 যা করা হল, সে হাতির নীচে ছিটকে পড়ল এবং তাকে ছুঁড়ে মেরে
মেরে ফেলল: তাতে হাতিটি তার উপর পড়ে গেল এবং সেখানেই সে
মারা গেল।
47 তথাপি বাকি ইহুদিরা রাজার শক্তি ও তাঁর বাহিনীর দৌরাত্ম্য দেখে
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।
48 তারপর রাজার সৈন্যদল জেরুজালেমে তাদের সঙ্গে দেখা করতে
গেল এবং রাজা যিহূদিয়া এবং সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে তাঁবু স্থাপন
করলেন।
49 কিন্তু বেথসুরাতে যারা ছিল তাদের সাথে তিনি শান্তি স্থাপন
করেছিলেন: কারণ তারা শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কারণ
অবরোধ সহ্য করার জন্য সেখানে তাদের কোন খাবার ছিল না, এটি
দেশের বিশ্রামের বছর।
50 তাই রাজা বেথসুরাকে নিয়ে গেলেন এবং সেটি রাখার জন্য
সেখানে একটি সেনাশালা স্থাপন করলেন।
51 অভয়ারণ্যের কথা, তিনি অনেক দিন তা ঘেরাও করে রেখেছিলেন:
এবং সেখানে আগুন ও পাথর নিক্ষেপ করার জন্য ইঞ্জিন ও যন্ত্র দিয়ে
কামান স্থাপন করেছিলেন এবং ডার্ট ও গুলতি নিক্ষেপ করার জন্য
টুকরো টুকরো করেছিলেন।
52 তারপরে তারা তাদের ইঞ্জিনগুলির বিরুদ্ধে ইঞ্জিন তৈরি করেছিল
এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের যুদ্ধ চালিয়েছিল।
53 তবুও শেষ পর্যন্ত, তাদের পাত্রগুলি খাবার ছাড়া ছিল, (কারণ এটি
সপ্তম বছর ছিল, এবং তারা যিহূদিয়াতে অইহুদীদের কাছ থেকে
উদ্ধার হয়েছিল, তারা ভান্ডারের অবশিষ্টাংশ খেয়েছিল;)
54 অভয়ারণ্যে কেবল অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল, কারণ দুর্ভিক্ষ
তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রবল হয়েছিল যে, তারা নিজেদেরকে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় ছড়িয়ে দিতে ক্ষীণ ছিল।
55 সেই সময় লিসিয়াস শুনলেন যে, ফিলিপ, যাঁকে রাজা
অ্যান্টিওকাস জীবিত থাকতে, তাঁর পুত্র অ্যান্টিওকাসকে লালন-
পালন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে তিনি রাজা হন।
56 পারস্য ও মিডিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন, এবং রাজার সৈন্যদলও
যে তাঁর সাথে গিয়েছিল, এবং তিনি তাঁর কাছে বিষয়গুলির শাসন
নিতে চেয়েছিলেন।

57 সেইজন্য তিনি সমস্ত তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন এবং রাজা ও
সেনাপতিদের এবং বাহিনীকে বললেন, আমরা প্রতিদিনই ক্ষয় হয়ে
যাচ্ছি, এবং আমাদের খাবারগুলি খুব ছোট, এবং আমরা যে জায়গাটি
অবরোধ করি তা শক্তিশালী এবং রাজ্যের বিষয়গুলি। আমাদের উপর
মিথ্যা:
58 তাই এখন আমরা এই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করি এবং তাদের
সাথে এবং তাদের সমস্ত জাতির সাথে শান্তি করি৷
59 এবং তাদের সাথে চুক্তি করুন যে তারা তাদের আইন অনুসারে
জীবনযাপন করবে, যেমন তারা আগে করেছিল: কারণ তারা অসন্তুষ্ট,
এবং এই সমস্ত কাজ করেছে, কারণ আমরা তাদের আইন বাতিল
করেছি।
60 তাই রাজা ও শাসনকর্তারা সন্তুষ্ট হলেন, তাই তিনি তাদের কাছে
শান্তি স্থাপনের জন্য পাঠালেন; এবং তারা তা গ্রহণ করেছিল।
61 এছাড়াও রাজা এবং শাসনকর্তারা তাদের কাছে একটি শপথ
করলেন, তারপর তারা শক্ত হোল্ড থেকে বেরিয়ে গেল।
62 তারপর রাজা সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করলেন; কিন্তু সেই জায়গার
শক্তি দেখে তিনি তাঁর দেওয়া শপথ ভঙ্গ করলেন এবং চারপাশের
দেওয়ালটা টেনে নামানোর হুকুম দিলেন।
63 পরে তিনি সমস্ত তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন এবং
অ্যান্টিওকিয়ায় ফিরে গেলেন, যেখানে তিনি ফিলিপকে শহরের কর্তা
হিসাবে দেখতে পেলেন: তাই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং
জোর করে শহরটি দখল করলেন।

অধ্যায় 7

1 একশ পঞ্চাশতম বছরে সেলুকাসের পুত্র ডেমেট্রিয়াস রোম থেকে
চলে গেলেন, এবং কয়েকজন লোকের সাথে সমুদ্র উপকূলের একটি
শহরে এলেন এবং সেখানে রাজত্ব করলেন৷
2 আর তিনি যখন তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন
তাঁর বাহিনী অ্যান্টিওকাস ও লিসিয়াসকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার
জন্য নিয়ে গিয়েছিল৷
3 তাই, যখন তিনি তা জানতেন, তিনি বললেন, আমাকে তাদের মুখ
দেখতে না দিন৷
4তাই তার সৈন্যরা তাদের মেরে ফেলল। এখন যখন ডেমেট্রিয়াস তার
রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন,
5 ইস্রায়েলের সমস্ত দুষ্ট ও অধার্মিক লোকেরা তাঁর কাছে এসেছিল,
তাদের অধিনায়কের জন্য আলসিমাস, যিনি মহাযাজক হতে ইচ্ছুক
ছিলেন:
6 তারা রাজার কাছে লোকদের দোষারোপ করে বলল, যিহূদা ও তার
ভাইরা আপনার সমস্ত বন্ধুদের হত্যা করেছে এবং আমাদের
নিজেদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে৷
7 তাই এখন আপনি যাকে বিশ্বাস করেন এমন একজন লোককে
পাঠান এবং তাকে যেতে দাও এবং দেখতে দাও যে সে আমাদের মধ্যে
এবং রাজার দেশে কী ক্ষতি করেছে এবং যারা তাদের সাহায্য করেছে
তাদের সাথে সে তাদের শাস্তি দেবে।
8 তারপর রাজা রাজার বন্ধু বাকচাইডসকে বেছে নিলেন, যিনি বন্যার
ওপারে শাসন করতেন এবং রাজ্যের একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন
এবং রাজার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন,
9 এবং তিনি তাকে সেই দুষ্ট আলসিমাসের সাথে পাঠালেন, যাকে
তিনি মহাযাজক বানিয়েছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি
ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতিশোধ নেবেন।
10 তাই তারা চলে গেল এবং এক বিরাট শক্তি নিয়ে যিহূদিয়া দেশে
এলো, সেখানে তারা প্রতারণার সাথে শান্তির কথা দিয়ে জুডাস ও তার
ভাইদের কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়েছিল।
11 কিন্তু তারা তাদের কথায় কর্ণপাত করল না; কারণ তারা দেখেছিল
যে তারা মহাশক্তি নিয়ে এসেছে।
12 তারপরে বিচারের দাবিতে আলসিমাস এবং ব্যাকাইডিসের কাছে
লেখকদের একটি দল জড়ো হয়েছিল।
13 এখন ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে অ্যাসিডিয়ানরা প্রথম ছিল যারা
তাদের শান্তি কামনা করেছিল:
14 কারণ তারা বলেছিল, হারোণের বংশের একজন যাজক এই
সৈন্যদল নিয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের কোন অন্যায় করবেন না।
15 তাই তিনি তাদের সাথে শান্তিতে কথা বললেন, এবং তাদের কাছে
শপথ করে বললেন, আমরা তোমাদের বা তোমাদের বন্ধুদের ক্ষতি
পূরণ করব না৷
16তখন তারা তাঁকে বিশ্বাস করল, তবুও তিনি তাদের মধ্যে থেকে
ত্রিশজন লোককে ধরে নিয়েছিলেন এবং তিনি যে কথা লিখেছিলেন
সেই অনুসারে একদিনে তাদের হত্যা করলেন,
17 তোমার পবিত্র লোকদের মাংস তারা ফেলে দিয়েছে, তাদের রক্ত
তারা জেরুজালেমের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে, এবং তাদের কবর
দেবার মত কেউ ছিল না।
18 সেইজন্য তাদের ভয় ও ভীতি সেই সমস্ত লোকদের উপর পড়ল,
যারা বলেছিল, তাদের মধ্যে সত্য বা ধার্মিকতা নেই; কারণ তারা যে
চুক্তি ও শপথ করেছিল তা ভঙ্গ করেছে।
19 এর পরে, তিনি জেরুজালেম থেকে বাকাইডিসকে সরিয়ে দিলেন
এবং বেজেতে তাঁর তাঁবু স্থাপন করলেন, যেখানে তিনি তাকে
ত্যাগকারী অনেক লোককে পাঠিয়েছিলেন এবং কয়েকজনকেও
নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের হত্যা করার পরে তিনি তাদের
মহাবিশ্বে ফেলেছিলেন। গর্ত
20 তারপর তিনি আলসিমাসের কাছে দেশটি অর্পণ করলেন এবং
তাকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে একটি শক্তি রেখে গেলেন: তাই
বাকচিডস রাজার কাছে গেলেন।
21 কিন্তু অ্যালসিমাস মহাযাজক পদের জন্য তর্ক করেছিলেন৷
22 এবং তাঁর কাছে এমন সমস্ত লোকের অবলম্বন করলেন যাঁরা
লোকেদের বিরক্ত করেছিল, যারা যিহূদার দেশ তাদের ক্ষমতায়
পাওয়ার পরে, ইস্রায়েলে অনেক ক্ষতি করেছিল।
23এখন যিহূদা ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এমনকি জাতিদের উপরেও
অ্যালসিমাস এবং তার সঙ্গী যে সমস্ত দুষ্টুমি করেছিল তা যখন দেখল,
24 তিনি যিহূদিয়ার চারপাশের সমস্ত উপকূলে গিয়েছিলেন এবং যারা
তাঁর কাছ থেকে বিদ্রোহ করেছিল তাদের প্রতিশোধ নিলেন, যাতে
তারা আর দেশে যেতে সাহস পায় না।
25 অন্য দিকে, যখন অ্যালসিমাস দেখলেন যে জুডাস এবং তার সঙ্গী
ঊর্ধ্বগতি অর্জন করেছে, এবং জানত যে সে তাদের বাহিনীকে সহ্য
করতে সক্ষম নয়, তখন সে আবার রাজার কাছে গেল এবং তাদের
মধ্যে যা করতে পারে তার সব চেয়ে খারাপ কথা বলল।
26 তারপর রাজা নিকানোরকে পাঠালেন, তার সম্মানিত রাজপুত্রদের
একজন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইস্রায়েলের প্রতি মারাত্মক ঘৃণা
পোষণ করেছিলেন, লোকদের ধ্বংস করার আদেশ দিয়ে।
27 তাই নিকানোর বড় শক্তি নিয়ে জেরুজালেমে এলেন; এবং
বন্ধুত্বপূর্ণ বাক্য দিয়ে জুডাস ও তার ভাইদের কাছে
প্রতারণামূলকভাবে পাঠালেন,
28 আমার আর তোমার মধ্যে যেন কোন যুদ্ধ না হয়; আমি কিছু
লোক নিয়ে আসব, যাতে আমি তোমাকে শান্তিতে দেখতে পারি।
29 তাই তিনি জুডাসের কাছে এলেন, এবং তারা একে অপরকে
শান্তভাবে অভিবাদন জানাল৷ তবুও শত্রুরা হিংস্রতার মাধ্যমে
জুডাসকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল।
30 যিহূদা যে বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কাছে এসেছিল তা জানার পরে, সে
তাকে ভয় পেয়েছিল এবং তার মুখ আর দেখতে পাবে না৷
31 নিকানোরও যখন দেখলেন যে তাঁর পরামর্শ পাওয়া গেছে, তখন
কফরসালামার পাশে জুডাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলেন।
32 যেখানে নিকানোরের পক্ষের প্রায় পাঁচ হাজার লোক নিহত
হয়েছিল এবং বাকিরা দায়ূদের শহরে পালিয়ে গিয়েছিল৷
33 এর পরে নিকানর সিয়োন পর্বতে উঠলেন, এবং সেখানে কিছু
যাজক এবং কিছু প্রবীণ লোক তাঁকে শান্তিতে অভিবাদন জানাতে
এবং রাজার জন্য যে হোমবলি উৎসর্গ করা হয়েছিল তা দেখাতে
পবিত্র স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন।
34কিন্তু তিনি তাদের ঠাট্টা করলেন, তাদের উপহাস করলেন,
লজ্জাজনকভাবে তাদের গালি দিলেন এবং গর্বিতভাবে বললেন,
35আর ক্রোধে শপথ করিয়া কহিলেন, যিহূদা ও তাহার সৈন্যদের
এখন আমার হাতে সমর্পণ না করিলে, আমি যদি কখনও নিশ্চিন্তে
আসি, তবে এই গৃহ পুড়িয়ে দেব; এবং এই বলে তিনি প্রচণ্ড রেগে
গেলেন।
36 তখন পুরোহিতেরা ভিতরে ঢুকে বেদী ও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে
কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
37 হে সদাপ্রভু, তুমি এই গৃহটিকে তোমার নামে ডাকার জন্য এবং
তোমার লোকদের প্রার্থনা ও প্রার্থনার ঘর হতে বেছে নিয়েছ।

38 এই লোকটি এবং তার সৈন্যদের থেকে প্রতিশোধ নিন, এবং তাদের তরবারি দ্বারা মারা যাক: তাদের নিন্দার কথা মনে করুন এবং তাদের আর চলতে না দিন।
39 তাই নিকানোর জেরুজালেম থেকে বের হয়ে বেথহোরোনে তাঁবু ফেললেন, যেখানে সিরিয়ার একদল তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল।
40কিন্তু যিহূদা তিন হাজার লোক নিয়ে আদাসায় দাঁড়ালেন এবং সেখানে তিনি প্রার্থনা করে বললেন,
41 হে মাবুদ, যখন আসিরিয়ার রাজার কাছ থেকে প্রেরিত লোকেরা নিন্দা করেছিল, তখন তোমার দূত বেরিয়ে গিয়ে তাদের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে মারলেন।
42 সেইভাবে আজ আমাদের সামনে এই বাহিনীকে ধ্বংস করে দাও, যাতে বাকিরা জানতে পারে যে সে তোমার পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে নিন্দা করেছে এবং তুমি তার পাপাচার অনুসারে তার বিচার করো।
43 তাই আদর মাসের তেরো তারিখে সৈন্যদল যুদ্ধে যোগ দিল, কিন্তু নিকানোরের সৈন্যরা অস্বস্তিতে পড়ল এবং যুদ্ধে সে নিজেই প্রথম নিহত হল।
44 নিকানোরের সৈন্যরা যখন দেখল যে তাকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা তাদের অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল।
45 তারপর তারা তাদের পিছু পিছু আদাসা থেকে গাজেরা পর্যন্ত একদিনের পথ ধরে তাদের পিছু পিছু তূরী বাজাতে লাগল।
46 তখন তারা যিহূদিয়ার চারপাশের সমস্ত শহর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বন্ধ করে দিল। যাতে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, তারা সবাই তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল এবং তাদের একজনও অবশিষ্ট ছিল না।
47 পরে তারা লুটের জিনিসপত্র এবং শিকার নিয়ে গেল এবং নিকানরদের মাথা এবং তার ডান হাত, যা সে এত গর্বের সাথে প্রসারিত করেছিল তা কেটে ফেলল এবং তাদের নিয়ে এসে জেরুজালেমের দিকে ঝুলিয়ে দিল।
48 এই কারণে লোকেরা খুব আনন্দ করেছিল এবং সেই দিনটিকে তারা মহা আনন্দের দিন হিসেবে পালন করেছিল।
49 এছাড়াও তারা প্রতি বছর এই দিনটি পালন করার জন্য আদেশ করেছিল, কারণ আদরের তেরো তারিখ।
50 এইভাবে যিহূদার দেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামে ছিল।

অধ্যায় 8

1 এখন জুডাস রোমানদের সম্বন্ধে শুনেছিল যে, তারা পরাক্রমশালী এবং বীর পুরুষ, এবং যারা তাদের সাথে নিজেদের যোগদানকারী সকলকে ভালবাসার সাথে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছে যা এসেছিল তাদের সাথে বন্ধুত্বের লিগ তৈরি করবে;
2 এবং তারা মহান বীর পুরুষ ছিল. গালাতীয়দের মধ্যে তারা যে যুদ্ধ এবং মহৎ কাজ করেছিল এবং কীভাবে তারা তাদের জয় করেছিল এবং তাদের শ্রদ্ধার আওতায় এনেছিল তাও তাকে বলা হয়েছিল;
3 এবং তারা স্পেন দেশে যা করেছে, সেখানে যা রূপা ও সোনার খনি জয় করেছে;
4 এবং তাদের নীতি এবং ধৈর্যের দ্বারা তারা সমস্ত জায়গা জয় করেছিল, যদিও এটি তাদের থেকে অনেক দূরে ছিল; এবং সেই রাজারাও যারা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে তাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, যতক্ষণ না তারা তাদের অস্বস্তিতে ফেলেছিল, এবং তাদের বিরাটভাবে উৎখাত করেছিল, যাতে বাকিরা প্রতি বছর তাদের উপাসনা দিত:
5 এর পাশাপাশি, যুদ্ধে তারা কীভাবে অস্বস্তিতে পড়েছিল, ফিলিপ এবং সিটিমসের রাজা পার্সিয়াস, অন্যদের সাথে যারা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের উত্থিত করেছিল এবং তাদের পরাস্ত করেছিল:
6 এশিয়ার মহান রাজা অ্যান্টিওকাস, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছিল, তার সাথে একশত বিশটি হাতি, ঘোড়সওয়ার, রথ এবং একটি বড় সৈন্য ছিল, তাদের দ্বারা অস্বস্তি হয়েছিল।
7 এবং কীভাবে তারা তাকে জীবিত ধরে নিয়েছিল, এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে এবং তার পরে যারা রাজত্ব করবে তারা একটি মহান সম্মানী দেবে এবং জিম্মি করবে এবং যা সম্মত হয়েছিল,
8 এবং ভারত দেশ, এবং মিডিয়া এবং লিডিয়া এবং সবচেয়ে ভাল দেশগুলি, যা তারা তার কাছ থেকে নিয়েছিল এবং রাজা ইউমেনিসকে দিয়েছিল:
9 তাছাড়া গ্রিসিয়ানরা কীভাবে এসে তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল;
10 এবং যে তারা তা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একজন সেনাপতিকে পাঠিয়েছিল, এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের অনেককে হত্যা করেছিল, এবং তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের লুটপাট করেছিল, এবং তাদের জমি দখল করেছিল এবং তাদের শক্তিশালী শক্তিকে টেনে নিয়েছিল। ধরে রেখেছে, এবং আজ পর্যন্ত তাদের দাস হিসাবে নিয়ে এসেছে:
11 তা ছাড়া তাকে বলা হয়েছিল, কীভাবে তারা অন্য সব রাজ্য এবং দ্বীপগুলিকে ধ্বংস করে তাদের আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসে যেগুলি যে কোনও সময় তাদের প্রতিরোধ করেছিল;
12 কিন্তু তাদের বন্ধুদের সাথে এবং যারা তাদের উপর নির্ভর করত তাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল: এবং তারা দূর এবং কাছাকাছি উভয় রাজ্য জয় করেছিল, এমনকি যারা তাদের নাম শুনেছিল তারা তাদের ভয় পেয়েছিল:
13 এছাড়াও, তারা যাদের একটি রাজ্যে সাহায্য করবে, তারা রাজত্ব করবে; এবং তারা যাকে আবার চাইবে, তারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে: অবশেষে, তারা অনেক উঁচুতে উঠল।
14তবুও এই সমস্ত কিছুর জন্য তাদের মধ্যে কেউ মুকুট পরেনি বা বেগুনি রঙের পোশাক পরেনি, যাতে তার দ্বারা মহিমান্বিত হয়।
15 তাছাড়া তারা কীভাবে নিজেদের জন্য একটি সিনেট হাউস তৈরি করেছিল, যেখানে প্রতিদিন তিনশো বিশ জন লোক কাউন্সিলে বসতেন, সর্বদা লোকেদের জন্য পরামর্শ করতেন, শেষ পর্যন্ত তাদের ভাল আদেশ দেওয়া যেতে পারে:
16 এবং যে তারা তাদের সরকার প্রতি বছর একজনের কাছে ন্যস্ত করেছিল, যে তাদের সমস্ত দেশ শাসন করেছিল এবং সকলেই সেই একজনের প্রতি বাধ্য ছিল এবং তাদের মধ্যে কোন হিংসা বা অনুকরণ ছিল না।
17 এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে, জুডাস যোহনের পুত্র ইউপোলেমাসকে, অ্যাকোসের পুত্র এবং ইলিয়াজারের পুত্র জেসনকে বেছে নিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সংঘবদ্ধতার চুক্তি করার জন্য তাদের রোমে পাঠালেন,
18 এবং তাদের কাছ থেকে জোয়াল কেড়ে নেওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করা; কারণ তারা দেখেছিল যে গ্রিসিয়ানদের রাজ্য দাসত্বের সাথে ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছে।
19 সেইজন্য তাঁরা রোমে গেলেন, যেটা খুব বড় যাত্রা ছিল, এবং সেনেটে এসে কথা বলতে লাগল।
20 জুডাস ম্যাকাবিউস তার ভাইদের সাথে এবং ইহুদীদের লোকেদের সাথে আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে, আপনার সাথে একটি সংঘবদ্ধতা এবং শান্তি স্থাপন করার জন্য, এবং যাতে আমরা আপনার কনফেডারেট এবং বন্ধুদের নিবন্ধিত হতে পারি।
21 তাই বিষয়টি রোমীয়দের ভাল লাগল।
22 এবং এটি সেই চিঠির অনুলিপি যা সেনেট আবার পিতলের টেবিলে লিখেছিল এবং জেরুজালেমে পাঠিয়েছিল, যাতে সেখানে তাদের দ্বারা শান্তি ও সংঘের একটি স্মারক থাকে:
23 রোমানদের এবং ইহুদীদের জন্য, সমুদ্র এবং স্থলপথে চিরকালের জন্য শুভ সাফল্য হোক: তলোয়ার এবং শত্রুও তাদের থেকে দূরে থাকুক,
24 যদি প্রথমে রোমানদের বা তাদের সমস্ত রাজত্ব জুড়ে তাদের কোন সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়,
25 ইহুদীদের লোকেরা তাদের সাহায্য করবে, যেমন সময় নির্ধারিত হবে, তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে:
26 যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের কোন জিনিস তারা দেবে না, বা খাবার, অস্ত্র, টাকা বা জাহাজ দিয়ে সাহায্য করবে না, যেমনটা রোমানদের কাছে ভালো মনে হয়েছে; কিন্তু তারা কোন কিছু না নিয়ে তাদের চুক্তি পালন করবে।
27 একইভাবে, ইহুদিদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে, রোমানরা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের সাহায্য করবে, যেমন সময় তাদের নির্ধারিত হবে:
28 যারা তাদের বিরুদ্ধে অংশ নেয় তাদের খাবার, অস্ত্র, অর্থ বা জাহাজ দেওয়া হবে না, যেমনটি রোমানদের কাছে ভাল মনে হয়েছে; কিন্তু তারা তাদের চুক্তি পালন করবে, এবং তা প্রতারণা ছাড়াই।
29 এই নিবন্ধগুলি অনুসারে রোমানরা ইহুদিদের সাথে একটি চুক্তি করেছিল।
30 তবে পরবর্তীতে যদি এক পক্ষ বা অন্য পক্ষ কোনো কিছু যোগ বা কমানোর জন্য দেখা করার কথা মনে করে, তবে তারা তাদের খুশিতে

তা করতে পারে এবং তারা যা কিছু যোগ করবে বা নিয়ে যাবে তা অনুমোদন করা হবে।
31 এবং ডেমেট্রিয়াস ইহুদিদের প্রতি যে মন্দ কাজ করেন তা স্পর্শ করার জন্য, আমরা তাকে লিখেছিলাম, কেন আপনি আমাদের বন্ধুদের এবং ইহুদিদের সংঘবদ্ধ করার জন্য আপনার জোয়াল ভারী করলেন?
32 তাই যদি তারা তোমার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ করে, আমরা তাদের ন্যায়বিচার করব এবং সমুদ্রে ও স্থল পথে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অধ্যায় 9

1 তদুপরি, যখন ডেমেট্রিয়াস শুনলেন যে নিকানর এবং তার যোদ্ধা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তখন তিনি দ্বিতীয়বার ব্যাকাইডিস এবং অ্যালসিমাসকে জুডিয়ার দেশে পাঠালেন এবং তাদের সাথে তার বাহিনীর প্রধান শক্তি:
2 যারা গালগালার দিকে যাওয়ার পথ দিয়ে এগিয়ে গেল এবং আরবেলায় অবস্থিত মাসলোথের সামনে তাদের তাঁবু ফেলল, এবং তারা জয় করার পরে অনেক লোককে হত্যা করল।
3আর একশো পঞ্চান্ন বছরের প্রথম মাসে তারা জেরুজালেমের সামনে শিবির স্থাপন করেছিল।
4 সেখান থেকে তারা বিশ হাজার পদাতিক ও দুই হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে বেরিয়ায় গেল।
5এখন যিহূদা ইলিয়াসায় তার তাঁবু স্থাপন করেছিল এবং তার সাথে তিন হাজার মনোনীত লোক ছিল:
6 অন্য সৈন্যদলের ভিড় দেখে তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন৷ অতঃপর অনেকে নিজেদেরকে স্বাগতিকদের বাইরে নিয়ে গেল, যেখানে তাদের আবাসস্থল আর নয় বরং আটশো পুরুষ।
7 তাই যখন জুডাস দেখল যে তার বাহিনী পিছলে গেছে এবং যুদ্ধ তার উপর চাপা পড়েছে, তখন সে মনের মধ্যে খুবই উদ্বিগ্ন এবং খুব ব্যথিত হল, কারণ তাদের একত্রিত করার সময় তার নেই।
8তবুও যাঁরা রয়ে গেল তাঁদের তিনি বললেন, 'চলো আমরা উঠি এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে উঠি, যদি দুঃসাহসিকভাবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি৷
9 কিন্তু তারা তাকে নিরুৎসাহিত করে বলেছিল, আমরা কখনই পারব না: এখন আমরা বরং আমাদের জীবন বাঁচাই, এবং এরপরে আমরা আমাদের ভাইদের সাথে ফিরে আসব এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, কারণ আমরা অল্প সংখ্যক।
10 তখন যিহূদা বলল, ঈশ্বর নিষেধ করুন যে আমি এই কাজটি করি এবং তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাই: যদি আমাদের সময় আসে, তবে আমাদের ভাইদের জন্য আমরা মরে যাই এবং আমাদের সম্মানকে কলঙ্কিত না করি।
11 এর সাথেই বাকচাইডদের দল তাদের তাঁবু থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, তাদের ঘোড়সওয়ারদের দুটি সৈন্যে বিভক্ত করা হয়েছিল, এবং তাদের স্লিংগার এবং তীরন্দাজরা হোস্টের সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং যারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল তারা সবাই ছিল শক্তিশালী পুরুষ।
12 বাকচাইডসের জন্য, তিনি ডান ডানায় ছিলেন: তাই হোস্ট দুটি অংশের কাছে এসে তাদের শিঙা বাজাল।
13 তারাও যিহূদার পক্ষ থেকে, এমনকি তারা তাদের তূরীও বাজিয়েছিল, যাতে সেনাবাহিনীর শব্দে পৃথিবী কেঁপে ওঠে এবং সকাল থেকে রাত অবধি যুদ্ধ চলতে থাকে।
14এখন যখন যিহূদা বুঝতে পারল যে বাকচিডস এবং তার সেনাবাহিনীর শক্তি ডানদিকে রয়েছে, তখন সে তার সাথে সমস্ত কঠোর লোককে নিয়ে গেল,
15 যিনি ডান ডানাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন এবং অ্যাজোটাস পর্বত পর্যন্ত তাদের তাড়া করেছিলেন।
16কিন্তু বামপন্থীরা যখন দেখল যে তারা ডানপন্থীরা অস্বস্তিতে পড়েছে, তখন তারা পেছন থেকে জুডাস এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের পিছু নিল।
17 এর পরে একটি যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধ হয়েছিল, উভয় অংশে অনেক লোক নিহত হয়েছিল।
18 যিহূদাকেও হত্যা করা হয়েছিল এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গিয়েছিল।
19 তারপর যোনাথন ও শিমোন তাদের ভাই যিহূদাকে নিয়ে গিয়ে মোদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিতে কবর দিলেন।
20আর তাহারা তাহার জন্য বিলাপ করিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাহার জন্য মহা বিলাপ করিল, এবং বহু দিন শোক করিল, বলিল,
21 কি করে সেই বীর পুরুষের পতন হল, যে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করেছিল!
22 যিহূদা এবং তার যুদ্ধ, এবং তিনি যে মহৎ কাজগুলি করেছিলেন এবং তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়গুলির জন্য সেগুলি লেখা নেই: কারণ সেগুলি অনেক ছিল৷
23 এখন জুডাসের মৃত্যুর পরে দুষ্টরা ইস্রায়েলের সমস্ত উপকূলে তাদের মাথা তুলে ধরতে শুরু করে এবং সেখানে অন্যায়ের মতো সমস্ত কিছু দেখা দেয়।
24 সেই দিনগুলিতেও খুব বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যার কারণে দেশ বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের সাথে গিয়েছিল৷
25 তারপর বাকচাইডস দুষ্ট লোকদের বেছে নিয়েছিল এবং তাদের দেশের প্রভু বানিয়েছিল।
26 এবং তারা জুডাসের বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিল এবং তাদের বাকচাইডসের কাছে নিয়ে গেল, যারা তাদের প্রতিশোধ নিয়েছিল এবং তাদের ব্যবহার করেও।
27 তাই ইস্রায়েলের মধ্যে একটি বড় দুর্দশা ছিল, যে সময় থেকে কোন নবী তাদের মধ্যে দেখা যায়নি.
28 এই জন্য যিহূদার সমস্ত বন্ধু একত্রিত হয়ে যোনাথনকে বলল,
29 তোমার ভাই জুডাস মারা যাওয়ার পর থেকে, আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, বাকচিদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যাবার জন্য তার মতো আমাদের আর কেউ নেই৷
30 সেইজন্য আজ আমরা তোমাকে আমাদের রাজপুত্র ও তার জায়গায় সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করেছি, যাতে তুমি আমাদের যুদ্ধে লড়তে পার।
31 এই বলে যোনাথন সেই সময়ে তাঁর উপর শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ভাই যিহূদার পরিবর্তে উঠলেন।
32 কিন্তু যখন বাকাইডিস তা জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন
33তখন যোনাথন, তাঁর ভাই শিমোন ও তাঁর সংগী সকলে তা বুঝতে পেরে থেকো মরুভূমিতে পালিয়ে গেল এবং আস্ফার পুকুরের জলের ধারে তাঁবু ফেলল।
34 যখন বাকাইডিস বুঝতে পারলেন, বিশ্রামবারে তিনি তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে জর্ডানের কাছে গেলেন৷
35 এখন যোনাথন তাঁর ভাই যোহনকে পাঠিয়েছিলেন, যিনি লোকদের একজন সেনাপতি ছিলেন, তাঁর বন্ধু নাবাথীদের কাছে প্রার্থনা করার জন্য, যাতে তারা তাদের সাথে তাদের গাড়ি রেখে যেতে পারে, যা অনেক বেশি ছিল।
36 কিন্তু জাম্বরির ছেলেমেয়েরা মেদাবা থেকে বেরিয়ে এসে যোহনকে ও তাঁর যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেল।
37 এর পরে যোনাথন ও তাঁর ভাই শিমোনের কাছে খবর এল যে, জাম্বরির ছেলেমেয়েরা একটি মহান বিয়ে করেছে এবং চানানের মহান রাজপুত্রদের মধ্যে একজনের কন্যা হিসাবে একটি বড় ট্রেনে করে নাদাবাথা থেকে কনেকে নিয়ে আসছে।
38তাই তারা তাদের ভাই যোহনের কথা মনে পড়ল এবং উপরে উঠে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল।
39 তারা যেদিকে চোখ তুলে তাকাল, এবং দেখ, সেখানে অনেক আড্ডা ও বড় গাড়ি ছিল: এবং বর এবং তার বন্ধুরা এবং ভাইয়েরা ঢোল, বাদ্যযন্ত্র এবং অনেক অস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে এগিয়ে এল৷
40তখন যোনাথন ও তাঁর সঙ্গীরা যে স্থান থেকে ওতপ্রোতভাবে শুয়েছিল সেখান থেকে তাদের বিরুদ্ধে উঠল এবং তাদের এমনভাবে বধ করল যে, অনেক লোক মারা পড়ল, আর অবশিষ্টরা পাহাড়ে পালিয়ে গেল এবং তারা সবাইকে নিয়ে গেল। তাদের লুণ্ঠন
41 এইভাবে বিবাহ শোকে পরিণত হল, এবং তাদের সুরের আওয়াজ বিলাপে পরিণত হল৷
42 তাই যখন তারা তাদের ভাইয়ের রক্তের সম্পূর্ণ প্রতিশোধ নিল, তারা আবার জর্ডানের জলাভূমিতে ফিরে গেল।
43 এই কথা শুনে ব্যাকাইডিস বিশ্রামবারে জর্ডানের তীরে বিরাট শক্তি নিয়ে এলেন৷

44তখন যোনাথন তার সঙ্গীকে বললেন, চল আমরা এখন যাই এবং আমাদের প্রাণের জন্য লড়াই করি, কারণ অতীতের মতো আজও আমাদের সাথে থাকে না৷
45 কেননা, দেখ, যুদ্ধ আমাদের সামনে ও পিছনে, আর জর্ডানের জল এপাশে ও ওপাশে, একইভাবে জলাভূমি ও কাঠ, আমাদের সরে যাওয়ার জায়গা নেই।
46 তাই এখন স্বর্গের দিকে কান্নাকাটি কর, যাতে তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়৷
47 এর সাথে তারা যুদ্ধে যোগ দিল, এবং জোনাথন বাকচিডসকে আঘাত করার জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু সে তার কাছ থেকে ফিরে গেল।
48 তখন যোনাথন ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা জর্ডানে লাফ দিয়ে অন্য তীরে সাঁতরে গেলেন, কিন্তু অন্যটি জর্ডান পার হয়ে গেলেন না৷
49 তাই সেদিন প্রায় এক হাজার লোক বাকচাইডের পক্ষ থেকে নিহত হয়েছিল।
50 পরে ব্যাকচাইডস জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং জুডিয়ার শক্তিশালী স্থানগুলি মেরামত করেন; জেরিকোর দুর্গ, এমমাউস, বেথহোরন, বেথেল, থমনাথা, ফারাথোনি এবং তাফন, এগুলো তিনি উঁচু প্রাচীর, ফটক ও বার দিয়ে মজবুত করেছিলেন।
51 এবং তিনি তাদের মধ্যে একটি সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, যাতে তারা ইস্রায়েলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে।
52 তিনি বেথসুরা, গাজেরা এবং টাওয়ারকেও সুরক্ষিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে সৈন্য স্থাপন করেছিলেন এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।
53 এছাড়াও, তিনি দেশের প্রধান পুরুষদের ছেলেদের জিম্মি করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের রাখার জন্য জেরুজালেমের টাওয়ারে রেখেছিলেন।
54 তদুপরি, পঞ্চান্ন বছরের দ্বিতীয় মাসে, অ্যালসিমাস পবিত্র স্থানের অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণের প্রাচীরটি টেনে নামিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন; তিনি নবীদের কাজও টেনে এনেছিলেন
55 এবং তিনি যখন টেনে নামতে শুরু করলেন, সেই সময়েও অ্যালসিমাস আক্রান্ত হলেন, এবং তাঁর উদ্যোগগুলি বাধাগ্রস্ত হল: কারণ তার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা হয়েছিল, যাতে তিনি আর কিছু বলতে পারেন না বা আদেশ দিতে পারেন না। তার বাড়ি.
56 তাই আলসিমাস সেই সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে মারা গেল।
57 যখন ব্যাকাইডিস দেখলেন যে অ্যালসিমাস মারা গেছে, তখন তিনি রাজার কাছে ফিরে গেলেন, তখন জুডিয়া দেশে দুই বছর বিশ্রাম ছিল।
58 তারপর সমস্ত অধার্মিক লোকেরা একটি সভা করে বলল, দেখ, জোনাথন এবং তার সঙ্গ নিশ্চিন্তে আছে এবং যত্ন ছাড়াই বাস করছে: এখন আমরা বাকচিডদের এখানে নিয়ে যাব, যারা তাদের সবাইকে এক রাতে নিয়ে যাবে৷
59 তাই তাঁরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন৷
60 তারপর তিনি সরিয়ে দিলেন, এবং একটি বড় দল নিয়ে এলেন, এবং যিহূদিয়াতে তাঁর অনুগামীদের কাছে গোপনীয়ভাবে চিঠি পাঠালেন, যাতে তারা যোনাথন ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যায়; যদিও তারা তা পারেনি, কারণ তাদের পরামর্শ তাদের কাছে জানা ছিল।
61 সেইজন্য তারা সেই দেশের লোকদের মধ্যে, যারা সেই দুষ্টতার লেখক ছিল, প্রায় পঞ্চাশ জন লোককে ধরে নিয়ে তাদের হত্যা করেছিল৷
62 পরে যোনাথন, শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের মরুভূমির বেথবসীতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার ক্ষয়গুলো মেরামত করে মজবুত করলেন।
63 যখন ব্যাকাইডিস জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সৈন্যদলকে একত্র করলেন এবং যিহূদিয়ার লোকদের কাছে খবর পাঠালেন৷
64 তারপর তিনি গিয়ে বেথবসীকে ঘেরাও করলেন। এবং তারা এটির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় লড়াই করেছিল এবং যুদ্ধের ইঞ্জিন তৈরি করেছিল।
65 কিন্তু যোনাথন তাঁর ভাই শিমোনকে শহরের মধ্যে রেখে চলে গেলেন এবং নিজের দেশে চলে গেলেন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন৷
66 আর তিনি ওডোনার্কস, তাঁর ভাইদের এবং ফাসিরোনের সন্তানদের তাদের তাঁবুতে আঘাত করলেন।
67 আর তিনি যখন তাদের আঘাত করতে লাগলেন, এবং তাঁর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসলেন, তখন সিমোন ও তাঁর দল শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধের ইঞ্জিনগুলিকে পুড়িয়ে দিল৷
68 এবং Bacchides বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যারা তাদের দ্বারা অস্বস্তি ছিল, এবং তারা তাকে ব্যাথা পীড়িত: তার পরামর্শ এবং শ্রম বৃথা ছিল জন্য.
69 সেইজন্য তিনি সেই দুষ্ট লোকদের উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন যারা তাকে দেশে আসার পরামর্শ দিয়েছিল, যদিও তিনি তাদের অনেককে হত্যা করেছিলেন এবং নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন।
70 যখন যোনাথন জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে দূত পাঠালেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করুন এবং তাদের বন্দীদের উদ্ধার করুন।
71 যা তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দাবি অনুসারে করেছিলেন এবং তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন যে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত দিন তাঁর ক্ষতি করবেন না।
72 সেইজন্য যখন তিনি তাঁর কাছে বন্দীদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যেগুলি তিনি আগে জুডিয়ার দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ফিরে এসে তাঁর নিজের দেশে চলে গেলেন, তিনি আর তাদের সীমানায় আসেননি।
73 এইভাবে ইস্রায়েলের কাছ থেকে তলোয়ার বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু যোনাথন মাকমাসে বাস করলেন এবং লোকদের শাসন করতে লাগলেন। এবং তিনি ইস্রায়েলের অধার্মিক লোকদের ধ্বংস করেছিলেন।

অধ্যায় 10

1শত ষাট বছরে অ্যান্টিওকাসের ছেলে আলেকজান্ডার, যার নাম এপিফেনেস, তিনি উঠে গিয়ে টলেমাইসকে নিয়ে গেলেন, কারণ লোকেরা তাকে গ্রহণ করেছিল, যার মাধ্যমে তিনি সেখানে রাজত্ব করেছিলেন।
2 রাজা দেমেত্রিয়াস যখন তা শুনলেন, তখন তিনি একটি অত্যাধিক বড় সৈন্যদল একত্র করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন।
3 তাছাড়া ডেমেট্রিয়াস যোনাথনকে প্রেমময় কথা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাকে মহিমান্বিত করেছিলেন।
4 কারণ তিনি বলেছিলেন, আগে আসুন আমরা তার সাথে সন্ধি করি, আগে সে আমাদের বিরুদ্ধে আলেকজান্ডারের সাথে যোগ দেয়৷
5 অন্যথায় আমরা তার বিরুদ্ধে, তার ভাইদের এবং তার লোকদের বিরুদ্ধে যা করেছি তার সমস্ত মন্দ সে মনে রাখবে।
6 সেইজন্য তিনি তাকে একটি বাহিনীকে একত্রিত করার এবং অস্ত্র সরবরাহ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাকে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন: তিনি আরও আদেশ দিয়েছিলেন যে টাওয়ারে থাকা জিম্মিদের তাকে উদ্ধার করতে হবে।
7 তারপর যোনাথন জেরুজালেমে এলেন, এবং সমস্ত লোকদের এবং যারা টাওয়ারে ছিলেন তাদের চিঠিগুলি পড়লেন:
8 বাদশাহ্ তাঁকে একদল সৈন্য জড়ো করার ক্ষমতা দিয়েছেন শুনে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন।
9তখন টাওয়ারের লোকেরা তাদের জিম্মিদের যোনাথনের হাতে তুলে দিল এবং তিনি তাদের তাদের পিতামাতার হাতে তুলে দিলেন।
10 এইভাবে, যোনাথন নিজেকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করলেন এবং শহরটি নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুরু করলেন।
11 এবং তিনি কর্মীদের প্রাচীর এবং সিয়ন পর্বত এবং চারপাশে দুর্গ তৈরির জন্য বর্গাকার পাথর দিয়ে তৈরি করার আদেশ দিলেন; এবং তারা তাই করেছে.
12 তখন অপরিচিত লোকেরা, যারা বাকচাইডস তৈরি করা দুর্গগুলিতে ছিল, তারা পালিয়ে গেল;
13অথচ প্রত্যেক মানুষ নিজের জায়গা ছেড়ে নিজ দেশে চলে গেল৷
14 শুধুমাত্র বেথসুরাতে যারা আইন ও আদেশ ত্যাগ করেছিল তাদের মধ্যে কিছু স্থির ছিল: কারণ এটি তাদের আশ্রয়স্থল ছিল।
15 এখন যখন রাজা আলেকজান্ডার শুনেছিলেন যে ডেমেট্রিয়াস জোনাথনের কাছে কী প্রতিশ্রুতি পাঠিয়েছিলেন: যখন তাকে যুদ্ধ ও মহৎ কাজের কথা বলা হয়েছিল যা তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা করেছিলেন এবং তারা যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন,
16 তিনি বললেন, আমরা কি এমন আর একজনকে পাব? এখন তাই আমরা তাকে আমাদের বন্ধু এবং সংঘবদ্ধ করব।

17 এর পরে তিনি এই কথাগুলি অনুসারে একটি চিঠি লিখে তাঁর কাছে পাঠালেন,
18 রাজা আলেকজান্ডার তার ভাই যোনাথনকে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
19 আমরা তোমার সম্বন্ধে শুনেছি যে, তুমি একজন মহান ক্ষমতার অধিকারী এবং আমাদের বন্ধু হওয়ার জন্য দেখা করছ৷
20 তাই আজ আমরা তোমাকে তোমার জাতির মহাযাজক এবং রাজার বন্ধু বলে আজ্ঞা দিচ্ছি; (এবং এর সাথে তিনি তাকে একটি বেগুনি পোশাক এবং সোনার একটি মুকুট পাঠিয়েছিলেন:) এবং আপনাকে আমাদের অংশ নিতে এবং আমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাই।
21 এইভাবে একশো ষাট বছরের সপ্তম মাসে, তাঁবুর উৎসবে, যোনাথন পবিত্র পোশাক পরে সৈন্যদের একত্রিত করলেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করলেন।
22 এই কথা শুনে ডেমেট্রিয়াস খুব দুঃখিত হয়ে বললেন,
23 আমরা কি করেছি যে আলেকজান্ডার নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধা দিয়েছেন?
24 আমিও তাদের উৎসাহের কথা লিখব এবং তাদের মর্যাদা ও উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেব, যাতে আমি তাদের সাহায্য করতে পারি।
25 তাই তিনি তাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে পাঠালেন: রাজা ডেমেট্রিয়াস ইহুদীদের কাছে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
26 যেহেতু তোমরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করেছ, এবং আমাদের বন্ধুত্বে অবিরত, আমাদের শত্রুদের সঙ্গে নিজেদের যোগ না করে, আমরা এখানে শুনেছি এবং আনন্দিত৷
27 সেইজন্য এখন তোমরা আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চালিয়ে যাও, আর তোমরা আমাদের জন্য যা করছ তার জন্য আমরা তোমাদেরকে ভালোভাবে প্রতিদান দেব,
28 এবং আপনাকে অনেক অনাক্রম্যতা দেবে, এবং আপনাকে পুরষ্কার দেবে।
29এবং এখন আমি তোমাকে মুক্ত করব, এবং তোমার জন্য আমি সমস্ত ইহুদীকে মুক্ত করব, উপাসনা, লবণের প্রথা এবং মুকুট কর থেকে,
30 এবং যা আমার কাছে তৃতীয় অংশ বা বীজ এবং গাছের ফলের অর্ধেক গ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত হয়, আমি আজ থেকে তা ছেড়ে দিচ্ছি, যাতে তারা জুডিয়ার দেশ থেকে নেওয়া না হয়, না শমরিয়া এবং গালীল দেশের বাইরে যে তিনটি সরকার যোগ করা হয়েছে, এই দিন থেকে অনন্তকালের জন্য।
31 জেরুজালেমও পবিত্র ও মুক্ত হোক, তার সীমানাসহ দশম ও শ্রদ্ধা উভয় দিক থেকে।
32 আর জেরুজালেমে যে টাওয়ারটি আছে, আমি তার উপর কর্তৃত্ব তুলে দিচ্ছি এবং মহাযাজককে দিচ্ছি, যাতে তিনি সেখানে এমন লোকদের বসাতে পারেন যা তিনি এটি রক্ষা করার জন্য বেছে নেবেন৷
33 তাছাড়া আমি ইহুদীদের প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে মুক্ত করে দিয়েছি, যাদেরকে জুডিয়ার দেশ থেকে বন্দী করে আমার রাজ্যের যে কোন অংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং আমি চাই যে আমার সমস্ত অফিসাররা তাদের গবাদি পশুর মূল্যও ক্ষমা করে দেবে।
34 তদ্ব্যতীত আমি চাই যে সমস্ত উত্সব, বিশ্রামবার, অমাবস্যা, এবং গৌরবময় দিনগুলি এবং উত্সবের তিন দিন আগে এবং উত্সবের তিন দিন আমার রাজ্যের সমস্ত ইহুদিদের জন্য সমস্ত অনাক্রম্যতা এবং স্বাধীনতা হবে৷
35 এছাড়াও কোন ব্যক্তির সাথে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার বা তাদের কাউকে হেনস্থা করার অধিকার থাকবে না৷
36 আমি আরও বলব, রাজার বাহিনীতে প্রায় ত্রিশ হাজার ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাদেরকে সমস্ত রাজার বাহিনীর মতো বেতন দেওয়া হবে৷
37 এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে রাজার মজবুত ঘাঁটিতে স্থাপন করা হবে, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে রাজ্যের বিষয়গুলির উপর নিযুক্ত করা হবে, যা নির্ভরযোগ্য: এবং আমি চাই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও গভর্নররা নিজেদেরই হবেন এবং তারা বেঁচে থাকবেন। তাদের নিজস্ব আইন, যেমন রাজা যিহূদিয়া দেশে আদেশ করেছেন।
38 আর শমরিয়া দেশ থেকে যে তিনটি সরকার জুডিয়াতে যুক্ত হয়েছে, সেগুলিকে জুডিয়ার সাথে যুক্ত করা হোক, যাতে তারা একজনের অধীন বলে গণ্য হয় এবং মহাযাজকের ব্যতীত অন্য কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য না হয়৷
39 টলেমাইস এবং তার সাথে সম্পর্কিত জমির জন্য, আমি পবিত্র স্থানের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য জেরুজালেমের অভয়ারণ্যকে বিনামূল্যে উপহার হিসাবে দিচ্ছি।
40 তাছাড়া আমি প্রতি বছর রাজার খাতা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পনের হাজার শেকেল রূপা দিই।
41 এবং সমস্ত অতিরিক্ত অর্থ, যা পূর্ববর্তী সময়ের মতো অফিসাররা পরিশোধ করতেন না, এখন থেকে মন্দিরের কাজের জন্য দেওয়া হবে৷
42 এবং এর পাশাপাশি, মন্দিরের ব্যবহার থেকে বছরের পর বছর যে পাঁচ হাজার শেকেল রূপা নিয়েছিল, সেগুলিও ছেড়ে দেওয়া হবে, কারণ সেগুলি পরিচর্যাকারী পুরোহিতদের সাথে যুক্ত৷
43 আর যারাই জেরুজালেমের মন্দিরে পালিয়ে যায়, বা রাজার কাছে ঋণী হয়ে, বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য এখানকার স্বাধীনতার মধ্যে থাকে, তারা স্বাধীন থাকুক এবং আমার রাজ্যে তাদের যা কিছু আছে তা হোক।
44 মন্দিরের নির্মাণ ও মেরামতের কাজের জন্যও রাজার হিসাব দেওয়া হবে৷
45 হ্যাঁ, এবং জেরুজালেমের প্রাচীর নির্মাণের জন্য এবং তার চারপাশে সুদৃঢ়করণের জন্য, রাজার হিসাব থেকে এবং জুডিয়াতে দেয়াল নির্মাণের জন্যও ব্যয় দেওয়া হবে৷
46 যোনাথন এবং লোকেরা যখন এই কথাগুলি শুনল, তখন তারা তাদের কোন কৃতিত্ব দিল না বা তাদের গ্রহণ করল না, কারণ তারা ইস্রায়েলে যে মহা মন্দ কাজ করেছিল তা তারা মনে রেখেছিল৷ কারণ তিনি তাদের খুব কষ্ট দিয়েছিলেন।
47 কিন্তু আলেকজান্ডারের সাথে তারা সন্তুষ্ট ছিল, কারণ তিনিই প্রথম যিনি তাদের সাথে সত্যিকারের শান্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তারা সর্বদা তার সাথে সংঘবদ্ধ ছিল।
48 তারপর রাজা আলেকজান্ডার বিশাল বাহিনী জড়ো করে ডেমেট্রিয়াসের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন।
49 এবং দুই রাজা যুদ্ধে যোগদানের পর, ডেমেট্রিয়াসের বাহিনী পালিয়ে গেল, কিন্তু আলেকজান্ডার তার পিছনে পিছনে চলল এবং তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হল।
50 এবং সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং সেই দিনই ডেমেট্রিয়াস নিহত হলেন।
51 পরে আলেকজান্ডার মিশরের রাজা টলেমীর কাছে এই বিষয়ে বার্তা দিয়ে দূত পাঠালেন:
52 যেহেতু আমি আবার আমার রাজ্যে এসেছি, এবং আমার পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে বসেছি, এবং রাজত্ব পেয়েছি, এবং ডেমেট্রিয়াসকে উৎখাত করেছি এবং আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার করেছি;
53 কারণ আমি তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরে, তিনি এবং তাঁর বাহিনী উভয়েই আমাদের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যাতে আমরা তাঁর রাজ্যের সিংহাসনে বসে থাকি:
54 তাই এখন আসুন আমরা একসাথে বন্ধুত্বের লিগ তৈরি করি, এবং এখন আপনার মেয়েকে আমার স্ত্রীর সাথে দাও; এবং আমি আপনার জামাতা হব এবং আপনার মর্যাদা অনুসারে আপনাকে এবং তাকে উভয়কেই দেব।
55 তখন টলেমী রাজা উত্তর দিলেন, বললেন, সেই দিনটি শুভ হোক যেদিন তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের দেশে ফিরে এসে তাদের রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলে।
56 আর এখন আমি তোমার প্রতি তা-ই করব, তুমি যেমন লিখেছ: তাই টলেমাইসে আমার সাথে দেখা কর, যেন আমরা একে অপরকে দেখতে পারি। কারণ তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমি আমার মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দেব।
57 তাই টলেমি তার মেয়ে ক্লিওপেট্রার সাথে মিশর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তারা টলেমাইসে এলেন একশত দ্বিতীয় বছরে:
58 যেখানে রাজা আলেকজান্ডার তার সাথে দেখা করলেন, তিনি তাকে তার কন্যা ক্লিওপেট্রাকে উপহার দিলেন এবং রাজাদের মতোই টলেমাইসে তার বিবাহ খুব গৌরবের সাথে উদযাপন করলেন।
59 রাজা আলেকজান্ডার যোনাথনকে চিঠি দিয়েছিলেন যে তিনি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন৷
60 তারপর তিনি সম্মানের সাথে টলেমাইসের কাছে গেলেন, যেখানে তিনি দুই রাজার সাথে দেখা করলেন এবং তাদের এবং তাদের বন্ধুদের

রূপা ও সোনা এবং অনেক উপহার দিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন।
61 সেই সময় ইস্রায়েলের কিছু মড়ককারী লোক, যাঁরা দুষ্ট জীবনযাপন করেছিলেন, তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছিল, কিন্তু রাজা তাদের কথা শুনলেন না।
62 হ্যাঁ, তার চেয়েও বড় কথা, রাজা তার পোশাক খুলে তাকে বেগুনি রঙের পোশাক পরানোর আদেশ দিয়েছিলেন এবং তারা তাই করল।
63 আর তিনি তাকে একান্তে বসিয়ে দিলেন এবং তার শাসনকর্তাদের বললেন, তার সাথে শহরের মাঝখানে যাও এবং ঘোষণা কর যে, কেউ তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে এবং কোন কারণে তাকে কষ্ট না দেয়। .
64 এখন যখন তার অভিযুক্তরা দেখল যে ঘোষণা অনুসারে তাকে সম্মান করা হয়েছে এবং বেগুনী পোশাক পরা হয়েছে, তখন তারা সবাই পালিয়ে গেল।
65 তাই রাজা তাকে সম্মান করলেন, এবং তাকে তার প্রধান বন্ধুদের মধ্যে লিখলেন, এবং তাকে একজন রাজপুত্র এবং তার রাজত্বের অংশীদার করলেন।
66 পরে যোনাথন শান্তি ও আনন্দের সাথে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।
67 তদ্ব্যতীত; একশত পঞ্চম বছরে দেমেত্রিয়াসের পুত্র ডেমেত্রিয়াস ক্রীট থেকে তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশে এলেন।
68 রাজা আলেকজান্ডার যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি দুঃখিত হলেন এবং এন্টিওকে ফিরে গেলেন।
69 তারপর ডেমেট্রিয়াস সেলোসিরিয়ার গভর্নর অ্যাপোলোনিয়াসকে তাঁর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, যিনি এক বিরাট দলকে একত্র করে জামনিয়াতে শিবির স্থাপন করলেন এবং মহাযাজক যোনাথনের কাছে এই বলে পাঠালেন,
70 তুমি একাই আমাদের বিরুদ্ধে নিজেকে তুলে ধরছ, আর তোমার জন্য তিরস্কার করতে গিয়ে আমি উপহাস করছি, আর নিন্দিত হচ্ছি; আর কেন তুমি পাহাড়ে আমাদের বিরুদ্ধে তোমার শক্তির গর্ব করছ?
71 তাই এখন, যদি তুমি তোমার নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখ, তাহলে আমাদের কাছে সমতল ক্ষেতে নেমে এসো, এবং সেখানে আমরা একসাথে ব্যাপারটা পরীক্ষা করি, কারণ শহরগুলোর শক্তি আমার সাথে আছে।
72 জিজ্ঞাসা করুন এবং শিখুন আমি কে, এবং বাকি যারা আমাদের অংশ নেয়, এবং তারা আপনাকে বলবে যে আপনার পা তাদের নিজের দেশে উড়তে সক্ষম নয়।
73 তাই এখন আপনি সমতলে ঘোড়সওয়ারদের এবং এত বড় শক্তিতে থাকতে পারবেন না, যেখানে পাথর বা চকমকি বা পালানোর জায়গা নেই।
74অতএব অ্যাপোলোনিয়াসের এই কথাগুলো শুনে জোনাথন তার মনে আপ্লুত হলেন, এবং দশ হাজার লোক বেছে নিয়ে তিনি জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে গেলেন, যেখানে তার ভাই সাইমন তাকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে দেখা করেছিলেন।
75 এবং তিনি যাফ্পার কাছে তাঁবু ফেললেন; কিন্তু; জাফ্পার লোকেরা তাকে শহর থেকে বের করে দিয়েছিল, কারণ সেখানে অ্যাপোলোনিয়াসের একটি সেনাশালা ছিল।
76তখন যোনাথন তা ঘেরাও করে ফেলল, তাতে শহরের লোকেরা ভয়ে তাঁকে ঢুকতে দিল, আর তাই যোনাথন যাপ্পা জয় করলেন।
77 যখন অ্যাপোলোনিয়াস শুনলেন, তিনি তিন হাজার ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে এক বিরাট পদাতিক সৈন্য নিয়ে অ্যাজোটাসের কাছে গেলেন এবং সেইভাবে তাকে সমতলে নিয়ে গেলেন। কারণ তাঁর প্রচুর সংখ্যক ঘোড়সওয়ার ছিল, যাদের উপর তিনি আস্থা রেখেছিলেন।
78 তারপর যোনাথন তার পিছু পিছু অ্যাজোটাসে গেলেন, যেখানে সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দিল।
79 এখন অ্যাপোলোনিয়াস এক হাজার ঘোড়সওয়ারকে অতর্কিত অবস্থায় রেখেছিলেন।
80 আর যোনাথন জানতে পারলেন যে, তার পিছনে একটা অতর্কিত আক্রমণ আছে। কারণ তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর বাহিনীতে ঘোরাঘুরি করেছিল এবং লোকদের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।
81 কিন্তু যোনাথনের আদেশ অনুসারে লোকেরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর তাতে শত্রুদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
82 তারপর সাইমন তার সৈন্যদলকে নিয়ে এসে তাদের পদাতিকদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল, (কারণ ঘোড়সওয়াররা ব্যয় করেছিল) যারা তার দ্বারা অস্বস্তিতে পড়েছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিল।
83 ঘোড়সওয়াররাও মাঠে ছিন্নভিন্ন হয়ে অ্যাজোটাসের কাছে পালিয়ে গেল এবং নিরাপত্তার জন্য তাদের মূর্তির মন্দির বেথদাগনে গেল।
84 কিন্তু জোনাথন অ্যাজোটাস এবং তার চারপাশের শহরগুলিতে আগুন লাগিয়ে তাদের লুটের জিনিসপত্র নিয়ে গেল। এবং দাগোনের মন্দির, যাঁরা সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন।
85 এইভাবে প্রায় আট হাজার লোককে তলোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।
86 আর সেখান থেকে যোনাথন তার সৈন্যদলকে সরিয়ে আস্কালোনের কাছে শিবির স্থাপন করলেন, যেখানে শহরের লোকেরা এসে খুব আড়ম্বরে তার সাথে দেখা করল।
87 এর পরে যোনাথন এবং তার বাহিনী কিছু লুটের জিনিসপত্র নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।
88 রাজা আলেকজান্ডার যখন এই সব কথা শুনলেন, তখন তিনি যোনাথনকে আরও বেশি সম্মান করলেন।
89 এবং রাজার রক্তে যাঁরা ব্যবহার করা হয় তাদের জন্য ব্যবহার করার জন্য তাকে সোনার একটি ফিতে পাঠালেন: তিনি তাকে তার সীমানা সহ অ্যাকারনও দিয়েছিলেন।

অধ্যায় 11

1 এবং মিশরের রাজা সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা বালির মতো একটি বিশাল দল এবং অনেক জাহাজ জড়ো করলেন এবং আলেকজান্ডারের রাজ্য পেতে এবং এটিকে নিজের সাথে যুক্ত করার জন্য প্রতারণার মাধ্যমে ঘুরে বেড়ালেন।
2 তারপরে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে স্পেনে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাই শহরগুলির লোকেরা তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং তাঁর সাথে দেখা করেছিল: কারণ রাজা আলেকজান্ডার তাদের এটি করতে আদেশ করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর জামাই ছিলেন।
3 এখন টলেমী যখন শহরগুলিতে প্রবেশ করলেন, তিনি তাদের প্রত্যেকটিতে সৈন্যদের একটি করে গিরিসন স্থাপন করলেন যাতে এটি রাখা যায়।
4 এবং তিনি যখন অ্যাজোটাসের কাছে এলেন, তখন তারা তাকে দাগনের মন্দির যেটি পোড়ানো হয়েছিল, অ্যাজোটাস এবং তার শহরতলির ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলি এবং যে সমস্ত মৃতদেহগুলি বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং যুদ্ধে তিনি যেগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন তা দেখালেন। কারণ তিনি যেখান দিয়ে যেতে হবে সেই পথে তারা সেগুলোর স্তূপ করে রেখেছিল।
5আর যোনাথন যা করেছে তা রাজাকে জানাল, যাতে সে তাকে দোষারোপ করতে পারে, কিন্তু রাজা চুপ করে রইলেন।
6পরে যোনাথন যাপ্পায় রাজার সঙ্গে দেখা করলেন, সেখানে তারা একে অপরকে অভিবাদন জানালেন এবং বাস করলেন।
7পরে যোনাথন রাজার সঙ্গে এলুথেরাস নামক নদীতে গিয়ে আবার জেরুজালেমে ফিরে এলেন।
8 তাই রাজা টলেমী, সমুদ্রের তীরে সেলুসিয়া পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে শহরগুলির আধিপত্য পেয়ে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে দুষ্ট পরামর্শের কথা কল্পনা করেছিলেন।
9 তখন তিনি রাজা ডেমেট্রিয়াসের কাছে দূত পাঠালেন, এই বলে, আসুন, আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি করি, এবং আমি তোমাকে আমার কন্যা দেব যাকে আলেকজান্ডারের আছে, এবং তুমি তোমার পিতার রাজ্যে রাজত্ব করবে:
10 আমি অনুতপ্ত হয়েছি যে আমি আমার মেয়েকে তার হাতে দিয়েছি, কারণ সে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।
11 এইভাবে সে তাকে অপবাদ দিয়েছিল, কারণ সে তার রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করেছিল।
12 তাই তিনি তার মেয়েকে তার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ডেমেট্রিয়াসের কাছে দিয়েছিলেন এবং আলেকজান্ডারকে ত্যাগ করেছিলেন, যাতে তাদের ঘৃণা প্রকাশ্যেই জানা যায়।
13 তারপর টলেমী এন্টিওকে প্রবেশ করলেন, যেখানে তিনি তার মাথায় দুটি মুকুট স্থাপন করলেন, এশিয়ার মুকুট এবং মিশরের।

14 এই সময়ে সিলিকিয়ায় রাজা আলেকজান্ডার ছিলেন, কারণ সেই অঞ্চলে যারা বাস করত তারা তাঁর কাছ থেকে বিদ্রোহ করেছিল।
15 কিন্তু আলেকজান্ডার যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন: তখন রাজা টলেমী তার বাহিনীকে নিয়ে এসে পরাক্রমশালী শক্তির সাথে তার সাথে দেখা করলেন এবং তাকে তাড়িয়ে দিলেন।
16 তাই আলেকজান্ডার রক্ষার জন্য আরবে পালিয়ে যান; কিন্তু রাজা টলেমিকে উন্নীত করা হয়েছিল:
17 আরবীয় জাবদিয়েল আলেকজান্ডারের মাথা খুলে টলেমীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।
18 পরের দিন রাজা টলেমীও মারা গেলেন, এবং যারা শক্তিশালী ঘাঁটিতে ছিল তারা একে অপরকে হত্যা করেছিল।
19 এইভাবে ডেমেট্রিয়াস একশত সপ্তম বছরে রাজত্ব করেছিলেন।
20 একই সময়ে যোনাথন জেরুজালেমে যে টাওয়ারটি ছিল তা দখল করার জন্য যিহূদিয়াতে যারা ছিল তাদের একত্রিত করলেন এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনেক ইঞ্জিন তৈরি করলেন।
21 তারপর অধার্মিক ব্যক্তিরা এসে, যারা তাদের নিজেদের লোকদের ঘৃণা করত, তারা রাজার কাছে গেল এবং তাকে বলল যে যোনাথন দুর্গ ঘেরাও করেছে,
22 এই কথা শুনে তিনি রেগে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে টলেমাইসের কাছে এসে যোনাথনকে লিখলেন, তিনি যেন টাওয়ার অবরোধ না করেন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি টলেমাইসে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন৷
23 তথাপি যোনাথন এই কথা শুনিয়া তাহাকে ঘেরাও করিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং তিনি ইস্রায়েলের কিছু প্রাচীন ও যাজককে মনোনীত করিলেন, এবং নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন;
24 এবং রৌপ্য, সোনা, পোশাক, এবং বিভিন্ন উপহার নিয়ে রাজার কাছে টলেমাইসের কাছে গেলেন, যেখানে তিনি তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন৷
25 যদিও কিছু লোকের অধার্মিক লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল,
26তবুও রাজা তার পূর্বসূরিদের মতই তাকে অনুরোধ করলেন এবং তার সমস্ত বন্ধুদের সামনে তাকে পদোন্নতি দিলেন,
27 এবং তাকে মহাযাজক পদে এবং তার পূর্বে যে সমস্ত সম্মান ছিল তাতে তাকে নিশ্চিত করলেন এবং তার প্রধান বন্ধুদের মধ্যে তাকে অগ্রাধিকার দিলেন।
28 তারপর যোনাথন রাজার কাছে চেয়েছিলেন যে, তিনি যিহূদিয়াকে খাজনা থেকে মুক্ত করবেন, এবং শমরিয়া দেশের সাথে তিনটি সরকারও দেবেন৷ তিনি তাকে তিনশো তালন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
29তখন রাজা সম্মতি দিলেন এবং এইভাবে যোনাথনকে এই সমস্ত বিষয়ে চিঠি লিখলেন:
30 রাজা ডেমেট্রিয়াস তাঁর ভাই যোনাথনকে এবং ইহুদিদের জাতিকে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
31 আমরা আপনার সম্পর্কে আমাদের চাচাতো ভাই লাসথেনিসকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার একটি অনুলিপি আমরা আপনাকে এখানে পাঠাচ্ছি, যাতে আপনি এটি দেখতে পারেন।
32 রাজা ডেমেট্রিয়াস তার পিতা লাসথেনিসকে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
33 আমরা ইহুদীদের ভাল করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, যারা আমাদের বন্ধু, এবং আমাদের প্রতি তাদের ভাল ইচ্ছার কারণে আমাদের সাথে চুক্তি পালন করি।
34 সেইজন্য আমরা তাদের কাছে যিহূদিয়ার সীমানা অনুমোদন করেছি, তিনটি সরকার সহ আফেরেমা, লিড্ডা এবং রামাথেম, যা শমরিয়া দেশ থেকে জুডিয়াতে যুক্ত হয়েছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু, যারা জেরুজালেমে বলিদান করে তাদের জন্য, রাজা তাদের কাছ থেকে বাৎসরিক অর্থের পরিবর্তে মাটির ফল এবং গাছপালা থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিবর্তে।
35 এবং অন্যান্য জিনিসগুলির জন্য যা আমাদের সাথে সম্পর্কিত, দশমাংশ এবং আমাদের সাথে সম্পর্কিত রীতিনীতি, সেইসাথে সল্টপিট এবং মুকুট কর, যা আমাদের পাওনা রয়েছে, আমরা তাদের ত্রাণের জন্য সেগুলিকে ছেড়ে দিই৷
36এবং এখান থেকে কোন কিছুই চিরতরে প্রত্যাহার করা হবে না৷
37 তাই এখন দেখ যে তুমি এই জিনিসগুলির একটি কপি তৈরি কর এবং যোনাথনের কাছে তা হস্তান্তর কর এবং একটি সুস্পষ্ট জায়গায় পবিত্র পাহাড়ের উপরে রাখ।
38 এর পরে, যখন রাজা ডেমেট্রিয়াস দেখলেন যে তার সামনে দেশ শান্ত, এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ করা হয়নি, তখন তিনি তার সমস্ত বাহিনীকে, প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন, কিছু বিদেশী দল ছাড়া, যাদের কাছ থেকে তিনি একত্র করেছিলেন। বিধর্মীদের দ্বীপপুঞ্জ: তাই তার পূর্বপুরুষদের সমস্ত বাহিনী তাকে ঘৃণা করেছিল।
39এছাড়াও একজন ট্রাইফোন ছিল, যেটি আলেকজান্ডারের অংশ ছিল, যিনি দেখেছিলেন যে সমস্ত দল ডেমেট্রিয়াসের বিরুদ্ধে বচসা করছে, সেই আরবের সিমালকিউতে গিয়েছিল যে আলেকজান্ডারের ছোট ছেলে অ্যান্টিওকাসকে লালন-পালন করেছিল,
40 এবং তাকে এই যুবক অ্যান্টিওকাসকে উদ্ধার করার জন্য তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তার পিতার জায়গায় রাজত্ব করতে পারেন: তাই তিনি তাকে ডেমেট্রিয়াস যা করেছিলেন এবং তার যুদ্ধের লোকেরা কীভাবে তার সাথে শত্রুতা করেছিল তার সবই তাকে বলেছিলেন এবং সেখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। মৌসম.
41 এর মধ্যে যোনাথন রাজা ডেমেট্রিয়াসের কাছে পাঠালেন, তিনি মিনারের লোকদের জেরুজালেম থেকে এবং দুর্গের মধ্যে থাকা লোকদের তাড়িয়ে দেবেন, কারণ তারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল৷
42 তাই ডেমেট্রিয়াস যোনাথনের কাছে এই বলে পাঠালেন, আমি শুধু তোমার ও তোমার লোকদের জন্যই এই কাজ করব না, সুযোগ পেলে তোমাকে ও তোমার জাতির জন্য আমি খুব সম্মান করব৷
43 তাই এখন আপনি যদি আমাকে সাহায্য করার জন্য লোক পাঠান তবে আপনি ভাল করবেন৷ কারণ আমার সমস্ত শক্তি আমার কাছ থেকে চলে গেছে।
44 এই বলে যোনাথন তিন হাজার শক্তিশালী লোককে এন্টিওকে পাঠালেন৷ তারা রাজার কাছে এলে রাজা খুব খুশি হলেন৷
45তবুও শহরের যারা ছিল তারা শহরের মাঝখানে এক লক্ষ বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল এবং রাজাকে হত্যা করতে চাইছিল৷
46 এইজন্য রাজা রাজদরবারে পলায়ন করিলেন, কিন্তু নগরের লোকেরা নগরের পথ রক্ষা করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ করিতে লাগিল।
47 তারপর রাজা সাহায্যের জন্য ইহুদীদের ডাকলেন, যারা একযোগে তাঁর কাছে এসেছিলেন, এবং শহরের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে ছড়িয়ে দিয়ে সেদিন শহরে এক লক্ষ লোককে হত্যা করেছিলেন৷
48 এছাড়াও তারা শহরে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং সেই দিন অনেক লুটপাট এনে রাজাকে রক্ষা করেছিল৷
49 তাই শহরের লোকেরা যখন দেখল যে, ইহুদীরা তাদের ইচ্ছা মতো শহর পেয়েছে, তখন তাদের সাহস কমে গেল; তাই তারা রাজার কাছে মিনতি করে কাঁদতে লাগল,
50 আমাদের শান্তি দাও, এবং ইহুদীরা আমাদের এবং শহরকে আক্রমণ করা বন্ধ করুক।
51 এই বলে তারা তাদের অস্ত্র ফেলে দিল এবং শান্তি স্থাপন করল; এবং ইহুদীরা রাজার দৃষ্টিতে এবং তাঁর রাজ্যের সকলের দৃষ্টিতে সম্মানিত হয়েছিল৷ তারা অনেক লুটের জিনিসপত্র নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে গেল।
52 তাই রাজা ডেমেট্রিয়াস তাঁর রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তাঁর সামনে দেশটি শান্ত ছিল।
53 তথাপি তিনি যাহা কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই তিনি বিভক্ত হইলেন এবং যোনাথনের নিকট হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সুবিধা অনুসারে তিনি তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন না, বরং তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিলেন।
54 এর পর ট্রিফন ফিরে এলেন, এবং তার সাথে যুবক অ্যান্টিওকাস, যিনি রাজত্ব করেছিলেন এবং মুকুট পরেছিলেন।
55 তারপর সেখানে সমস্ত যোদ্ধাদের তার কাছে জড়ো করলেন, যাদের ডেমেট্রিয়াস তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তারা ডেমেট্রিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, যিনি পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন।
56 তাছাড়া ট্রাইফন হাতিগুলো নিয়ে এন্টিওক জয় করে।
57 সেই সময় যুবক অ্যান্টিওকাস জোনাথনকে চিঠি লিখে বলেছিল, আমি তোমাকে মহাযাজক পদে নিযুক্ত করছি এবং তোমাকে চারটি রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করছি এবং রাজার বন্ধুদের একজন হতে চাই।
58 এর পরে, তিনি তাকে পরিবেশন করার জন্য সোনার পাত্র পাঠালেন, এবং তাকে সোনায় পান করার, বেগুনি রঙের পোশাক পরতে এবং সোনার ফিতে পরার অনুমতি দিলেন৷

59 তাঁর ভাই সাইমনকেও তিনি টাইরাসের সিঁড়ি নামক স্থান থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত অধিনায়ক করেছিলেন।
60 তারপর যোনাথন বেরিয়ে গেলেন এবং জলের ওপারের শহরগুলির মধ্য দিয়ে চলে গেলেন, এবং সিরিয়ার সমস্ত বাহিনী তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে জড়ো হয়েছিল; এবং তিনি যখন অ্যাসকালনে এসেছিলেন, তখন শহরের লোকেরা তাঁর সাথে সম্মানের সাথে দেখা করেছিল।
61 যেখান থেকে তিনি গাজায় গেলেন, কিন্তু গাজার লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দিল। সেইজন্য তিনি তা ঘেরাও করলেন এবং এর শহরতলীগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং সেগুলো নষ্ট করলেন।
62 পরে, গাজার লোকেরা যোনাথনের কাছে মিনতি করলে তিনি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করলেন এবং তাদের প্রধান লোকদের ছেলেদের জিম্মি করে জেরুজালেমে পাঠিয়ে দিলেন, এবং দেশের মধ্য দিয়ে দামেস্কে চলে গেলেন।
63এখন যোনাথন যখন শুনলেন যে ডেমেট্রিয়াসের রাজপুত্রেরা গালীলে অবস্থিত ক্যাডেস শহরে এসেছেন, তিনি মহান শক্তির সঙ্গে তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন,
64 তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং তাঁর ভাই শিমোনকে দেশে রেখে গেলেন৷
65তখন সিমোন বেথসুরার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং এটি বন্ধ করেছিলেন।
66 কিন্তু তারা তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল, যা তিনি তাদের মঞ্জুর করেছিলেন, এবং তারপর সেখান থেকে তাদের বের করে দিয়েছিলেন এবং শহরটি দখল করেছিলেন এবং সেখানে একটি সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন।
67 যোনাথন ও তার সৈন্যদের জন্য, তারা গেনেসারের জলের কাছে ডেকেছিল, যেখান থেকে তারা সকালবেলা নাসোর সমভূমিতে তাদের নিয়ে গিয়েছিল।
68 এবং, দেখ, অপরিচিতদের দল সমতলে তাদের সাথে দেখা করল, যারা পাহাড়ে তাঁর জন্য লোকদের ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজেরাই তাঁর বিরুদ্ধে এসেছিল।
69 তাই যারা অতর্কিত ছিল তারা যখন তাদের জায়গা ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিল, তখন যোনাথনের পক্ষের সবাই পালিয়ে গেল।
70 অবশালোমের পুত্র মত্তথিয় এবং সেনাপতি ক্যালফির পুত্র যিহূদা ছাড়া তাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট ছিল না৷
71 তখন যোনাথন তার জামাকাপড় ছিঁড়ে মাথায় মাটি ফেলে প্রার্থনা করলেন।
72 পরে আবার যুদ্ধে ফিরে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিলেন, আর তারা পালিয়ে গেল।
73 এখন যখন তার নিজের লোকেরা যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা এটা দেখে আবার তার দিকে ফিরে গেল, এবং তার সাথে তাদের কেডেস, এমনকি তাদের নিজস্ব তাঁবু পর্যন্ত তাড়া করল এবং সেখানে তারা শিবির স্থাপন করল৷
74সেই দিনে জাতিদের হত্যা করা হয়েছিল প্রায় তিন হাজার লোক; কিন্তু যোনাথন জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।

অধ্যায় 12

1 এখন যখন জোনাথন দেখল সেই সময়টা তার সেবা করছে, তখন সে কিছু লোককে বেছে নিল এবং তাদের রোমে পাঠাল, যাতে তাদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ছিল তা নিশ্চিত ও নবায়ন করতে।
2 একই উদ্দেশ্যে তিনি লেসেডেমোনিয়ানদের এবং অন্যান্য জায়গায়ও চিঠি পাঠিয়েছিলেন৷
3 তাই তারা রোমে গেল এবং সেনেটে প্রবেশ করল এবং বলল, মহাযাজক জোনাথন এবং ইহুদীরা আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে আপনার বন্ধুত্বের পুনর্নবীকরণ করা উচিত এবং লিগ করা উচিত। , আগের সময়ের মতো।
4 এর পরে রোমানরা তাদের প্রত্যেক জায়গার গভর্নরদের কাছে চিঠি দিল যে তারা যেন তাদের শান্তিতে যিহূদিয়া দেশে নিয়ে আসে।
5এবং যোনাথন লেসেডেমোনিয়ানদের কাছে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার অনুলিপি হল:
6 মহাযাজক যোনাথন, জাতির বৃদ্ধ নেতারা, পুরোহিতরা এবং অন্যান্য ইহুদিরা লেসেডেমোনীয়দের কাছে তাদের ভাইদের শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন:
7 অতীতে দারিয়ুসের কাছ থেকে মহাযাজক ওনিয়াসের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, যিনি তখন তোমাদের মধ্যে রাজত্ব করতেন, এটা বোঝানোর জন্য যে তোমরা আমাদের ভাই, যেমন এখানে লেখা অনুলিপিটি নির্দিষ্ট করে।
8 সেই সময়ে ওনিয়াস সম্মানজনকভাবে পাঠানো রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেছিলেন এবং চিঠিগুলি পেয়েছিলেন, যেখানে লীগ এবং বন্ধুত্বের ঘোষণা করা হয়েছিল।
9অতএব আমাদেরও, যদিও আমাদের এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন নেই, আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে শাস্ত্রের পবিত্র পুস্তক রয়েছে,
10 তবুও ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের পুনর্নবীকরণের জন্য আপনার কাছে পাঠানোর চেষ্টা করেছি, পাছে আমরা আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়ি: কারণ আপনি আমাদের কাছে পাঠানোর পরে অনেক দিন কেটে গেছে।
11 তাই আমরা সব সময়েই, আমাদের উৎসবে এবং অন্যান্য সুবিধাজনক দিনগুলিতে, আমরা যে বলি উৎসর্গ করি, এবং আমাদের প্রার্থনায়, কারণ হিসাবে এবং আমাদের ভাইদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার জন্য আপনাকে স্মরণ করি:
12 এবং আমরা আপনার সম্মানে খুশি।
13 আমাদের নিজেদের জন্য, আমাদের চারপাশের রাজারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আমাদের চারপাশে অনেক কষ্ট এবং যুদ্ধ হয়েছে।
14 তবে এই যুদ্ধগুলিতে আমরা আপনার জন্য বা আমাদের কনফেডারেট এবং বন্ধুদের অন্যদের জন্য কষ্টকর হব না:
15 কারণ স্বর্গ থেকে আমাদের সাহায্য আছে যা আমাদের সাহায্য করে, যেমন আমাদের শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আমাদের শত্রুদের পায়ের নিচে আনা হয়েছে৷
16 এই কারণে আমরা অ্যান্টিওকাসের ছেলে নুমেনিয়াসকে এবং জেসনের ছেলে অ্যান্টিপেটারকে বেছে নিয়েছি এবং তাদের রোমানদের কাছে পাঠিয়েছি, তাদের সাথে আমাদের যে বন্ধুত্ব ছিল, এবং পূর্বের লীগকে পুনর্নবীকরণ করতে।
17 আমরা তাদের আপনার কাছে যেতে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্বের পুনর্নবীকরণের বিষয়ে আমাদের চিঠিগুলি আপনাকে অভিবাদন ও পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম।
18 সেইজন্য এখন আপনি আমাদেরকে এর উত্তর দিতে পারলে ভাল হবে৷
19 আর ওনিয়ারেসের পাঠানো চিঠির কপি এটি।
20 লেসেডেমোনিয়ানদের রাজা আরিয়াস মহাযাজক ওনিয়াসকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন:
21 এটা লিখিতভাবে পাওয়া যায় যে, লেসেডেমোনিয়ান এবং ইহুদিরা ভাই ভাই এবং তারা আব্রাহামের স্টকের অন্তর্ভুক্ত:
22 তাই এখন, যেহেতু এটা আমাদের কাছে এসেছে, তাই আপনার উন্নতির কথা আমাদের কাছে লিখলেই ভালো হবে৷
23 আমরা আপনাকে আবার লিখছি যে, আপনার গবাদি পশু এবং মাল আমাদের এবং আমাদের আপনার আপনার তাই আমরা আমাদের দূতদের এই বিজ্ঞতার বিষয়ে আপনার কাছে রিপোর্ট করার জন্য আদেশ করি।
24এখন যোনাথন যখন শুনলেন যে ডেমেবিয়াসের রাজপুত্রেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন আগের চেয়েও বড় সেনাদল নিয়ে,
25 তিনি জেরুজালেম থেকে সরে এসে আমাথিস দেশে তাদের সাথে দেখা করলেন, কারণ তিনি তাদের তাঁর দেশে প্রবেশ করার অবকাশ দেননি।
26 তিনি তাদের তাঁবুতে গুপ্তচরদেরও পাঠালেন, তারা আবার এসে তাঁকে বললেন যে তারা রাতের মৌসুমে তাদের কাছে আসার জন্য নিযুক্ত ছিল৷
27 তাই সূর্যাস্তের সাথে সাথে জোনাথন তার লোকদের সতর্ক থাকতে এবং অস্ত্রধারী হতে আদেশ করলেন, যাতে তারা সারা রাত যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকে: এছাড়াও তিনি সেনাদলের চারপাশে সেন্টিনেল পাঠালেন।

28 কিন্তু শত্রুরা যখন শুনল যে যোনাথন ও তাঁর লোকেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তখন তারা ভয় পেল এবং তাদের অন্তরে কাঁপতে লাগল এবং তাদের শিবিরে আগুন জ্বালাল।
29 যদিও যোনাথন ও তাঁর সঙ্গীরা সকাল পর্যন্ত তা জানত না, কারণ তারা আলো জ্বলতে দেখেছিল।
30 তখন যোনাথন তাদের তাড়া করলেন, কিন্তু তাদের ধরে ফেললেন না, কারণ তারা এলুথেরাস নদীর পারে চলে গেছে।
31 সেইজন্য যোনাথন আরবীয়দের দিকে ফিরে গেলেন, যাদেরকে জাবাদিয়ান বলা হত এবং তাদের আঘাত করে তাদের লুটপাট নিয়েছিলেন।
32 এবং সেখান থেকে সরে গিয়ে তিনি দামেস্কে এলেন এবং সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে গেলেন৷
33 শিমোনও এগিয়ে গেল, এবং দেশের মধ্য দিয়ে আসকালোন পর্যন্ত গেল, এবং সেখানকার পাশের ঝর্ণাগুলি, যেখান থেকে সে যাপ্পায় ফিরে গেল এবং জয় করল৷
34 কারণ তিনি শুনেছিলেন যে ডেমেট্রিয়াসের অংশ যারা নিয়েছিল তাদের হাতে তারা দখল তুলে দেবে; তাই তিনি এটি রাখার জন্য সেখানে একটি গ্যারিসন স্থাপন করেছিলেন।
35এর পরে যোনাথন আবার বাড়িতে ফিরে এলেন এবং লোকদের প্রাচীনদের ডেকে যিহূদিয়াতে শক্তিশালী দখল গড়ে তোলার বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।
36 আর জেরুজালেমের প্রাচীরগুলিকে আরও উঁচু করা, এবং টাওয়ার ও শহরের মাঝখানে একটি বড় পর্বত তৈরি করা, নগর থেকে আলাদা করার জন্য, যাতে এটি একা থাকে, যাতে লোকেরা তাতে বিক্রি বা কিনতে না পারে।
37 এর পরে, তারা নগর গড়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল, কারণ পূর্ব দিকের স্রোতের দিকে প্রাচীরের কিছু অংশ পড়ে গিয়েছিল, এবং তারা যাকে কফেনাথ নামে অভিহিত করেছিল তা মেরামত করেছিল।
38 সাইমনও সেফেলায় আদিদা স্থাপন করেছিলেন এবং দরজা এবং বার দিয়ে এটিকে শক্তিশালী করেছিলেন।
39 এখন ট্রাইফন এশিয়ার রাজ্য পেতে এবং রাজা অ্যান্টিওকাসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন যাতে তিনি নিজের মাথায় মুকুট রাখতে পারেন।
40 যদিও তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে যোনাথন তাঁকে কষ্ট দেবেন না এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন৷ সেইজন্য তিনি যোনাথনকে নিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছিলেন, যাতে তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তাই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে বৈৎসানে এলেন।
41তখন যোনাথন যুদ্ধের জন্য মনোনীত চল্লিশ হাজার লোককে নিয়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বের হইয়া বৈৎসানে উপস্থিত হইলেন।
42 ত্রিফোন যখন দেখল যোনাথন এত বড় শক্তি নিয়ে এসেছে, তখন তার বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে সাহস হল না।
43 কিন্তু তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করলেন, এবং তাকে তার সমস্ত বন্ধুদের কাছে প্রশংসিত করলেন, এবং তাকে উপহার দিলেন, এবং তার যোদ্ধাদেরকে তার নিজের মতো বাধ্য হতে আদেশ করলেন।
44 তিনি যোনাথনকে আরও বললেন, "আমাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ নেই দেখে তুমি কেন এই সমস্ত লোকদের এত বড় বিপদে ফেললে?
45অতএব তাদের এখন আবার বাড়িতে পাঠান, এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করার জন্য কয়েকজন লোককে বেছে নিন, এবং আপনি আমার সাথে টলেমাইসে আসুন, কারণ আমি এটি আপনাকে এবং বাকি শক্তিশালী ঘাঁটি এবং বাহিনী এবং যাদের কোন দায়িত্ব আছে তা আপনাকে দেব। আমার জন্য, আমি ফিরে যাব এবং চলে যাব, কারণ এটাই আমার আসার কারণ৷
46 তাই যোনাথন তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কথামতই করলেন এবং তাঁর সৈন্যদলকে বিদায় করলেন, যারা যিহূদিয়া দেশে চলে গেল।
47 আর তিনি তিন হাজার লোককে নিজের কাছে রাখলেন, যাদের মধ্যে দুই হাজারকে তিনি গালীলে পাঠালেন, আর এক হাজার তাঁর সঙ্গে গেলেন৷
48 যোনাথন যখন টলেমাইসে প্রবেশ করলেন, তখন টলেমাইয়ের লোকেরা ফটক বন্ধ করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাঁর সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের সবাইকে তরবারি দিয়ে মেরে ফেলল।
49 তারপর ত্রিফনকে যোনাথনের সমস্ত দলকে ধ্বংস করার জন্য গালীলে এবং মহা সমভূমিতে একদল পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার পাঠালেন।
50 কিন্তু যখন তারা জানল যে যোনাথন ও তার সঙ্গীদেরকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, তখন তারা একে অপরকে উৎসাহিত করল৷ এবং একসঙ্গে কাছাকাছি গিয়েছিলেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।
51 তাই যারা তাদের অনুসরণ করেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা তাদের জীবনের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত, তারা আবার ফিরে গেল।
52 তখন তারা সকলে শান্তিতে যিহূদিয়া দেশে প্রবেশ করল এবং সেখানে যোনাথন ও তার সঙ্গীদের জন্য বিলাপ করল এবং তারা ভীষণ ভয় পেল। সেইজন্য সমস্ত ইস্রায়েল বড় বিলাপ করল।
53 তখন আশেপাশে থাকা সমস্ত জাতি তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল: কারণ তারা বলেছিল, তাদের কোন সেনাপতি নেই, তাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই; তাই এখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং মানুষের মধ্য থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্ন কেড়ে নিই।

অধ্যায় 13

1এখন যখন শিমোন শুনল যে, ত্রিফোন যিহূদিয়া দেশে আক্রমণ করে তা ধ্বংস করার জন্য এক বিরাট বাহিনীকে একত্র করেছে,
2 আর দেখল যে লোকেরা ভীষণ কাঁপছে ও ভয়ে আছে, তিনি জেরুজালেমে গিয়ে লোকদের একত্র করলেন,
3 এবং তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা নিজেরাই জান, আমি, আমার ভাইয়েরা এবং আমার পিতার পরিবার আইন ও পবিত্র স্থানের জন্য কত বড় কাজ করেছি, যুদ্ধ ও ঝামেলা যা আমরা দেখেছি।
4 যে কারণে ইস্রায়েলের জন্য আমার সমস্ত ভাইকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি একাই পড়ে আছি৷
5 তাই এখন আমার থেকে দূরে থাকো, যে কোন বিপদের সময়ে আমি আমার নিজের জীবন রক্ষা করব, কারণ আমি আমার ভাইদের চেয়ে ভাল নই৷
6 নিঃসন্দেহে আমি আমার জাতি, পবিত্র স্থান, আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানদের প্রতিশোধ নেব: কারণ সমস্ত জাতি আমাদেরকে খুব বিদ্বেষপূর্ণভাবে ধ্বংস করতে জড়ো হয়েছে।
7 এখন লোকেরা এই কথাগুলো শোনার সাথে সাথে তাদের আত্মা পুনরুজ্জীবিত হল।
8 তারা উচ্চস্বরে উত্তর দিয়ে বলল, 'তোমার ভাই যিহূদা ও যোনাথনের পরিবর্তে তুমিই আমাদের নেতা হবে৷'
9 তুমি আমাদের যুদ্ধে লড়, এবং তুমি আমাদের যা আদেশ করবে, আমরা তাই করব।
10 তারপর তিনি সমস্ত যোদ্ধাদের একত্র করলেন এবং জেরুজালেমের প্রাচীর শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করলেন এবং চারদিকে সুরক্ষিত করলেন।
11 এছাড়াও তিনি অবশোলোমের পুত্র যোনাথনকে এবং তার সাথে এক বিরাট শক্তিকে যাফ্‌পাতে পাঠালেন; তিনি সেখানে যাঁরা ছিল তাদের তাড়িয়ে দিলেন৷
12 তাই ট্রিফন টলেমাউস থেকে বড় শক্তি নিয়ে জুডিয়ার দেশ আক্রমণ করার জন্য সরিয়ে দিলেন এবং যোনাথন তার সাথে ওয়ার্ডে ছিলেন।
13 কিন্তু শিমোন সমভূমির বিপরীতে আদিদাতে তাঁবু ফেললেন।
14এখন যখন ট্রিফন জানতে পারলেন যে শিমোন তাঁর ভাই যোনাথনের পরিবর্তে উঠে এসেছেন এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতে চান, তখন তিনি তাঁর কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে বললেন,
15 যদিও আমরা তোমার ভাই জোনাথনকে আটকে রেখেছি, কিন্তু রাজার ভান্ডারের জন্য যে টাকা তার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল তার জন্য তার পাওনা রয়েছে৷
16 তাই এখন একশো তালন্ত রৌপ্য এবং তার দুই ছেলেকে জিম্মি করার জন্য পাঠান, যাতে সে যখন মুক্ত হয় তখন সে আমাদের থেকে বিদ্রোহ না করে এবং আমরা তাকে ছেড়ে দেব৷
17 এরপর সাইমন, যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তার সাথে প্রতারণামূলক কথা বলেছে তবুও তিনি টাকা এবং বাচ্চাদের পাঠিয়েছিলেন, পাছে সে নিজের কাছে লোকেদের ঘৃণা করতে পারে:
18 কে বলতে পারে, আমি তাকে টাকা ও ছেলেমেয়ে পাঠাইনি, তাই যোনাথন মারা গেছে।
19 তাই তিনি তাদের কাছে ছেলেমেয়েদের এবং একশো তালন্ত পাঠালেন: যদিও ট্রাইফন যোনাথনকে যেতে দেননি।

20 এর পরে ট্রাইফন দেশে আক্রমণ করতে এবং ধ্বংস করতে
এসেছিল, আদোরার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল;
কিন্তু সিমোন এবং তার সৈন্যরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁর
বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন৷
21 এখন যারা টাওয়ারে ছিল তারা ত্রিফোনের কাছে বার্তাবাহক
পাঠিয়েছে, যাতে তিনি মরুভূমিতে তাদের কাছে ত্বরান্বিত হন এবং
তাদের জন্য খাবার পাঠান।
22 তাই সেই রাতে ট্রিফন তার সমস্ত ঘোড়সওয়ারকে আসার জন্য
প্রস্তুত করেছিল, কিন্তু সেখানে খুব বড় তুষার পড়েছিল, যার কারণে
সে আসেনি৷ তাই তিনি চলে গেলেন এবং গালাদ দেশে এলেন৷
23 এবং বাসকামার কাছে এসে তিনি যোনাথনকে হত্যা করলেন,
যাকে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল।
24 পরে ত্রিফন ফিরে গেল এবং নিজের দেশে চলে গেল।
25 তারপর শিমোনকে পাঠিয়ে তাঁর ভাই যোনাথনের হাড়গুলি নিয়ে
গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের শহর মোদীনে কবর দিলেন৷
26 আর সমস্ত ইস্রায়েল তাঁর জন্য বড় বিলাপ করল এবং অনেক দিন
ধরে বিলাপ করল।
27 সাইমনও তার পিতা এবং তার ভাইদের সমাধির উপরে একটি
স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছিলেন এবং এটিকে সামনে এবং পিছনে খোদাই
করা পাথর দিয়ে চোখের সামনে তুলেছিলেন৷
28 তাছাড়া তিনি সাতটি পিরামিড স্থাপন করেছিলেন, একটির
বিপরীতে, তার পিতা, তার মা এবং তার চার ভাইদের জন্য।
29 এবং সেগুলির মধ্যে তিনি ধূর্ত যন্ত্রগুলি তৈরি করেছিলেন, যার
চারপাশে তিনি বড় বড় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, এবং স্তম্ভগুলির
উপর তিনি তাদের সমস্ত বর্ম চিরস্থায়ী স্মৃতির জন্য তৈরি করেছিলেন
এবং খোদাই করা বর্মবাহী জাহাজগুলির দ্বারা, যাতে সেগুলি সমুদ্রে
যাতায়াতকারী সকলকে দেখা যায়। .
30 এটি সেই সমাধি যা তিনি মোডিনে তৈরি করেছিলেন এবং এটি
আজ অবধি দাঁড়িয়ে আছে৷
31 এখন ট্রিফন যুবক রাজা অ্যান্টিওকাসের সাথে প্রতারণা করে এবং
তাকে হত্যা করে।
32 এবং তিনি তার জায়গায় রাজত্ব করলেন, এবং নিজেকে এশিয়ার
রাজার মুকুট দিলেন, এবং দেশের উপর একটি বড় বিপর্যয়
আনলেন।
33 তারপর শিমোন যিহূদিয়াতে শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরি করলেন এবং
তাদের চারপাশে সুউচ্চ বুরুজ, বড় দেয়াল, ফটক ও বার দিয়ে বেড়া
দিলেন এবং তাতে খাবারের জিনিসপত্র রাখলেন।
34 তাছাড়া সাইমন লোকদের বেছে নিয়ে রাজা ডেমেট্রিয়াসের কাছে
পাঠালেন, শেষ পর্যন্ত তিনি জমিটিকে একটি অনাক্রম্যতা দিতে হবে,
কারণ ট্রিফন যা করেছে তা লুটপাট করার জন্য।
35 যাকে রাজা ডেমেট্রিয়াস উত্তর দিয়েছিলেন এবং এইভাবে
লিখেছিলেন:
36 রাজা দেমেত্রিয়াস মহাযাজক শিমোনকে এবং রাজাদের বন্ধু এবং
ইহুদীদের প্রাচীনদের ও জাতির কাছে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
37 সোনার মুকুট, এবং লাল রঙের পোশাক, যা আপনি আমাদের
কাছে পাঠিয়েছেন, আমরা পেয়েছি: এবং আমরা আপনার সাথে
একটি দৃঢ় শান্তি স্থাপন করতে প্রস্তুত, হ্যাঁ, এবং আমাদের
অফিসারদের কাছে লিখতে, আমরা যে অনাক্রম্যতা প্রদান করেছি তা
নিশ্চিত করতে।
38 এবং আমরা আপনার সাথে যে চুক্তি করেছি তা স্থির থাকবে। আর
যে মজবুত ঘাঁটি তোমরা তৈরী করেছ তা তোমাদেরই হবে।
39 আজ অবধি কোন তত্ত্বাবধান বা দোষের জন্য, আমরা তা ক্ষমা
করি এবং ক্রাউন ট্যাক্সও, যা তোমরা আমাদের পাওনা; এবং যদি
জেরুজালেমে অন্য কোন খাজনা দেওয়া হয় তবে তা আর পরিশোধ
করা হবে না।
40 আর দেখ, তোমাদের মধ্যে কারা আমাদের দরবারে মিলিত হচ্ছে,
তাহলে নাম লেখানো হোক, আর আমাদের মধ্যে শান্তি হোক৷
41 এইভাবে একশো সত্তর বছরে ইস্রায়েলের কাছ থেকে জাতিদের
জোয়াল সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
42 তখন ইস্রায়েলীয়রা তাদের দলিল ও চুক্তিতে লিখতে শুরু করল,
শিমোন মহাযাজকের প্রথম বছরে, ইহুদীদের গভর্নর ও নেতা।
43 সেই দিনগুলিতে শিমোন গাজার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিলেন
এবং চারিদিকে ঘেরাও করেছিলেন৷ তিনি যুদ্ধের একটি ইঞ্জিনও তৈরি
করেছিলেন এবং এটি শহরের কাছে স্থাপন করেছিলেন এবং একটি
নির্দিষ্ট টাওয়ারকে আঘাত করেছিলেন এবং তা দখল করেছিলেন।
44 আর যারা ইঞ্জিনে ছিল তারা লাফিয়ে শহরের মধ্যে গেল৷ তখন
নগরে প্রচণ্ড হৈ চৈ হল।
45 শহরের লোকেরা যখন তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে নিয়েছিল, এবং
তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দেয়ালের উপরে উঠেছিল, এবং
উচ্চস্বরে চিৎকার করে শিমোনকে তাদের শান্তি দেওয়ার জন্য
অনুরোধ করেছিল৷
46 তারা বলল, 'আমাদের সঙ্গে আমাদের দুষ্টতা অনুসারে ব্যবহার
করো না, কিন্তু তোমার করুণা অনুসারে ব্যবহার করো৷'
47 তাই শিমোন তাদের প্রতি শান্ত হলেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে আর
যুদ্ধ করলেন না, বরং তাদের নগর থেকে বের করে দিলেন, এবং
মূর্তিগুলি যেখানে ছিল সেগুলিকে পরিষ্কার করলেন, এবং গান ও
ধন্যবাদ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন৷
48 হ্যাঁ, তিনি সেখান থেকে সমস্ত অশুচিতা দূর করলেন, এবং
সেখানে এমন লোকদের স্থাপন করলেন যারা বিধি-ব্যবস্থা পালন
করবে, এবং এটিকে আগের চেয়ে শক্তিশালী করে তুললেন এবং
সেখানে নিজের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করলেন৷
49 জেরুজালেমের বুরুজগুলিকেও এমনভাবে আটকে রাখা হয়েছিল
যে, তারা বের হতে পারত না, দেশে যেতে পারত না, কেনাকাটাও
করতে পারত না, বিক্রিও করতে পারত না; সেইজন্য তারা খাবারের
অভাবের জন্য ভীষণ কষ্টে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেক লোক
মারা গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে।
50 তখন তারা শিমোনের কাছে চিৎকার করে তাদের সঙ্গে এক
হওয়ার জন্য অনুরোধ করল৷ এবং যখন তিনি তাদের সেখান থেকে
বের করে দিয়েছিলেন, তখন তিনি টাওয়ারটিকে দূষণ থেকে পরিষ্কার
করেছিলেন:
51 আর একশত সত্তর বছরের দ্বিতীয় মাসের তেইশতম দিনে ধন্যবাদ
জ্ঞাপন, খেজুর গাছের ডাল, বীণা, করতাল, বেহাল, স্তোত্র ও গান
নিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন৷ ইস্রায়েলের এক মহান শত্রুকে ধ্বংস
করা হয়েছিল।
52 তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্রতি বছর সেই দিনটি
আনন্দের সাথে পালন করা উচিত। তাছাড়া মন্দিরের যে পাহাড়টি
বুরুজের কাছে ছিল সেটিকে তিনি তার চেয়েও শক্তিশালী করে
তুলেছিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকতেন।
53 শিমোন যখন দেখলেন যে তাঁর ছেলে যোহন একজন বীর পুরুষ,
তখন তিনি তাঁকে সমস্ত সৈন্যদলের অধিনায়ক করলেন৷ তিনি
গজেরাতে বাস করতেন।

অধ্যায় 14

1 এখন একশত দ্বাদশ বছরে রাজা ডেমেট্রিয়াস তার সৈন্যদের
একত্রিত করলেন এবং ট্রাইফোনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাকে
সাহায্য করার জন্য মিডিয়াতে গেলেন।
2 কিন্তু পারস্য ও মিডিয়ার রাজা আরসাসেস যখন শুনলেন যে
ডেমেট্রিয়াস তার সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তখন তিনি তার এক
রাজপুত্রকে তাকে জীবিত নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠালেন:
3 কে গিয়ে ডেমেট্রিয়াসের বাহিনীকে আঘাত করল এবং তাকে ধরে
আরসেসে নিয়ে গেল, যার দ্বারা তাকে ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল৷
4 যিহূদিয়া দেশের জন্য, যেটা শিমোনের সমস্ত দিন শান্ত ছিল; কারণ
তিনি এমন জ্ঞানীভাবে তার জাতির মঙ্গল চেয়েছিলেন, যাতে সর্বদা
তার কর্তৃত্ব এবং সম্মান তাদের ভাল করে।
5আর তিনি যেমন তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন, তেমনি
তিনি যাপ্পাকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমুদ্রের
দ্বীপগুলিতে প্রবেশের পথ তৈরি করেছিলেন।
6 এবং তাঁর জাতির সীমানা প্রসারিত করেছেন এবং দেশকে
পুনরুদ্ধার করেছেন,
7 এবং বহু সংখ্যক বন্দীকে একত্রিত করলেন, এবং গাজেরা, বেথসুরা
এবং টাওয়ারের আধিপত্য পেয়েছিলেন, যেখান থেকে তিনি সমস্ত
অশুচিতা নিয়েছিলেন, সেখানে কেউ তাকে বাধা দেয়নি।
8 তারপর তারা শান্তিতে তাদের জমি চাষ করেছিল, এবং পৃথিবী তাকে
বৃদ্ধি করেছিল এবং মাঠের গাছগুলি তাদের ফল দেয়৷
9প্রাচীন পুরুষেরা সবাই রাস্তায় বসে ভাল জিনিস নিয়ে আলোচনা
করত, আর যুবকরা মহিমান্বিত ও যুদ্ধের মতো পোশাক পরে।

10 তিনি শহরগুলির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে সমস্ত ধরণের যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করেছিলেন, যাতে তাঁর সম্মানিত নাম বিশ্বের শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়।
11 তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করলেন, এবং ইস্রায়েল মহা আনন্দে উল্লাস করল।
12কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি তার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছের নীচে বসেছিল, এবং তাদের ফাটানোর জন্য কেউ ছিল না।
13 তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দেশে কেউ অবশিষ্ট ছিল না; হ্যাঁ, সেই দিনগুলিতে রাজারা নিজেরাই উৎখাত হয়েছিল।
14 এছাড়াও তিনি তাঁর সমস্ত লোকদেরকে শক্তিশালী করেছিলেন যারা অধঃপতিত হয়েছিল: তিনি যে আইনটি অনুসন্ধান করেছিলেন; এবং আইনের প্রতি বিদ্বেষী এবং দুষ্ট ব্যক্তিকে তিনি অপসারণ করেছিলেন।
15 তিনি পবিত্র স্থানকে সুশোভিত করলেন এবং মন্দিরের পাত্রগুলোকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন।
16 যখন রোমে এবং স্পার্টা পর্যন্ত শোনা গেল যে জোনাথন মারা গেছে, তখন তারা খুব দুঃখিত হল।
17 কিন্তু যখনই তারা শুনল যে তাঁর ভাই শিমোনকে তাঁর জায়গায় মহাযাজক করা হয়েছে, এবং সেই দেশ ও সেখানকার শহরগুলি শাসন করেছে।
18 তারা তার ভাইদের জুডাস এবং যোনাথনের সাথে যে বন্ধুত্ব এবং লিগ তৈরি করেছিল তা পুনর্নবীকরণ করার জন্য তারা তাকে পিতলের টেবিলে লিখেছিল:
19 কোন লেখাগুলো জেরুজালেমের মণ্ডলীর সামনে পাঠ করা হয়েছিল।
20 এবং এটি লেসেডেমোনিয়ানদের পাঠানো চিঠিগুলির অনুলিপি; লেসেডেমোনিয়ানদের শাসকরা, শহরের সাথে, শিমোন মহাযাজককে, এবং প্রাচীনদের, এবং পুরোহিতদের, এবং ইহুদীদের অবশিষ্টাংশ, আমাদের ভাইরা, শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন:
21 আমাদের লোকেদের কাছে যে দূতদের পাঠানো হয়েছিল তারা আমাদেরকে আপনার গৌরব ও সম্মানের প্রমাণ দিয়েছে: তাই তাদের আগমনে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম,
22 এবং এই পদ্ধতিতে লোকদের পরিষদে তারা যা কথা বলেছিল তা নথিভুক্ত করেছিল। অ্যান্টিওকাসের ছেলে নুমেনিয়াস এবং জেসনের ছেলে অ্যান্টিপেটার, ইহুদিদের দূত, আমাদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের পুনর্নবীকরণ করতে আমাদের কাছে এসেছিলেন।
23 এবং লোকেদের সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন করা এবং তাদের দূতাবাসের অনুলিপি পাবলিক রেকর্ডে রাখা, লেসেডেমোনিয়ানদের শেষ পর্যন্ত এটির একটি স্মারক থাকতে পারে বলে লোকেদের খুশি হয়েছিল: উপরন্তু আমরা মহাযাজক শিমোনের কাছে এর একটি অনুলিপি লিখেছি .
24 এর পর সাইমন নুমেনিয়াসকে রোমে পাঠালেন এক হাজার পাউন্ড ওজনের সোনার একটি বড় ঢাল নিয়ে তাদের সাথে লিগ নিশ্চিত করার জন্য।
25 এই কথা শুনে লোকেরা বলল, 'শিমোন ও তাঁর ছেলেদের আমরা কী ধন্যবাদ দেব?
26 কারণ তিনি এবং তার ভাইয়েরা এবং তার পিতার পরিবার ইস্রায়েলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদের শত্রুদের তাদের কাছ থেকে যুদ্ধে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন।
27 তারপর তারা পিতলের টেবিলে তা লিখেছিল, যা তারা সিয়োন পর্বতে স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছিল এবং এই লেখার প্রতিলিপি; ইলূল মাসের আঠারো দিন, মহাযাজক শিমোনের তৃতীয় বছরে, একশত দ্বাদশ বছরে,
28 সরমেলে পুরোহিতদের বিরাট মণ্ডলীতে, লোকেদের, জাতির শাসকদের এবং দেশের প্রবীণদের এই বিষয়গুলি আমাদের কাছে জানানো হয়েছিল।
29 কারণ প্রায়ই দেশে যুদ্ধ হয়েছে, যেখানে তাদের অভয়ারণ্য এবং আইনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, জারিবের বংশধর ম্যাটাথিয়াসের পুত্র সাইমন, তার ভাইদের সাথে, নিজেদেরকে বিপদে ফেলে এবং শত্রুদের প্রতিহত করে। তাদের জাতির তাদের জাতি মহান সম্মান করেছে:
30 (কারণ এর পরে যোনাথন, তাঁর জাতিকে একত্রিত করে এবং তাদের মহাযাজক হয়ে, তাঁর লোকেদের সাথে যুক্ত হয়েছিল,
31 তাদের শত্রুরা তাদের দেশ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যাতে তারা এটিকে ধ্বংস করতে পারে এবং পবিত্র স্থানের উপর হাত দেয়:
32 সেই সময়ে শিমোন উঠেছিলেন, এবং তাঁর জাতির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, এবং নিজের অনেক সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, এবং তাঁর জাতির বীরদের অস্ত্র দিয়েছিলেন এবং তাদের মজুরি দিয়েছিলেন,
33 এবং বেথসুরা সহ জুডিয়ার শহরগুলিকে সুরক্ষিত করেছিল, যেটি জুডিয়ার সীমানায় অবস্থিত, যেখানে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র আগে ছিল; কিন্তু তিনি সেখানে ইহুদিদের একটি সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন।
34 তাছাড়া তিনি সমুদ্রের উপর অবস্থিত জোপ্পা এবং অ্যাজোটাসের সীমান্তবর্তী গাজেরাকে সুরক্ষিত করেছিলেন, যেখানে শত্রুরা আগে বাস করত; কিন্তু তিনি সেখানে ইহুদিদের স্থাপন করেছিলেন এবং তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের সুবিধাজনক সমস্ত জিনিস দিয়েছিলেন।)
35 সেইজন্য লোকেরা শিমোনের কাজগুলি গেয়েছিল, এবং তিনি তাঁর জাতিকে কী মহিমায় আনতে চেয়েছিলেন, তাকে তাদের রাজ্যপাল এবং প্রধান যাজক বানিয়েছিলেন, কারণ তিনি এই সমস্ত কাজ করেছিলেন এবং তার জাতির প্রতি যে ন্যায়বিচার ও বিশ্বাস রেখেছিলেন তার জন্য, এবং তার জন্য তিনি তার লোকেদের উচ্চতর করার জন্য সব উপায়ে চেষ্টা করেছিলেন।
36 কারণ তাঁর সময়ে তাঁর হাতে কিছু উন্নতি হয়েছিল, যাতে বিধর্মীদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং জেরুজালেমের দায়ূদ নগরে যারা ছিল, যারা নিজেদেরকে একটি টাওয়ার বানিয়েছিল, যেখান থেকে তারা বের করেছিল এবং কলুষিত করেছিল। পবিত্র স্থান সম্পর্কে সমস্ত কিছু, এবং পবিত্র স্থানে অনেক আঘাত করেছে:
37 কিন্তু তিনি সেখানে ইহুদীদের বসিয়ে দিলেন৷ এবং দেশ ও শহরের নিরাপত্তার জন্য এটিকে সুরক্ষিত করেছিল এবং জেরুজালেমের প্রাচীর তুলেছিল।
38 রাজা দেমেত্রিয়াসও এই বিষয়গুলি অনুসারে তাকে মহাযাজক পদে নিশ্চিত করেছিলেন,
39 এবং তাকে তার বন্ধুদের একজন বানিয়েছিলেন এবং তাকে খুব সম্মান দিয়েছিলেন৷
40 কারণ তিনি বলতে শুনেছিলেন যে, রোমানরা ইহুদীদের তাদের বন্ধু এবং বন্ধু এবং ভাই বলে ডাকত; এবং তারা সাইমনের দূতদের সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন করেছে;
41 এছাড়াও ইহুদী ও যাজকরা খুব খুশি হয়েছিল যে শিমোন চিরকালের জন্য তাদের গভর্নর এবং মহাযাজক হবেন, যতক্ষণ না একজন বিশ্বস্ত ভাববাদী আবির্ভূত হয়;
42 তাছাড়া তিনি যেন তাদের সেনাপতি হন এবং পবিত্র স্থানের ভার গ্রহণ করেন, তাদেরকে তাদের কাজ, দেশ, অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গগুলির তত্ত্বাবধান করেন, যে আমি বলি, তিনিই রাজার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অভয়ারণ্য
43 এর পাশাপাশি, তিনি যেন প্রত্যেক মানুষের আনুগত্য করেন, এবং দেশের সমস্ত লেখা তাঁর নামে তৈরি করা হয়, এবং তিনি বেগুনি রঙের পোশাক পরতে পারেন এবং সোনা পরতে পারেন:
44এছাড়াও যে লোকে বা যাজকদের মধ্যে কারোর জন্য এই জিনিসগুলির কোনটি ভঙ্গ করা, বা তাঁর কথার অকারণে, বা তাঁকে ছাড়া দেশে একটি সমাবেশ করা, বা বেগুনি পোশাক পরা, বা একটি ফিতে পরা বৈধ হবে না। সোনা
45 আর যে কেউ অন্যথা করবে বা এই জিনিসগুলির মধ্যে কোনটি ভঙ্গ করবে, তাকে শাস্তি পেতে হবে৷
46 এইভাবে সমস্ত লোক শিমোনের সাথে আচরণ করা এবং যা বলা হয়েছে তাই করা পছন্দ করেছিল৷
47 তখন শিমোন এখান থেকে মেনে নিলেন, এবং মহাযাজক হতে এবং ইহুদীদের ও যাজকদের অধিনায়ক ও গভর্নর হতে এবং তাদের সকলকে রক্ষা করতে পেরে তিনি খুব খুশি হলেন৷
48 তাই তারা আদেশ দিল যে এই লেখাটি পিতলের টেবিলে রাখতে হবে এবং পবিত্র স্থানের কম্পাসের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট জায়গায় স্থাপন করতে হবে৷
49 সেইসঙ্গে এর প্রতিলিপিগুলি কোষাগারে জমা করা উচিত, যাতে শিমোন ও তাঁর ছেলেদের কাছে সেগুলি থাকে৷

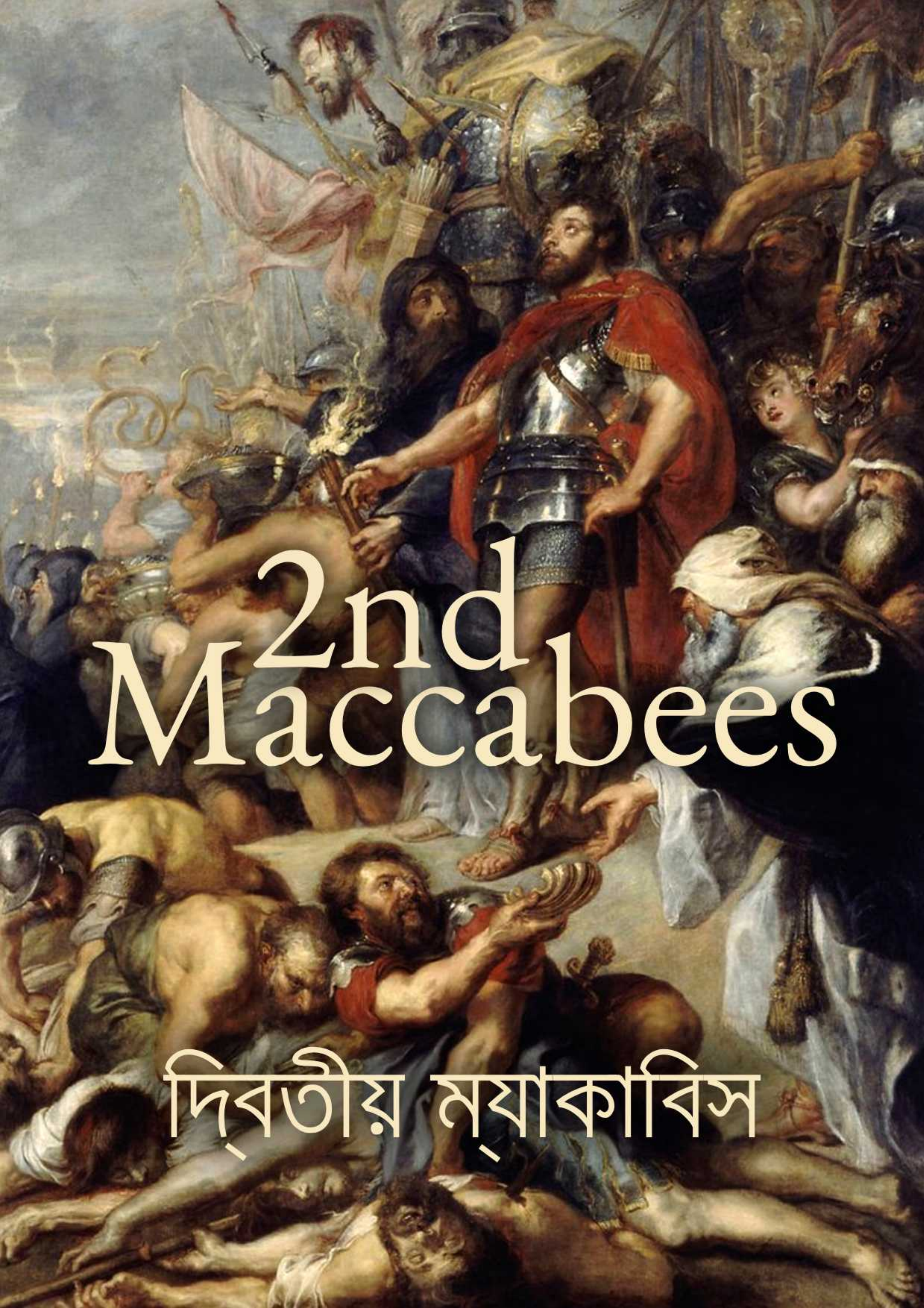
অধ্যায় 15

1 তাছাড়া রাজা ডেমেট্রিয়াসের পুত্র অ্যান্টিওকাস সমুদ্রের দ্বীপ থেকে ইহুদীদের পুরোহিত ও রাজপুত্র শিমোনের কাছে এবং সমস্ত লোকের কাছে চিঠি পাঠালেন;
2 এর বিষয়বস্তু ছিল এই: রাজা অ্যান্টিওকাস তাঁর জাতির মহাযাজক ও রাজপুত্র সিমোনকে এবং ইহুদিদের লোকদের অভিবাদন জানালেন:
3 যেহেতু কিছু মড়ককারী লোক আমাদের পূর্বপুরুষদের রাজ্য দখল করেছে, এবং আমার উদ্দেশ্য হল এটিকে আবার চ্যালেঞ্জ করা, যাতে আমি এটিকে পুরানো সম্পত্তিতে পুনরুদ্ধার করতে পারি, এবং সেই লক্ষ্যে বহু বিদেশী সৈন্যকে একত্রিত করেছি এবং জাহাজ প্রস্তুত করেছি। যুদ্ধ
4 আমার অর্থ হল দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া, যাতে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি যারা এটিকে ধ্বংস করেছে এবং রাজ্যের অনেক শহরকে জনশূন্য করে দিয়েছে।
5 তাই এখন আমি তোমাকে আমার আগেকার রাজারা যে সব উপহার দিয়েছিলেন এবং তারা যা উপহার দিয়েছিলেন তা নিশ্চিত করছি।
6 আমি তোমাকে তোমার নিজের স্ট্যাম্প দিয়ে তোমার দেশের জন্য টাকা কয়েন করারও অনুমতি দিচ্ছি।
7 আর জেরুজালেম ও পবিত্র স্থানের বিষয়ে, তারা মুক্ত হউক; এবং তুমি যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করেছ এবং যে দুর্গগুলি তৈরি করেছ এবং তোমার হাতে রাখবে, সেগুলি তোমার কাছে থাকুক।
8 আর যদি রাজার কারণে কিছু হয় বা হবে, তবে এই সময় থেকে চিরকালের জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হোক।
9 উপরন্তু, আমরা যখন আমাদের রাজ্য লাভ করব, তখন আমরা আপনাকে, আপনার জাতিকে এবং আপনার মন্দিরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্মান করব, যাতে আপনার সম্মান সারা বিশ্বে পরিচিত হয়।
10 একশত চতুর্দশ বছরে অ্যান্টিওকাস তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশে গিয়েছিলেন: সেই সময়ে সমস্ত বাহিনী তাঁর কাছে একত্রিত হয়েছিল, যাতে অল্প সংখ্যক ট্রিফোনের সাথে অবশিষ্ট ছিল।
11 তাই রাজা অ্যান্টিওকাস তাড়া করে, তিনি সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ডোরাতে পালিয়ে যান:
12 কেননা তিনি দেখলেন যে, তাঁর উপর একযোগে বিপদ এসে পড়েছে এবং তাঁর বাহিনী তাঁকে পরিত্যাগ করেছে।
13 তারপর অ্যান্টিওকাস ডোরার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করলেন, তাঁর সাথে এক লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা এবং আট হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল।
14 এবং যখন তিনি শহরটি চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং সমুদ্রের ধারে শহরের কাছাকাছি জাহাজে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি স্থল ও সমুদ্রপথে শহরটিকে বিরক্ত করেছিলেন, কাউকে বাইরে যেতে বা ভিতরে যেতে দেননি।
15 মাঝামাঝি সময়ে নুমেনিয়াস এবং তার সঙ্গী রোম থেকে রাজাদের এবং দেশগুলির কাছে চিঠি নিয়ে আসেন। যেখানে এই জিনিসগুলি লেখা ছিল:
16 লুসিয়াস, রাজা টলেমীর কাছে রোমানদের কনসাল, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন:
17 ইহুদিদের রাষ্ট্রদূত, আমাদের বন্ধু এবং কনফেডারেটরা, আমাদের কাছে পুরানো বন্ধুত্ব এবং লিগ পুনর্নবীকরণ করতে এসেছিলেন, মহাযাজক সাইমন এবং ইহুদিদের লোকদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিল:
18 তারা এক হাজার পাউন্ড সোনার ঢাল নিয়ে এল।
19 তাই আমরা রাজাদের এবং দেশগুলির কাছে লিখতে ভাল ভেবেছিলাম যে তারা তাদের কোন ক্ষতি না করবে, তাদের বিরুদ্ধে, তাদের শহর বা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের সাহায্য করবে না।
20 তাদের ঢাল গ্রহণ করা আমাদের কাছেও ভালো মনে হয়েছিল।
21 তাই যদি কোন মড়ককারী লোক থাকে, যারা তাদের দেশ থেকে তোমাদের কাছে পালিয়ে এসেছে, তাহলে তাদের মহাযাজক শিমোনের হাতে তুলে দিন, যাতে তিনি তাদের নিজের আইন অনুসারে তাদের শাস্তি দিতে পারেন।
22 একইভাবে তিনি রাজা ডেমেট্রিয়াস, অ্যাটালাস, আরিয়ারাথেস এবং আরসেসেসকেও একই কথা লিখেছিলেন,
23 এবং সমস্ত দেশ এবং স্যাম্পসাম, এবং লেসেডেমোনিয়ান, এবং ডেলুস, এবং মাইন্ডাস, এবং সিসিয়ন, এবং ক্যারিয়া, এবং সামোস, এবং প্যামফিলিয়া, এবং লিসিয়া, এবং হ্যালিকারনাসাস, এবং রোডাস, এবং আরাডাস, এবং কস এবং সাইড , এবং Aradus, এবং Gortyna, এবং Cnidus, এবং সাইপ্রাস, এবং Cyrene.
24 আর এর প্রতিলিপি তাঁরা মহাযাজক শিমোনকে লিখে পাঠালেন।
25 তাই অ্যান্টিওকাস রাজা দ্বিতীয় দিনে ডোরার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিলেন, ক্রমাগত আক্রমণ করতেন এবং ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি ট্রাইফোনকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বাইরে যেতে বা ভিতরে যেতে পারেন না।
26 সেই সময় শিমোন তাঁকে সাহায্য করার জন্য দুই হাজার মনোনীত লোককে পাঠালেন। রৌপ্য, সোনা এবং অনেক বর্ম।
27 তবুও তিনি তাদের গ্রহণ করতেন না, তবে তিনি তার সাথে আগে যে চুক্তি করেছিলেন তা ভঙ্গ করেছিলেন এবং তার কাছে অপরিচিত হয়েছিলেন।
28 তদুপরি, তিনি তাঁর কাছে তাঁর একজন বন্ধু এথেনোবিয়াসকে পাঠালেন, তাঁর সাথে কথা বলতে এবং বলুন, তোমরা যাপ্পা ও গাজেরাকে আটকে রেখেছ; জেরুজালেমের টাওয়ারের সাথে, যা আমার রাজ্যের শহর।
29 তোমরা এর সীমানা নষ্ট করেছ এবং দেশে বড় ক্ষতি করেছ এবং আমার রাজ্যের মধ্যে অনেক জায়গার রাজত্ব পেয়েছ।
30তাই এখন তোমরা যে শহরগুলো দখল করেছ, এবং যে সব জায়গার রাজত্ব তোমরা যিহূদিয়ার সীমানা ছাড়াই পেয়েছ সেগুলোর উপাসনা দাও।
31 নতুবা তাদের জন্য আমাকে পাঁচশো তালন্ত রূপা দাও; এবং আপনি যে ক্ষতি করেছেন তার জন্য, এবং শহরের উপাসনা, আরও পাঁচশো ট্যালেন্ট: যদি না হয়, আমরা এসে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।
32 তখন রাজার বন্ধু এথেনোবিয়াস জেরুজালেমে এলেন, এবং যখন তিনি সাইমনের মহিমা, সোনা ও রৌপ্যের থালার আলমারি এবং তাঁর বিশাল উপস্থিতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তাঁকে রাজার বার্তা বললেন।
33 তখন শিমোন উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমরা অন্যের জমি দখল করিনি বা অন্যের কাছে যা আছে তা দখল করিনি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার, যা আমাদের শত্রুরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যায়ভাবে দখল করেছিল।
34 সেইজন্য আমরা সুযোগ পেয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার ধরে রেখেছি।
35 এবং যেখানে আপনি জোপ্পা এবং গাজেরার দাবি করছেন, যদিও তারা আমাদের দেশের লোকদের অনেক ক্ষতি করেছে, তবুও আমরা তাদের জন্য আপনাকে একশো তালন্ত দেব। এথেনোবিয়াস তাকে একটি কথাও উত্তর দিলেন না;
36 কিন্তু রাজার কাছে রেগে গিয়ে ফিরে এসে এই সব কথা, সাইমনের গৌরব এবং তিনি যা কিছু দেখেছিলেন তার কথা তাঁকে জানালেন, তাতে রাজা ভীষণ রেগে গেলেন।
37 এরই মধ্যে ট্রাইফোন জাহাজে করে অর্থোসিয়াসের দিকে পালিয়ে গেল।
38 তারপর রাজা সেন্ডেবিউসকে সমুদ্র উপকূলের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, এবং তাকে একদল পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার দিলেন,
39 এবং তাকে যিহূদিয়ার দিকে তার সৈন্যদলকে সরিয়ে দিতে আদেশ করলেন; এছাড়াও তিনি তাকে সেড্রন নির্মাণ করতে, ফটকগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু রাজা নিজেই ট্রাইফোনের পিছনে ছুটলেন।
40 তাই সেন্ডেবিউস জামনিয়ায় এসে লোকদের উত্তেজিত করতে এবং জুডিয়া আক্রমণ করতে এবং লোকদের বন্দী করে হত্যা করতে শুরু করে।
41 আর সেদ্রোকে গড়ে তোলার পর, তিনি সেখানে ঘোড়সওয়ার এবং একদল পদাতিককে বসিয়েছিলেন, যাতে রাজার আদেশ অনুসারে তারা যিহূদিয়ার পথে যাত্রা করতে পারে।

অধ্যায় 16

1এরপর গাজেরা থেকে যোহন এসে তাঁর বাবা শিমোনকে সেনডেবিউস যা করেছে তা জানালেন।

2 তাই শিমোন তার দুই বড় ছেলে জুডাস ও জনকে ডেকে বললেন,
আমি, আমার ভাইয়েরা এবং আমার পিতার পরিবার, আমার যৌবন
থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি; এবং
জিনিসগুলি আমাদের হাতে এত ভালভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে যে আমরা
প্রায়শই ইস্রায়েলকে উদ্ধার করেছি।
3 কিন্তু এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এবং ঈশ্বরের রহমতে তোমরা
যথেষ্ট বয়সের হয়েছ: তোমরা আমার ও আমার ভাইয়ের পরিবর্তে
হয়ে যাও এবং আমাদের জাতির জন্য যুদ্ধ কর, এবং স্বর্গ থেকে
সাহায্য তোমাদের সাথে থাকুক৷
4 তাই তিনি দেশ থেকে বিশ হাজার সৈন্যকে অশ্বারোহীদের নিয়ে
বেছে নিয়েছিলেন, যারা সেন্ডেবিউসের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিলেন এবং
সেই রাতে মোডিনে বিশ্রাম করেছিলেন।
5 আর যখন তারা সকালে উঠে সমতলে গেল, তখন দেখ, পদাতিক ও
ঘোড়সওয়ার উভয়েরই একটি শক্তিশালী বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে এল,
যদিও তাদের মাঝখানে একটি জলের স্রোত ছিল।
6তখন তিনি ও তাঁর লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং
যখন তিনি দেখলেন যে লোকেরা জলের স্রোতের উপর দিয়ে যেতে
ভয় পাচ্ছে, তখন তিনি প্রথমে নিজের উপর দিয়ে গেলেন, তারপর
লোকেরা তাঁকে দেখে তাঁর পিছনে চলে গেল।
7 এইভাবে, তিনি তার লোকদের ভাগ করে দিলেন এবং
ঘোড়সওয়ারদের পদাতিকদের মধ্যে বসিয়ে দিলেন, কারণ শত্রুদের
ঘোড়সওয়ার ছিল অনেক।
8 তারপর তারা পবিত্র তূরী বাজিয়ে দিল: তখন সেন্ডেবিউস এবং তার
সৈন্যবাহিনীকে এমনভাবে পালানো হয়েছিল যে তাদের মধ্যে
অনেককে হত্যা করা হয়েছিল এবং অবশিষ্টরা তাদের শক্ত দখলে
নিয়ে গিয়েছিল৷
9 সেই সময় জুডাস জনের ভাই আহত হয়েছিল; কিন্তু যোহন তখনও
তাদের পিছু নিলেন, যতক্ষণ না তিনি সেড্রনে পৌঁছান, যা
সেন্ডেবিউস নির্মাণ করেছিলেন।
10 তাই তারা অ্যাজোটাসের ক্ষেতের টাওয়ার পর্যন্ত পালিয়ে গেল;
তাই তিনি আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন, যাতে তাদের মধ্যে প্রায় দুই
হাজার লোক নিহত হয়৷ পরে তিনি শান্তিতে জুডিয়া দেশে ফিরে
আসেন।
11 তাছাড়া জেরিকোর সমভূমিতে আবুবসের পুত্র টলেমিউসকে
সেনাপতি করা হয়েছিল এবং তার কাছে প্রচুর রূপা ও সোনা ছিল:
12 কারণ তিনি ছিলেন মহাযাজকের জামাতা৷
13 সেইজন্য তাঁর হৃদয় উত্থিত হয়ে তিনি দেশটিকে নিজের কাছে
নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন, এবং তারপরে তাদের ধ্বংস করার জন্য
সিমোন ও তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক পরামর্শ করলেন।
14 এখন শিমোন সেই দেশের শহরগুলি পরিদর্শন করছিলেন এবং
তাদের ভাল ব্যবস্থার যত্ন নিচ্ছিলেন৷ যে সময়ে তিনি জেরিকোতে
নেমেছিলেন তার পুত্রদের সাথে, ম্যাটাথিয়াস এবং জুডাস, একশত
সপ্তদশ বছরে, এগারো মাসে, যাকে সাবাত বলা হয়:
15 যেখানে আবুবসের ছেলে তাদের প্রতারণার সাথে একটি ছোট
হোল্ডে গ্রহণ করেছিল, যাকে ডকুস বলা হয়, যা তিনি তৈরি
করেছিলেন, তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত ভোজ তৈরি করেছিলেন:
যদিও তিনি সেখানে লোকদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।
16 তাই যখন সিমোন ও তাঁর ছেলেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান
করেছিল, তখন টলেমী ও তাঁর লোকেরা উঠে তাদের অস্ত্র নিয়ে
ভোজের জায়গায় সাইমনের কাছে এসে তাঁকে এবং তাঁর দুই ছেলেকে
এবং তাঁর কয়েকজন দাসকে হত্যা করে।
17 এই কাজ করে তিনি একটি মহান বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এবং
ভালর জন্য মন্দের প্রতিদান দিয়েছেন৷
18 তারপর টলেমি এই সব লিখে রাজার কাছে পাঠালেন যে, তিনি
তাকে সাহায্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান এবং তিনি তাকে দেশ
ও শহরগুলি উদ্ধার করবেন।
19 তিনি যোহনকে হত্যা করার জন্য অন্যদেরও গাজেরাতে
পাঠিয়েছিলেন এবং ট্রাইবিউনদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে
তিনি তাদের রূপা, সোনা এবং পুরস্কার দিতে পারেন।
20 আর অন্যদের তিনি জেরুজালেম ও মন্দিরের পাহাড় দখল করতে
পাঠালেন৷
21 এখন একজন দৌড়ে গজেরায় গিয়ে যোহনকে বলেছিল যে তার
পিতা ও ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, এবং তিনি বলেছেন, টলেমী
আপনাকেও হত্যা করতে পাঠিয়েছেন।
22 এই কথা শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তাই যারা তাঁকে
ধ্বংস করতে এসেছিল তাদের উপর হাত রাখলেন এবং তাদের মেরে
ফেললেন৷ কারণ তিনি জানতেন যে তারা তাকে দূরে সরিয়ে দিতে
চেয়েছিল৷
23 যোহনের বাকি কাজগুলি, তাঁর যুদ্ধ এবং তিনি যা করেছিলেন তার
যোগ্য কাজগুলি এবং তিনি যে দেওয়ালগুলি তৈরি করেছিলেন এবং
তাঁর কাজগুলি সম্পর্কে,
24দেখ, পিতার পরে মহাযাজক নিযুক্ত হওয়ার সময় থেকে এই সমস্ত
তাঁর যাজকত্বের ইতিহাসে লেখা আছে৷



2nd Maccabees

দ্বিতীয় ম্যাকাবিস

অধ্যায় 1

1 ভাইয়েরা, ইহুদিরা যারা জেরুজালেমে এবং জুডিয়ার দেশে আছে, তারা ভাইদের কাছে, ইহুদিদের জন্য যারা মিশর জুড়ে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্য ও শান্তি কামনা করছি:
2 ঈশ্বর আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত দাস আব্রাহাম, আইজাক এবং জ্যাকবের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তা মনে রাখবেন;
3 এবং তোমাদের সকলকে তাঁর সেবা করার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য একটি উত্তম সাহস ও ইচ্ছুক মন দিয়ে দাও;
4 এবং তাঁর আইন ও আদেশে তোমাদের হৃদয় খুলে দাও এবং তোমাদের শান্তি পাঠাও,
5 আর তোমার প্রার্থনা শুনো, তোমার সাথে এক হও, এবং কষ্টের সময় তোমাকে কখনো ত্যাগ করো না।
6 এবং এখন আমরা এখানে আপনার জন্য প্রার্থনা করছি৷
7দেমেত্রিয়াসের রাজত্বের সময়, একশত নবম বছরে, আমরা ইহুদিরা সেই বছরগুলিতে আমাদের উপর যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, সেই সময় থেকে জেসন এবং তার সঙ্গী পবিত্র ভূমি ও রাজ্য থেকে বিদ্রোহ করার সময় থেকে তোমাদের কাছে লিখেছিলাম,
8 এবং বারান্দা পুড়িয়ে দিল, এবং নির্দোষ রক্তপাত করল: তারপর আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং আমাদের কথা শোনা হয়েছিল৷ আমরা কোরবানী ও মিহি ময়দা নিবেদন করলাম, প্রদীপ জ্বালিয়ে রুটিগুলো বিছিয়ে দিলাম।
9 এবং এখন দেখুন যে আপনি ক্যাসলেউ মাসে তাঁবুর উত্সব পালন করছেন৷
10 একশত আটম বছরে, জেরুজালেমে ও যিহূদিয়ার লোকেরা এবং পরিষদ এবং জুডাস, রাজা টলেমিউসের গুরু অ্যারিস্টবুলাসকে অভিবাদন ও স্বাস্থ্য পাঠাল, যিনি অভিষিক্ত যাজকদের মধ্যে ছিলেন এবং মিশরে থাকা ইহুদীরা:
11 যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, আমরা একজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো তাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই।
12 কারণ তিনি পবিত্র শহরের মধ্যে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন৷
13 কেননা যখন নেতা পারস্যে এসেছিলেন, এবং তাঁর সাথে সৈন্যদল যারা অপরাজেয় বলে মনে হয়েছিল, তখন নানিয়ার যাজকদের প্রতারণার দ্বারা নানিয়া মন্দিরে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।
14 কারণ অ্যান্টিওকাস, যেন সে তাকে বিয়ে করবে, যৌতুকের নামে টাকা নেওয়ার জন্য সেই জায়গায় এবং তার সাথে থাকা তার বন্ধুরা এসেছিল।
15 যেটি নানিয়ার পুরোহিতেরা যখন ঘোষণা করেছিলেন, এবং তিনি একটি ছোট দল নিয়ে মন্দিরের কম্পাসে প্রবেশ করেছিলেন, তখন অ্যান্টিওকাস প্রবেশের সাথে সাথে তারা মন্দিরটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন:
16 এবং ছাদের একটি গোপনীয় দরজা খুলে তারা বজ্রপাতের মতো পাথর ছুঁড়ে মারল এবং ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলল, টুকরো টুকরো করে তাদের মাথা কেটে ফেলল এবং বাইরে থাকা লোকদের কাছে ফেলে দিল।
17 সকল বিষয়ে ধন্য আমাদের ঈশ্বর, যিনি অধার্মিকদের সমর্পণ করেছেন৷
18 সেইজন্য যেখানে আমরা এখন ক্যাসলেউ মাসের পঞ্চাশতম দিনে মন্দিরের শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য নিয়েছি, আমরা আপনাকে তা প্রত্যয়িত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি, যাতে আপনিও তা পালন করতে পারেন, তাঁবুর উত্সব হিসাবে, এবং নিমিয়াস বলিদানের সময় যে আগুন আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তার পরে তিনি মন্দির এবং বেদী তৈরি করেছিলেন।
19 কারণ আমাদের পিতৃপুরুষদের যখন পারস্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন ধর্মপ্রাণ পুরোহিতেরা বেদীর আগুন গোপনে নিয়ে গিয়ে জলবিহীন গর্তের ফাঁপা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে তারা জায়গাটি অজানা ছিল। সব পুরুষ
20 এখন বহু বছর পর, যখন ঈশ্বরের সন্তুষ্টি হয়েছিল, তখন পারস্যের রাজার কাছ থেকে নিমিয়াসকে পাঠানো হয়েছিল, সেই পুরোহিতদের উত্তরপুরুষদের পাঠালেন যারা আগুনে লুকিয়ে রেখেছিল: কিন্তু যখন তারা আমাদের বলেছিল যে তারা আগুন খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু ঘন জল নেই। ;
21 তারপর তিনি তাদের তা টেনে আনতে আদেশ করলেন; এবং যখন বলি দেওয়া হয়েছিল, নিমিয়াস যাজকদের কাঠ এবং তার উপর রাখা জিনিসগুলি জল দিয়ে ছিটিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন।
22 যখন এই কাজ করা হল, এবং সূর্যের আলোর সময় হল, যা আগে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সেখানে একটি বড় আগুন জ্বলে উঠল, যাতে প্রত্যেকে আশ্চর্য হয়ে যায়।
23 এবং বলিদান শেষ হওয়ার সময় পুরোহিতেরা প্রার্থনা করলেন, আমি বলি, পুরোহিতরা এবং বাকি সকলে, যোনাথন শুরু করে এবং বাকিরা নিমিয়াসের মতোই উত্তর দিয়েছিল।
24 এবং প্রার্থনা এই পদ্ধতির পরে ছিল; হে প্রভু, প্রভু ঈশ্বর, সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, যিনি ভয়ানক এবং শক্তিশালী, এবং ধার্মিক, এবং করুণাময় এবং একমাত্র এবং করুণাময় রাজা,
25 সমস্ত কিছুর একমাত্র দাতা, একমাত্র ন্যায়পরায়ণ, সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী, আপনি যে ইস্রায়েলকে সমস্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছেন এবং পিতৃপুরুষদের বেছে নিয়েছেন এবং তাদের পবিত্র করেছেন:
26 তোমার সমগ্র প্রজা ইস্রায়েলের জন্য বলি গ্রহণ কর, তোমার নিজের অংশ রক্ষা কর এবং তা পবিত্র কর।
27 যারা আমাদের থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাদের একত্রিত কর, যারা জাতিদের মধ্যে সেবা করে তাদের উদ্ধার কর, যারা তুচ্ছ ও ঘৃণা করে তাদের দিকে তাকাও এবং জাতিগুলো জানুক যে তুমিই আমাদের ঈশ্বর।
28 যারা আমাদের অত্যাচার করে তাদের শাস্তি দাও এবং অহংকারে আমাদের অন্যায় করে।
29 মোশির কথামত তোমার পবিত্র স্থানে তোমার লোকদের আবার রোপণ কর।
30 আর যাজকেরা ধন্যবাদের গীত গাইলেন৷
31 কোরবানী খাওয়ার পর নিমিয়াস সেই জলকে বড় পাথরের উপর ঢেলে দিতে বললেন।
32 যখন এই কাজ করা হল, তখন একটা শিখা জ্বলে উঠল, কিন্তু বেদী থেকে যে আলো জ্বলছিল তাতে তা ভস্মীভূত হল৷
33 এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে পারস্যের রাজাকে বলা হল যে, যে জায়গায় যাজকরা আগুন লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানে জল দেখা দিয়েছে, এবং নিমিয়াস তা দিয়ে বলিগুলোকে শুদ্ধ করেছে।
34 তারপর বাদশাহ্ সেই জায়গাটা সংযোজন করে সেটাকে পবিত্র করলেন।
35 এবং রাজা অনেক উপহার নিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি সন্তুষ্ট করতে চান তাদের তা দিয়েছিলেন।
36 এবং নিমিয়াস এই জিনিসটিকে ন্যাফথার নামে অভিহিত করেছেন, যা বলার মতো, একটি শুদ্ধকরণ; কিন্তু অনেক লোক একে নেফি বলে৷

অধ্যায় 2

1 নথিতে এটাও পাওয়া যায় যে জেরেমি ভাববাদী তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা আগুন নিভিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেমনটি নির্দেশ করা হয়েছে:
2 এবং কীভাবে ভাববাদী তাদের আইন দিয়েছিলেন, প্রভুর আদেশগুলি ভুলে না যাওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং যখন তারা তাদের অলঙ্কার সহ রূপা ও সোনার মূর্তি দেখে তাদের মনে ভুল না করে৷
3 এবং এই ধরনের অন্যান্য বক্তৃতা দিয়ে তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের অন্তর থেকে বিধি-ব্যবস্থা চলে না যায়৷

4 একই লেখার মধ্যে এটাও ছিল যে, ভাববাদী, ঈশ্বরের কাছ থেকে সতর্ক হয়ে, আবাস ও সিন্দুককে তাঁর সাথে যেতে আদেশ করেছিলেন, যখন তিনি পর্বতে গিয়েছিলেন, যেখানে মূসা উপরে উঠেছিলেন এবং ঈশ্বরের উত্তরাধিকার দেখেছিলেন।
5 এবং যখন জেরেমি সেখানে এসেছিলেন, তিনি একটি ফাঁপা গুহা দেখতে পেলেন, যেখানে তিনি তাঁবু, সিন্দুক এবং ধূপের বেদী রেখেছিলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
6আর যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পথ চিহ্নিত করতে এলেন, কিন্তু তাঁরা তা খুঁজে পেলেন না।
7 যখন জেরেমি বুঝতে পেরেছিল, তখন সে তাদের দোষারোপ করে বলেছিল, সেই জায়গার জন্য, ঈশ্বর তাঁর লোকদের আবার একত্রিত করে তাদের করুণার জন্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত এটি অজানা থাকবে৷
8 তারপর প্রভু তাদের এই জিনিসগুলি দেখাবেন, এবং প্রভুর মহিমা প্রদর্শিত হবে, এবং মেঘও দেখা যাবে, যেমনটি মোশির অধীনে দেখানো হয়েছিল, এবং যখন শলোমন চেয়েছিলেন যে স্থানটি সম্মানজনকভাবে পবিত্র হবে।
9 এটাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তিনি জ্ঞানী হয়েই উৎসর্গের এবং মন্দিরের সমাপ্তির উৎসর্গ করেছিলেন৷
10 এবং মোশি যখন সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে বলিগুলিকে ভস্মীভূত করেছিল; একইভাবে শলোমনও প্রার্থনা করেছিলেন, এবং আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসে পোড়ানো-উৎসর্গগুলিকে গ্রাস করেছিল।
11 মোশি বললেন, কারণ পাপ-উৎসর্গ খাওয়ার কথা ছিল না, তাই তা খেয়ে ফেলা হয়েছিল।
12 তাই শলোমন সেই আট দিন পালন করলেন।
13 নিমিয়াসের লেখা এবং ভাষ্যগুলিতেও একই জিনিসগুলি রিপোর্ট করা হয়েছিল; এবং কিভাবে তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং রাজাদের কাজ, নবী, দায়ূদের এবং পবিত্র উপহারগুলির বিষয়ে রাজাদের চিঠিগুলি একত্রিত করেছিলেন৷
14 সেইভাবে যিহূদাও আমাদের যুদ্ধের কারণে হারিয়ে যাওয়া সমস্ত জিনিস একত্রিত করল এবং সেগুলি আমাদের সাথেই রইল৷
15 সেইজন্য যদি তোমাদের এর প্রয়োজন হয়, সেগুলি তোমাদের কাছে আনতে কয়েকজনকে পাঠান৷
16 আমরা যখন শুদ্ধি উদযাপন করতে যাচ্ছি, তখন আমরা তোমাদের কাছে লিখেছি, এবং যদি তোমরা একই দিনগুলি পালন কর তবে তোমরা ভাল করবে৷
17 আমরাও আশা করি, সেই ঈশ্বর, যিনি তাঁর সমস্ত লোকদের উদ্ধার করেছেন এবং তাদের সবাইকে একটি উত্তরাধিকার, রাজ্য, যাজকত্ব এবং পবিত্র স্থান দিয়েছেন,
18 বিধি-ব্যবস্থায় তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শীঘ্রই আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং স্বর্গের নীচের সমস্ত দেশ থেকে পবিত্র স্থানে আমাদের একত্রিত করবেন; কারণ তিনি আমাদের মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং স্থানটিকে পবিত্র করেছেন।
19 এখন যেমন জুডাস ম্যাকাবিউস এবং তার ভাইদের এবং মহান মন্দিরের শুদ্ধিকরণ এবং বেদীর উত্সর্গের বিষয়ে,
20 এবং অ্যান্টিওকাস এপিফেনেস এবং তার পুত্র ইউপাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,
21 এবং স্বর্গ থেকে প্রকাশিত লক্ষণগুলি যা তাদের কাছে এসেছিল যারা ইহুদী ধর্মের জন্য তাদের সম্মানের জন্য পুরুষের সাথে আচরণ করেছিল: যাতে, অল্প কিছু হলেও, তারা পুরো দেশকে জয় করেছিল এবং বর্বর জনতাকে তাড়া করেছিল,
22 এবং সারা বিশ্বে বিখ্যাত মন্দিরটি আবার পুনরুদ্ধার করলেন, এবং শহরটিকে মুক্ত করলেন, এবং যে আইনগুলি নীচে চলে যাচ্ছিল তা বজায় রাখলেন, প্রভু তাদের প্রতি সর্বাত্মক অনুগ্রহ করে অনুগ্রহ করছেন:
23 এই সমস্ত জিনিস, আমি বলছি, সাইরিনের জেসন পাঁচটি বইতে ঘোষণা করেছেন, আমরা এক ভলিউমে সংক্ষিপ্ত করব।
24 অসীম সংখ্যা বিবেচনা করার জন্য, এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যের জন্য, গল্পের বর্ণনাগুলি দেখার জন্য তারা যে আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পেয়েছে,
25 আমরা সতর্কতা অবলম্বন করেছি, যাতে যারা পড়ে তারা আনন্দ পায়, এবং যারা স্মৃতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা সহজ হয় এবং যাদের হাতে এটি আসে তাদের লাভ হয়।
26 তাই আমাদের জন্য, যারা আমাদের উপর সংক্ষিপ্তকরণের এই বেদনাদায়ক পরিশ্রম নিয়েছে, এটি সহজ ছিল না, কিন্তু ঘাম এবং দেখার বিষয় ছিল;
27 যদিও এটা তার কাছে সহজ নয় যে একটি ভোজ প্রস্তুত করে, এবং অন্যের উপকারের চেষ্টা করে, তবুও অনেকের আনন্দের জন্য আমরা আনন্দের সাথে এই মহান যন্ত্রণা সহ্য করব;
28 লেখকের কাছে প্রতিটি বিশেষের সঠিক পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া এবং সংক্ষিপ্তকরণের নিয়মগুলি অনুসরণ করার জন্য শ্রম দেওয়া।
29 কারণ একটি নতুন বাড়ির প্রধান নির্মাতাকে পুরো ভবনের যত্ন নিতে হবে; কিন্তু যে এটি সেট আউট, এবং এটি আঁকা, তার শোভাকর জন্য উপযুক্ত জিনিস খুঁজতে হবে: এমনকি আমি মনে করি এটা আমাদের সঙ্গে আছে.
30 প্রতিটি বিন্দুতে দাঁড়ানো, এবং বৃহত্তর বিষয়গুলি নিয়ে যাওয়া এবং বিশদে কৌতূহলী হওয়া, গল্পের প্রথম লেখকের অন্তর্গত:
31 কিন্তু সংক্ষিপ্ততা ব্যবহার করা, এবং কাজের অনেক পরিশ্রম এড়ানো, তাকে মঞ্জুর করা উচিত যে সংক্ষিপ্ত করবে৷
32 তাহলে এখানেই আমরা গল্পটি শুরু করব: যা বলা হয়েছে তাতে শুধু এতটুকু যোগ করছি যে, দীর্ঘ প্রস্তাবনা তৈরি করা এবং গল্পের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত হওয়া একটি বোকামি।

অধ্যায় 3

1 মহাযাজক ওনিয়াসের ধার্মিকতা এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণার কারণে যখন পবিত্র শহরটি সমস্ত শান্তিতে বসবাস করছিল, এবং আইনগুলি খুব ভালভাবে পালন করা হয়েছিল,
2 এমনও ঘটল যে এমনকি রাজারাও নিজেরাই জায়গাটিকে সম্মান করেছিলেন এবং তাদের সেরা উপহার দিয়ে মন্দিরটিকে মহিমান্বিত করেছিলেন;
3 এতটাই যে এশিয়ার সেলুকাস তার নিজের রাজস্ব থেকে বলিদানের সেবার সমস্ত খরচ বহন করতেন।
4কিন্তু বিন্যামীন-গোষ্ঠীর একজন শিমোন, যাকে মন্দিরের শাসনকর্তা করা হয়েছিল, তিনি শহরের অশান্তি নিয়ে মহাযাজকের সঙ্গে ঝগড়া করলেন।
5আর যখন তিনি ওনিয়াসকে পরাস্ত করতে পারলেন না, তখন তিনি তাকে থ্রেসিয়ার পুত্র অ্যাপোলোনিয়াসের কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি তখন সেলোসিরিয়া ও ফিনিসের গভর্নর ছিলেন।
6 এবং তাঁকে জানালেন যে জেরুজালেমের কোষাগার অসীম অর্থে পরিপূর্ণ ছিল, তাই তাদের ধন-সম্পদের সংখ্যা, যা বলিদানের হিসাবের সাথে সম্পর্কিত ছিল না, অগণিত ছিল এবং সমস্ত কিছু রাজার রাজত্বে আনা সম্ভব ছিল। হাত.
7 এখন যখন অ্যাপোলোনিয়াস রাজার কাছে এলেন, এবং তাকে যে অর্থের কথা বলা হয়েছিল তা দেখালেন, রাজা হেলিওডোরাসকে তার কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করলেন এবং তাকে পূর্বোক্ত অর্থ আনার আদেশ দিয়ে পাঠালেন।
8 তাই সঙ্গে সঙ্গে হেলিওডোরাস তার যাত্রা শুরু করলেন; Celosyria এবং Phenice শহর পরিদর্শন একটি রঙ অধীনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজার উদ্দেশ্য পূরণ করতে.
9 এবং যখন তিনি জেরুজালেমে এসেছিলেন, এবং নগরের মহাযাজকের কাছ থেকে সৌজন্যমূলকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি তাকে অর্থের বিষয়ে কী বুদ্ধি দেওয়া হয়েছিল তা জানিয়েছিলেন এবং তিনি কেন এসেছেন তা ঘোষণা করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই জিনিসগুলি সত্যিই তাই কিনা৷
10 তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন যে বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানদের ত্রাণের জন্য এত টাকা জমা করা হয়েছে:

11 এবং এর কিছু অংশ টোবিয়াসের পুত্র হিরকানাসের ছিল, একজন মহান মর্যাদার লোক, এবং সেই দুষ্ট সিমোন যেমন ভুল তথ্য দিয়েছিল তা নয়: মোট চারশো তালন্ত রৌপ্য এবং দুইশো সোনা ছিল।
12 এবং এটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল যে তাদের প্রতি এই ধরনের অন্যায় করা উচিত, যারা এটি স্থানটির পবিত্রতা এবং মন্দিরের মহিমা এবং অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, যা সারা বিশ্বে সম্মানিত।
13 কিন্তু রাজার আদেশের কারণে হেলিওডোরাস বললেন, যেভাবেই হোক তা রাজার কোষাগারে আনতে হবে।
14 তাই তিনি যে দিন নিযুক্ত করেছিলেন সেই দিন তিনি এই বিষয়ে আদেশ করার জন্য প্রবেশ করেছিলেন: তাই পুরো শহর জুড়ে সামান্যতম যন্ত্রণা ছিল না।
15 কিন্তু যাজকরা, তাদের যাজকদের পোশাকে বেদীর সামনে প্রণাম করে, স্বর্গের কাছে তাকে ডাকলেন যিনি তাঁর রাখা জিনিসগুলির বিষয়ে একটি আইন করেছিলেন, যাতে সেগুলিকে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয় যাদের জন্য তাদের রাখা হয়েছিল।
16 তারপর যে কেউ মহাযাজকের মুখের দিকে তাকাত, তা তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করত: তার চেহারা এবং তার রঙের পরিবর্তন তার মনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণাকে ঘোষণা করেছিল।
17কারণ লোকটি এতটাই ভয় ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, যাঁরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, এখন তাঁর হৃদয়ে কী দুঃখ রয়েছে৷
18 অন্যরা তাদের ঘর থেকে সাধারণ প্রার্থনার জন্য ছুটে গেল, কারণ জায়গাটি অবজ্ঞার মতো ছিল৷
19 আর স্ত্রীলোকেরা, তাদের বুকের নিচে চটের কাপড় পরে, রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে, এবং যে কুমারীরা রক্ষিত ছিল তারা দৌড়ে ছুটে গেল, কেউ দরজার দিকে, কেউ দেয়ালের দিকে, এবং অন্যরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল৷
20 আর সকলে স্বর্গের দিকে হাত ধরে মিনতি করতে লাগল৷
21 তাহলে সব রকমের ভিড়ের পতন দেখে এবং মহাযাজকের এমন যন্ত্রণার ভয় দেখে একজন মানুষের জন্য করুণা হত৷
22 তারপর তারা সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে আস্থার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জিনিসগুলিকে নিরাপদ ও নিশ্চিত রাখার জন্য আহ্বান করেছিল যারা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
23 তবুও হেলিওডোরাস যা আদেশ করা হয়েছিল তা কার্যকর করেছিলেন।
24এখন তিনি যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কোষাগারের পাহারাদার ছিলেন, আত্মার প্রভু এবং সর্বশক্তির রাজপুত্র, এমন এক বিরাট আভাস দেখালেন, যার ফলে যাঁরা তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁরা ঈশ্বরের শক্তিতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন৷ এবং অজ্ঞান, এবং খুব ভয় ছিল.
25 কেননা তাদের কাছে একটি ঘোড়া দেখা গেল যার উপরে একটি ভয়ানক সওয়ার ছিল, এবং একটি খুব সুন্দর আচ্ছাদনে সজ্জিত ছিল, এবং তিনি প্রচণ্ডভাবে দৌড়ে গিয়ে হেলিওডোরাসকে তাঁর কপালে আঘাত করলেন এবং মনে হল যে ঘোড়ায় বসে থাকা তার সম্পূর্ণ জোতা রয়েছে। সোনা
26 তাছাড়া আরও দু'জন যুবক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল, শক্তিতে উল্লেখযোগ্য, সৌন্দর্যে দুর্দান্ত এবং সুন্দর পোশাকে, তারা দুপাশে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল; এবং তাকে ক্রমাগত চাবুক মারতে থাকল এবং অনেক বেদনা মারতে থাকল।
27 এবং হেলিওডোরাস হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড অন্ধকারে ঘেরা হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তারা তাঁকে তুলে নিয়ে একটি কচুরিপানার মধ্যে ফেলে দিল৷
28 এইভাবে তিনি, যে ইদানীং একটি বড় ট্রেন নিয়ে এবং তার সমস্ত রক্ষক নিয়ে উক্ত কোষাগারে এসেছিলেন, তারা অস্ত্র দিয়ে নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে চালিয়েছিল: এবং তারা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের শক্তিকে স্বীকার করেছিল।
29 কারণ ঈশ্বরের হাতে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং জীবনের সমস্ত আশা ছাড়াই নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন৷
30 কিন্তু তারা প্রভুর প্রশংসা করেছিল, যিনি অলৌকিকভাবে তাঁর নিজের জায়গাকে সম্মান করেছিলেন: মন্দিরের জন্য; যা একটু আগে ভয় ও কষ্টে পূর্ণ ছিল, যখন সর্বশক্তিমান প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন, আনন্দ ও উল্লাসে পূর্ণ হয়েছিলেন।
31 তারপরে হেলিওডোরাসের কয়েকজন বন্ধু ওনিয়াসকে সরাসরি প্রার্থনা করলেন যে তিনি তাকে তার জীবন দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চের কাছে আহ্বান জানাবেন, যিনি ভূতকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।
32 তাই মহাযাজক, সন্দেহ করেন যে রাজার পাছে ভুল ধারণা না হয় যে ইহুদিরা হেলিওডোরাসের সাথে কিছু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য একটি বলি নিবেদন করল।
33 মহাযাজক যখন প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন, তখন একই পোশাক পরা সেই যুবকরা এসে হেলিওডোরাসের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ওনিয়াস মহাযাজককে অনেক ধন্যবাদ জানাও, কারণ তাঁর জন্য প্রভু তোমাকে জীবন দিয়েছেন৷
34 আর তোমাকে স্বর্গ থেকে চাবুক মেরে ফেলা হয়েছে দেখে সকলের কাছে ঈশ্বরের পরাক্রমের কথা ঘোষণা কর। এই কথাগুলো বলার পর তারা আর দেখা দিল না।
35 তাই হেলিওডোরাস, প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার পর, এবং যে তার জীবন রক্ষা করেছিলেন তার কাছে মহান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং ওনিয়াসকে অভিবাদন জানিয়ে রাজার কাছে তার বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন।
36 তারপর তিনি মহান ঈশ্বরের সমস্ত কাজের সাক্ষ্য দিলেন যা তিনি তাঁর চোখে দেখেছিলেন৷
37 এবং যখন রাজা হেলিওডোরাস, যিনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হতে পারেন আবার জেরুজালেমে পাঠানোর জন্য, তিনি বললেন,
38 যদি আপনার কোন শত্রু বা বিশ্বাসঘাতক থাকে, তাকে সেখানে পাঠান, এবং যদি সে তার জীবন নিয়ে পালিয়ে যায় তবে আপনি তাকে ভালভাবে চাবুক দিয়ে গ্রহণ করবেন: কারণ সেই জায়গায় সন্দেহ নেই; ঈশ্বরের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে.
39 কারণ যিনি স্বর্গে থাকেন তিনি সেই জায়গাটির দিকে নজর রাখেন এবং এটিকে রক্ষা করেন৷ যারা তাকে আঘাত করতে আসে সে তাদের পিটিয়ে ধ্বংস করে।
40 এবং হেলিওডোরাস এবং কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলি এই ধরণের উপর পড়ে গেল৷

অধ্যায় 4

1 এই সাইমন এখন, যার সম্পর্কে আমরা আগে বলেছি, অর্থের এবং তার দেশের বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওনিয়াসকে অপবাদ দিয়েছিল, যেন সে হেলিওডোরাসকে ভয় পেয়েছিল এবং এই দুষ্টতার কর্মী।
2 এইভাবে তিনি তাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে সাহসী ছিলেন, যিনি শহরের ভাল যোগ্য ছিলেন, এবং নিজের জাতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং আইনের প্রতি এত উদ্যোগী ছিলেন।
3কিন্তু যখন তাদের ঘৃণা এতটাই বেড়ে গেল যে, শিমোনের একদলের দ্বারা খুন হল,
4 ওনিয়াস এই বিতর্কের বিপদ দেখে এবং অ্যাপোলোনিয়াস, সেলোসিরিয়া এবং ফেনিসের গভর্নর হিসাবে, রাগ করেছিলেন এবং সাইমনের বিদ্বেষ বাড়িয়েছিলেন,
5 তিনি রাজার কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য নয়, বরং সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত উভয়ের মঙ্গল কামনা করেছিলেন:
6 কারণ তিনি দেখেছিলেন যে রাজ্যটি শান্ত থাকা অসম্ভব, এবং সিমোন তার মূর্খতা ত্যাগ করেন, যদি না রাজা সেদিকে নজর না দেন।
7কিন্তু সেলুকাসের মৃত্যুর পর, যখন এপিফেনেস নামক অ্যান্টিওকাস রাজ্য দখল করলেন, তখন ওনিয়াসের ভাই জেসন মহাযাজক হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন,
8 রাজার কাছে সুপারিশের মাধ্যমে তিনশত ত্রিশ তালন্ত রূপা এবং আরও আশি তালন্ত আয়ের প্রতিশ্রুতি:

9 এর পাশাপাশি, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আরও একশত পঞ্চাশটি বরাদ্দ করবেন, যদি তিনি তাকে ব্যায়াম করার জন্য এবং জাতিদের ফ্যাশনে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এবং জেরুজালেমের দ্বারা তাদের লেখার জন্য একটি জায়গা তৈরি করার অনুমতি দিতে পারেন। অ্যান্টিওকিয়ানদের নাম।
10 যখন রাজা মঞ্জুর করেছিলেন, এবং তিনি তার হাতে শাসন পেয়েছিলেন তখন তিনি তার নিজের জাতিকে গ্রীক ফ্যাশনে নিয়ে এসেছিলেন।
11 এবং ইউপোলেমাসের পিতা জনের মাধ্যমে ইহুদিদের বিশেষ অনুগ্রহে দেওয়া রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা, যিনি বন্ধুত্ব ও সাহায্যের জন্য রোমে দূত হয়েছিলেন, তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন; এবং আইন অনুসারে যে সরকারগুলি ছিল তাদের বাদ দিয়ে তিনি আইনের বিরুদ্ধে নতুন প্রথা তুলে আনলেন:
12 কারণ তিনি আনন্দের সাথে টাওয়ারের নীচে একটি অনুশীলনের জায়গা তৈরি করেছিলেন, এবং প্রধান যুবকদেরকে তাঁর বশ্যতার অধীনে এনেছিলেন এবং তাদের একটি টুপি পরিয়েছিলেন।
13 এখন গ্রীক ফ্যাশনের উচ্চতা এবং বিধর্মী আচার-ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, জেসন, সেই অধার্মিক বদমাশ, এবং কোন মহাযাজক নেই;
14 যে পুরোহিতদের বেদীতে আর সেবা করার সাহস ছিল না, কিন্তু মন্দিরকে তুচ্ছ করে, এবং বলিদানকে অবহেলা করে, ব্যায়ামের জায়গায় বেআইনী ভাতার অংশীদার হতে ত্বরান্বিত হয়েছিল, ডিসকাসের খেলা তাদের ডাকার পরে;
15 তাদের পিতৃপুরুষদের সম্মানের দ্বারা স্থাপন করা হয় না, কিন্তু সর্বোত্তম গ্রিসিয়ানদের গৌরব পছন্দ করে।
16 যে কারণে তাদের উপর গুরুতর বিপর্যয় এসেছিল: কারণ তারা তাদের শত্রু এবং প্রতিশোধদাতা হতে বাধ্য হয়েছিল, যার রীতি তারা এত আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেছিল এবং যাঁর কাছে তারা সমস্ত কিছুর মতো হতে চেয়েছিল।
17 কারণ ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে দুষ্টতা করা হালকা জিনিস নয়, কিন্তু পরবর্তী সময় এই বিষয়গুলি ঘোষণা করবে৷
18এখন যখন প্রতি বিশ্বাস বছরে ব্যবহৃত খেলাটি টাইরাসে রাখা হত, তখন রাজা উপস্থিত ছিলেন,
19 এই অকৃতজ্ঞ জেসন জেরুজালেম থেকে বিশেষ বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন, যারা অ্যান্টিওকিয়ান ছিলেন, হারকিউলিসের বলিদানের জন্য তিনশত ড্রাম রৌপ্য বহন করার জন্য, যা এমনকি তার বহনকারীরাও এই বলিদানের জন্য উপযুক্ত নয় বলে মনে করেছিল, কারণ এটি সুবিধাজনক ছিল না, কিন্তু হতে পারে। অন্যান্য চার্জের জন্য সংরক্ষিত।
20 তখন এই অর্থ, প্রেরকের বিষয়ে, হারকিউলিসের বলিদানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু এর বাহকদের কারণে এটি গ্যালি তৈরিতে নিযুক্ত ছিল।
21 এখন যখন মেনেস্তিয়াসের পুত্র অ্যাপোলোনিয়াসকে রাজা টলেমিউস ফিলোমেটরের রাজ্যাভিষেকের জন্য মিশরে পাঠানো হয়েছিল, তখন অ্যান্টিওকাস বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার বিষয়ে ভালভাবে প্রভাবিত হবেন না, নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন: তারপরে তিনি জোপ্পায় আসেন এবং সেখান থেকে জেরুজালেমে আসেন। :
22 যেখানে তাকে জেসন এবং শহরের কাছ থেকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং তাকে টর্চ জ্বালিয়ে এবং প্রচণ্ড চিৎকারের সাথে নিয়ে আসা হয়েছিল: এবং তারপরে তার বাহিনী নিয়ে ফিনিসে চলে গেলেন৷
23 তিন বছর পর জেসন পূর্বোক্ত সাইমনের ভাই মেনেলাউসকে রাজার কাছে টাকা বহন করার জন্য এবং কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় মনে রাখার জন্য পাঠালেন।
24 কিন্তু তাকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হলে, যখন তিনি তার ক্ষমতার মহিমান্বিত চেহারার জন্য তাকে মহিমান্বিত করেছিলেন, তখন তিনি জেসন থেকে তিনশো তালন্ত রৌপ্য দিয়ে নিজের জন্য যাজকত্ব পেয়েছিলেন৷
25 তাই তিনি রাজার আদেশ নিয়ে এসেছিলেন, মহাযাজক পদের যোগ্য কিছুই নিয়ে আসেননি, কিন্তু একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর ক্রোধ এবং এক বর্বর জন্তুর ক্রোধে ছিলেন।
26 তারপর জেসন, যে তার নিজের ভাইকে অপদস্থ করেছিল, অন্যের দ্বারা অবমূল্যায়িত হয়েছিল, সে অম্মোনীয়দের দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল৷
27 তাই মেনেলাউস রাজত্ব পেয়েছিলেন: কিন্তু তিনি রাজার কাছে যে অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি কোনও ভাল আদেশ নেননি, যদিও দুর্গের শাসক সোস্ট্রাটিসের এটি প্রয়োজন ছিল:
28 কেননা তাঁর কাছে রীতি-নীতির সমাবেশ ঘটেছে৷ তাই তাদের দুজনকেই রাজার সামনে ডাকা হল।
29 এখন মেনেলাউস তার ভাই লিসিমাকাসকে তার জায়গায় যাজক পদে রেখে গেছেন; এবং সস্ট্রাটাস ক্রেটসকে ছেড়ে চলে যান, যিনি ছিলেন সাইপ্রিয়ানদের গভর্নর।
30 যখন এই কাজগুলি করছিলেন, তখন তার্সুস ও মাল্লোস বিদ্রোহ করেছিলেন, কারণ তারা রাজার উপপত্নীকে দেওয়া হয়েছিল, যাকে অ্যান্টিওকাস বলা হয়েছিল৷
31 তারপর রাজা সমস্ত বিষয়গুলিকে শান্ত করার জন্য তড়িঘড়ি করে এলেন এবং আন্দ্রোনিকাস নামক একজন কর্তৃত্ববান ব্যক্তিকে তার সহকারীর জন্য রেখে দিলেন।
32 এখন মেনেলাউস, মনে করে যে তিনি একটি সুবিধাজনক সময় পেয়েছেন, মন্দির থেকে কিছু সোনার পাত্র চুরি করেছিলেন এবং সেগুলির কিছু আন্দ্রোনিকাসকে দিয়েছিলেন এবং কিছু তিনি টাইরাস এবং আশেপাশের শহরগুলিতে বিক্রি করেছিলেন৷
33 যখন ওনিয়াস জামিনের কথা জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি তাকে তিরস্কার করেছিলেন এবং অ্যান্টিওকিয়ার কাছে অবস্থিত ড্যাফনে একটি অভয়ারণ্যে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন৷
34 তাই মেনেলাউস, অ্যান্ড্রোনিকাসকে আলাদা করে নিয়ে প্রার্থনা করলেন, ওনিয়াসকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য; তিনি তাতে প্ররোচিত হয়ে ওনিয়াসের কাছে প্রতারণা করে তাঁর ডান হাত শপথ করে দিলেন৷ এবং যদিও তাকে তার দ্বারা সন্দেহ করা হয়েছিল, তবুও তিনি তাকে পবিত্র স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করেছিলেন: ন্যায়বিচারের তোয়াক্কা না করে তিনি অবিলম্বে তাকে চুপ করে রেখেছিলেন।
35 এর কারণে কেবল ইহুদীরা নয়, অন্যান্য জাতির মধ্যেও অনেক ক্ষোভ হয়েছিল এবং সেই লোকটির অন্যায় হত্যার জন্য তারা খুব দুঃখিত হয়েছিল৷
36 এবং রাজা যখন সিলিকিয়ার আশেপাশের জায়গাগুলি থেকে আবার ফিরে এলেন, তখন শহরের ইহুদীরা এবং কিছু গ্রীক যারা এই ঘটনাটিকে ঘৃণা করত তারা অভিযোগ করল কারণ ওনিয়াসকে বিনা কারণে হত্যা করা হয়েছিল৷
37 সেইজন্য অ্যান্টিওকাস মনেপ্রাণে দুঃখিত হলেন, এবং করুণার পাত্র হলেন এবং কেঁদে উঠলেন, কারণ মৃত ব্যক্তির শান্ত ও বিনয়ী আচরণের জন্য৷
38 এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আন্দ্রোনিকাসকে তার বেগুনি রঙ কেড়ে নিয়েছিলেন এবং তার পোশাক ছিঁড়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে পুরো শহরের মধ্য দিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ওনিয়াসের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছিলেন, সেখানে তিনি অভিশপ্ত হত্যাকারীকে হত্যা করেছিলেন৷ এইভাবে প্রভু তাকে তার শাস্তি পুরস্কৃত করলেন, যেমন তার প্রাপ্য ছিল।
39 এখন যখন মেনেলাউসের সম্মতিতে লাইসিমাকাসের দ্বারা শহরে অনেক ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করা হয়েছিল এবং এর ফল বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন জনতা লিসিমাকাসের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল, ইতিমধ্যে অনেক সোনার পাত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
40 তখন সাধারণ মানুষ জেগে ওঠে এবং ক্রোধে ভরা, প্রায় তিন হাজার লোককে সশস্ত্র করে লিসিমাকাস প্রথমে হিংস্রতা শুরু

করো একজন অরেনাস নেতা, একজন মানুষ বহু বছর ধরে চলে গেছে, এবং বোকামিতেও কম নয়।
41 তখন তারা লাইসিমাকাসের চেষ্টা দেখে তাদের মধ্যে কেউ পাথর, কেউ লাব, কেউ মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে, যা পাশে ছিল, সেগুলিকে একত্রিত করে লাইসিমাকাসের উপর এবং যারা তাদের উপরে স্থাপন করেছিল তাদের সকলকে একত্রিত করল।
42 এইভাবে তাদের অনেককে তারা আহত করেছিল, এবং কিছুকে তারা মাটিতে মেরেছিল, এবং তাদের সকলকে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল: কিন্তু গির্জাদাতা নিজেই, তাকে তারা কোষাগারের পাশে হত্যা করেছিল৷
43 এই বিষয়গুলির মধ্যে তাই মেনেলাউসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল৷
44 রাজা যখন টাইরাসের কাছে এলেন, তখন সিনেট থেকে প্রেরিত তিনজন লোক তাঁর সামনে কারণ দর্শালেন:
45 কিন্তু মেনেলাউস, এখন দোষী সাব্যস্ত হয়ে, ডরিমেনিসের ছেলে টলেমিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি যদি রাজাকে তার প্রতি শান্ত করেন তবে তাকে অনেক টাকা দেবেন।
46 তখন টলেমি রাজাকে একটি নির্দিষ্ট গ্যালারিতে নিয়ে গেলেন, যেমনটি বাতাস নেওয়ার জন্য ছিল, তাকে অন্য মনের মতো করে নিয়ে এসেছিলেন:
47 এতটাই যে তিনি মেনেলাউসকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, যা সত্ত্বেও সমস্ত দুষ্টুমির কারণ ছিল: এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তিরা, যারা, যদি তারা তাদের কারণ বলতেন, হ্যাঁ, সিথিয়ানদের সামনে, নির্দোষ বিচার করা উচিত ছিল, তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। .
48 এইভাবে যারা শহরের জন্য, লোকেদের জন্য এবং পবিত্র পাত্রের জন্য বিষয়টি অনুসরণ করেছিল তারা শীঘ্রই অন্যায় শাস্তি ভোগ করেছিল৷
49 তাই টাইরাসের লোকেরাও সেই দুষ্ট কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছিল, তাদের সম্মানজনকভাবে সমাধিস্থ করেছিল।
50 এবং তাই তাদের লোভের কারণে যারা ক্ষমতায় ছিল মেনেলাউস এখনও কর্তৃত্বে রয়ে গেছেন, বিদ্বেষ বৃদ্ধি করেছেন এবং নাগরিকদের কাছে একজন মহান বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠেছেন।

অনুচ্ছেদ 5

1 প্রায় একই সময়ে অ্যান্টিওকাস মিশরে তার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিলেন:
2 তারপর এমন হল যে, সমস্ত শহরের মধ্যে প্রায় চল্লিশ দিন ধরে ঘোড়সওয়ারদেরকে আকাশে সোনার কাপড়ে এবং বালা দিয়ে সজ্জিত সৈন্যদলের মত দৌড়াতে দেখা গেল।
3 এবং ঘোড়সওয়ারদের সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে, একে অপরের সাথে মুখোমুখি এবং দৌড়াচ্ছে, ঢাল কাঁপছে, এবং প্রচুর পাইক, এবং তলোয়ার টেনেছে, এবং ডার্টগুলি ঢালাইছে, এবং সোনার অলঙ্কারগুলির চকচকে, এবং সমস্ত রকমের জোতা।
4 সেইজন্য প্রত্যেক মানুষ প্রার্থনা করেছিল যে সেই আভাস যেন ভালো হয়ে যায়৷
5 এখন যখন একটি মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ল, যেন অ্যান্টিওকাস মারা গেছে, জেসন অন্তত এক হাজার লোককে নিয়ে হঠাৎ করে শহরের উপর হামলা চালায়; এবং যারা দেয়ালের উপর ছিল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং দীর্ঘ শহর দখল করা হয়েছে, মেনেলাউস দুর্গে পালিয়ে গেল:
6 কিন্তু জেসন তার নিজের নাগরিকদেরকে করুণা ছাড়াই হত্যা করেছিল, এই ভেবে যে তার নিজের জাতির দিনটি পাওয়া তার জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক দিন হবে; কিন্তু ভেবেছিল যে তারা তার শত্রু ছিল, এবং তার দেশবাসী নয়, যাদের তিনি জয় করেছিলেন।
7 যদিও এই সমস্ত কিছুর জন্য তিনি রাজত্ব পাননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারের জন্য লজ্জা পেয়েছিলেন এবং আবার অম্মোনীয়দের দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
8অতএব শেষ পর্যন্ত তিনি একটি অসুখী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, আরবের রাজা আরেটাসের সামনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, শহর থেকে শহরে পালিয়েছিলেন, সমস্ত লোকের পিছনে ছুটছিলেন, আইনের বর্জনকারী হিসাবে ঘৃণা করেছিলেন এবং প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে ঘৃণা করেছিলেন। তার দেশ এবং দেশবাসী, তাকে মিশরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
9 এইভাবে যিনি অনেককে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন তিনি একটি বিচিত্র দেশে ধ্বংস হয়েছিলেন, লেসেডেমোনিয়ানদের কাছে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর আত্মীয়দের কারণে সাহায্য পাওয়ার কথা ভাবছিলেন:
10 আর যে বহু কবরহীনকে বের করে দিয়েছিল, তার জন্য শোক করার মতো কেউ ছিল না, বা তার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সমাধিও ছিল না৷
11 যখন এই কাজটি রাজার গাড়িতে এলো, তখন তিনি মনে করলেন যে, জুডিয়া বিদ্রোহ করেছে: তখন তিনি ক্রোধে মিশর থেকে বের হয়ে অস্ত্রের জোরে শহরটি দখল করলেন,
12 এবং তাঁর যোদ্ধাদের আদেশ দিলেন যে তারা যাদের সাথে মিলিত হয় তাদের রেহাই না দেয় এবং যারা বাড়িঘরে উঠে তাদের হত্যা করে।
13 এইভাবে যুবক ও বৃদ্ধদের হত্যা, পুরুষ, নারী ও শিশুদের বিচ্ছিন্ন করা, কুমারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল।
14 এবং পুরো তিন দিনের ব্যবধানে ধ্বংস হয়েছিল চল্লিশ হাজার, যার মধ্যে চল্লিশ হাজার সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল; এবং নিহতের চেয়ে কম বিক্রি হয় না।
15 তবুও তিনি এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং সমস্ত বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরে যেতে অনুমান করেছিলেন; মেনেলাউস, আইনের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, এবং নিজের দেশের প্রতি, তার পথপ্রদর্শক:
16 এবং পবিত্র পাত্রগুলিকে অপবিত্র হাতে নিয়ে এবং অপবিত্র হাতে সেই সমস্ত জিনিস টেনে নামিয়ে দিয়েছিলেন যা অন্যান্য রাজারা সেই স্থানের বৃদ্ধি, গৌরব ও সম্মানের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি সেগুলিকে দিয়েছিলেন।
17 আর অ্যান্টিওকাসের মনে এতটাই উদ্ধত ছিল যে, তিনি মনে করেননি যে শহরে যারা বাস করে তাদের পাপের জন্য প্রভু কিছুক্ষণের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং সেইজন্য তাঁর দৃষ্টি সেই জায়গার দিকে ছিল না।
18 কারণ তারা আগে অনেক পাপে জড়িয়ে না থাকলে, এই লোকটি আসার সাথে সাথেই চাবুক মারা হয়েছিল এবং হেলিওডোরাসের মতো তার অনুমান থেকে সরে গিয়েছিল, যাকে সেলুকাস রাজা কোষাগার দেখতে পাঠিয়েছিলেন।
19 তথাপি ঈশ্বর সেই স্থানের জন্য লোকদের মনোনীত করেন নি, বরং সেই স্থানটিকে মানুষের জন্য মনোনীত করেন।
20 এবং সেইজন্য সেই স্থানটি, যেটি জাতির প্রতি ঘটে যাওয়া প্রতিকূলতায় তাদের সাথে অংশীদার ছিল, পরে প্রভুর কাছ থেকে প্রেরিত উপকারে যোগাযোগ করেছিল: এবং সর্বশক্তিমানের ক্রোধে যেমন তা পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তেমনি আবার, মহান প্রভু পুনর্মিলন হচ্ছে, এটি সমস্ত গৌরবের সাথে স্থাপন করা হয়েছিল।
21 তাই যখন অ্যান্টিওকাস মন্দির থেকে এক হাজার আটশো ট্যালেন্ট বের করে নিয়েছিলেন, তখন তিনি সমস্ত তাড়াহুড়ো করে অ্যান্টিওকিয়ায় চলে গেলেন, ভূমিকে নৌচলাচল করার জন্য এবং সমুদ্রকে পায়ে হেঁটে যাবার যোগ্য করার জন্য তাঁর অহংকারে কান্নাকাটি করেছিলেন: এইরকম তাঁর মনের অহংকার ছিল।
22 এবং তিনি জাতিকে বিরক্ত করার জন্য গভর্নরদের রেখে গেলেন: জেরুজালেমে, ফিলিপ, তার দেশের জন্য একজন ফ্রিজিয়ান, এবং যে তাকে সেখানে বসায় তার চেয়ে বেশি বর্বর আচরণের জন্য;
23 এবং গারিজিমে, আন্দ্রোনিকাস; এবং এর পাশাপাশি, মেনেলাউস, যিনি বাকিদের চেয়ে খারাপ নাগরিকদের উপর ভারী হাত দিয়েছিলেন, তার দেশবাসী ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মন ছিল।

24 তিনি সেই ঘৃণ্য প্রধান নেতা অ্যাপোলোনিয়াসকে 22,20,000 সৈন্যদলের সাথে পাঠালেন, তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা তাদের সেরা বয়সী সকলকে হত্যা করতে এবং মহিলাদের এবং ছোটদের বিক্রি করতে:
25 যিনি জেরুজালেমে এসে শান্তির ভান করেছিলেন, বিশ্রামবারের পবিত্র দিন পর্যন্ত সহ্য করেছিলেন, পবিত্র দিন পালন করার সময় ইহুদিদের নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর লোকদেরকে অস্ত্র দিতে আদেশ করেছিলেন।
26 আর এইভাবে যারা বিশ্রামবার উদযাপন করতে গিয়েছিল তাদের সকলকে তিনি মেরে ফেললেন, এবং অস্ত্র নিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে অনেক লোককে হত্যা করলেন।
27 কিন্তু জুডাস ম্যাকাবিউস অন্য নয়জন বা তার কাছাকাছি, মরুভূমিতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং পশুদের মতো পাহাড়ে বসবাস করতেন, তার সংঘের সাথে, যারা নিয়মিত ভেষজ খাওয়াতেন, পাছে তারা দূষণের অংশীদার না হয়।

অধ্যায় 6

1 এর কিছুক্ষণ পরেই রাজা এথেন্সের একজন বৃদ্ধ লোককে ইহুদিদের তাদের পূর্বপুরুষদের আইন থেকে সরে যেতে এবং ঈশ্বরের আইন অনুসারে জীবনযাপন না করতে বাধ্য করতে পাঠালেন:
2 এবং জেরুজালেমের মন্দিরকেও কলুষিত করতে এবং এটিকে জুপিটার অলিম্পিয়াসের মন্দির বলে; এবং যে গারিজিমে, বৃহস্পতির রক্ষক অপরিচিতদের, যেমনটি তারা এই জায়গায় বাস করতে চেয়েছিল।
3 এই দুষ্টতার আগমন লোকদের জন্য বেদনাদায়ক এবং বেদনাদায়ক ছিল:
4কারণ মন্দিরটি অইহুদীদের দ্বারা দাঙ্গা ও আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল, যারা বেশ্যাদের সাথে সঙ্গম করত এবং পবিত্র স্থানগুলির বৃত্তের মধ্যে মহিলাদের সাথে সম্পর্ক করত এবং এর পাশাপাশি যা বৈধ ছিল না তা নিয়ে আসত৷
5 বেদীটিও অপবিত্র জিনিসে পূর্ণ ছিল, যা বিধি নিষেধ করে৷
6 কোনো ব্যক্তির জন্য বিশ্রামবার বা প্রাচীন উপবাস পালন করা বা নিজেকে ইহুদি বলে দাবি করা বৈধ ছিল না৷
7আর প্রতি মাসে রাজার জন্মের দিনে বলির মাংস খাওয়ার জন্য তিক্ত বাধার মধ্য দিয়ে তাদের আনা হত; এবং যখন বাচ্চাসের রোজা রাখা হয়েছিল, তখন ইহুদিরা আইভি বহন করে বাচ্চাসের কাছে মিছিলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।
8 তাছাড়া ইহুদিদের বিরুদ্ধে টলেমীর পরামর্শে বিধর্মীদের প্রতিবেশী শহরগুলিতে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল, তারা যেন একই ফ্যাশন পালন করে এবং তাদের বলিদানের অংশীদার হয়:
9 আর যে অইহুদীদের আচার-ব্যবহারে নিজেদের মানিয়ে নিতে চায় না, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। তখন হয়তো একজন মানুষ বর্তমান দুর্দশা দেখেছেন।
10 কারণ সেখানে দুজন মহিলাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যারা তাদের সন্তানদের খৎনা করেছিল৷ যখন তারা প্রকাশ্যে শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াত, তখন বাচ্চারা তাদের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, তারা তাদের প্রাচীর থেকে মাথা উঁচু করে ফেলেছিল।
11 এবং অন্যরা, যারা বিশ্রামবারকে গোপনে রাখার জন্য কাছাকাছি গুহায় ছুটে গিয়েছিল, ফিলিপের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তারা সবাই একত্রে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, কারণ তারা সবচেয়ে পবিত্র দিনের সম্মানের জন্য নিজেদের সাহায্য করার জন্য বিবেক তৈরি করেছিল৷
12 এখন যারা এই বইটি পড়ে তাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, তারা যেন এই দুর্যোগের জন্য নিরুৎসাহিত না হয়, কিন্তু তারা সেই শাস্তিগুলোকে ধ্বংসের জন্য নয়, আমাদের জাতির শাস্তির জন্য বিচার করে।
13 কারণ এটি তাঁর মহান মঙ্গলের একটি নিদর্শন, যখন দুষ্টদের দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করা হয় না, তবে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হয়।
14 কারণ অন্যান্য জাতির মতো নয়, যাদেরকে প্রভু ধৈর্য্য সহ্য করে শাস্তি দিতে চান, যতক্ষণ না তারা তাদের পাপের পরিপূর্ণতায় না আসে, তিনি আমাদের সাথে এমন আচরণ করেন,
15 পাছে পাপের উচ্চতায় পৌঁছে তিনি আমাদের প্রতিশোধ নিতে পারেন৷
16 আর সেইজন্য তিনি কখনই আমাদের থেকে তাঁর করুণা ফিরিয়ে নেন না; এবং যদিও তিনি প্রতিকূলতার সাথে শাস্তি দেন, তবুও তিনি কখনও তাঁর লোকদের ত্যাগ করেন না।
17 কিন্তু আমরা যা বলছি তা আমাদের জন্য একটি সতর্কবাণী হোক৷ এবং এখন আমরা কয়েকটি কথায় বিষয়টি ঘোষণায় আসি।
18 ইলিয়াসর, প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে একজন, একজন বয়স্ক ব্যক্তি এবং ভাল চেহারার, মুখ খুলতে এবং শূকরের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল।
19কিন্তু তিনি, এমন জঘন্য কাজ করে জীবিত থাকার চেয়ে মহিমান্বিতভাবে মারা যাওয়া বেছে নিয়ে তা থুথু ফেললেন, এবং নিজের ইচ্ছায় যন্ত্রণার মুখোমুখি হলেন,
20 যেমনটি তাদের কাছে আসা উচিত ছিল, তারা এমন কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, যা জীবন প্রেমের স্বাদ গ্রহণের জন্য বৈধ নয়।
21 কিন্তু যারা সেই দুষ্ট ভোজের দায়িত্বে ছিল, তারা সেই লোকটির সাথে তাদের পুরানো পরিচয়ের জন্য তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তাকে তার নিজের খাবারের মাংস আনতে অনুরোধ করেছিল, যা তার ব্যবহার করার জন্য বৈধ ছিল এবং সে যেন সে তৈরি করে। রাজার আদেশে যজ্ঞ থেকে নেওয়া মাংস খেয়েছিলেন;
22 যাতে করে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান এবং তাদের সাথে পুরানো বন্ধুত্বের জন্য অনুগ্রহ পান৷
23 কিন্তু তিনি বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করতে শুরু করলেন, এবং তার বয়সের সাথে সাথে এবং তার প্রাচীন বছরের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং তার ধূসর মাথার সম্মান, যেখানে এসেছে, এবং একটি শিশু থেকে তার সবচেয়ে সৎ শিক্ষা, বা বরং পবিত্র আইন প্রণীত এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত: তাই তিনি সেই অনুসারে উত্তর দিলেন, এবং তাকে সরাসরি কবরে পাঠাতে তাদের ইচ্ছা করলেন।
24 কারণ এটি আমাদের বয়স হয়ে ওঠে না, তিনি বলেন, কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করার জন্য, যাতে অনেক যুবক মনে করতে পারে যে ইলিয়াজার, চল্লিশ বছর এবং দশ বছর বয়সী, এখন একটি অদ্ভুত ধর্মে চলে গেছে;
25 এবং তাই তারা আমার ভণ্ডামি দ্বারা, এবং একটু সময় এবং একটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, আমার দ্বারা প্রতারিত করা উচিত, এবং আমি আমার বার্ধক্য একটি দাগ পেতে, এবং এটি জঘন্য করা.
26কারণ যদিও বর্তমান সময়ের জন্য আমাকে মানুষের শাস্তি থেকে রক্ষা করা উচিত, তবুও আমি সর্বশক্তিমানের হাত থেকে রেহাই পাব না, জীবিতও নই, মৃতও নই।
27 তাই এখন, এই জীবনকে ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করে, আমি নিজেকে এমন একজনকে দেখাব যা আমার বয়সের প্রয়োজন,
28 এবং সম্মানজনক এবং পবিত্র আইনের জন্য স্বেচ্ছায় এবং সাহসের সাথে মারা যাওয়ার মতো তরুণদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রেখে যান। এবং যখন তিনি এই কথাগুলি বললেন, তখনই তিনি যন্ত্রণার দিকে গেলেন:
29 যারা তাকে ভাল পরিবর্তন করতে পরিচালিত করেছিল তারা তাকে একটু আগে ঘৃণার দিকে নিয়ে যাবে, কারণ পূর্বোক্ত বক্তৃতাগুলি হতাশ মন থেকে তারা যেমন ভেবেছিল, এগিয়েছিল।
30কিন্তু যখন সে মারতে মারতে প্রস্তুত ছিল, তখন সে হাহাকার করে বলল, প্রভুর কাছেই প্রকাশ হয়ে গেছে, যে পবিত্র জ্ঞান আছে যে, যেখানে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতাম, আমি এখন মার খেয়ে শরীরে যন্ত্রণা সহ্য করছি। : কিন্তু আত্মা এই সব ভোগ করে সন্তুষ্ট, কারণ আমি তাকে ভয় করি।

31 এবং এইভাবে এই লোকটি মারা গেলেন, তার মৃত্যুকে একটি মহৎ সাহসের উদাহরণ এবং পুণ্যের স্মারক হিসাবে রেখে গেলেন, কেবল যুবকদের জন্য নয়, তার সমস্ত জাতির কাছে।

অধ্যায় 7

1 এমনও ঘটল যে, সাত ভাইকে তাদের মায়ের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং রাজার দ্বারা আইনের বিরুদ্ধে শুয়োরের মাংস খেতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং বেত্রাঘাত ও চাবুক দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল৷
2কিন্তু যাঁরা প্রথম কথা বলছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আপনি আমাদের কাছে কী চাইবেন বা শিখবেন? আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের আইন লঙ্ঘন করার চেয়ে মরতে প্রস্তুত।
3তখন রাজা রাগান্বিত হইয়া কড়াই ও কলড্রনগুলিকে গরম করার আদেশ দিলেন:
4 যেটি তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল, তিনি নির্দেশ দিলেন যে প্রথমে কথা বলে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে এবং তার শরীরের শেষ অংশ কেটে ফেলতে, তার বাকি ভাইয়েরা এবং তার মা তাকিয়ে আছে৷
5এখন যখন তিনি এইভাবে তার সমস্ত অঙ্গে পঙ্গু হয়ে গেলেন, তখন তিনি তাকে জীবিত অবস্থায় আগুনে নিয়ে যেতে এবং কড়াইতে ভাজার আদেশ দিলেন: এবং প্যানের বাষ্প যেমন একটি ভাল জায়গার জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা একজনকে উপদেশ দিল। আরেকজন মায়ের সাথে মানুষ হয়ে মরতে, এভাবে বলে,
6 প্রভু ঈশ্বর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং সত্যই আমাদের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যেমন মূসা তাঁর গানে, যা তাদের মুখে সাক্ষ্য দিয়েছিল, ঘোষণা করেছিল, এবং তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে সান্ত্বনা পাবেন।
7 এই সংখ্যার পরে যখন প্রথমটি মারা গেল, তখন তারা দ্বিতীয়টিকে নিয়ে এল তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য; এবং যখন তারা তার মাথার চুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল, তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, সারাজীবন শাস্তি পাওয়ার আগে তুমি কি খাবে? তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ?
8 কিন্তু সে তার নিজের ভাষায় উত্তর দিয়ে বলল, না। সেজন্য সেও আগের মতই পরের যন্ত্রণা পেল।
9 এবং যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাসে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, আপনি একটি ক্রোধের মতো আমাদের এই বর্তমান জীবন থেকে বের করে আনছেন, কিন্তু বিশ্বের রাজা আমাদেরকে উঠাবেন, যারা তাঁর আইনের জন্য মারা গেছেন, অনন্ত জীবনের জন্য।
10 তার পরে তৃতীয় জন একটি ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্টক তৈরি করেছিল: এবং যখন তাকে প্রয়োজন হয়, তখন সে তার জিহ্বা বের করে দেয়, এবং ঠিক শীঘ্রই, তার হাত বাড়িয়ে দেয়।
11 সাহস করে বললেন, এগুলি আমি স্বর্গ থেকে পেয়েছি; এবং তাঁর আইনের জন্য আমি তাদের ঘৃণা করি; এবং তার কাছ থেকে আমি তাদের আবার গ্রহণ করার আশা করি৷
12 এতটাই যে রাজা এবং তাঁর সঙ্গীরা যুবকের সাহস দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ তিনি কিছুতেই ব্যথাকে গুরুত্ব দেননি৷
13 এখন যখন এই লোকটিও মারা গেল, তখন তারা চতুর্থটিকেও একইভাবে যন্ত্রণা দিল এবং মারধর করল৷
14 তাই যখন তিনি মারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তিনি এইভাবে বললেন, মানুষের দ্বারা মেরে ফেলা ভাল, ঈশ্বরের কাছে তাঁর দ্বারা পুনরুত্থিত হওয়ার জন্য আশা করা ভাল৷
15 পরে তারা পঞ্চম জনকেও নিয়ে এসে তাকে কুপিয়ে হত্যা করল৷
16 তারপর তিনি রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষের ওপর তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি ধ্বংসাত্মক, তুমি যা ইচ্ছা তাই করো৷ তবুও ভাববেন না যে আমাদের জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে পরিত্যাগ করা হয়েছে;
17 কিন্তু কিছুক্ষণ থাকুন, এবং তাঁর মহান শক্তি দেখুন, তিনি আপনাকে এবং আপনার বংশকে কিভাবে যন্ত্রণা দেবেন৷
18তাঁর পরে তারা ষষ্ঠ জনকেও নিয়ে এল, যিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন, 'অকারণে প্রতারিত হবেন না, কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে নিজেদের জন্যই এই সব ভোগ করছি৷
19 কিন্তু তুমি মনে কোরো না যে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হাত নেবে, যে তুমি শাস্তি ছাড়াই রেহাই পাবে৷
20 কিন্তু মা ছিলেন সর্বোপরি বিস্ময়কর, এবং সম্মানিত স্মৃতির যোগ্য: কারণ তিনি যখন তার সাত ছেলেকে একদিনের মধ্যে নিহত হতে দেখেছিলেন, তখন তিনি প্রভুতে যে আশা করেছিলেন তার জন্য তিনি ভাল সাহসের সাথে তা প্রকাশ করেছিলেন।
21 হ্যাঁ, তিনি সাহসী আত্মায় ভরা তাদের প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন; এবং পুরুষালি পেটে তার নারীসুলভ চিন্তা জাগিয়ে সে তাদের বলল,
22 তোমরা আমার গর্ভে কিভাবে এসেছ তা আমি বলতে পারব না, কারণ আমি তোমাদের শ্বাস বা জীবন দেইনি, আমিই তোমাদের প্রত্যেকের অঙ্গ গঠন করিনি৷
23 কিন্তু নিঃসন্দেহে বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি মানুষের প্রজন্ম গঠন করেছেন এবং সমস্ত কিছুর সূচনা খুঁজে বের করেছেন, তিনিও তাঁর নিজের করুণা থেকে আপনাকে আবার শ্বাস ও জীবন দেবেন, যেমন এখন তোমরা তাঁর আইনের জন্য নিজেদেরকে বিবেচনা কর না। খাতির
24এখন অ্যান্টিওকাস, নিজেকে তুচ্ছ ভাবতেন, এবং এটিকে নিন্দনীয় কথা বলে সন্দেহ করতেন, যখন কনিষ্ঠটি জীবিত ছিল, তখন তিনি তাকে কেবল কথায় উপদেশ দেননি, বরং তাকে শপথ দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি তাকে ধনী ও সুখী উভয়ই করে তুলবেন। মানুষ, যদি সে তার পিতৃপুরুষদের আইন থেকে ফিরে যায়; এবং এটাও যে সে তাকে তার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাকে বিষয়ের সাথে বিশ্বাস করবে।
25 কিন্তু যুবকটি যখন কোন অবস্থাতেই তার কথা শুনবে না, তখন রাজা তার মাকে ডেকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যুবকটিকে তার জীবন রক্ষা করার পরামর্শ দেবেন৷
26 এবং যখন তিনি তাকে অনেক কথা দিয়ে উপদেশ দিলেন, তখন তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি তার ছেলেকে পরামর্শ দেবেন৷
27 কিন্তু সে তার দিকে মাথা নত করে, নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসককে তিরস্কার করতে হাসতে হাসতে, তার দেশের ভাষায় এইভাবে কথা বলেছিল; হে বৎস, আমার প্রতি করুণা কর যে তোমাকে আমার গর্ভে নয় মাস ধারণ করেছে, এবং তোমাকে এমন তিন বছর দিয়েছেন, এবং তোমাকে লালন-পালন করেছেন, এবং তোমাকে এই বয়সে নিয়ে এসেছেন এবং শিক্ষার কষ্ট সহ্য করেছেন।
28 আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার পুত্র, স্বর্গ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার দিকে তাকাও এবং বিবেচনা কর যে ঈশ্বর তাদের এমন কিছু দিয়ে তৈরি করেছেন যা ছিল না; এবং মানবজাতিও একইভাবে তৈরি হয়েছিল।
29 এই যন্ত্রণাকে ভয় করো না, কিন্তু তোমার ভাইদের জন্য যোগ্য হয়ে তোমার মৃত্যু গ্রহণ কর যাতে আমি তোমার ভাইদের সঙ্গে মমতায় তোমাকে আবার গ্রহণ করতে পারি।
30 তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন যুবকটি বলল, কার জন্য অপেক্ষা করছ? আমি রাজার আদেশ পালন করব না, কিন্তু মোশির দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া আইনের আদেশ আমি পালন করব।
31 আর তুমি, যে হিব্রুদের বিরুদ্ধে সমস্ত অপকর্মের লেখক, ঈশ্বরের হাত থেকে রেহাই পাবে না।
32 কারণ আমরা আমাদের পাপের জন্য কষ্ট পাচ্ছি৷
33 এবং যদিও জীবিত প্রভু আমাদের শাসন ও সংশোধনের জন্য আমাদের উপর একটু ক্রুদ্ধ হন, তবুও তিনি আবার তাঁর দাসদের সাথে একত্রিত হবেন৷

34কিন্তু তুমি, হে ধার্মিক মানুষ, এবং অন্য সব সবথেকে দুষ্ট, তুমি কোন কারণ ছাড়াই উপরে উঠো না, বা অনিশ্চিত আশায় ফুলে উঠো না, ঈশ্বরের দাসদের বিরুদ্ধে তোমার হাত তুলবে।
35 কারণ আপনি এখনও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে রক্ষা পাননি, যিনি সব কিছু দেখেন৷
36 কারণ আমাদের ভাইয়েরা, যারা এখন অল্প যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারা অনন্তজীবনের ঈশ্বরের চুক্তির অধীনে মৃত; কিন্তু আপনি, ঈশ্বরের বিচারের মাধ্যমে, আপনার অহংকারের জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তি পাবেন।
37 কিন্তু আমি, আমার ভাই হিসাবে, আমাদের পূর্বপুরুষদের আইনের জন্য আমার দেহ ও জীবন উৎসর্গ করছি, ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করছি যে তিনি দ্রুত আমাদের জাতির প্রতি করুণাময় হন; এবং আপনি যন্ত্রণা এবং প্লেগ দ্বারা স্বীকার করতে পারেন যে, তিনি একমাত্র ঈশ্বর;
38 এবং আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে সর্বশক্তিমানের ক্রোধ, যা আমাদের জাতির উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে আনা হয়েছে, বন্ধ হোক।
39 বাদশাহ্ রেগে গিয়ে তাঁকে অন্য সকলের চেয়ে খারাপ ধরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে বলে নিদারুণভাবে নিলেন।
40 তাই এই লোকটি নিষ্পাপ অবস্থায় মারা গেল এবং প্রভুর উপর তার সম্পূর্ণ ভরসা রাখল৷
41 ছেলেদের পরে মা মারা গেলেন।
42 মূর্তিপূজার ভোজ এবং চরম অত্যাচার সম্পর্কে কথা বলার জন্য এখন এটাই যথেষ্ট।

অধ্যায় 8

1 তারপর জুডাস ম্যাকাবিউস এবং তার সাথে যারা ছিল তারা গোপনে শহরে গিয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের একত্র করল এবং ইহুদীদের ধর্মে যাঁরা অব্যাহত ছিল তাদের সকলকে তাদের কাছে নিয়ে গেল এবং প্রায় ছয় হাজার লোককে একত্র করল৷
2 আর তারা প্রভুকে ডাকল যে, তিনি সেই লোকদের দিকে তাকাবেন যাঁরা সকলের মধ্যে পদদলিত হয়েছিল৷ এবং অধার্মিক লোকদের দ্বারা অপবিত্র মন্দিরের জন্য করুণা;
3 এবং তিনি নগরের প্রতি করুণা করতেন, ক্ষতবিক্ষত, এবং মাটির সাথেও তৈরি হতে প্রস্তুত; এবং তার কাছে যে রক্তের আর্তনাদ করেছিল তা শুনুন,
4 এবং নিরীহ শিশুদের দুষ্ট বধ, এবং তাঁর নামের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিন্দার কথা মনে রাখবেন; এবং তিনি দুষ্টদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা প্রকাশ করবেন।
5 এখন যখন ম্যাকাবিউস তাকে নিয়ে তার সঙ্গী ছিল, তখন তিনি জাতিদের দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারেননি, কারণ প্রভুর ক্রোধ করুণায় পরিণত হয়েছিল৷
6অতএব তিনি অজান্তেই এসেছিলেন, এবং শহর ও শহরগুলিকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গাগুলি তাঁর হাতে নিয়েছিলেন, এবং জয়লাভ করেছিলেন এবং তাঁর শত্রুদের সামান্য সংখ্যককেও তাড়িয়ে দেননি।
7 কিন্তু এই ধরনের গোপনীয় প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিশেষভাবে রাতের সদ্ব্যবহার করেছিলেন, এমনভাবে যে তাঁর পবিত্রতার ফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।
8 তাই ফিলিপ যখন দেখলেন যে এই লোকটি একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার সাথে জিনিসগুলি আরও বেশি করে সমৃদ্ধ হচ্ছে, তখন তিনি রাজার কাজে আরও সাহায্য করার জন্য সেলোসিরিয়া এবং ফিনিসের গভর্নর টলেমিউসের কাছে চিঠি লিখলেন।
9 তারপর অবিলম্বে প্যাট্রোক্লাসের পুত্র নিকানরকে, তার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে, ইহুদীদের পুরো প্রজন্মকে নির্মূল করার জন্য তার অধীনে থাকা সমস্ত জাতির মধ্যে বিশ হাজারেরও কম নয় তাকে পাঠিয়েছিলেন; এবং তার সাথে তিনি গরগিয়াস নামে একজন ক্যাপ্টেনকে যোগ দেন, যিনি যুদ্ধের বিষয়ে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।
10 তাই নিকানোর বন্দী ইহুদিদের এত অর্থ উপার্জন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যেমন দুই হাজার ট্যালেন্টের সম্মানীকে বাদ দিতে হবে, যা রাজা রোমানদের দিতে হয়েছিল।
11 তাই তিনি অবিলম্বে সমুদ্র উপকূলের শহরগুলিতে পাঠিয়েছিলেন, বন্দী ইহুদিদের বিক্রি করার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের এক প্রতিভার জন্য ৪00 এবং দশটি মৃতদেহ থাকতে হবে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে তার উপর যে প্রতিশোধ নেওয়া হবে তা আশা না করে।
12 এখন যখন নিকানোরের আগমনের কথা যিহূদাকে জানানো হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে জানিয়েছিলেন যে সৈন্যদল কাছে রয়েছে,
13 যারা ভীত ছিল এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে অবিশ্বাস করেছিল, তারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল৷
14 অন্যরা যা কিছু রেখে গিয়েছিল তা বিক্রি করেছিল এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য প্রভুর কাছে অনুরোধ করেছিল, তারা একত্রিত হওয়ার আগে দুষ্ট নিকানোরের দ্বারা বিক্রি হয়েছিল:
15 এবং যদি তাদের নিজেদের স্বার্থে না হয়, তবুও তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র ও মহিমান্বিত নামের জন্য, যার দ্বারা তারা ডাকা হয়েছিল৷
16 তাই ম্যাকাবিউস তার লোকদেরকে ছয় হাজারের কাছে একত্রিত করে ডাকলেন, এবং তাদের শত্রুদের ভয়ে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আসা জাতিদের বিশাল জনতাকে ভয় না করার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু পুরুষের সাথে লড়াই করতে,
17 এবং তাদের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য যে তারা পবিত্র স্থানের প্রতি অন্যায়ভাবে আঘাত করেছিল, এবং শহরের নিষ্ঠুর আচরণ, যার জন্য তারা উপহাস করেছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সরকার কেড়ে নিয়েছিল:
18 কারণ, তিনি বলেন, তারা তাদের অস্ত্র ও সাহসিকতার উপর আস্থা রাখে; কিন্তু আমাদের আস্থা সর্বশক্তিমানে যিনি আমাদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত বিশ্বকে এক ইশারায় নিক্ষেপ করতে পারেন।
19 তদুপরি, তিনি তাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা কী খুঁজে পেয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা উদ্ধার হয়েছিল, যখন সেনাহেরিবের অধীনে এক লক্ষ পাঁচ হাজার লোক মারা গিয়েছিল।
20 এবং তিনি গালাতীয়দের সাথে ব্যাবিলনে তাদের যে যুদ্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি তাদের বললেন, কীভাবে তারা ব্যবসায়িক কাজে আট হাজার ছাড়া এসেছিল, চার হাজার ম্যাসেডোনীয়দের সাথে, এবং ম্যাসেডোনীয়রা বিভ্রান্ত হয়েছিল, আট হাজার এক লাখ বিশ হাজারকে ধ্বংস করেছিল। কারণ তারা স্বর্গ থেকে সাহায্য করেছিল, এবং তাই তারা একটি মহান লুঠ পেয়েছে।
21 এইভাবে যখন তিনি এই কথাগুলো দিয়ে তাদের সাহসী করলেন এবং আইন ও দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করলেন;
22 এবং শিমোন, যোষেফ ও যোনাথনকে বুদ্ধি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজের ভাইদের, প্রত্যেক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, প্রত্যেককে পনেরশো লোক দিলেন৷
23 এছাড়াও তিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ার জন্য ইলিয়াসরকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং যখন তিনি তাদের এই প্রহরীবাণী দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের সাহায্যা নিজে প্রথম ব্যান্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন,
24 এবং সর্বশক্তিমানের সাহায্যে তারা তাদের নয় হাজারেরও বেশি শত্রুকে হত্যা করেছিল, এবং নিকানোরের বেশিরভাগ অংশকে আহত ও পঙ্গু করে দিয়েছিল এবং তাই সকলকে পলায়ন করেছিল;
25 এবং তাদের টাকা নিয়ে যারা তাদের কিনতে এসেছিল, এবং তাদের তাড়া করেছিল অনেক দূর; কিন্তু সময়ের অভাবে তারা ফিরে এল৷

26 কারণ বিশ্রামবারের আগের দিন ছিল, তাই তারা আর তাদের তাড়া করবে না।
27 তাই যখন তারা তাদের অস্ত্র একত্র করেছিল, এবং তাদের শত্রুদের লুণ্ঠন করেছিল, তখন তারা বিশ্রামবারে নিজেদের দখল করে নিয়েছিল, প্রভুর জন্য অত্যাধিক প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল, যিনি তাদের সেই দিন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন, যা তাদের প্রতি করুণার সূচনা ছিল।
28 এবং বিশ্রামবারের পরে, যখন তারা লুণ্ঠিত মালামালের কিছু অংশ বিকলাঙ্গ, বিধবা ও অনাথদের দিয়েছিল, তখন অবশিষ্টাংশ তারা নিজেদের ও তাদের দাসদের মধ্যে ভাগ করে নিল।
29 যখন এটি করা হল, এবং তারা একটি সাধারণ প্রার্থনা করেছিল, তখন তারা দয়াময় প্রভুর কাছে তাঁর দাসদের সাথে চিরকালের জন্য মিলিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল।
30 তাছাড়া যারা টিমোথিউস এবং ব্যাকাইডিসের সাথে ছিল, যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা বিশ হাজারের উপরে মেরেছিল, এবং খুব সহজেই উঁচু এবং শক্তিশালী দখল নিয়েছিল, এবং নিজেদের মধ্যে আরও অনেক লুণ্ঠন ভাগ করে নিয়েছিল, এবং পঙ্গু, অনাথ, বিধবা, হ্যাঁ, এবং বয়স্করাও নিজেদের সাথে লুণ্ঠনের সমান।
31 এবং যখন তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত করল, তখন তারা সেগুলিকে সুবিধাজনক জায়গায় সাবধানে রাখল এবং লুটের অবশিষ্টাংশ জেরুজালেমে নিয়ে এল।
32 তারা ফিলার্চকেও হত্যা করেছিল, সেই দুষ্ট ব্যক্তি, যে টিমোথিউসের সাথে ছিল এবং ইহুদীদের নানাভাবে বিরক্ত করেছিল।
33 উপরন্তু তারা যখন তাদের দেশে বিজয়ের উৎসব পালন করেছিল তখন তারা ক্যালিস্থেনিসকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, যারা পবিত্র দরজায় আগুন লাগিয়েছিল, যারা একটি ছোট বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিল; এবং তাই তিনি তার দুষ্টতার জন্য একটি পুরষ্কার মিট পেয়েছিলেন।
34 সেই সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ নিকানোর, যে ইহুদীদের কেনার জন্য এক হাজার বণিককে নিয়ে এসেছিল,
35 তিনি তাদের দ্বারা নামিয়ে আনা প্রভুর সাহায্যের মাধ্যমে ছিলেন, যার সম্পর্কে তিনি খুব কম হিসাব করেছিলেন; এবং তার মহিমান্বিত পোশাক খুলে ফেলে, এবং তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে, তিনি একজন পলাতক চাকরের মতো মধ্যভূমির মধ্য দিয়ে এন্টিওকে এসেছিলেন যা খুব বড় অসম্মান নিয়েছিল, কারণ তার দল ধ্বংস হয়েছিল।
36 এইভাবে তিনি, যিনি জেরুজালেমে বন্দীদের মাধ্যমে রোমানদের তাদের সম্মানী করার জন্য তাঁর উপর নিয়েছিলেন, তিনি বিদেশে বলেছিলেন যে ইহুদিদের তাদের জন্য যুদ্ধ করার জন্য ঈশ্বর ছিলেন, এবং তাই তাদের ক্ষতি করা যাবে না, কারণ তারা আইন মেনে চলেছিল। তিনি তাদের দিয়েছেন।

অধ্যায় 9

1 সেই সময় পারস্য দেশ থেকে অসম্মান নিয়ে অ্যান্টিওকাস চলে এলেন।
2 কারণ সে পার্সেপোলিস নামক নগরে প্রবেশ করেছিল এবং মন্দির লুট করতে ও শহর দখল করতে গিয়েছিল। অতঃপর তাদের অস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য ছুটে চলা ভিড় তাদের উড়াল দেয়; এবং তাই ঘটল, অ্যান্টিওকাস বাসিন্দাদের তাড়ানোর জন্য লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।
3 যখন তিনি একবাটানে এলেন, তখন নিকানর ও টিমোথিউসের কাছে যা ঘটেছে তা তাঁর কাছে পৌঁছে গেল।
4 তারপর রাগে ফুলে. তিনি ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করেছিলেন যারা তাকে পলায়ন করেছিল তাদের দ্বারা তার প্রতি যে অপমান হয়েছিল। তাই তিনি তার রথচালককে অবিরাম ড্রাইভ করতে এবং যাত্রা প্রেরণের নির্দেশ দেন, ঈশ্বরের বিচার এখন তাকে অনুসরণ করছে। কারণ তিনি এই ধরণের গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি জেরুজালেমে আসবেন এবং এটিকে ইহুদীদের একটি সাধারণ সমাধিস্থলে পরিণত করবেন।
5 কিন্তু প্রভু সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তাকে একটি দুরারোগ্য এবং অদৃশ্য প্লেগ দিয়ে আঘাত করেছিলেন: অথবা তিনি এই কথাগুলি বলার সাথে সাথেই তার উপর অন্ত্রের ব্যাথা এসেছিল যা প্রতিকারহীন ছিল এবং অভ্যন্তরীণ অংশের বেদনাদায়ক যন্ত্রণা হয়েছিল;
6 এবং এটি সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত: কারণ তিনি অনেক এবং অদ্ভুত যন্ত্রণা দিয়ে অন্য পুরুষদের পেটে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন।
7 যদিও তিনি কিছুতেই তার দম্ভ থেকে বিরত হননি, কিন্তু তবুও অহংকারে পরিপূর্ণ ছিলেন, ইহুদীদের বিরুদ্ধে তার ক্রোধে আগুন নিঃশ্বাস ফেলছিলেন এবং দ্রুত যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন: কিন্তু এমনটি ঘটল যে তিনি তার রথ থেকে নেমে পড়লেন, হিংস্রভাবে বহন করলেন। ; ফলে তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যথা হচ্ছিল।
8এবং এইভাবে তিনি যে একটু আগে ভেবেছিলেন যে তিনি সমুদ্রের ঢেউকে আদেশ করতে পারেন, (মানুষের অবস্থার বাইরে তিনি এত গর্বিত ছিলেন) এবং উচ্চ পর্বতগুলিকে ভারসাম্যে ওজন করতেন, এখন তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি ঘোড়ার চাদরে বহন করা হয়েছিল। , ঈশ্বরের সমস্ত প্রকাশ্য শক্তির কাছে প্রকাশ করে।
9 যাতে এই দুষ্ট লোকটির শরীর থেকে কীটগুলি উঠেছিল, এবং যখন সে দুঃখ ও বেদনায় বেঁচে ছিল, তখন তার মাংস পড়ে গিয়েছিল, এবং তার গন্ধের নোংরাতা তার সমস্ত সেনাবাহিনীর জন্য শোরগোল ছিল।
10 আর যে মানুষটা ভেবেছিল একটু আগেই সে আকাশের তারার কাছে পৌঁছতে পারবে, তার অসহনীয় দুর্গন্ধের জন্য কেউ সহ্য করতে পারবে না।
11 এইজন্য, এখানে জর্জরিত হয়ে, তিনি তার বড় অহংকার ত্যাগ করতে শুরু করলেন, এবং ঈশ্বরের আঘাতে নিজেকে জানতে পারলেন, প্রতিমুহূর্তে তার ব্যথা বাড়তে থাকে।
12 এবং যখন তিনি নিজেই নিজের গন্ধকে সহ্য করতে পারছিলেন না, তখন তিনি এই কথাগুলি বললেন, ঈশ্বরের অধীন হওয়া উপযুক্ত, এবং একজন মানুষ যে মরণশীল তার নিজেকে গর্বিতভাবে ভাবতে হবে না যদি সে ঈশ্বর হত।
13 এই দুষ্ট লোকটি প্রভুর কাছেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, যিনি এখন আর তার প্রতি দয়া করবেন না, এইভাবে বললেন,
14 যে পবিত্র নগরীটি (যেখানে তিনি তাড়াহুড়ো করে মাটির সাথে শুইয়ে দিয়েছিলেন এবং এটিকে একটি সাধারণ সমাধিস্থলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন) তিনি স্বাধীনতায় বসতেন:
15 এবং ইহুদিদের স্পর্শ করার সাথে সাথে, যাদেরকে তিনি সমাধিস্থ করার মতো যোগ্য বলে বিচার করেছিলেন না, কিন্তু তাদের বাচ্চাদের সাথে পাখী এবং বন্য জন্তুদের গ্রাস করার জন্য বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাদের সবাইকে এথেন্সের নাগরিকদের সমান করে দেবেন:
16 এবং পবিত্র মন্দির, যা তিনি নষ্ট করার আগে, তিনি সুন্দর উপহার দিয়ে সজ্জিত করবেন, এবং সমস্ত পবিত্র পাত্রগুলিকে আরও অনেকগুলি দিয়ে পুনরুদ্ধার করবেন এবং তার নিজের রাজস্ব থেকে বলিদানের দায় পরিশোধ করবেন:
17 হ্যাঁ, এবং তিনি নিজেও একজন ইহুদি হয়ে যাবেন এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর মধ্য দিয়ে যাবেন এবং ঈশ্বরের শক্তি ঘোষণা করবেন।
18 কিন্তু এই সমস্ত কিছুর জন্য তার বেদনা থামবে না: কারণ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার তার উপর এসেছিল: তাই তার স্বাস্থ্যের জন্য হতাশ হয়ে, তিনি ইহুদিদের কাছে এইভাবে একটি প্রার্থনার আকার সম্বলিত অন্তর্লিখিত চিঠি লিখেছিলেন:
19 অ্যান্টিওকাস, রাজা এবং গভর্নর, ভাল ইহুদিদের কাছে তার নাগরিকরা অনেক আনন্দ, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করে:
20 যদি তোমরা ও তোমাদের সন্তানদের ভালো থাকো এবং তোমাদের বিষয়গুলো তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে আমি স্বর্গে আমার আশা রেখে ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

21 আমার জন্য, আমি দুর্বল ছিলাম, নইলে আমি পারস্য থেকে আপনার সম্মান এবং মঙ্গলময় প্রত্যাবর্তনের কথা মনে রাখতাম, এবং একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে সকলের সাধারণ সুরক্ষার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতাম:
22 আমার স্বাস্থ্যের প্রতি অবিশ্বাস না করে, কিন্তু এই অসুস্থতা থেকে বাঁচার বড় আশা আছে।
23 কিন্তু আমার পিতার কথাও বিবেচনা করে, কোন সময়ে তিনি উচ্চ দেশগুলিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন৷ উত্তরসূরি নিযুক্ত করা,
24 শেষ পর্যন্ত, যদি কোনও জিনিস প্রত্যাশার বিপরীতে পড়ে যায়, বা যদি কোনও দুঃখজনক সংবাদ আনা হয়, তবে রাজ্যটি কাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তা জেনেও দেশের তারা বিরক্ত নাও হতে পারে:
25 আবার, আমার রাজ্যের সীমান্তবর্তী এবং প্রতিবেশী রাজপুত্ররা কীভাবে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে এবং ঘটনাটি কী হবে তা প্রত্যাশা করে। আমি আমার পুত্র অ্যান্টিওকাসকে রাজা নিযুক্ত করেছি, যাকে আমি প্রায়শই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যখন আমি উচ্চ প্রদেশে গিয়েছিলাম তখন তোমাদের অনেকের কাছে প্রশংসা করতাম; যাকে আমি নিম্নরূপ লিখেছি:
26 তাই আমি প্রার্থনা করি এবং আপনাকে অনুরোধ করি যে আমি আপনার প্রতি সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে যে উপকারগুলি করেছি তা মনে রাখবেন এবং প্রতিটি মানুষ এখনও আমার এবং আমার ছেলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।
27 কারণ আমি নিশ্চিত যে তিনি আমার মনের কথা বোঝেন, তিনি আপনার আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুগ্রহপূর্বক সমর্পণ করবেন।
28 এইভাবে হত্যাকারী এবং নিন্দাকারী সবচেয়ে দুঃখজনকভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, যেমন সে অন্য লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তেমনি সে পাহাড়ের এক বিচিত্র দেশে দুঃখজনক মৃত্যু হয়েছিল।
29 এবং ফিলিপ, যিনি তাঁর সাথে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর দেহ নিয়ে যান, তিনিও অ্যান্টিওকাসের পুত্রকে ভয় পেয়ে মিশরে টলেমিউস ফিলোমেটরের কাছে গেলেন৷

অধ্যায় 10

1 এখন ম্যাকাবিউস এবং তাঁর সঙ্গ, প্রভু তাদের পথ দেখান, মন্দির এবং শহরটি পুনরুদ্ধার করলেন:
2 কিন্তু বিধর্মীরা খোলা রাস্তায় যে বেদীগুলি তৈরি করেছিল এবং মন্দিরগুলিও ভেঙে ফেলেছিল৷
3 এবং মন্দিরটি পরিষ্কার করে তারা আরেকটি বেদী তৈরি করল এবং পাথরের আঘাতে সেগুলি থেকে আগুন নিল এবং দু'বছর পর একটি বলি উৎসর্গ করল এবং ধূপ, আলো এবং দেখানো রুটি রাখল৷
4 যখন তা করা হল, তখন তারা উপুড় হয়ে পড়ল এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল যাতে তারা আর এই ধরনের সমস্যায় না পড়ে৷ কিন্তু যদি তারা তার বিরুদ্ধে আর কোন পাপ করে থাকে, তাহলে তিনি নিজেই তাদের করুণার সাথে তাদের শাস্তি দেবেন, এবং যাতে তারা নিন্দাকারী ও বর্বর জাতির হাতে তুলে দেওয়া না হয়৷
5 যেদিন অপরিচিতরা মন্দিরটিকে অপবিত্র করেছিল, সেই একই দিনে আবার পবিত্র করা হয়েছিল, এমনকি একই মাসের পঞ্চাশতম দিনে, যা ক্যাসলেউ৷
6তারা তাঁবুর উৎসবের মতো আনন্দের সঙ্গে আটটি দিন পালন করল, মনে রাখল যে, খুব বেশি দিন আগে তারা পাহাড়ে ও গর্তের মধ্যে পশুর মতো ঘুরে বেড়াত।
7 তাই তারা ডালপালা, ফর্সা ডাল, এবং খেজুরও নিয়েছিল এবং তাঁর কাছে গীত গাইত যে তাদের জায়গা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে তাদের ভাল সাফল্য দিয়েছে।
8 তারা একটি সাধারণ বিধি ও আদেশের দ্বারাও আদেশ করেছিল যে, প্রতি বছর সেই দিনগুলি ইহুদীদের সমগ্র জাতির জন্য পালন করা উচিত।
9 আর এই ছিল অ্যান্টিওকাসের শেষ, যাকে এপিফেনেস বলা হয়৷
10 এখন আমরা অ্যান্টিওকাস ইউপেটারের ক্রিয়াকলাপ ঘোষণা করব, যিনি এই দুষ্ট ব্যক্তির পুত্র ছিলেন, সংক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধের বিপর্যয়গুলি সংগ্রহ করেছিলেন।
11 তাই যখন তিনি মুকুটে এসেছিলেন, তখন তিনি একজন লিসিয়াসকে তার রাজ্যের বিষয়ে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাকে সেলোসিরিয়া এবং ফিনিসের প্রধান গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।
12 টলেমিউসের জন্য, যাকে ম্যাক্রোন বলা হত, ইহুদিদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল তার জন্য তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করার পরিবর্তে তাদের সাথে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।
13 ইউপেটরের সামনে রাজার বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত হওয়ার পরে, এবং প্রতিটি কথায় বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করা হয়েছিল কারণ তিনি সাইপ্রাস ছেড়েছিলেন, যে ফিলোমেটর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং অ্যান্টিওকাস এপিফেনেসে চলে গিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন যে তিনি কোনও সম্মানজনক জায়গায় নেই, তিনি এতটাই নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন। , যে সে নিজেকে বিষপান করে মারা গেছে।
14 কিন্তু গর্গিয়াস যখন হোল্ডসের গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন এবং ইহুদিদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করতেন:
15 এবং এর ফলে ইডুমিয়ানরা, তাদের হাতে সবচেয়ে কম দামি জোত পেয়ে, ইহুদিদের দখলে রাখে, এবং জেরুজালেম থেকে নির্বাসিতদের গ্রহণ করে, তারা যুদ্ধকে পুষ্ট করতে গিয়েছিল।
16 তখন যারা ম্যাকাবিউসের সঙ্গে ছিল তারা প্রার্থনা করল এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাদের সাহায্য করেন৷ এবং তাই তারা সহিংসতার সাথে ইডুমিয়ানদের শক্ত দখলে দৌড়েছিল,
17 এবং তাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করে, তারা দখলে জয়লাভ করে, এবং প্রাচীরের উপর যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং তাদের হাতে যা পড়েছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল এবং বিশ হাজারের কম ছিল না।
18 আর কিছু লোক, যারা নয় হাজারের কম ছিল না, তারা একসঙ্গে দুটি শক্তিশালী দুর্গে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে অবরোধ টিকিয়ে রাখার জন্য সব ধরনের সুবিধা ছিল,
19 ম্যাকাবিউস সিমোন, যোসেফ এবং জ্যাকিয়াসকে এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের অবরোধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং নিজেকে সেই জায়গাগুলিতে ছেড়ে চলে গেলেন যেখানে তাঁর সাহায্যের আরও প্রয়োজন ছিল।
20 এখন যারা শিমোনের সাথে ছিল, তারা লোভের সাথে পরিচালিত হয়েছিল, তারা প্রাসাদে থাকা কয়েকজনের মাধ্যমে অর্থের জন্য প্ররোচিত হয়েছিল এবং সত্তর হাজার ড্রাম নিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল৷
21 কিন্তু যখন ম্যাকাবিউসকে বলা হল যে কী হয়েছিল, তখন তিনি লোকদের গভর্নরদের ডেকে একত্রিত করলেন এবং সেই লোকদের অভিযুক্ত করলেন যে, তারা তাদের ভাইদের অর্থের জন্য বিক্রি করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের শত্রুদের মুক্ত করেছে।
22 তাই তিনি বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটি দুর্গ দখল করলেন।
23 এবং তিনি যে সমস্ত কিছু হাতে নিয়েছিলেন তাতে তাঁর অস্ত্র দিয়ে ভাল সাফল্য পেয়ে তিনি বিশ হাজারেরও বেশি বন্দুক দুটিতে হত্যা করেছিলেন।
24 এখন টিমোথিউস, যাকে ইহুদীরা আগে পরাস্ত করেছিল, যখন তিনি প্রচুর বিদেশী সৈন্য এবং এশিয়া থেকে ঘোড়া জড়ো করেছিলেন, তখন তিনি যেন অস্ত্রের জোরে ইহুদিদের দখল করবেন।
25কিন্তু তিনি যখন কাছে এলেন, তখন ম্যাকাবিউসের সঙ্গে যারা ছিল তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য ফিরে গেল, এবং তাদের মাথায় মাটি ছিটিয়ে দিল এবং চট দিয়ে কোমর বেঁধে রাখল।

26 এবং বেদীর পাদদেশে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তাঁর কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদের শত্রুদের শত্রু হন এবং তাদের প্রতিপক্ষের প্রতিপক্ষ হন, যেমন আইন ঘোষণা করে।
27 তাই প্রার্থনার পর তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নগর থেকে আরও এগিয়ে চলল, এবং যখন তারা তাদের শত্রুদের কাছে এসেছিল, তখন তারা নিজেদেরকে আটকে রাখল।
28 এখন সূর্য সদ্য উদিত হল, তারা উভয়ে একত্রিত হল; এক অংশ তাদের পুণ্যের সাথে তাদের সাফল্য এবং বিজয়ের অঙ্গীকারের জন্য প্রভুর কাছে তাদের আশ্রয় নিয়েছিল: অন্য পক্ষ তাদের যুদ্ধের ক্রোধকে নেতা করে তোলে
29 কিন্তু যুদ্ধ যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন স্বর্গ থেকে শত্রুদের সামনে স্বর্ণের লাগাম লাগানো ঘোড়ায় চড়ে পাঁচজন সুন্দরী লোক দেখা দিল, আর তাদের মধ্যে দুজন ইহুদীদের নেতৃত্ব দিল,
30 এবং ম্যাকাবিউসকে তাদের মাঝখানে নিয়ে গেলেন এবং তাকে চারপাশের অস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং তাকে সুরক্ষিত রাখলেন, কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে তীর ও বজ্র নিক্ষেপ করলেন: যাতে তারা অন্ধত্বে এবং কষ্টে পূর্ণ হয়ে মারা যায়।
31 আর সেখানে পঁচিশ হাজার পাঁচশো এবং ছয়শো ঘোড়সওয়ার নিহত হল৷
32 টিমোথিউস নিজেই, তিনি গাওরা নামক একটি খুব শক্তিশালী দখলে পালিয়ে যান, যেখানে চেরিয়াস গভর্নর ছিলেন।
33 কিন্তু ম্যাকাবিউসের সঙ্গীরা চার দিন সাহসের সঙ্গে দুর্গ ঘেরাও করে রাখল৷
34 আর যারা ভিতরে ছিল, তারা সেই জায়গার শক্তির উপর ভরসা করে, অত্যন্ত নিন্দা করেছিল এবং খারাপ কথা বলেছিল।
35তবুও পঞ্চম দিনের প্রথম দিকে ম্যাকাবিউসের কোম্পানীর বিশজন যুবক, নিন্দার কারণে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাচীরের উপর মারধর করে, এবং প্রচণ্ড সাহসের সাথে তারা যা পেয়েছিল তাকে হত্যা করে।
36 অন্যরা একইভাবে তাদের পিছনে আরোহণ করে, যখন তারা তাদের মধ্যে যারা ছিল তাদের সাথে ব্যস্ত ছিল, টাওয়ারগুলি পুড়িয়ে দিল এবং আগুন জ্বলে নিন্দাকারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে দিল; এবং অন্যরা ফটকগুলো ভেঙ্গে দিল, এবং বাকি সৈন্যদের নিয়ে শহর দখল করল।
37 এবং একটি নির্দিষ্ট গর্তে লুকিয়ে থাকা টিমোথিউসকে এবং তার ভাই চেরিয়াসকে অ্যাপোলোফেনেসের সাথে হত্যা করে।
38 যখন এটা করা হল, তখন তারা গীতসংহিতা ও ধন্যবাদ দিয়ে প্রভুর প্রশংসা করল, যিনি ইস্রায়েলের জন্য এত বড় কাজ করেছিলেন এবং তাদের বিজয় দিয়েছিলেন৷

অধ্যায় 11

1 এর কিছুক্ষণ পরেই, রাজার রক্ষক এবং চাচাতো ভাই লিসিয়াস, যিনি সমস্ত কাজগুলিও পরিচালনা করতেন, যা করা হয়েছিল তার জন্য প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন৷
2আর তিনি সমস্ত অশ্বারোহী সহ প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য একত্র করিলে, তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে এলেন, এই নগরটিকে অইহুদীদের আবাসস্থলে পরিণত করিবেন।
3 এবং বিধর্মীদের অন্যান্য চ্যাপেলের মতো মন্দিরের লাভ করতে এবং প্রতি বছর মহাযাজকত্ব বিক্রি করার জন্য:
4 ঈশ্বরের শক্তির কথা বিবেচনা করে মোটেই নয়, তার দশ হাজার পদাতিক সৈন্য, তার হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার এবং তার চল্লিশটি হাতি দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিলেন।
5 তাই তিনি জুডিয়ায় এসে বেথসুরার কাছে গেলেন, যেটি একটি শক্তিশালী শহর ছিল, কিন্তু জেরুজালেম থেকে প্রায় পাঁচ ফারলাং দূরে ছিল এবং তিনি এটিকে ঘেরাও করেছিলেন।
6 এখন যারা ম্যাকাবিউসের সাথে ছিল তারা যখন শুনল যে তিনি জলাশয়গুলি ঘেরাও করেছেন, তখন তারা এবং সমস্ত লোক বিলাপ ও অশ্রু সহকারে প্রভুর কাছে মিনতি করল যেন তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করার জন্য একজন ভাল দূত পাঠান৷
7 তারপর ম্যাকাবিউস প্রথমে অস্ত্র নিয়েছিলেন, অন্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা তাদের ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁর সাথে একসাথে নিজেদের বিপদে ফেলবে: তাই তারা ইচ্ছুক মন নিয়ে এগিয়ে গেল।
৪আর তারা যখন জেরুজালেমে ছিল, তখন সাদা পোশাক পরা একজন ঘোড়ার পিঠে চড়ে সোনার বর্ম নাড়াতে তাদের সামনে হাজির হল।
9 তারপর তারা সকলে মিলে করুণাময় ঈশ্বরের প্রশংসা করল এবং হৃদয় নিল, এতটা যে তারা শুধু মানুষের সাথেই নয়, সবচেয়ে নিষ্ঠুর জন্তুর সাথে যুদ্ধ করতে এবং লোহার দেয়াল ভেদ করতে প্রস্তুত ছিল।
10 এইভাবে তারা স্বর্গ থেকে একজন সাহায্যকারী নিয়ে তাদের বর্ম পরে এগিয়ে গেল, কারণ প্রভু তাদের প্রতি করুণাময় ছিলেন
11 এবং সিংহের মত তাদের শত্রুদের উপর আক্রমণ করে তারা এগারো হাজার পদাতিক ও ষোলশো ঘোড়সওয়ারকে মেরে ফেলল এবং বাকিদেরকে পালিয়ে গেল।
12 তাদের অনেকেই আহত হয়ে উলঙ্গ হয়ে পালিয়েছে; এবং লিসিয়াস নিজেও লজ্জাজনকভাবে পালিয়ে গেল এবং তাই পালিয়ে গেল৷
13যিনি একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি নিজের কী ক্ষতি করেছেন তা নিজের সাথেই নিক্ষেপ করতেন, এবং মনে করেন যে হিব্রুদের জয় করা যাবে না, কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছিলেন, তিনি তাদের কাছে পাঠালেন,
14 এবং তাদের সমস্ত যুক্তিসঙ্গত শর্তে রাজি হতে রাজি করালেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি রাজাকে রাজি করাবেন যে তাকে অবশ্যই তাদের বন্ধু হতে হবে।
15 তারপর ম্যাকাবিউস সাধারণ মঙ্গলের প্রতি যত্নবান হয়ে লিসিয়াস যা চেয়েছিলেন তাতে সম্মতি দিলেন৷ এবং ম্যাকাবিউস ইহুদিদের বিষয়ে লিসিয়াসকে যা কিছু লিখেছিলেন, রাজা তা মঞ্জুর করেছিলেন।
16 কারণ লিসিয়াসের কাছ থেকে ইহুদীদের কাছে এই বিষয়ে লেখা চিঠি ছিল: লিসিয়াস ইহুদীদের কাছে শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন:
17 জন এবং অ্যাবসোলোম, যারা আপনার কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করা পিটিশনটি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং এর বিষয়বস্তুগুলি সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
18অতএব রাজাকে জানানোর জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, আমি সেগুলি ঘোষণা করেছি এবং তিনি যতটা সম্ভব দিয়েছেন।
19 এবং তারপরে যদি তোমরা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাখো, তাহলে পরবর্তীতে আমিও তোমাদের মঙ্গলের মাধ্যম হতে চেষ্টা করব।
20 কিন্তু আমি এই এবং আমার কাছ থেকে আসা অন্যদের উভয়কে আপনার সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছি।
21 ভালো থাকো। একশো আটচল্লিশতম বছর, ডিওস্কোরিন্থিয়াস মাসের চার এবং বিশতম দিন।
22 এখন রাজার চিঠিতে এই কথাগুলি ছিল: রাজা অ্যান্টিওকাস তার ভাই লিসিয়াসকে শুভেচ্ছা পাঠালেন:
23 যেহেতু আমাদের পিতাকে দেবতাদের কাছে অনুবাদ করা হয়েছে, তাই আমাদের ইচ্ছা হল, যারা আমাদের রাজ্যে আছে তারা যেন শান্তভাবে বাস করে, যাতে প্রত্যেকে তার নিজের বিষয়ে উপস্থিত হতে পারে।
24 আমরা এটাও বুঝি যে, ইহুদীরা আমাদের পিতার সাথে সম্মত হবে না, কারণ অইহুদীদের রীতিতে আনা হবে, বরং তারা তাদের নিজস্ব জীবনযাপনের ধরণ বজায় রেখেছিল: যে কারণে তারা আমাদের কাছে চায় যে আমরা তাদের কষ্ট দিই৷ তাদের নিজস্ব আইন অনুসরণ করে বসবাস.
25 সেইজন্য আমাদের মন এই যে, এই জাতি বিশ্রামে থাকবে, এবং আমরা তাদের তাদের মন্দির পুনরুদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে।

26 তাই আপনি তাদের কাছে পাঠাতে ভাল করবেন, এবং তাদের শান্তি দিন, যাতে তারা যখন আমাদের মনের প্রত্যয়িত হয়, তখন তারা ভাল সান্ত্বনা পেতে পারে এবং তাদের নিজেদের বিষয়ে প্রফুল্লভাবে যেতে পারে।
27 এবং ইহুদী জাতির কাছে রাজার চিঠিটি এইভাবে ছিল: রাজা অ্যান্টিওকাস পরিষদ এবং বাকি ইহুদিদের শুভেচ্ছা পাঠালেন:
28 যদি তোমরা ভালো থাকো, আমাদের ইচ্ছা আছে; আমরাও সুস্থ আছি।
29 মেনেলাউস আমাদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে আপনার ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে যেতে এবং আপনার নিজের ব্যবসা অনুসরণ করতে:
30 তাই যারা প্রস্থান করবে তারা নিরাপত্তার সাথে জ্যান্থিকাসের ত্রিশতম দিন পর্যন্ত নিরাপদ আচরন পাবে।
31 এবং ইহুদীরা তাদের নিজেদের মত মাংস এবং আইন ব্যবহার করবে, আগের মত; এবং তাদের কেউ অজ্ঞতাবশত করা জিনিসগুলির জন্য কোন উপায়ে শ্লীলতাহানি করা হবে না।
32 আমি মেনেলাউসকেও পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তোমাদের সান্ত্বনা দেন৷
33 ভালো থেকো। একশো চল্লিশ আট বছরে, এবং জ্যান্থিকাস মাসের পনেরতম দিন।
34 রোমানরাও তাদের কাছে এই শব্দগুলি সম্বলিত একটি চিঠি পাঠিয়েছিল: রোমানদের দূত কুইন্টাস মেমিয়াস এবং টাইটাস মানলিউস, ইহুদিদের প্রতি শুভেচ্ছা পাঠান৷
35 রাজার চাচাতো ভাই লিসিয়াস যা কিছু দিয়েছেন, তাতে আমরাও খুশি৷
36 কিন্তু বাদশাহ্র কাছে পাঠানোর জন্য তিনি যে বিষয়গুলিকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, আপনি পরামর্শ দেওয়ার পরে, অবিলম্বে একজনকে পাঠান, যাতে আমরা ঘোষণা করতে পারি যে এটি আপনার পক্ষে সুবিধাজনক: আমরা এখন অ্যান্টিওকে যাচ্ছি।
37অতএব দ্রুত কিছু পাঠাও, যেন আমরা জানতে পারি তোমার মনের কথা।
38 বিদায়। এই শত আট এবং চল্লিশতম বছর, জ্যান্থিকাস মাসের পনেরতম দিন।

অধ্যায় 12

1 যখন এই চুক্তিগুলি করা হয়েছিল, তখন লিসিয়াস রাজার কাছে গেলেন, এবং ইহুদিরা তাদের পশুপালনের বিষয়ে ছিল৷
2 কিন্তু বিভিন্ন স্থানের গভর্নরদের মধ্যে, টিমোথিউস এবং জেনিয়াসের পুত্র অ্যাপোলোনিয়াস, এছাড়াও হায়ারোনিমাস এবং ডেমোফোন এবং তাদের পাশে সাইপ্রাসের গভর্নর নিকানর তাদের শান্ত থাকতে এবং শান্তিতে বসবাস করতে দেননি।
3 যাপ্পার লোকেরাও এইরকম একটি অধার্মিক কাজ করেছিল: তারা তাদের মধ্যে বসবাসকারী ইহুদিদের তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তাদের প্রস্তুত করা নৌকাগুলিতে যেতে প্রার্থনা করেছিল, যেন তারা তাদের কোন ক্ষতি না করে।
4 যারা শহরের সাধারণ হুকুম অনুসারে, শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক এবং কিছু সন্দেহ না করে তা মেনে নিয়েছিল: কিন্তু যখন তারা গভীরে চলে গেল, তখন তারা তাদের মধ্যে দুশোর কম ডুবে গেল।
5 যিহূদা যখন তার দেশবাসীদের প্রতি এই নিষ্ঠুরতার কথা শুনল, তখন সে তার সাথে যারা ছিল তাদের প্রস্তুত করতে আদেশ করল।
6 এবং ধার্মিক বিচারক ঈশ্বরকে আহ্বান করে, তিনি তার ভাইদের সেই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে এসেছিলেন, এবং রাতে আশ্রয়স্থল জ্বালিয়েছিলেন, এবং নৌকাগুলিতে আগুন লাগিয়েছিলেন এবং যারা সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের হত্যা করেছিলেন৷
7 এবং যখন শহরটি বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি পিছনে ফিরে গেলেন, যেন তিনি ফিরে আসবেন যাপ্পা নগরের সকলকে উপড়ে ফেলতে।
৪কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে যামনিরা তাদের মধ্যে বসবাসকারী ইহুদীদের মতোই করতে মনস্থ করেছে,
9 তিনি রাত্রিকালে যামনিদের উপরেও এসেছিলেন, এবং আশ্রয়স্থল ও নৌবাহিনীতে আগুন লাগিয়েছিলেন, যাতে জেরুজালেমে আগুনের আলো দুইশত চল্লিশ দূরত্বে দেখা যায়।
10 এখন তারা সেখান থেকে তিমোথিউসের দিকে যাত্রা করতে নয়টি ফারলাং চলে গেলে, পাঁচ হাজারেরও কম লোক পায়ে হেঁটে এবং আরবীয়দের পাঁচশো ঘোড়সওয়ার তাঁর উপর চড়ে।
11 তখন একটা খুব যন্ত্রণাদায়ক যুদ্ধ হল; কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যে জুডাসের পক্ষ বিজয় লাভ করে; যাতে আরবের যাযাবররা পরাজিত হয়ে জুডাসকে শান্তির জন্য অনুরোধ করেছিল, তাকে গবাদি পশু দেওয়ার এবং অন্যথায় তাকে খুশি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
12 তারপর যিহূদা ভাবছিল যে তারা অনেক কিছুতে লাভবান হবে, তারা তাদের শান্তি দিল: তখন তারা করমর্দন করল এবং তারা তাদের তাঁবুতে চলে গেল৷
13 এছাড়াও তিনি একটি নির্দিষ্ট শক্তিশালী শহরে একটি সেতু করতে গিয়েছিলেন, যেটির চারপাশে প্রাচীর দিয়ে বেড়া ছিল এবং বিভিন্ন দেশের লোকেরা বাস করো এবং এর নাম ছিল ক্যাসপিস।
14 কিন্তু যারা এর মধ্যে ছিল তারা দেয়ালের শক্তি এবং খাবারের ব্যবস্থার উপর এমন আস্থা রেখেছিল যে, তারা তাদের প্রতি অভদ্র আচরণ করেছিল, যারা যিহূদার সাথে ছিল, রেলিং এবং নিন্দা করেছিল এবং এমন শব্দ উচ্চারণ করেছিল যা বলার মতো ছিল না।
15 সেইজন্য জুডাস তার সঙ্গ নিয়ে, বিশ্বের মহান প্রভুকে ডাকতে, যিনি মেষ বা যুদ্ধের ইঞ্জিন ছাড়াই যিহোশূয়ের সময়ে জেরিকোকে নিক্ষেপ করেছিলেন, দেয়ালের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন,
16 এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় শহরটি দখল করে নিলেন এবং অকথ্য হত্যাকাণ্ড ঘটান, এতটাই যে তার সংলগ্ন দুই ফার্লং প্রশস্ত একটি হ্রদ পরিপূর্ণ হয়ে রক্তে ছুটে যেতে দেখা গেল।
17 তারপর তারা সেখান থেকে সাড়ে সাতশো ফারলাং দূরে চলে গেল এবং তুবিয়েনি নামে পরিচিত ইহুদিদের কাছে চারাকায় এলো।
18 কিন্তু টিমোথিউসের জন্য, তারা তাকে সেই জায়গায় খুঁজে পায়নি: কারণ তিনি কিছু পাঠানোর আগেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন, একটি নির্দিষ্ট দখলে একটি খুব শক্তিশালী গ্যারিসন রেখেছিলেন৷
19 তবে ডসিথিউস এবং সোসিপেটার, যারা ম্যাকাবিউসের সেনাপতি ছিলেন, এগিয়ে গিয়ে টিমোথিউসকে দুর্গে রেখে গিয়েছিলেন, দশ হাজারের বেশি লোককে হত্যা করলেন।
20 আর ম্যাকাবিউস তার সৈন্যদলকে দল বেঁধে দলে দলে সাজিয়ে টিমোথিউসের বিরুদ্ধে গেলেন, যার প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং দুই হাজার পাঁচশো ঘোড়সওয়ার ছিল৷
21 টিমোথিয়স যখন জুডাসের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি মহিলা ও শিশুদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্রগুলিকে কার্নিয়ন নামক একটি দুর্গে পাঠালেন: সমস্ত জায়গার সংকটের কারণে শহরটি অবরোধ করা কঠিন এবং সেখানে আসা অস্বস্তিকর ছিল। .
22 কিন্তু যখন তাঁর প্রথম দল জুডাস চোখে পড়ল, তখন শত্রুরা, যিনি সব কিছু দেখেন তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা ভয় ও আতঙ্কে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল, একজন এদিক ওদিক ছুটে গেল, অন্যজন সেই পথে, যাতে তারা প্রায়ই আহত হয়। তাদের নিজেদের লোকদের, এবং তাদের নিজেদের তরবারির বিন্দুতে আহত।
23 যিহূদাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য খুব আন্তরিক ছিল, সেই দুষ্ট দুষ্টদের হত্যা করেছিল, যাদের সে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করেছিল।
24 তাছাড়া টিমোথিউস নিজেও ডসিথিউস এবং সোসিপেটারের হাতে পড়েছিলেন, যাঁকে তিনি তাঁর জীবন দিয়ে যেতে দেওয়ার

জন্য অনেক নৈপুণ্যের সাথে অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তাঁর অনেক ইহুদি পিতামাতা ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের ভাই ছিল, যারা যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়। তাকে মৃত্যু, বিবেচনা করা উচিত নয়।
25অতএব যখন তিনি অনেক কথায় তাদের আশ্বস্ত করলেন যে তিনি তাদের কোন ক্ষতি না করে তাদের ফিরিয়ে দেবেন, চুক্তি অনুসারে, তারা তাদের ভাইদের বাঁচানোর জন্য তাকে ছেড়ে দিল।
26 তারপর ম্যাকাবিউস কার্নিয়ন এবং আটারাগাটিসের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে তিনি পঁচিশ হাজার লোককে হত্যা করলেন।
27 এবং তিনি পালাতে গিয়ে তাদের ধ্বংস করার পরে, যিহূদা বাহিনীকে ইফ্রোনের দিকে সরিয়ে দিয়েছিল, একটি শক্তিশালী শহর, যেখানে লিসিয়াস বাস করতেন, এবং বিভিন্ন জাতির একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, এবং শক্তিশালী যুবকরা প্রাচীর রক্ষা করেছিল এবং তাদের শক্তিশালীভাবে রক্ষা করেছিল: যেখানে এছাড়াও ইঞ্জিন এবং ডার্টের দুর্দান্ত ব্যবস্থা ছিল।
28কিন্তু যখন যিহূদা ও তার সঙ্গী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ডাকল, যিনি তাঁর শক্তিতে তাঁর শত্রুদের শক্তি ভেঙ্গে দেন, তখন তারা শহর জয় করে এবং ভিতরে যারা ছিল তাদের পঁচিশ হাজারকে হত্যা করে,
29 সেখান থেকে তারা সিথোপলিসে রওনা হল, যেটা জেরুজালেম থেকে ছয়শত দূরত্বে অবস্থিত।
30 কিন্তু সেখানে বসবাসকারী ইহুদিরা যখন সাক্ষ্য দিয়েছিল যে সিথোপলিটানরা তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছে এবং তাদের প্রতিকূল সময়ে তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছে;
31 তারা তাদের ধন্যবাদ জানাল, তারা তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে চায় এবং তাই তারা জেরুজালেমে এসেছিল, সপ্তাহের উত্সব ঘনিয়ে আসছে।
32 আর পেন্টেকস্ট নামক উৎসবের পরে, তারা ইদুমিয়ার গভর্নর গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল,
33 তিনি তিন হাজার পদাতিক সৈন্য ও চারশো ঘোড়সওয়ার নিয়ে বের হলেন।
34 আর এমন হল যে তাদের একত্রে যুদ্ধে কয়েকজন ইহুদী নিহত হল।
35 সেই সময় ডসিথিউস, বেসেনরের সঙ্গীদের একজন, যিনি ঘোড়ার পিঠে ছিলেন এবং একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, তখনও গরগিয়াসের উপরে ছিলেন এবং তাঁর কোটটি ধরে জোর করে তাকে টেনে নিয়েছিলেন; এবং যখন তিনি সেই অভিশপ্ত লোকটিকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতেন, তখন থ্রাসিয়ার একজন ঘোড়সওয়ার তার কাঁধ থেকে আঘাত করে, যাতে গর্গিয়াস মারিসার কাছে পালিয়ে যায়।
36 এখন যখন গর্গিয়াসের সাথে যারা ছিল তারা দীর্ঘ যুদ্ধ করেছিল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন জুডাস প্রভুকে ডেকেছিল যে তিনি নিজেকে তাদের সাহায্যকারী এবং যুদ্ধের নেতা হিসাবে দেখাবেন।
37 এবং এটি দিয়ে তিনি তার নিজের ভাষায় শুরু করলেন, এবং উচ্চ স্বরে গীত গাইলেন, এবং গর্গিয়াসের লোকদের অজান্তেই ছুটে গিয়ে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিলেন।
38তখন যিহূদা তার সৈন্যদলকে জড়ো করে ওদোল্লাম শহরে এলো, এবং সপ্তম দিন এলে তারা প্রথা অনুসারে নিজেদের শুদ্ধ করল এবং বিশ্রামবার একই জায়গায় পালন করল।
39 এবং পরের দিন, যেমন ব্যবহার করা হয়েছিল, যিহূদা এবং তার দল নিহতদের মৃতদেহ নিতে এবং তাদের পিতার কবরে তাদের আত্মীয়দের সাথে কবর দিতে এসেছিল।
40 এখন যারা নিহত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের কোটের নীচে তারা জামনিদের মূর্তির জন্য পবিত্র জিনিসগুলি খুঁজে পেয়েছিল, যা আইন দ্বারা ইহুদিদের নিষিদ্ধ। অতঃপর প্রত্যেকেই দেখল যে এই কারণেই তাদের হত্যা করা হয়েছে।
41অতএব সমস্ত লোক প্রভুর প্রশংসা করছে, যিনি ধার্মিক বিচারক, যিনি লুকিয়ে থাকা জিনিসগুলি খুলে দিয়েছিলেন।
42 তারা প্রার্থনার জন্য নিজেকে নিয়ে গেল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করল যে পাপটি সম্পূর্ণরূপে স্মরণ থেকে মুছে ফেলা হোক। এছাড়াও, সেই মহীয়সী জুডাস লোকেদেরকে পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের চোখের সামনে দেখেছিল যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের পাপের জন্য যা ঘটেছিল।
43 এবং যখন তিনি গোটা দলে দুই হাজার ড্রাম রৌপ্য জমায়েত করলেন, তখন তিনি তা জেরুজালেমে পাঠালেন পাপ-উৎসর্গের জন্য, সেখানে খুব ভাল ও সততার সাথে কাজ করলেন, কারণ তিনি পুনরুত্থানের কথা মনে করেছিলেন:
44 কারণ তিনি যদি আশা না করতেন যে যারা নিহত হয়েছে তারা আবার জীবিত হয়ে উঠবে, তবে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করা অপ্রয়োজনীয় এবং বৃথা ছিল।
45 এবং এছাড়াও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যারা ধার্মিকভাবে মারা গেছে তাদের জন্য মহান অনুগ্রহ রয়েছে, এটি একটি পবিত্র এবং ভাল চিন্তা ছিল। তারপর তিনি মৃতদের জন্য একটি পুনর্মিলন করেছিলেন, যাতে তারা পাপ থেকে উদ্ধার পায়।

অধ্যায় 13

1 একশো উনচল্লিশ বছরে জুডাসকে বলা হয়েছিল যে, অ্যান্টিওকাস ইউপেটর বড় শক্তি নিয়ে জুডিয়ায় আসছেন,
2 এবং তার সাথে তার রক্ষক লিসিয়াস, এবং তার বিষয়ের শাসক, তাদের মধ্যে একজন গ্রীসীয় পদাতিক শক্তি, এক লক্ষ দশ হাজার, ঘোড়সওয়ার পাঁচ হাজার তিনশো, এবং হাতি দুই বিশটি এবং তিনশো রথ সজ্জিত। হুক
3 মেনেলাউসও নিজেকে তাদের সাথে যোগদান করেছিলেন, এবং মহান বিভ্রান্তির সাথে অ্যান্টিওকাসকে উত্সাহিত করেছিলেন, দেশের সুরক্ষার জন্য নয়, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে তাকে গভর্নর করা হয়েছে।
4 কিন্তু রাজাদের রাজা এই দুষ্টের বিরুদ্ধে অ্যান্টিওকাসের মনকে চালিত করলেন, এবং লিসিয়াস রাজাকে জানালেন যে এই লোকটি সমস্ত দুষ্টতার কারণ ছিল, যাতে রাজা তাকে বেরিয়াতে নিয়ে আসার এবং তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। পদ্ধতি যে জায়গায় আছে.
5 সেই জায়গায় পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা বুরুজ ছিল, ছাইয়ে ভরা, আর তাতে একটা গোলাকার যন্ত্র ছিল যা চারদিকে ছাইয়ে ঝুলে ছিল।
6 এবং যারাই ধর্মত্যাগের নিন্দা করা হয়েছিল, বা অন্য কোনও গুরুতর অপরাধ করেছিল, সেখানে সকলেই তাকে হত্যা করেছিল।
7 এমন একটি মৃত্যু ঘটল যে দুষ্ট লোকের মৃত্যু হবে, মাটিতে সমাধিস্থ হওয়ার মতো এত কিছু নেই; এবং এটি সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে:
8 কারণ সে বেদীর বিষয়ে অনেক পাপ করেছিল, যার আগুন এবং ছাই পবিত্র ছিল, সে ছাইয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল।
9এখন রাজা বর্বর ও অহংকারী মন নিয়ে ইহুদীদের প্রতি তার পিতার সময়ে যা করা হয়েছিল তার চেয়েও খারাপ করতে এলেন।
10 যিহূদা যখন এই বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছিল, তখন তিনি জনতাকে রাত্রিদিন প্রভুকে ডাকতে আদেশ করেছিলেন, যে যদি অন্য কোন সময়ে, তিনি এখন তাদের সাহায্য করবেন, তাদের আইন থেকে, তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এবং পবিত্র মন্দির থেকে:
11 এবং তিনি লোকেদের কষ্ট দেবেন না, যেগুলি এখন পর্যন্ত একটু সতেজ ছিল, নিন্দাকারী জাতির বশীভূত হতে।
12 তাই যখন তারা সকলে একত্রে এই কাজটি করল, এবং ক্রন্দন ও উপবাস করে এবং তিন দিন ধরে মাটিতে শুয়ে পরম করুণাময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল, তখন যিহূদা তাদের উদ্দেশ করে তাদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিল।

13 এবং যিহূদা, প্রাচীনদের সাথে আলাদা হয়ে, রাজার সৈন্যদলকে যিহূদিয়াতে প্রবেশ করার আগে এবং প্রভুর সাহায্যে যুদ্ধ করার জন্য শহরটি নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল।
14 তাই যখন তিনি বিশ্বের স্রষ্টার কাছে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছিলেন এবং আইন, মন্দির, শহর, দেশ এবং কমনওয়েলথের জন্য তার সৈন্যদেরকে মানুষিকভাবে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি মোডিনের কাছে শিবির স্থাপন করেছিলেন:
15 আর যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিল তাদের প্রহরীবাণী দিয়ে বললেন, জয় ঈশ্বরের। সবচেয়ে সাহসী ও পছন্দের যুবকদের নিয়ে তিনি রাত্রে রাজার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং শিবিরে প্রায় চার হাজার লোককে এবং তার উপরে থাকা সমস্ত হাতির প্রধানকে হত্যা করলেন।
16 এবং শেষ পর্যন্ত তারা শিবিরকে ভয় ও কোলাহলে পূর্ণ করে দিল এবং ভাল সাফল্যের সাথে চলে গেল।
17 এটা দিনের বিরতিতে করা হয়েছিল, কারণ প্রভুর সুরক্ষা তাকে সাহায্য করেছিল।
18এখন রাজা যখন ইহুদীদের পুরুষত্বের স্বাদ নিলেন, তখন তিনি নীতি অনুসারে দখল নিতে গেলেন,
19 এবং বেথসুরার দিকে অগ্রসর হলেন, যেটি ইহুদিদের শক্তিশালী দখল ছিল: কিন্তু তিনি পলায়নপর হয়েছিলেন, ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তার লোকদের থেকে হারিয়েছিলেন।
20 কারণ যিহূদা সেখানে যারা ছিল তাদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জানিয়েছিল।
21 কিন্তু রোডোকাস, যিনি ইহুদীদের দলে ছিলেন, শত্রুদের কাছে গোপনীয়তা প্রকাশ করেছিলেন; তাই তাকে খুঁজে বের করা হয়েছিল, এবং তারা তাকে পেয়ে কারাগারে বন্দী করেছিল।
22 বেথসুমে রাজা দ্বিতীয়বার তাদের সাথে আচরণ করলেন, হাত দিলেন, তাদের নিয়ে গেলেন, চলে গেলেন, জুডাসের সাথে যুদ্ধ করলেন, পরাজিত হলেন;
23 শুনেছি যে ফিলিপ, যিনি অ্যান্টিওকের বিষয়গুলি নিয়ে পড়েছিলেন, তিনি নিদারুণভাবে নত হয়েছিলেন, বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, ইহুদিদের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এবং সমস্ত সমান শর্তে শপথ করেছিলেন, তাদের সাথে একমত হয়েছিলেন এবং বলিদান করেছিলেন, মন্দিরকে সম্মান করেছিলেন এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছিলেন। স্থান,
24 এবং ম্যাকাবিউসকে ভালোভাবে গ্রহণ করে, টলেমাইস থেকে গেরহেনিয়ানদের কাছে তাকে প্রধান গভর্নর বানিয়েছিলেন;
25 টলেমাইসে এসেছিলেন: সেখানকার লোকেরা চুক্তির জন্য দুঃখিত হয়েছিল; কারণ তারা ঝড় তুলেছিল, কারণ তারা তাদের চুক্তি বাতিল করবে।
26 লিসিয়াস বিচারের আসনে গিয়েছিলেন, কারণের পক্ষে যতটা সম্ভব বলেছিলেন, রাজি করালেন, শান্ত করলেন, তাদের ভালভাবে প্রভাবিত করলেন, অ্যান্টিওকে ফিরে গেলেন। এভাবে রাজার আসা-যাওয়া ছুঁয়ে গেল।

অধ্যায় 14

1 তিন বছর পর জুডাসকে জানানো হল যে, সেলুকাসের ছেলে ডেমেট্রিয়াস ত্রিপলিসের আশ্রয়স্থলে বিরাট শক্তি ও নৌবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেছে।
2 দেশ দখল করে অ্যান্টিওকাস এবং তার রক্ষক লিসিয়াসকে হত্যা করেছিলেন।
3এখন একজন অ্যালসিমাস, যিনি মহাযাজক ছিলেন এবং অইহুদীদের সাথে মিশে যাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে কলুষিত করেছিলেন, তিনি দেখেছিলেন যে কোনওভাবেই নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না বা পবিত্র বেদীতে আর প্রবেশ করতে পারবেন না।
4 একশো পঞ্চাশতম বছরে রাজা ডেমেট্রিয়াসের কাছে এসেছিলেন, তাঁকে সোনার একটি মুকুট, একটি খেজুর এবং মন্দিরে গম্ভীরভাবে ব্যবহৃত ডালগুলিও উপহার দিয়েছিলেন: এবং সেই দিন তিনি শান্ত ছিলেন।
5 যদিও তার মূর্খতার উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে এবং ডেমেট্রিয়াস তাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইহুদিরা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা কী উদ্দেশ্য করেছিল, তিনি এর উত্তর দিয়েছিলেন:
6 ইহুদিদের মধ্যে যাদেরকে তিনি অ্যাসিডিয়ান বলেছেন, যাদের অধিনায়ক হলেন জুডাস ম্যাকাবিউস, তারা যুদ্ধ পোষণ করে এবং রাষ্ট্রদ্রোহী এবং বাকিদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।
7 তাই আমি, আমার পূর্বপুরুষদের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে, মানে মহাযাজকত্ব, এখন এখানে এসেছি:
8 প্রথমত, সত্যই রাজার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির অব্যক্ত যত্নের জন্য; এবং দ্বিতীয়ত, এমনকি এর জন্যও আমি আমার নিজের দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করছি: কারণ আমাদের সমস্ত জাতি তাদের উপরোক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের মাধ্যমে সামান্য দুঃখের মধ্যে নেই।
9 সেইজন্য, হে রাজা, এই সব কিছু জেনেও, দেশটির জন্য এবং আমাদের জাতির জন্য সতর্ক থাকুন, যা চারিদিকে চাপা পড়ে আছে, আপনি সকলের কাছে যে মমতা প্রকাশ করছেন সে অনুসারে।
10 যতদিন জুডাস বেঁচে থাকবে ততদিন রাজ্যের শান্ত থাকা সম্ভব নয়।
11 এই কথাটি তার সম্পর্কে শীঘ্রই বলা হয়নি, কিন্তু রাজার অন্য বন্ধুরা, বিদ্বেষপূর্ণভাবে যিহূদার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে ডেমেট্রিয়াসকে আরও ধূপ দিয়েছিল।
12 আর সঙ্গে সঙ্গে নিকানোরকে ডেকে, যিনি হাতিদের ওস্তাদ ছিলেন, এবং তাঁকে যিহূদিয়ার গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন,
13 যিহূদাকে হত্যা করার জন্য এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের ছিন্নভিন্ন করতে এবং আলসিমাসকে মহান মন্দিরের মহাযাজক করার জন্য তাকে আদেশ দিয়েছিলেন।
14 তারপর বিধর্মীরা, যারা ইহুদিদের কাছ থেকে জুডিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ইহুদিদের ক্ষতি এবং বিপর্যয়কে তাদের কল্যাণ মনে করে পাল নিয়ে নিকানোরে এসেছিল।
15 এখন ইহুদীরা যখন নিকানোরের আগমনের কথা শুনতে পেল এবং বিধর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, তখন তারা তাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করল যিনি তাঁর লোকদের চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যিনি সর্বদা তাঁর উপস্থিতির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর অংশকে সাহায্য করেন। .
16অতএব অধিনায়কের আদেশে তারা সেখান থেকে সরাসরি সরে গেল এবং ডেসাউ শহরে তাদের কাছে আসল।
17 এখন সিমোন, জুডাসের ভাই, নিকানোরের সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার শত্রুদের আকস্মিক নীরবতার কারণে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছিলেন।
18 তবুও নিকানর, যারা জুডাসের সাথে ছিল তাদের পুরুষত্বের কথা শুনে এবং তাদের দেশের জন্য তাদের লড়াই করতে হয়েছিল এমন সাহসের কথা শুনে, তলোয়ার দিয়ে বিষয়টি পরীক্ষা করার সাহস করেনি।
19 তাই তিনি পসিডোনিয়াস, থিওডোটাস এবং ম্যাটাথিয়াসকে শান্তি স্থাপনের জন্য পাঠালেন।
20অতএব যখন তারা দীর্ঘ পরামর্শ নিয়েছিল, এবং অধিনায়ক জনতাকে তার সাথে পরিচিত করিয়েছিলেন, এবং দেখা যায় যে তারা সবাই এক মনের, তখন তারা চুক্তিতে সম্মত হল,
21 এবং একত্রে একত্রে মিলিত হওয়ার জন্য একটি দিন স্থির করিল; এবং যখন সেই দিন আসিল, এবং উভয়ের জন্য মল স্থাপন করা হইল।
22 লুডাস সুবিধাজনক জায়গায় সশস্ত্র লোকদের প্রস্তুত রাখল, যাতে শত্রুরা হঠাৎ করে কিছু বিশ্বাসঘাতকতা অনুশীলন না করে: তাই তারা একটি শান্তিপূর্ণ সম্মেলন করেছিল।
23 এখন নিকানোর জেরুজালেমে থাকল, এবং কোন ক্ষতি করল না, কিন্তু তার কাছে ছুটে আসা লোকদের বিদায় করল।

24 এবং তিনি স্বেচ্ছায় জুডাসকে তার দৃষ্টির বাইরে রাখতে চান না, কারণ তিনি তার মন থেকে সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।
25 তিনি তাকে স্ত্রী গ্রহণ করতে এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন: তাই তিনি বিয়ে করেছিলেন, শান্ত ছিলেন এবং এই জীবনের অংশ নিয়েছিলেন।
26 কিন্তু আলসিমাস, তাদের মধ্যে যে প্রেম ছিল তা বুঝতে পেরে এবং যে চুক্তিগুলি করা হয়েছিল তা বিবেচনা করে ডেমেট্রিয়াসের কাছে এসে তাকে বলেছিলেন যে নিকানর রাজ্যের প্রতি ভালভাবে প্রভাবিত হয়নি; তার জন্য তিনি রাজার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তার রাজ্যের বিশ্বাসঘাতক জুডাসকে নিযুক্ত করেছিলেন।
27 তারপর রাজা ক্রোধে ভুগছিলেন এবং সবচেয়ে দুষ্ট লোকের অভিযোগে উত্তেজিত হয়ে নিকানরকে চিঠি লিখলেন, এই ইঙ্গিত দিয়ে যে তিনি চুক্তির প্রতি খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি ম্যাকাবিউসকে বন্দী করে এন্টিওকে দ্রুত পাঠাতে হবে।
28 যখন এটি নিকানোরের শ্রবণে এসেছিল, তখন তিনি নিজের মধ্যে অনেক বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি গুরুতরভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি যে নিবন্ধগুলি সম্মত হয়েছিল তা বাতিল করতে হবে, লোকটির কোনও দোষ নেই।
29 কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কোন কাজ না হওয়ায় তিনি নীতির মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তার সময় দেখেছিলেন।
30 তা সত্ত্বেও, যখন ম্যাকাবিউস দেখলেন যে নিকানর তার প্রতি কৃপণ হতে শুরু করেছে, এবং সে তাকে তার চেয়েও বেশি রুক্ষ আচরণ করেছে, বুঝতে পেরেছে যে এই ধরনের নোংরা আচরণ ভাল নয়, তখন তিনি তার কয়েকজন লোককে একত্র করলেন এবং নিজেকে প্রত্যাহার করলেন। Nicanor থেকে
31 কিন্তু অন্যজন, জেনেছিল যে তিনি বিশেষভাবে জুডাসের নীতিতে বাধা পেয়েছিলেন, মহান এবং পবিত্র মন্দিরে এসেছিলেন এবং যাজকদের, যারা তাদের স্বাভাবিক বলি নিবেদন করছিলেন, আদেশ করলেন যে তাকে লোকটিকে তুলে দিতে।
32 আর যখন তারা শপথ করল যে, সেই লোকটা কোথায় ছিল, যাকে সে খুঁজছিল, তারা বলতে পারবে না,
33তিনি তার ডান হাত মন্দিরের দিকে প্রসারিত করলেন এবং এইভাবে শপথ করলেন: যদি তোমরা আমাকে বন্দী করে যিহূদাকে না মুক্ত কর, তবে আমি ঈশ্বরের এই মন্দিরটি মাটির সাথে রেখে দেব এবং আমি বেদীটি ভেঙ্গে ফেলব, এবং বাচ্চাসের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির তৈরি করুন।
34 এই কথার পর তিনি চলে গেলেন। তারপর যাজকরা স্বর্গের দিকে তাদের হাত তুলে মিনতি করলেন, যিনি তাদের জাতির রক্ষাকারী ছিলেন, এইভাবে বললেন;
35 হে সব কিছুর প্রভু, যাঁর কিছুই প্রয়োজন নেই, তুমি খুশি হয়েছ যে তোমার আবাসের মন্দির আমাদের মধ্যে থাকুক:
36 তাই এখন, হে সমস্ত পবিত্রতার পবিত্র প্রভু, এই ঘরটিকে সর্বদা অপবিত্র রাখুন, যা ইদানীং শুদ্ধ হয়েছে, এবং প্রতিটি অন্যায় মুখ বন্ধ করুন।
37 এখন নিকানোরের কাছে একজন রাজী, জেরুজালেমের প্রাচীনদের একজন, তার দেশবাসীদের একজন প্রেমিক এবং খুব ভাল রিপোর্টার একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যাকে তার দয়ার জন্য ইহুদীদের পিতা বলা হয়েছিল৷
38কারণ পূর্ববর্তী সময়ে, যখন তারা অইহুদীদের সাথে নিজেদের মিশতো না, তখন তিনি ইহুদী ধর্মের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ইহুদীদের ধর্মের জন্য সাহসিকতার সাথে নিজের শরীর ও জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন।
39 তাই নিকানোর, ইহুদিদের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, তাকে ধরতে পাঁচশোর উপরে যুদ্ধের লোক পাঠালেন:
40 কারণ তিনি ভাবলেন তাকে নিয়ে গিয়ে ইহুদীদের অনেক ক্ষতি করবেন৷
41 এখন যখন জনতা বুরুজটি দখল করবে এবং বাইরের দরজাটি হিংস্রভাবে ভেঙ্গে ফেলবে এবং এটিকে পোড়ানোর জন্য আগুন আনতে হবে, তখন সে তার তরবারির উপরে পড়ল;
42 দুষ্টের হাতে আসা, তার মহৎ জন্ম বলে মনে করার চেয়ে অন্যথায় অপব্যবহার করা থেকে মনুষ্যত্বপূর্ণভাবে মারা যাওয়া বেছে নেওয়া:
43 কিন্তু তাড়াহুড়ো করে তার স্ট্রোক মিস করে, ভিড়ও দরজার মধ্যে ছুটে আসে, তিনি সাহসের সাথে প্রাচীরের দিকে ছুটে যান এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে মোটা মানুষের মধ্যে নিজেকে নিচু করে ফেলেন।
44 কিন্তু তারা শীঘ্রই ফিরিয়ে দিল, এবং একটি জায়গা তৈরি হওয়ায় তিনি শূন্যস্থানের মাঝখানে পড়ে গেলেন।
45 তা সত্ত্বেও, যখন তাঁর মধ্যে নিঃশ্বাস ছিল, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন৷ এবং যদিও তার রক্ত জলের ফোঁটার মতো বেরিয়েছিল এবং তার ক্ষতগুলি গুরুতর ছিল, তবুও সে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গেল; এবং একটি খাড়া পাথরের উপর দাঁড়িয়ে,
46 যখন তার রক্ত একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তখন সে তার নাড়িভুঁড়ি বের করে নিয়েছিল, এবং সেগুলিকে তার দুই হাতে নিয়ে সেগুলিকে ভীড়ের উপর ফেলে দিয়েছিল, এবং জীবন ও আত্মার প্রভুকে আহ্বান জানিয়েছিল যে তারা তাকে আবার ফিরিয়ে আনবে, এইভাবে সে মারা গেল৷

অধ্যায় 15

1কিন্তু নিকানর শুনলেন যে, যিহূদা ও তার সঙ্গীরা শমরিয়ার শক্তিশালী জায়গায় আছে, বিশ্রামবারে তাদের উপর কোন বিপদ না করেই সিদ্ধান্ত নিল।
2তবুও যে ইহুদিরা তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা বলল, হে এত নিষ্ঠুর ও বর্বরভাবে ধ্বংস করো না, কিন্তু সেই দিনটিকে সম্মান কর, যেদিন তিনি সব কিছু দেখেন, অন্য সব দিনের চেয়ে পবিত্রতাকে সম্মান করেছেন৷
3 তারপর সবচেয়ে অকৃত্রিম দুর্ভাগ্যের দাবি, যদি স্বর্গে একজন পরাক্রমশালী থাকেন, যিনি বিশ্রামবার পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন।
4 এবং যখন তারা বলেছিল, স্বর্গে একজন জীবন্ত প্রভু আছেন, এবং পরাক্রমশালী, যিনি সপ্তম দিন পালন করার আদেশ দিয়েছেন:
5তখন অন্যজন বলল, আর আমিও পৃথিবীতে পরাক্রমশালী, আর আমি অস্ত্র ধরতে ও রাজার ব্যবসা করার নির্দেশ দিচ্ছি। তবুও তিনি তার দুষ্ট ইচ্ছা সম্পন্ন না করার জন্য অর্জন করেছিলেন।
6 তাই নিকানোর অত্যধিক গর্ব এবং অহংকারে জুডাস এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের বিরুদ্ধে তার বিজয়ের একটি সর্বজনীন স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।
7 কিন্তু ম্যাকাবিউসের সবসময় নিশ্চিত আস্থা ছিল যে প্রভু তাকে সাহায্য করবেন:
8 তাই তিনি তাঁর লোকেদের তাদের বিরুদ্ধে জাতিদের আগমনকে ভয় না করার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন, তবে আগের সময়ে তারা স্বর্গ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিল তা মনে রাখতে এবং এখন সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে তাদের কাছে আসা উচিত এমন বিজয় এবং সাহায্যের প্রত্যাশা করার জন্য।
9 এবং তাই তাদের আইন ও ভাববাদীদের থেকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং তাদের আগে যে যুদ্ধগুলি জিতেছিল সেগুলির কথা মনে রেখে তিনি তাদের আরও প্রফুল্ল করেছিলেন৷
10 এবং যখন তিনি তাদের মনকে আলোড়িত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বিধর্মীদের মিথ্যা এবং শপথ ভঙ্গের বিষয়ে তাদের দেখিয়েছিলেন৷
11 এইভাবে তিনি তাদের প্রত্যেককে সশস্ত্র করেছিলেন, ঢাল ও বর্শার প্রতিরক্ষায় এতটা নয়, যতটা আরামদায়ক এবং ভাল কথা দিয়েছিলেন: এবং এর পাশাপাশি, তিনি তাদের বিশ্বাস করার যোগ্য একটি স্বপ্ন বলেছিলেন, যেন এটি সত্যই হয়েছিল। তাদের একটু আনন্দ না.
12 এবং এই ছিল তার দর্শন: সেই ওনিয়াস, যিনি ছিলেন মহাযাজক, একজন গুণী এবং একজন ভাল মানুষ, কথাবার্তায় শ্রদ্ধেয়, ভদ্র অবস্থায়, ভাল কথাও বলতেন, এবং একটি শিশুর

কাছ থেকে তার হাত ধরে সমস্ত গুণের ক্ষেত্রে অনুশীলন করেছিলেন। ইহুদীদের সমগ্র শরীরের জন্য প্রার্থনা.
13 এইভাবে, ধূসর চুলের একজন লোককে দেখা গেল, যিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত ছিলেন, তিনি ছিলেন এক আশ্চর্যজনক এবং দুর্দান্ত মহিমা।
14 তখন ওনিয়াস উত্তর দিয়ে বললেন, ইনি ভাইদের প্রেমিক, যিনি মানুষের জন্য এবং পবিত্র শহরের জন্য অনেক প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরের ভাববাদী যিরমিয়।
15 তখন যিরমিয় তার ডান হাত ধরে যিহূদাকে সোনার একটি তলোয়ার দিলেন এবং তা দিতে গিয়ে এই কথা বললেন,
16 এই পবিত্র তরোয়ালটি নাও, ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উপহার, যা দিয়ে তুমি শত্রুদের ঘায়েল করবে।
17 এইভাবে যিহূদাদের কথায় সান্ত্বনা পেয়ে, যেগুলি খুব ভাল ছিল, এবং তাদেরকে বীরত্বের জন্য উদ্দীপ্ত করতে এবং যুবকদের হৃদয়কে উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তারা শিবির স্থাপন করতে নয়, বরং সাহসের সাথে তাদের উপরে স্থাপন করার জন্য স্থির করেছিল এবং মনুষ্যত্বপূর্ণভাবে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিষয়টির চেষ্টা করা, কারণ শহর এবং অভয়ারণ্য এবং মন্দির বিপদে পড়েছিল।
18 কারণ তারা তাদের স্ত্রী, এবং তাদের সন্তানদের, তাদের ভাইদের এবং লোকেদের জন্য যে যত্ন নিত, তা তাদের কাছে সামান্যতম হিসাব ছিল: কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ভয় ছিল পবিত্র মন্দিরের জন্য।
19 এছাড়াও যারা শহরে ছিল তারা বিদেশ বিরোধের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে সামান্যতম যত্ন নেয়নি।
20 এবং এখন, যখন সবাই দেখছিল যে বিচার কি হওয়া উচিত, এবং শত্রুরা ইতিমধ্যেই কাছে এসে গেছে, এবং সৈন্যদের সজ্জিত করা হয়েছিল, এবং পশুদের সুবিধামত স্থাপন করা হয়েছিল, এবং ঘোড়সওয়াররা ডানা মেলেছিল,
21 ম্যাকাবিউস ভিড়ের আগমন, অস্ত্রশস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্তুতি এবং পশুদের হিংস্রতা দেখে স্বর্গের দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, এবং বিস্ময়কর কাজকারী প্রভুকে ডাকলেন, তিনি জেনেছিলেন যে বিজয় অস্ত্র দ্বারা নয়, এমনকি এমনও হয়। এটা তার কাছে ভালো মনে হয়, তিনি যোগ্যদের দিয়ে দেন।
22 তাই তাঁর প্রার্থনায় তিনি এইভাবে বললেন; হে প্রভু, আপনি যিহূদিয়ার রাজা ইজেকিয়াসের সময়ে আপনার ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, এবং সেনাহেরিবের বাহিনীতে এক লক্ষ পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করেছিলেন:
23 তাই এখন, হে স্বর্গের প্রভু, তাদের কাছে ভয় ও ভীতির জন্য আমাদের সামনে একজন ভাল ফেরেশতা পাঠান।
24 এবং তোমার বাহুবলের দ্বারা যারা তোমার পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে আসে তাদের ভয় দেখাও। এবং তিনি এভাবেই শেষ করলেন।
25 তখন নিকানোর ও তাঁর সঙ্গীরা শিঙা ও গান নিয়ে এগিয়ে এল।
26 কিন্তু জুডাস এবং তার সঙ্গী প্রার্থনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছিল।
27 তাই তাদের হাত দিয়ে যুদ্ধ করে, এবং তাদের হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তারা পঁয়ত্রিশ হাজারের কম লোককে হত্যা করেছিল, কারণ ঈশ্বরের আবির্ভাবের মাধ্যমে তারা খুব আনন্দিত হয়েছিল।
28 এখন যখন যুদ্ধ শেষ হল, আনন্দের সাথে আবার ফিরে এল, তখন তারা জানল যে নিকানর তার জোনে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।
29 তারপর তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় সর্বশক্তিমানের প্রশংসা করে প্রচণ্ড চিৎকার ও আওয়াজ করল।
30 এবং জুডাস, যিনি সর্বদা দেহে এবং মনে উভয়েই নাগরিকদের প্রধান রক্ষাকারী ছিলেন, এবং যিনি সারা জীবন তাঁর দেশবাসীর প্রতি তাঁর ভালবাসা অব্যাহত রেখেছিলেন, তিনি নিকানোরের মাথা এবং তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে আঘাত করে জেরুজালেমে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। .
31 তাই যখন তিনি সেখানে ছিলেন, এবং তাঁর জাতির লোকদের একত্র করে বেদীর সামনে যাজকদের বসিয়েছিলেন, তখন তিনি দুর্গের লোকদের ডেকে পাঠালেন।
32 এবং তাদের নিকানোরের মস্তক, এবং সেই নিন্দাকারীর হাত দেখাল, যে গর্বিতভাবে সে সর্বশক্তিমানের পবিত্র মন্দিরের বিরুদ্ধে প্রসারিত করেছিল।
33 এবং যখন তিনি সেই অধার্মিক নিকানোরের জিহ্বা কেটে ফেললেন, তখন তিনি আদেশ দিলেন যে তারা পাখিদের কাছে টুকরো টুকরো করে দেবে এবং মন্দিরের সামনে তার পাগলামির পুরস্কারটি ঝুলিয়ে দেবে।
34 তাই প্রত্যেকেই স্বর্গের দিকে মহিমান্বিত প্রভুর প্রশংসা করে বলে উঠল, ধন্য সেই ব্যক্তি যে নিজের স্থানকে অপবিত্র রেখেছো।
35 তিনি টাওয়ারের উপরে নিকানোরের মাথাও ঝুলিয়েছিলেন, যা প্রভুর সমস্ত সাহায্যের জন্য একটি স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য চিহ্ন।
36 এবং তারা সকলকে একটি সাধারণ আদেশ দিয়েছিলেন যে কোনও ক্ষেত্রেই সেই দিনটি গম্ভীরতা ছাড়াই কাটতে দেবেন না, তবে দ্বাদশ মাসের তেরোতম দিন উদযাপন করতে হবে, যাকে সিরিয়ান ভাষায় আদর বলা হয়, মারডোকিয়াসের দিনের আগের দিন।
37 এইভাবে নিকানোরের সাথে এটি চলে গেল: এবং সেই সময় থেকে হিব্রুরা শহরটি তাদের কর্তৃত্বে নিয়েছিল। এবং এখানে আমি শেষ করতে হবে.
38 এবং যদি আমি ভাল কাজ করে থাকি, এবং গল্পের সাথে মানানসই, তবে আমি যা চেয়েছিলাম তা হল: কিন্তু যদি সরু এবং নিকৃষ্টভাবে, তবে আমি যা অর্জন করতে পারতাম।
39 কারণ একা মদ বা জল পান করা যেমন ক্ষতিকর; এবং জলের সাথে মিশ্রিত ওয়াইন যেমন মনোরম, এবং স্বাদকে আনন্দিত করে, তেমনই সূক্ষ্মভাবে সাজানো কথাবার্তা যারা গল্প পড়ে তাদের কানকে আনন্দ দেয়। এবং এখানে একটি শেষ হবে.